শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা,	বৈশাখ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন, যিনি বিশ্ব সংসার আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সখার ন্যায় ভক্তদিগের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, যিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি অনন্ত জ্ঞানের অধিপতি, যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং যাঁহার পাদন্যাস অতি বিস্তীর্ণ; যিনি মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, এবং উরুক্রম ইত্যাদি বহুবিধ নামে খ্যাত, সেই পরমাত্মা আমাদের কল্যাণরূপ হউন।

সম্পাদকের নিবেদন।

বর্ষচক্রের নূতন আবর্ত্তনের সহিত হিন্দুপত্রিকারও নূতন আবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই সুযোগে আমরা হিন্দুপত্রিকার লেখক, পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং সর্ব্বমঙ্গলালয় ভগবানের চরণে তাঁহাদের সর্ব্বমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। গত চারি-বৎসর কাল যদি হিন্দুপত্রিকা দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের কথঞ্চিৎ সেবা ও হিন্দুসমাজের কথঞ্চিৎ উপকারসাধন হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফল। অপর পক্ষে, যদি হিন্দুপত্রিকার পরিচালনায় কোন কর্ত্তব্যের অবহেলা হইয়া থাকে, তাহা আমাদেরই ত্রুটির পরিচয়।

"অপর, হিন্দুপত্রিকার সহিত মাসে মাসে সাক্ষাৎলাভের জন্য গ্রাহকবর্গের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হওয়ায়, বর্ত্তমান বর্ষ হইতে হিন্দুপত্রিকা মাসে মাসেই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল; অধিকন্তু ইহার কলেবরও কিয়দংশে বর্দ্ধিত হইল। গত বৎসর প্রত্যেক দ্বৈমাসিক-প্রকাশে পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠা থাকিত, এবার প্রতি মাসে ২৮ পৃষ্ঠা থাকিবে; বর্ষ শেষে ৩৩৬ পৃষ্ঠা হইবে; সুতরাং গত বর্ষ হইতে বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮ পৃষ্ঠা কলেবর বৃদ্ধি হইবে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ আমরা নূতন গ্রাহকবর্গের পক্ষে বার্ষিক মূল্য ১।০ স্থলে ১৷৷০ নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু পুরাতন গ্রাহকগণের জন্য মাত্র ৵ অধিক—অর্থাৎ ১।৵ মাত্র ধার্য্য হইল।

উপসংহারে নিবেদন, আমাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত ব্রহ্মচারী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যদিও অদ্যাপি বিশেষ কিছু পরিচয় দিবার যোগ্য অনুষ্ঠান হইয়া উঠে নাই, তথাপি হিন্দু-পত্রিকার উন্নতির সঙ্গে ২ তদর্থে যথাসম্ভব চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে। এ বৎসরে যেটুকু আশাঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, আগামী বর্ষ মধ্যে তাহা পল্লবিত, পুষ্পিত ও অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ফলিত হইবার বিশেষ আশা আছে; এখন সমাজ-হিতৈষীগণের সহানুভূতি, সুহৃদ্গণের সাহায্য, সাধুজনের আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের কৃপা ভরসা।

প্রণব।

—o—

ঘরে অগ্নি লাগিলে, ক্রমে তাহা প্রধূমিত হইয়া প্রজ্বলিত হয়। যদি তাহার উপর প্রবল পবন প্রবহমান হয়, তবে কাহার সাধ্য সে অগ্নি নির্ব্বাণ করে? প্রত্যুত সেই অগ্নিতে সমস্ত ভস্মসাৎ হয়। আমাদেরও ধর্ম্মরত্নের আশ্রয়-ভূত শাস্ত্র-গৃহে বিষম বিপ্লব-বহ্নি পড়িয়াছে। জ্বলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অনেকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু যেরূপ জ্বলিতেছে, যেরূপ বায়ু বহিতেছে, যেরূপ কৌশল ও লোকবলের অভাব হইয়াছে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। তবে যাহার যেটুকু সাধ্য, তিনি ঘর-পোড়া-বাঁশের মত কিঞ্চিৎ ২ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। বহু দিন হইতে এ অগ্নির সংযোগ-সঞ্চার হইয়াছে। যখন সরল পথের প্রদর্শক পুরাণাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পর হইতেই আরম্ভ। তৎকালে বড় ২ ঋষিরা ছিলেন, তাঁহারা দিব্য চক্ষুতে এই অবনতির স্রোত অনিবার্য্য বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন—

"যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং।
তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥

অর্থাৎ যখন বেদবিৎ পণ্ডিতের অভাব হইবে, তখন বিচক্ষণেরা বুঝিতে পারিবেন—কলির (কলিকালের এবং পাপের প্রভাব) বৃদ্ধি হইতেছে।

ভবভূতি উত্তরচরিতে আত্রেয়ীর মুখে অবনতি ব্যক্ত করিয়াছেন। আত্রেয়ী ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম শ্রুতিপাঠ। বাল্মীকি উদ্গীথাদি শ্রুতিরহস্যবিৎ; কিন্তু তথায় পাঠের বড় বিঘ্ন; অগত্যা—

"অস্মিন্নগস্য প্রমুখে প্রদেশে ভূয়াংস উদ্গীথ
বিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং বাল্মীকি-
পার্শ্বাদিহপর্য্যটামি॥"

অর্থাৎ এ দেশে বহু উদগীথবিৎ পণ্ডিত আছেন, বাল্মীকি মুনির সকাশ হইতে তাঁহাদের নিকট বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করিতে চলিয়াছি। ইহার দ্বারাও ব্যক্ত হইয়াছে, যথা তথা যে সে অধ্যাপকের নিকট উদগীথ সমন্বিত বেদান্ত-পাঠ হইত না। পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোকও উদগীথবিৎ ছিলেন। এখন পুরুষে তাহার নাম পর্য্যন্ত জানে না বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

যখন লোক উদগীথ-গানে বিভোর ছিল, তখন "পাণিনি" প্রভৃতি ব্যাকরণ পাঠের রীতি ছিল। কালক্রমে অবনতির সহিত পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইল। তদবধি বঙ্গদেশে উদাত্তাদি স্বর-ক্রম রহিত ব্যাকরণ পাঠের আরম্ভ হইল। উদাত্তাদি স্বরে উদ্গীত ওঙ্কারের উপাসনাও তিরোহিত হইল। স্বর-ক্রম-রহিত হরি, দুর্গা প্রভৃতি নামের জপের ব্যবহার হইল। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" বলিয়া মনকে প্রবোধ প্রদত্ত হইতে লাগিল। আমি যথাবিধি উচ্চারণ করিতে পারি বা না পারি, জনার্দ্দন ত ভাবগ্রাহী, তিনি ত আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছেন ইত্যাদি। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু স্বর যে সে ভাবের উদ্বোধক, তাই স্বর-সংযোগ প্রয়োজন। 'হরি' নাম না লইয়া "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলে হয় কি? তবে বল, হরিনাম জপ ব্যতীত ভাব উদ্বুদ্ধ হয় না। উচ্চারণে সে হরিতে ভক্তিব্যঞ্জক স্বর না থাকিলে হরি-ভক্তি স্ফুরিত হয় না। স্বরের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন জন্য বেদে "ইন্দ্রশত্রু-যাগের" অবতারণা করা হইয়াছে। ফল কথা, মনের ফটো স্বরে স্পষ্ট। অদ্য সেই স্বর সমন্বিত উদ্গীথরূপ ওঙ্কারের উপাসনার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন ও পরাচীন উভয়ে ওঙ্কারকে কি ভাবে দেখেন। আমরা যেমন দুর্গা২ বলিয়া মনের আবেগ দূর করি, প্রাচীনেরা স্বর-পরিপাটীতে ওঙ্কার উচ্চারণ করতঃ সে অভাব পূরণ করিতেন। আমরা যেমন কিছু লিখিতে গিয়া দুর্গানাম লিখি, তাঁহারা ওঙ্কার লিখিতেন। আমাদের যেমন ধ্যানে, জ্ঞানে ও জপে দুর্গানাম ভরসা, ওঙ্কার তাঁহাদের সেই স্থান অধিকার করিতেন। আধুনিক সগুণোপাসক সম্প্রদায়ের দেবতা যেমন দুর্গাদি, প্রাচীন সগুণোপাসক সম্প্রদায়ের দেবতা সেইরূপ ওঙ্কার ছিলেন। সাবলম্বন-উপাসনার নাম সগুণোপাসনা। সগুণোপাসনার বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, যথা—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"।

ইহারই ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানংনেদিষ্ঠং। তস্মিন্ প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি। প্রিয়নাম গ্রহণ ইব লোক তদিহেতি পরং প্রযুক্তং অভিধায়কত্বাদ্ব্যাবর্ত্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রে প্রতীয়তে। তথাচার্চ্চাদিবৎ পরস্যাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে।"

অর্থাৎ ওঁ ইতি (এই) অক্ষর উপাসনা করিবে। ওঙ্কার পরমাত্মার নাম। অন্য নাম অপেক্ষা এই নাম তাঁহার অতিপ্রিয়। লোক যেমন প্রিয় নামে ডাকিলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বমন্ত্রময় ওঁ শব্দে ভগবান্‌কে ডাকিলে ভগবান্ সুপ্রসন্ন হন। "ওমিতি"—

এই স্থানে 'ইতি' শব্দ থাকায় ওঁ যে শব্দ রূপ, শব্দাভিধেয় নহে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; অতএব প্রতিমাদি মূর্ত্তির ন্যায় ওঁ পরমাত্মার শরীর।

ওঁ সামবেদের অন্তর্গত উদ্গীথ; অতএব উচ্চারণ সাধন করিতে হইলে স্বর প্রয়োজন। যোগীগণ উদাত্তাদি স্বরে প্রণব-সঙ্কীর্ত্তন করেন। যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ-কুহর পবিত্র হইয়াছে। তিনিই ইহার মধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং এই ওঙ্কারের মধ্যে কটী বর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহাও বুঝিতে পারেন। প্লুত—অনুদাত্তস্বরে ওঁ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়া, প্লুত-উদাত্ত, পরে প্লুত-স্বরিতস্বরে আরোহাবরোহক্রমে উচ্চারণ সম্পাদন করিলে, উহাতে তিনটী বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে অকার, মধ্যমে উকার এবং অন্তিমে মকার; অতএব মনু বলিয়াছেন—

"অকারঞ্চ উকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্ নিরদুহৎ—" ইতি।

অর্থাৎ প্রজাপতি বেদত্রয় হইতে অকার, উকার ও মকাররূপ (ওঁ) সার দোহন করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—ওঙ্কার পরমাত্মার অঙ্গ। তাহার প্রত্যঙ্গ—অকার, উকার ও মকার। সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে পরমাত্মার দুই স্বরূপ। ওঙ্কার সগুণ ব্রহ্মের শরীর; কেননা সগুণ-ব্রহ্মই উপাসকের উপাস্য। একই ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহায়তায় সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্ব-রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তাই অবয়বত্রয়যুক্ত ওঙ্কারেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। অকারে বিষ্ণু, উকারে মহেশ্বর এবং মকারে ব্রহ্মা; অতএব উক্ত হইয়াছে—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ॥"

এই হইল পৌরাণিক দৃষ্টি।

পাতঞ্জল দর্শনেও আছে—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

তাঁহার (ঈশ্বরের) বাচক প্রণব (ওঙ্কার) 'প্রণূয়তেঽনেন' এই ব্যুৎপত্তিতে প্রণব শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্তব করা যায়, তাহার নাম প্রণব।

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

যোগিগণ সেই প্রণব-মন্ত্র জপ করিবেন; আর ঐ প্রণব 'চৈতন্য' করিয়া, তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন। তাহাহইলে চিত্ত একাগ্র হইবে। চিত্ত একাগ্র হইলে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ দূর হইবে। অনন্তর আত্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশমান হইবে, এই হইল যোগদৃষ্টি—

সর্ব্ব-প্রামাণ্য গীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
* * * * *
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ দান তপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

অর্থাৎ ওঁ, তৎ এবং সৎ, এই তিনটী ব্রহ্মের বাচক, ইহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। সেইহেতু ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীরা যথাবিধি যজ্ঞ, দান ও তপঃক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিতেও ওঙ্কার উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আদিসমাজের ব্রাহ্ম-ভ্রাতারা উপাসনার সময় ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পত্রাদির শিরোভাগে 'ওঁ তৎ সৎ' নির্দ্দেশ করেন।

সুদূরবর্ত্তী ইউরোপের পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রভৃতিও ওঙ্কারের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এস্থলে বিশ্বকোষের উক্তি যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম—

"কত কালের পুরাতন কথা লিখিলাম বলিয়া হয়ত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আর হাসিবার দিন নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেখিয়া যাঁহারা হাসিতেন, এখন তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়াছেন। সংস্কৃতপ্রিয় মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন "ওঙ্কার জপ করিয়া দেখ; প্রথমে ইহা অসার বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পুনঃ২ প্রণব উচ্চারণ করিলে ওঙ্কার জপ করা হয়। মনের একাগ্রতা সাধন এবং ব্রহ্মরূপ মহাকেন্দ্রে চিত্ত সন্নিবেশ করা উহার উদ্দেশ্য। হিন্দুরা যাহাকে মনের একাগ্রতা-সাধন বলেন, আমরা উহার মর্ম্ম জানি না।" *

* যে স্থলে সকলের শিরোধার্য্য শ্রুতি ও শঙ্করাচার্য্যাদির উল্লেখ করা হইল, সে স্থলে ম্লেচ্ছ মোক্ষমূলরের নির্দ্দেশে অনেকে উপহাস করিতে পারেন। অতএব এখানে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হইল। শঙ্করাচার্য্যাদি হিন্দু, সুতরাং হিন্দু-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া তদনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু অন্য-সমাজধর্ম্মী মোক্ষমূলরের সে পক্ষপাত স্বতঃই অসম্ভব। তিনি যখন মন্ত্র শক্তি স্বীকার করিতেছেন, তখন তাঁহার বাক্য প্রবল প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা উপহাসের বিষয় নহে। আজ কাল ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞের কথা দূরে থাক, সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরাও জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথায় আস্থাবান্ হইতেছেন, ইহাই আমার ধারণা। মোক্ষমূলর যখন মন্ত্রশক্তি স্বীকার করিলেন, তখন আপন ২ ইষ্টমন্ত্রের উপাসনাতেও যে ফল আছে, ইহা বিশ্বাসে আর আপত্তি কি?

যাহা সত্য, সকলেরই নিকট সত্য, তাহার অন্যথার সম্ভাবনা নাই। দুই-দ্বিগুণে চারি, তিন-দ্বিগুণে ছয়, ইহা সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন। কেহই বলিবেন না—দুই-দ্বিগুণে পাঁচ। এ সত্যতা যেমন অঙ্ক বিষয়ক, সেইরূপ সকল বিষয়েই বলা যাইতে পারে। তবে সত্য-মিথ্যার অনুসন্ধান চাই। অনুসন্ধান না করিয়া, একতরফা ডিক্রি বা ডিস্‌মিস্ করা স্থির বুদ্ধির কার্য্য নয়। বিশেষতঃ "মানিনা" কথাটী বড় সহজ— "মানি" কথাটী বড় কঠিন। মানিতে হইলে বা মানাইতে হইলে, যুক্তি-তর্ক চাই, কিন্তু ওঙ্কারে একাগ্রতা-সম্পাদন ও ওঙ্কারোপাসনা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ, ইহার যুক্তি নাই; আছে কেবল সাধন। তুমি সাধনা কর, ওঙ্কারে যদি হাতে২ ফল না পাও, তখন তুমি মানিওনা। কিন্তু সে আশাভঙ্গ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবেনা। যেমন গোলকধাঁধাঁর প্রবেশ করিলে, সহসা বাহির হওয়া যায় না, সেইরূপ প্রণবে প্রবেশ করিলেও আর বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকেনা; মোক্ষমূলার কতকটা এই ধাঁধাঁয় বাঁধা পড়িয়া ইহার সত্যতার উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যেও যদি অনুসন্ধান করেন, সফলকাম হইতে পারেন।

যেমন পৃথিবীর সার শস্য, আকাশের সার চন্দ্র-সূর্য্য ও পুরুষের সার পুরুষকার, সেইরূপ বেদের সার ওঙ্কার। শাস্ত্রমতে প্রণবহীন ব্যক্তি গর্দ্দভ তুল্য।

"আদ্যং যত্রাক্ষয়ং ব্রহ্ম ত্রয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ
সগুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্ বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ॥
এক এবতু বিজ্ঞেয়ঃ প্রণবো যোগসাধনং।
গৃহীতং সর্ব্বসিদ্ধান্তৈরিতরৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ॥

বেদভারভরার্ত্তো যঃ স বৈ ব্রাহ্মণগর্দ্দভঃ।"

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ—যে বেদের আদ্য অক্ষর (ওঙ্কার) ব্রহ্ম, যে ওঙ্কারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ওঙ্কার-রূপ বেদ অতি গুহ্য। যে ইহলোকে ওঙ্কারকে জানে, সে সর্ব্ববিৎ। যোগের সাধন সারাৎসার প্রণব সকলেরই জানা উচিত; ইহা সকল ব্রহ্মবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ ঝুড়ি২ বেদ পাঠ করিয়া বেদ-ভারে অভিভূত হয়, সে গাধা।

"যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিম্প্রয়োজনং।
তথোঙ্কারবিবিজ্ঞস্য জ্ঞানতৃপ্তির্ন্নবিদ্যতে॥
সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সংপরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি॥
ন্যূনমতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ং॥
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন মন্ত্রেণাবিকলং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ যেমন অমৃতে তৃপ্ত ব্যক্তির (পিপাসা দূর করিবার জন্য) জল প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যে যথাবিধি ওঙ্কার জানে, তাহার আর অন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা হয় না। যেখানে২ মন্ত্রপাঠ, সেখানেই আদিতে ওঙ্কার-প্রয়োগ করিবে। ওঙ্কার যুক্ত হইলে যথোক্ত ফল হয়। মন্ত্রে যদি অক্ষর-চ্যুতি কিম্বা বৃদ্ধি হয় অথবা অনুস্বার-বিসর্গাদি পড়িয়া যায়, অপিচ অন্য প্রকারে অযজ্ঞীয় হয় বা অপবিত্র, অশুদ্ধ ও যাতযাম হয়, মন্ত্রে এক ওঙ্কার-প্রয়োগেই সর্ব্বদোষ-পরিহার হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ।

ভাষা-পরিচ্ছেদ।

—o—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অপাকজোনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শস্তু পবনেমতঃ।৪২
তির্য্যগ্‌গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদি লিঙ্গকঃ॥

টীকা—১। অপাকজঃ—পাকাজ্জায়তে ইতি পাকজঃ নপাকজঃ—অপাকজঃ—পাকজ ভিন্ন।

২। অনুষ্ণাশীতঃ—উষ্ণও নয়, শীতলও নয়।

৩। তীর্য্যগ্‌গমনবান্—বক্রগতি।

৪। স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ—লিঙ্গশব্দের অর্থ হেতু। আদি পদে শব্দ, ধৃতি ও কল্পের পরিগ্রহ।

অনুবাদ——বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে, তাহা পাকজ ভিন্ন অতি উষ্ণও নয়, অতি শীতলও নয়। ইহাই নৈয়ায়িকের মত, বায়ুর গতি বক্র। স্পর্শাদি (বায়ুর সত্ত্বাবোধের অনুমানের) হেতু জানিবে।

বিষদীকরণ—বায়ুর স্পর্শগুণ অপাকজ—অনুষ্ণাশীত। স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়োঽনুষ্ণাশীত পাকজঃ—এই পূর্ব্বোক্ত কারিকার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—পৃথিবীর গুণ অনুষ্ণাশীত পাকজ। অতএব পৃথিবীর স্পর্শ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য 'অপাকজ' পদ প্রদত্ত হইয়াছে। অপাকজ স্পর্শ জলাদিতে আছে, এই 'অনুষ্ণাশীত' পদের দ্বারা তাহার ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা

দেখান হইল—বায়বীয় স্পর্শ পার্থিব ও জলীয় স্পর্শ হইতে বিজাতীয়; অতএব যে দ্রব্য অপাকজ—অনুষ্ণাশীত-স্পর্শের সমবায়ী কারণ, তাহার নাম বায়ু।

আমরা বায়ুকে কখন গরম—কখনবা শীতল বিবেচনা করি, তাহার কারণ জলীয় ও আগ্নেয় পরমাণুর সংসর্গ। যখন বায়ু জলীয় পরমাণু-সংহতির সহিত সহবাস করে, তখন শীতল হয়, আর যখন বায়ু আগ্নেয় পরমাণুর সহিত সংসর্গ করে, তখন উষ্ণ হয়; বস্তুতঃ বায়ু শীতলও নয়, উষ্ণও নয়। বায়ুর স্বাভাবিক গুণ অনুষ্ণাশীত।

বায়ুর গুণের উল্লেখ করায় বায়ু যে দ্রব্য-পদার্থ, তাহা প্রমাণসিদ্ধ হইল। কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—গুণের আশ্রয়ের নাম দ্রব্য; পরে প্রমাণ করা হইবে, বায়ু ঠিক প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব বায়ু মানার পক্ষে অনুমানই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কখনও স্পর্শে বায়ুত্ব অনুমিত হয়, কখনবা শূন্যে তৃণাদির উড্ডয়ন দেখিয়া বায়ুর অনুমান হয়, কোথাওবা বোঁ২ সোঁ২ শব্দশ্রবণে বায়ুর অনুমান হয়; আবার শাখা-পল্লবাদির কম্পনেও বায়ুর অনুমান হয়; এই জন্যই বলিয়াছেন—

"স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।"

পূর্ব্ববন্নিত্যতাদ্যুক্তং দেহব্যাপিত্বগিন্দ্রিয়ং।
প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ॥

টীকা—১। পূর্ব্ববৎ—তেজের ন্যায়।

২। দেহব্যাপি—শরীর ব্যাপক।

৩। নিত্যতাদি—

৪। প্রাণাদি—আদি পদে অপান, উদান, সমান ও ব্যানের পরিগ্রহ।

অনুবাদ—পূর্ব্বের ন্যায় বায়ুর নিত্যত্বাদি কথিত হইয়াছে (বিশেষ এই) ত্বগিন্দ্রিয় শরীর ব্যাপক। (অন্তর্ব্বর্ত্তী) প্রাণাদি বায়ু (বাহ্য) মহাবায়ু পর্য্যন্ত বিষয়; ইহাই মত।

বিষদীকরণ—তেজ যেমন নিত্য ও অনিত্য, সেইরূপ বায়ুও নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য এবং দ্ব্যণুকাদি স্থূল বায়ু অনিত্য। সেই অনিত্য বায়ু আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। যেমন জলীয় দেহ বরুণ-লোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস দেহ সৌরলোকে অবস্থিত, সেইরূপ বায়বীয় দেহও বায়ুলোকে বিখ্যাত আছে। আতিবাহিক ও পৈশাচ শরীরও বায়ু-উপাদানে গঠিত; বায়ুবীয় দেহও একেবারে পার্থিবাদি-পরমাণুবিরহিত হয় না; কিন্তু বায়বীয় পরমাণু বেশি থাকায় "অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি"—এই ন্যায়বলে বায়বীয় নামে ব্যপদিষ্ট হয়। পার্থিবাদি ব্যপদেশেরও এই যুক্তি।

বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্। অতএব ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর গুণ স্পর্শের গ্রাহক। ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বশরীর-ব্যাপক। যেমন চক্ষু তেজের গুণ রূপকে গ্রহণ করে বলিয়া তৈজস, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে বলিয়া পার্থিব (ইহার যুক্তি পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে) সেইরূপ ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শ-জ্ঞান জন্মায় বলিয়া বায়বীয় বলাই যুক্তিসঙ্গত।

শরীরস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চবায়ু 'প্রাণ' শব্দ বাচ্য। তবে স্থানভেদে ও ক্রিয়াভেদে ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা—

"হৃদিপ্রাণোগুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥"

অর্থাৎ মুখ-নাসিকা দ্বারা যে বায়ু অন্তর্গত ও বহির্গত হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু। যে বায়ু মল-মূত্রাদি অপনয়ন করে, তাহার নাম অপান। যে বায়ু নাভিগত হইয়া বহ্নি উদ্দীপন করতঃ ভুক্ত বস্তুর পাকার্থ সমীকরণ করে, তাহার নাম সমান। যে বায়ু কণ্ঠস্থ হইয়া উৎক্রমণ যুক্ত হয়, তাহাকে উদান বায়ু বলে এবং যে বায়ু সর্ব্বশরীরময় সংব্যাপ্ত থাকে, তাহার নাম ব্যান। বাহিরে যে বায়ু উপভোগ করি, তাহার নাম মহাবায়ু। এই সমস্ত বায়ু-বিষয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উপভোগ-সাধনের নাম বিষয়। এই সকল বায়ু দ্বারা বায়ুর উপভোগ সাধন হয়।

"আকাশস্যতু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকোগুণঃ।
ইন্দ্রিয়ন্তভবেৎ শ্রোত্রমেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ॥"

অনুবাদ—শব্দ আকাশের বৈশেষিক গুণ জানিবে, শ্রবণ (আকাশাত্মক) ইন্দ্রিয় হয়। আকাশ বস্তুতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে ভিন্ন।

বিষদীকরণ—ক্ষিতিত্বাদির ন্যায় আকাশত্ব জাতি হয় না, কেননা আকাশ এক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধক-সংগ্রহঃ" এই কারিকায় যুক্তিসহকারে বুঝান হইয়াছে, ব্যক্তির অভেদ—অর্থাৎ একত্ব হইলে, জাতি স্বীকার করা যায় না। নানা ব্যক্তি না হইলে জাতি হয় না। অতএব শব্দ-সমবায়িকারণতারূপে অথবা শব্দাশ্রয়ত্বরূপে আকাশের উপস্থিতি হইয়া থাকে। "বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ।" ইতি কারিকোক্ত গুণ নিচয়ের সাধারণ সংজ্ঞা বৈশেষিক। বৈশেষিক গুণনিচয়ের মধ্যে কেবল শব্দই আকাশের গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কেননা শব্দ আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থান করে। আকাশীয় শরীর ও বিষয়ের সম্ভাবনা নাই; একারণ কেবল ইন্দ্রিয়ের কথা লিখিলেন "ইন্দ্রিয়ন্তু ভবেৎ শ্রোত্রং" ইতি। শ্রবণ আকাশের ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ-বস্তু; কেননা শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে। পূর্ব্বে যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে যেজাতীয় বস্তু, সে সেইজাতীয় গুণ গ্রহণ করে। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলে, কর্ণ-শষ্কুলীমধ্যে যে অব্যক্ত শব্দ শ্রুত হয়, তাহার অবান্তর কারণ কর্ণ আকাশ, তাই স্বীয় গুণ তাহাতে স্বতঃ প্রকাশ পায়। অতএব কর্ণ শষ্কুল্যবচ্ছিন্ন নভোভাগের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়; অর্থাৎ কর্ণ-পটহে যে আকাশ আছে, তাহার নাম শ্রবণ, শ্রোত্র বা কর্ণ, ইত্যাদি। মনুষ্যভেদে শ্রবণ ভিন্ন ২, অথচ আকাশ এক, ইহার কিরূপে সঙ্গতি হয়? এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন—'একঃসন্নপ্যুপাধিতঃ'॥ আকাশ এক হইলেও উপাধি (বিশেষণ) ভেদে ভিন্ন ২ বলিয়া বোধ হয়। যেমন ঘটরূপ উপাধিভেদে ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে ভিন্ন করা হয়, সেইরূপ অনেক কর্ণাবয়বরূপ উপাধিভেদে এক আকাশ নানা হয়—নানা শ্রোত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরমার্থতঃ উপাধিভেদে বস্তুর ভেদ হয় না। ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য ভেদ-ব্যপদেশ করিতে হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ-
বিদ্যাবিনোদ।

মায়াবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে অন্যের সাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের যদি বাস্তবিকতা নাই-ই থাকে, বাহ্যজগৎ যদি আমারই কল্পিত হয়, তাহা-হইলে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমি যে কল্পনা করি, আমি ভিন্ন আর দশজনও কেন ঠিক তেমনই কল্পনা করে? আমি যে সময়ে যে অবস্থায় যে বস্তু দেখিয়াছি—কল্পনা করি, আর সকলেও সেই সময়ে সেই অবস্থায় সেই দ্রব্য দেখে কি করিয়া? এতগুলি লোক যেসকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করিতেছে না, আমি সেই সকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করি কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমি ও আর দশজনে একই পদার্থকে দেখিয়া, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই যে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইবে, এমন নহে। কত সময়ে আমরা দশজনে একত্রে ভেল্কি দেখিয়া থাকি এবং সেই ভেল্কি-দৃষ্ট বস্তু বা ঘটনা সকলেই সত্য; সত্য বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু তাই বলিয়া কিছু ভেল্কির অলীকত্ব ঘুচে না। পুনশ্চ, আমি ভিন্ন যখন অন্য বস্তুর সত্তাই সন্দেহের বিষয়, তখন একটী বস্তুকে আমি আর দশজনের সঙ্গে সমান ভাবে দেখিতেছি, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? আমি ভিন্ন অন্য বস্তুই যখন আমার অজ্ঞেয়, তখন আমার সম্বন্ধে, আমার কল্পনার বাহিরে, আর দশজন, কোথা হইতে আসিবে? দেখিবেই বা কি, আর তাহাদের সাক্ষ্যের একতাই বা কোথায়? সাক্ষ্যের একতা সম্ভবপরও নহে। যাহাকে আমি সাক্ষ্যের একতা বলি, তাহা বাস্তবিক নহে, সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক; কেন কাল্পনিক বলি, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। সাক্ষী যদি মদিতর বাহ্য বস্তু হয়, তবে তাহার সত্তা আমার অজ্ঞেয়; কেননা যাহা আমা হইতে পৃথক্, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাকে আমি জানিব কি করিয়া? ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে চাও? কিন্তু মনে রাখিও যে, ইন্দ্রিয় বিশ্বাস-ভাজন নহে। একে ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বাহ্য কিছু জানিবার কথা নহে, জানিতে পারিবার কথা থাকিলেও অবিশ্বাস্য ব্যক্তির কথা কি করিয়া সত্য বলিয়া মনে করিবে? আর যদিবা মৎসদৃশ—অথচ মদিতর আর দশজন ব্যক্তি থাকে এবং তাহারা বাহ্যজগৎ-সত্তার সাক্ষ্য দেয়, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহাহইলেও তাহাদের অনুভূতি আমার অনুভব করিবার কি সম্ভাবনা আছে? তাহারা যেরূপ অনুভব করে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারে না এবং পারিলেও তাহাদের অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতির নিরপেক্ষ একতা কিকরিয়া বুঝিব? তাহারা

তাহাকে যাহা জানাইতে চাহিবে, তাহা আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়া চাই; সুতরাং তাহার অনুভূতিসমূহকে রূপ-রসাদিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া আমাকে অনুভব করাইতে হইবে এবং রূপাদি কোন্‌টীর কোন্ অবস্থার সহিত কোন্ অনুভূতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছে, তাহা আমার এবং তাহাদের, উভয় পক্ষেরই জানা থাকা আবশ্যক; কিন্তু ইহাতে একটী অনুভূতির সহিত অন্য একটী অনুভূতির ভ্রম না হইবার কথা নহে। এই রূপে মিথ্যাকে সত্যের আদর্শে গ্রহণ করিয়া কি প্রকৃত সত্য বুঝিবার সম্ভাবনা আছে? একটী আম্রের সম্বন্ধে তাহার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতির ঐক্যানৈক্যের সম্ভাবনীয়তা আলোচনা কর। আমি আম্রের রূপ দেখিতেছি, কিন্তু আমি সেই রূপ তাহাকে দেখাইতে পারিতেছি না। আম্রের যে সকল রূপ-তরঙ্গ আমার চক্ষের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, যে সকল রসাণু আমার রসনায় লয় পাইয়াছে, যে সকল গন্ধাণু আমার নাসারন্ধ্রে বিলীন হইয়াছে, যে সকল স্পর্শ আমার ত্বগিন্দ্রিয়ে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যে সকল শব্দ-তরঙ্গ আমার কর্ণ-কুহরে সুপ্তায়িত হইয়াছে, সেই সকল রূপ-রসাদি আমি তোমার অক্ষি-রসনাদির সম্বন্ধাধীনতায় আনিতে পারিতেছি না। তৎ-পরিবর্ত্তে আমার অনুভূতি সমূহকে অন্য-বিধ কতকগুলি অস্বাভাবিক রূপ-রসাদির আবরণে ঢাকিয়া, তোমার সম্মুখে ধরিতেছি; আমি আম্রের রূপ অনুভব করিয়াছি, একথা তোমাকে বুঝাইতে যাইয়া সেই অনুভব-টুকু আমি তোমাকে দেখাইতেছি না; দেখাইতেছি কেবল "আমি আম্রের রস অনুভব করিয়াছি" দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই কয়টী মসী-চিহ্ন অথবা শুনাইতেছি এই কয়টী মসী-চিহ্নের সাঙ্কেতিক শ্রাব্য প্রতিরূপ কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কয়েকটী শব্দ কিম্বা তাহারই অনুকল্পে অপরাপর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কয়েকটী স্পর্শ-গন্ধাস্বাদ অনুভব করাইতেছি। এই অনুকল্প-ব্যবস্থায় এক জনের মনের ভাব অন্যকে জানান কতদূর অনিশ্চিত ও ভ্রমসঙ্কুল, তাহার আলোচনা করিব এবং লিখিত ও কথিত-ভাষা-সঙ্কেতকেই আদর্শ রূপে ধরিয়া লইব; কেন না রসজা ও ঘ্রাণজা ভাষা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-কল্পনার গর্ভে এখনও ভ্রূণাবস্থায় রহিয়াছে এবং স্পর্শজা ভাষা যদিও অন্ধদিগের অঙ্গ-সেবায় ক্রমে হৃষ্টা ও পুষ্টা হইতেছে, তথাপি এখনও সাধারণের উপভোগ্যা হইবার উপযুক্ত লাবণ্যলীলাময়ী হইতে পারে নাই।

লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই আমাদিগের মনের ভাব বা অবস্থা অন্যকে বুঝাইবার বা বুঝিতে না দিবার দুইটী অসম্পূর্ণ সঙ্কেত-বিশেষ। উভয়ে একই কার্য্য করিলেও এবং একটী অন্যটীর অপেক্ষা না করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেও, আমাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কল্পনার বর্ত্তমান অবস্থায় কথিত সঙ্কেতকে মুখ্য কল্পে এবং লিখিত সঙ্কেতকে গৌণকল্পে মনের ভাব প্রকাশ বা গোপন করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। একই সঙ্কেতকে প্রয়োজনমত যখন সত্য-মিথ্যা দুইই প্রকাশ করিতে ব্যবহার করি, তখন ইহার সাক্ষ্যের সত্যতা আমার কল্পনা ভিন্ন বাস্তবিক হইতে পারে না। ভাষার এই দ্বিবিধ প্রয়োগ হইতে ব্যবহারিক জগতে সত্য-মিথ্যার এতই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও কথা শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া কোন কিছু বিশ্বাস করা

মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভাবিত—অন্ততঃ নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এই জন্যই মুনি-ঋষিরা বলিয়াছেন,—"সত্যবাচো দেবাঃ—অনৃতবাচো মনুষ্যাঃ" মনুষ্যমাত্রেই মিথ্যাবাদী; কেননা, মনুষ্য-সকল নিজের অক্ষমতা প্রযুক্ত অজ্ঞান পূর্ব্বক মনের ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যে সঙ্কেত শিক্ষা করিয়াছে, তাহা সত্য নহে; সুতরাং অসত্যকে সত্যবৎ ব্যবহার করিতে যাইয়া মনুষ্য নিজের অজ্ঞাতসারে তত্ত্বদর্শীমুনি-ঋষির নিকট—মায়াবদ্ধ আত্মা—মায়াতীত আত্মার নিকট চিরকালের জন্য মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভাষায় আর মনের ভাবে পারমার্থিক প্রকাশ্য-প্রকাশক কোন সম্বন্ধ নাই; তবে যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা তেমন একটী সম্বন্ধ আছে, বিশ্বাস করি, তাহা সুধু কাল্পনিক,—বাস্তবিক নহে। কেন কাল্পনিক বলি, তাহা দেখাইতেছি। বাণিজ্য-ব্যবহার-ক্ষেত্রে বহুরূপী মুদ্রায় যাবতীয় পণ্য বস্তু ক্রয় করিতে পারা যায়; মনোবিজ্ঞান-জগতেও কথিত ও লিখিত ভাষা দ্বারা সমুদয় মনের ভাব বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায়; কিন্তু যেমন কোম্পানীর কলের টাকা কোম্পানীর রাজ্য ভিন্ন অন্যত্র ভাঙ্গান যায় না এবং কোম্পানীর কলের নোট কোম্পানীর রাজ্যেও যেখানে সেখানে ভাঙ্গান চলে না; সেইরূপ বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালা-ভাষাজ্ঞের নিকট এবং বাঙ্গালা লেখা বাঙ্গালা-লিখনজ্ঞের নিকট ভিন্ন অন্যত্র ভাঙ্গান যায়না। যাহারা কথিত ভাষা জানেনা, সেই সকল বালক-বালিকার নিকট বলিয়া কহিয়াও কিছু প্রকাশ করা যায় না। পুনশ্চ, টাকা দ্বারা অন্নাদি অনেক আহার্য্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বলিয়া টাকাকে অন্ন বলা যাইতে পারে না এবং নোটও কিন্তু টাকা নহে। টাকা টাকাই, নোট নোটই, অন্ন অন্নই। আমি টাকা দ্বারা ফল কিনিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলাম, তুমি নোট ভাঙ্গাইয়া মিঠায় কিনিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলে; এখন টাকা ও নোট উভয়ের দ্বারাই পরম্পরা-সম্বন্ধে উভয়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলেও, উভয়েই কিন্তু আহার্য্যের একই রস অনুভব করিলাম না বা উভয়ের ক্ষুধাও কিছু ঠিক একইরূপে নিবৃত্ত হইল না; অথচ আমরা আহার্য্য-সংগ্রাহক টাকা ও নোটের কাল্পনিক একতায় অথবা ক্ষুধা-নিবৃত্তির কাল্পনিক ঐক্যে আহার্য্যেরও একতা বুঝিয়া লইলাম। মনোবিজ্ঞান-রাজ্যে আমরা কতকগুলি শব্দের কাল্পনিক একতা এবং সেই সকল শব্দ দ্বারা কতকগুলি ভাবে অনুভাবিত হইয়া, কাল্পনিক সম্বন্ধে আবদ্ধ কতকগুলি কাল্পনিক বস্তুর একত্ব বুঝিয়া থাকি এবং ভুলিয়া যাই যে, বস্তু সম্বন্ধে দুই জনের একই প্রকার অনুভূতি হইবার—কিম্বা হইয়া থাকিলেও তাহা জানিতে পারিবার সঙ্গত কোন কারণ থাকিতে পারেনা।

মনে কর, তুমি আমি এবং দুইজনেই একটী আম্র দেখিতেছি বলিয়া জ্ঞান করিতেছি; কিন্তু আমরা দুইজনেই কি সেই আম্রটীকে একই কালে ঠিক একইরূপ অনুভব করিতে পারি? কখনই নহে। তুমি এবং আমি একই সময়ে একই স্থানে থাকিয়া আম্রটীর একই অংশ দেখিতে পারিব না। তুমি এবং আমি উভয়েই আবার প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছি। বাল্যে আমি যেমন ছিলাম, এখন আমি

রাজ-সৃষ্টি ঋষিগণের গভীর-বুদ্ধি-বারিধির রত্নস্বরূপ। সেখানে—সিদ্ধাশ্রমে শান্ত ও শ্বাপদ পশুর ন্যায় ভক্তি ও ভয় সমভাবে সামঞ্জস্য পায়। যেখানে এই জাতীয় শিল্প-বিধান, সেইস্থানে প্রজা-ধর্ম্ম অক্ষয় ও অব্যয়; সেই স্থানেই রাজধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যরাজগণ অনতি-শীতোষ্ণ-বসন্তবায়ুর ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়হারী হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ শীল। ধন্য আর্য্যধির রাজ-নির্ম্মাণ-উপকরণ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

আত্মরক্ষা।

—•:০:•—

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।"

সর্ব্বদাই আত্মরক্ষায় অবহিত থাকা বিধেয়। দেহাতিরিক্ত আত্মাকে রক্ষা করাই আত্মরক্ষা। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মোহান্ধ মানব সাধারণতঃ আপনার দেহ-রক্ষাকেই আত্মরক্ষা মনে করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। রাজার দণ্ড, সমাজের দণ্ড, শত্রুর হিংসন, সর্পের দংশন, ব্যাঘ্রের নখর, কুম্ভীরের কবল, দস্যুর অসি বা শত্রুর ষড়যন্ত্র ইত্যাদি এড়াইয়া বেড়াইতে পারিলে যে আত্মরক্ষা করা হইল, তাহা নহে। বিপদ আমাদের পদে পদে, শত্রু সঙ্গে সঙ্গে, সর্প-বৃশ্চিক বক্ষ-বিবরে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক মনের বনে! আমরা আপনিই আপনার বন্ধু, আবার আপনিই আপনার শত্রু। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,——

"আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"

আত্মাই আত্মার বন্ধুর আত্মাই আত্মার রিপু।

"সাবধানের বিনাশ নাই" এ পুরাতন প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু বুঝিবার ত্রুটিতে আমরা এমন পরমোপকারী উপদেশটিকে কেবল বাহিরে রাখিয়াছি; ঘরে যাইতে দিই না। রাজকীয় চৌকিদার যেমন বাহির-রাস্তায় হাঁকার দিয়া যায়, চোরে ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে চুরি করে, আমাদের অবস্থাও এ সম্বন্ধে তদ্রূপ। আমাদের আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা বাহিরে। আমাদের চৌকিদারের সাবধানতায় হয়ত বাহিরে একগাছি চালের তৃণ বা একটি শাকের পাতাও অপহৃত হয় না, কিন্তু ঘর হইতে লোহার সিন্ধুক, হীরা-মুক্তা-স্বর্ণ-রৌপ্য কানাছের গুপ্ত সিঁধ-পথে বেশ বাহির হইয়া যায়! সে চোরকে দেখিলেও যেন তাহার ধরার যো নাই। চোরের সম্মুখে সে যেন মোহাভিভূত (mesmerised)। ঐ যে এক সিদ্ধিখোর নেশায় বিভোর ভোজপুরী দ্বারওয়ান্ বলিয়াছিল "হাম্‌ত চোর পাক্‌ড়্‌নে গিয়া, লেকেন্ হামারা দোনো হাত আট্‌কা থা; এক হাতমে ঢাল থা, দোস্‌রমে তল্‌ওয়ার থা, ক্যায়্‌সে পাক্‌ড়েঙ্গে?" বস্তুতঃ আমরাও এমনই মোহ-মাদক-বিহ্বল যে, প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব চুরি যাইতেছে, আমরা দুর্লভ মানব-জন্মের সুলভ ধর্ম্মাধিকাররূপ সুশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিয়াও হা করিয়া চাহিয়া আছি! এইরূপ যাহার অবস্থা, তাহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

একজন হয়ত বাহিরে বড় সাবধান; আলোটি না নিয়া রাত্রে দু-পাও বাহির হন না, 'দিন' না দেখিয়া দু-ক্রোশ দূরেও যান না; একটা কথা কহিতে দশটা ভাবেন, দুছত্র লিখিতে দশ শব্দ কাটেন; দুটা হাঁচি হইলে নাওয়া বন্ধ করেন, দুটা ঢেকুর উঠিলে খাওয়া বন্ধ করেন! ডোবার ভয়ে ডোবায় নামেন না;—পাছে পড়েন, ভেবে গাছে চড়েন না! আত্মরক্ষাটা তিনি এইরূপই বোঝেন। ওদিকে হয়ত মিথ্যাকথায় পঞ্চানন, মদ্য-মাংসে দশানন, জাল-জুয়াচুরিতে আগ্রহে অগ্রগণ্য! কামিনী-কাঞ্চনে আত্ম-পর-ভেদ-শূন্য! হয়ত দানে জগন্নাথ, কিন্তু হরণে চতুর্ভুজ! দেবালয়ে যাইতে খোঁড়া, বেশ্যা-লয়ে ধাইতে ঘোঁড়া! এ হেন 'মানব' আখ্যাধারীর বাহিরে বিলক্ষণ আত্মরক্ষা, কিন্তু অন্তরে অদ্ভুত আত্মহত্যা। অন্তরের এরূপ বিনাশ অপেক্ষা বরং বাহিরের বিনাশও বাঞ্ছনীয়। নির্লজ্জ দুষ্কার্য্যকা-রীকে যে লোকে "দড়ী-কলসীর" ব্যবস্থা দিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আন্তরিক আত্মহত্যার কেলেঙ্কারি অপেক্ষা বরং বাহ্যিক আত্মহত্যাও মন্দের ভাল। বাহিরের আত্ম-হত্যাতে যদি মহানরক হয়, তবে অন্তরের আত্মহত্যায়—অর্থাৎ যথার্থ আত্মহত্যায় যে কিরূপ নরকের ব্যবস্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো নশোষয়তি মারুতঃ॥" অস্ত্রেতে ছিঁড়েনা, আগুনে পোড়েনা, জলেতে গলেনা, বাতাসে শোষেনা। ভৌতিক উপায়ে ভৌতিক মানুষ (মানুষের দেহ) মাত্র মরে, আসল মানুষ মরে না।

আসল মানুষ জীবাত্মা, দেহ তাঁহার পরিচ্ছদ বা আসনস্বরূপ মাত্র; অতএব দেহের বিনাশে মনুষ্যের প্রকৃত বিনাশ হয় না, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যায় না, কেবল 'পোষাকবদল' বা আধার-পরিবর্ত্তন হয় মাত্র; কিন্তু আন্তরিক বিনাশই মনুষ্যত্বের লোপ; সুতরাং তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত মৃত্যু। যদি প্রকৃত আত্মরক্ষা আবশ্যক হয়, তবে মনুষ্যত্ব-রক্ষা ভিন্ন মাত্র দেহ-রক্ষায় তাহা কদাচ সংসিদ্ধ হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ-সমানাঃ।" ধর্ম্মহীন যে, পশুতুল্য সে। পশু হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব ধর্ম্ম লইয়া। ভগবান মাত্র মনুষ্যকেই ধর্ম্মসাধনের অধিকারী করিয়াছেন; এই জন্যই মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম। পশ্বাদি ইতর প্রাণী কেবল স্বভাবের জীব, একরূপ সচল ও 'সচেতন-জড়' বিশেষ। অতএব ধর্ম্মাধিকারী মানব ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট হইল; কেননা ধর্ম্মই মনুষ্যত্ব, সুতরাং সেই মনুষ্যত্বের বিনাশেই মনুষ্যের যথার্থ বিনাশ; অতএব ধর্ম্মরক্ষাই যথার্থ আত্মরক্ষা।

আমরা বাহিরের আত্মহত্যার কল্পনা-তেও লোমাঞ্চিত হই, কিন্তু আন্তরিক আত্মহত্যা—প্রকৃত আত্মহত্যা ঘটাইতে আমরা অনেক সময় একটু ইতস্ততঃও করিনা! নাপিতের ক্ষৌরি করিবার সময় ঠিক কণ্ঠ-নালীর উপরে ক্ষুরখানি আসিলে, আমরা কত সতর্ক—সমাহিত—নিস্পন্দ হইয়া থাকি, কিন্তু হায়! আমরা আপনারাই

আমাদের আত্মার গলায় অবলীলাক্রমে অধর্ম্ম-ক্ষুর বসাইতেছি! কেহ মনের দুঃখে কাঁদিতে ২ দেহের গলায় ফাঁসি দিয়া মরিলে হয়ত আমি মহা বিস্মিত ও দুঃখিত হই, কিন্তু সেই আমিই হয়ত আমার মনের সুখে হাসিতে ২ আত্মার গলায় পাপের ফাঁসি পরাইয়া প্রকৃত-মরণে মরিতেছি! হায়! মানব-সমাজে এ কি মর্ম্মঘাতী প্রহসন! দেহরক্ষা-রূপ যে আত্মরক্ষা, তাহার জন্য সব করা যায়। শাস্ত্রেই ব্যবস্থা রহিয়াছে—

"জিঘাংসন্তং জিঘাংসিয়ান্নতেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।"

এই ভৌতিক দেহের বধার্থ আততায়ী ব্রাহ্মণ-শত্রুকেও বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না; তবে আত্মার আততায়ী শত্রু কাম-ক্রোধের বধ বিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকা কি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা নহে? বাল্য-কালে "পদ্যপাঠে" পড়িয়াছিলাম,——

"গহনকানন কিম্বা পর্ব্বত কন্দরে,
ভয়াল ভল্লুক-সিংহ-ব্যাঘ্র বাস করে,
গভীর কানন কিম্বা নদীর ভিতর,
মকর হাঙ্গর-নক্র আদি জলচর,
ভূগর্ভে বিবরমাঝে কুণ্ডলিত ফণী,
মেঘের তাড়িতে রয় আকাশে অশনি;
এরা শত্রু বটে, কিন্তু দেহের ভিতরে,
মহাশত্রু রিপুকুল সদা বাস করে।"

আমরা এই সব বাহিরের সামান্য শত্রুর ভয়েই ভীত, অন্তরের মহাশত্রু-নিপাতের জন্য কয় জনের চেষ্টা হয়? নিপাতের চেষ্টা দূরে থাক্, ইহাদের ছদ্মবেশে মুগ্ধ হইয়া, 'শত্রু' বলিয়াইবা কয়জনে চিনিতে পারে? এই ষড়-শত্রুর ষড়যন্ত্রে আমাদের আত্ম-অবস্থা দিন ২ কি হইতেছে, তাহা আত্ম-দৃষ্টির অভাবে বুঝিবার উপায় নাই। আমরা কামে বীভৎস, ক্রোধে দুর্দ্ধর্ষ, লোভে দীন, মোহে মলিন, মদে উত্তেজিত, মাৎসর্য্যে অবসাদিত! অতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থা! আমরা বাহিরের আত্মরক্ষা নিয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, সে দিকে লক্ষ্য নাই। শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রাখিতে পারিলে কি হইবে? আর তাই বা কত দিন? নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে? এ জাঁতা কর্ম্মকার মহাশয় কখন বন্ধ করেন, কখন আগুন নিবাইয়া দেন, তিনিই জানেন। তবে উপায় কি? উপায় ওপায়! নতুবা নিতান্ত অনুপায়! ভক্ত বৈষ্ণব-কবি ঠিক গাহিয়াছেন—

"শুনিলে 'গোবিন্দ' রব, আপনি পালাবে সব,
সিংহনাদে যথা করিগণ।"

হৃদয়-কন্দরোত্থিত 'গোবিন্দ' নামের সিংহ-ধ্বনি শুনিলেই কামাদি করিগণ আপনিই কে কোথায় পালাইয়া যাইবে! বাস্তবিক রিপু-দমন পূর্ব্বক প্রকৃত আত্মরক্ষা সাধন করিতে হইলে, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। যে নির্ম্মাতা, সেই সংস্কর্ত্তা। তোমার ফুটা-ঘটী সারাইতে হইলে, কাঁশারীর কাছেই যাইতে হয়। আত্মহত্যা করিয়া ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হইয়াছি, আবার তাঁহারই শরণ গ্রহণে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, তাঁহারই কৃপাশ্রয়ে আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে।

"ভূমৌ স্খলিত পাদানাং ভূমিরেবালম্বনং।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

যাহারা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, ভূমিই তাহাদের পুনরুত্থানের অবলম্বন। হে প্রভো! তোমাতে অপরাধী জনগণের তুমিই অনন্য-শরণ।

পুরাণেতিহাস-পর্য্যালোচনায় জানা যায়, জগতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ জন ব্যবহারিক

আত্মহত্যার অভিনয়ে বা অনুকূলতা-সাধনে প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষাই করিয়াছেন; আবার কেহ কেহবা বাহ্যিক আত্মরক্ষার উদ্দেশে আন্তরিক আত্মহত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত জন্য দূরে যাইতে হইবেনা। ভারতীয় হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কৌরব-গৌরব-রবি মহাপুরুষ ভীষ্মদেব আপনারই হত্যার উপায় আপনি বিপক্ষ-পক্ষকে শিখাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব আত্মরক্ষার তত্ত্ব জগৎকে শিখাইলেন! পক্ষান্তরে, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র 'ধর্ম্মরাজ' যুধিষ্ঠির আত্মপক্ষরক্ষণ বা আত্মরক্ষণ কল্পেই "অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজঃ" বাক্যে (বলিতে কি) একটু আত্মহনন করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য কৃষ্ণ-প্রাণ যুধিষ্ঠিরের এ সজ্ঞান-পদ-স্খলন কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল এবং ব্যাসদেবও যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন-বর্ণনাতেই এ তত্ত্ব-রহস্য ভেদ করিয়াছেন। বিরাট-পুরে অজ্ঞাত-বাসের ধর্ম্মানুরোধে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাবাদে আত্মহনন হয় নাই, কিন্তু দ্রোণ-হননার্থেই ঐরূপ আত্ম-হনন হইয়াছিল; সুতরাং যুধিষ্ঠির চির আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষার ফলে সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াও ঐটুকু আত্মহত্যার দণ্ডস্বরূপই নরকদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতের এই মহাশিক্ষা আত্মরক্ষা-সাধকের সযত্ন-শিক্ষণীয়, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মরক্ষার্থ (যথার্থ আত্মরক্ষার্থ) আত্ম-ত্যাগ-(আত্মজীবন-ত্যাগ) দৃষ্টান্ত এ জগতে অনেক মহাত্মাই দেখাইয়াছেন। পুরাণ-বর্ণিত রাজা শিবী, রাজা বিপশ্চিত্, মুনি দধিচি প্রভৃতি ইহার প্রাচীন উদাহরণ। দান-বীর কর্ণের আত্মরক্ষক কবচ দান, আত্মস্বরূপ পুত্রের ("আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ") মস্তকদান, তাহাও এই আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষারই দীপ্যমান দৃষ্টান্ত। প্রাচীন ভারতের তুষানল-প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়োপবেশন, ত্রিবেণী-নিমজ্জন প্রভৃতি আত্মহত্যাও এই জাতীয় আত্মরক্ষা-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ফল-বিষয়ে সে সব তর্ক-বিষয়ীভূত হইলেও উদ্দেশ্য-বিষয়ে অবিতর্কিত, সন্দেহ নাই। আর ভগবদ্ভক্তি-মত্ত মহাত্মাদিগের ত কথাই নাই। প্রহ্লাদ হাসিতে ২ মরণের গ্রাসে পুনঃ ২ ঝাঁপ দিলেন, উদ্দেশ্য প্রকৃত আত্মরক্ষা। বলিলেন—

"(যদি) সাধিলে মরণ, সে শ্যামবরণ—
সে চারু চরণ পাই,
(তবে) মরণ(ই) আমার জীবনের সার,
মরা-প্রাণে কাজ নাই।
হরি-হারা-প্রাণে কাজ নাই।"

প্রহ্লাদের দেহরক্ষায় ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের ইচ্ছা শুদ্ধ 'ভাগবতধর্ম্ম' রক্ষায় বা যথার্থ আত্মরক্ষায়। কলির প্রহ্লাদ যবন হরিদাসও যথার্থ আত্মরক্ষার্থেই রামচরণ খানকে বলিয়াছিলেন,——

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ—যায় যদি প্রাণ,
তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম।"

শিখভক্ত-শেখর তেগবাহাদুর মরিয়াই অমর হইলেন। "শির দিয়া—শের নেহি দিয়া" তাঁহার এই বিখ্যাত বাক্য শিখ-জাতিকে অমৃতের জন্য মরিতে শিখাইল।

আজ আমরা দুর্ব্বল দেহ-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী, যোগেযাগে পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা হইলেই আত্মরক্ষার চূড়ান্ত হইল, মনে করি, কিন্তু সেদিনও আমাদের অবলা কুল-পিঞ্জর-বিহঙ্গিনী সতীরা হাসিতে ২ জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহ ঢালিয়া, আত্মসর্ব্বস্ব পতির সহগমনে আত্মরক্ষার অলোক-সাধারণ অনুপম উদাহরণে জগৎকে চমকিত—

মোহিত—স্তম্ভিত করিয়াছেন! স্বয়ং শিব-গেহিনী সতীকুলেশ্বরী সতী পতির নিন্দা মাত্র শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়া সত্যযুগেই এ মহা শিক্ষার বীজবপন করিয়াছিলেন। সতী নারীর জীবন প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন; তাহা অব্যাহত রাখিতে, প্রয়োজনস্থলে দৈহিক বা ভৌতিক জীবন নখাগ্রবৎ তুচ্ছ ও ত্যজ্য! 'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ' চাণক্যের এই মহাউপদেশের প্রকৃত মহার্হ অর্থ-রহস্য আমরা এক্ষণে অনেকেই বুঝিনা, নানা জনে নানা অর্থ করি; কিন্তু চাণক্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় আত্মতত্ত্ব-রসজ্ঞগণ স্বতএব বুঝিয়াছিলেন। যাহাহউক, ভারতের ত কথাই নাই, কিন্তু এইরূপে আত্মার্থে বা ধর্ম্মার্থে পৃথিবী-ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যভূমেও নিতান্ত বিরল নহে। সেই মহাত্মা যীসুখ্রীষ্টের ঘাতক-হস্তে আত্মসমর্পণ হইতে এযাবত্ এজাতীয় আত্মত্যাগে আত্ম-রক্ষার ঘটনা পাশ্চাত্য-জগতেও অনেক ঘটিয়াছে। ইতিহাস-পাঠক আধুনিক বিদ্যা-লয়ের ছাত্রগণের নিকটেও তাহার অনেক ঘটনা পরিজ্ঞাত। স্বদেশে—বিদেশে দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। প্রবন্ধ-প্রবৃদ্ধি-ভয়ে তাহার বিবরণ-বাহুল্যে বিরত রহিলাম। ভারতের প্রাচীন পুরাণ ও জগতের প্রাচীন-নবীন-ইতিহাসে উদাহরণের অভাব নাই।

আত্মরক্ষার্থ আত্মহত্যার সূক্ষ্ম রহস্য আমরা ত এখন বুঝিতে পারিনা; কিন্তু আমরা আত্মহত্যার্থ-আত্মহত্যায় খুব পটু হইতেছি। আমরা এখন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আফিং খাই, পিতার গালি খাইয়া পিস্তলের গুলি খাই, একজামিনে পাস্ না হইলে গলায় ফাঁস লাগাই! (হা ভগবান!) আত্ম-হত্যার আমরা এখন অন্তরে—বাহিরে সমান তৎপর! তবে ইহা নিশ্চয় যে, বাহিরের আত্মহন্তার সংখ্যা সহস্রজনেও একজন কিনা সন্দেহ, আর অন্তরের আত্মহন্তা সহস্রে ৯৯৯ জন! এ বিরাট হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধান কি? আজ্ ঘোর কলিতে আমরা—স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই যে ছিন্নমস্তা ও ছিন্নমস্ত! "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"-কে জানি বটে, কিন্তু মানি না; পুস্তকে পাই বটে, কিন্তু মস্তকে পাইনা। উহা এখন আমাদের মুখের কথা—বুকের কথা নহে। উহার অর্থ আমরা আর বুঝিনা, কেবল অনর্থে অনর্থ ঘটাই! এ অনর্থের উপায় কি? ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া আবার সাধুগুরু সেই কথাই বলিবেন—উপায় কেবল ওপার!

নিরাপদ স্থানে যে ধনরক্ষা করে, তাহার কখনও ধন হানি ঘটেনা। ভগবচ্চরণে যে চতুর চূড়ামণি আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহার আত্মরক্ষার জন্য আর ভাবিতে হয়না। হায়! অবোধ আমরা, ভাঙ্গা ঘরে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব রাখিয়া মারা গিয়াছি। আপন দোষে যে মারা যায়, সে আত্মহত্যা-কারী বৈ কি। যে শারীরিক হত, সে ত লোকান্তর-গত; সশরীরে থাকিয়া আমরাই জীবন্মৃত, "হা হতোঽস্মি" ঠিক আমাদেরই যথার্থ উক্তি। উপনিষদের ঋষিদিগের সেই "মৃত্যোর্মামমৃতং গময়" এই মহাপ্রার্থনার মর্ম্ম আমরা কি বুঝিব? আমরা দেহের মৃত্যুতেই মৃত্যু বুঝি; দেহের রক্ষাতেই আত্মরক্ষা বুঝি। ঋষি-হৃদয়-প্রসূত আত্মরক্ষার প্রার্থনা আমাদের বোধাবিকারের দুর্লক্ষ্য দূরে অব-স্থিত। আমরা দেহ-সর্ব্বস্ব, তাই মানবজন্মের এই সাধন-যন্ত্র কর্ম্ম দেহটা যতক্ষণ আছে, আমাদের আশা অন্তত: ততক্ষণ আছে; মৃত-সঞ্জীবন পতিতপাবনের পদাশ্রয়-লাভার্থ

অন্তত: ততক্ষণ একটু অবকাশ আছে। কবি-লেখনী আমাদিগকে এ "হা হতোঽস্মি"-অবস্থার অবিকারানুযায়ী ব্যবস্থা-প্রার্থনা শিখাইতেছে; শিখাইতেছে, এখনও দিন থাকিতে—এ উৎকট আত্মসংহার-সঙ্কটে—সরল—ব্যাকুল—কাতর প্রাণে দয়াময়ের দ্বারে পড়িয়া বলিতে হইবে,——

আত্মহত্যা করিয়াছি—হইয়াছি মৃত,
কৃপা-বারি সিঞ্চি হরি! কর সঞ্জীবিত।
ও পদ-আশ্রয়ে যেন আত্মরক্ষা করি,
আত্মনিবেদনানন্দে বলি হরি হরি।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

——:০:——

হিরণ্ময় পুরুষ।

——:০:——

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্য-শ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎসর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীক-মেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্য পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।"

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ।

[১।৬।৬]

যে হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হন, যাঁহার শ্মশ্রু ও কেশ হিরণ্যবর্ণ; এমনকি, যাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত হিরণ্যবর্ণ, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নীলপদ্মের ন্যায়, তাঁহার নাম উৎ; কারণ তিনি সকল পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিরাছেন। যিনি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিও পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন।

এই হিরণ্ময় পুরুষ কে? এই হিরণ্ময় পুরুষ দ্বারা কি নিত্য-সিদ্ধ-পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে, না সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত কোন দেব-পুরুষ-বিশেষকে বুঝাইতেছে?

কেহ কেহ এইরূপ বলেন—পরমেশ্বরের রূপ নাই; শ্রুতি বলেন "অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ম্" সুতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষ-দুক্ত পুরুষ পরমেশ্বর হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাতে রূপ আরোপিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের কোন আধারও সম্ভবেনা; ছান্দোগ্য-উপনিষদেই বলা হইয়াছে, "কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত কতি স্বে মহিম্নি" অর্থাৎ তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। পরমেশ্বর আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী; "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" সুতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ হইতে

সূর্য্যমণ্ডলরূপ আধারে অবস্থিত রূপে বর্ণিত হইতেছেন, তখন তিনি পরমেশ্বর হইতে পারেন না।

এইরূপ বিচার যুক্তি-সঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ দ্বারা পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার অবিষয়; সুতরাং উপনিষদুক্ত ঐ সাকাররূপে পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

প্রথমে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের নাম বলা হইতেছে "উং"—তৎপরে তাঁহার বর্ণনা করা হইতেছে—তিনি পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। ঐ ছান্দোগ্য-উপনিষদই পরমেশ্বরকে "অপহত পাপ্মা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, এইরূপ বর্ণনা অন্যে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তারপর "তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু হিরণ্যবর্ণ" এরূপ বলা হইল কেন? এরূপ রূপ-বর্ণনাও পরমেশ্বরে প্রযোজ্য হইতে পারে না, এই তর্কের উত্তরে বলা যাইতে পারে—উপাসকের সাহায্যের জন্য ভগবানের এইরূপ নানাবিধ রূপ ও আধার-কল্পনা শাস্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যক্ত। বেদ-বেদান্ত-গীতা-ভাগবত ও তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রই সগুণ-ব্রহ্মের এই সাকারত্ব স্বরূপে ঈশ্বরত্ব-ঘোষণা করিতেছেন এবং এস্থলেও তাহাই করা হইয়াছে। যেস্থলে পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলেই তাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণনা করা হয়; কিন্তু যেস্থলে তাঁহাকে উপাসকের উপাস্যভাবে বর্ণনা করা হয়, সেস্থলে তাঁহাতে "সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব কামঃ—সর্ব্ব গন্ধঃ—সর্ব্ব রসঃ" ইত্যাদি বহুবিধ গুণ আরোপিত হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রাগুক্ত বর্ণনা শেষোক্ত বর্ণনার সমজাতীয়; উহাতে উপাসকের মনোরম্য ধ্যানগম্য রূপ আরোপিত ও উহার আধার কল্পিত হওয়ায়, উহা দ্বারা উপাস্য পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

এক এক ঐশরূপ-ব্যঞ্জক শ্রুতি-মূলে ধ্যান রচিত হইয়া, এক এক মন্ত্রের, মতের ও পথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদের এই "হিরণ্ময় পুরুষের" ধ্যান সৌর-উপাসনার মূলতত্ত্ব স্বরূপ।

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর, এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে সৌরোপাসনা সাবিত্রী-সাধনারূপে সর্ব্বসাধক-সম্প্রদায়েই সাধারণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার ধ্যান বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে ছান্দোগ্যোপনিষদের হিরণ্ময়পুরুষের ধ্যানানুরূপ না হওয়ায়, এই হিরণ্ময়পুরুষরূপ ঐশতত্ত্ব-মূলে অপর চারিটী হইতে স্বতন্ত্রীকৃত সৌরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব উপনিষদের এই বহুগৌরব-বর্ণিত 'হিরণ্ময় পুরুষ' সেই জগৎপ্রসবিতা সবিতার অধিষ্ঠাতা পরমদেব বা পরমেশ্বর এবং ইনিই সৌর-উপাসক-মণ্ডলে উপাস্য ইষ্টদেব, সুতরাং 'হিরণ্ময়-পুরুষ' স্বরূপ লক্ষণে নির্গুণ—নিরাকার—নিরাধার ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণে সগুণ—সাকার—সাধার পরমেশ্বর।

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য)

উপনিষৎ।

[হিন্দু-পত্রিকা, ২য় বর্ষ (৬৪-৭৩) পৃষ্ঠার পর হইতে।]

ব্রহ্মকে জানা যায় না, কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তি আশ্রয় করিলে, স্বগুণ 'ঈশ্বর' বাচ্য হয়েন এবং তখন তাঁহাকে জানা যায়। এই ঈশ্বরই মানবের আরাধ্য। মায়া বা প্রকৃতির সাহায্যে ব্রহ্ম এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা। ইহা সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী। বিশুদ্ধ সত্ত্ব আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম 'ঈশ্বর' নামে বাচ্য হয়েন, কিন্তু অবিশুদ্ধ সত্ত্ব—অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম 'প্রাজ্ঞ' বা 'জীবাত্মা' নামে বাচ্য হয়েন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্যে দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি বিবিধ উপাধি বিশিষ্ট জীবাত্মা হইয়া দেবাত্মা, মানবাত্মা, পাশবাত্মা প্রভৃতি নানা নামে বাচ্য হয়েন। ব্রহ্ম তমঃপ্রাধান্যে মায়া বা প্রকৃতি আশ্রয় করিলে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়; সুতরাং উপনিষদের মতে সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্ব আর কিছুই নহে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মায়া ব্যতীত যখন বিশ্বের উদ্ভব হয় না, তখন মায়াকে কেন ব্রহ্মেতর একটি বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না? কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনার শক্তি কি আপনার বাহিরে? আমাতে যে কোন শক্তি আছে, সে আমারই। যখন উহার বিকাশ করি, তখন শক্তির সত্তা প্রকাশ হয়, যখন উহার বিকাশ না করি, তখন উহা আমাতে বিলীন থাকে। যতক্ষণ ব্রহ্ম মায়া-শক্তির বিকাশ না করেন, ততক্ষণ মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, উহা ব্রহ্মে লীনাবস্থায় থাকে; বিকাশ করিলেই উহার স্বতন্ত্র সত্তা কল্পিত হয়। এই জন্যই মায়াকে "সৎ" ও "অসৎ" এই উভয় আখ্যাই দেওয়া যায়। (১) মায়া "সৎ" নহে, কারণ ব্রহ্মই এক মাত্র নিত্য বা সৎ পদার্থ, মায়া "অসৎ"ও নহে, কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। মায়া আশ্রয় করিয়াই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কারণ-ব্রহ্ম, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-পর্ব্বত-নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্মই এক মাত্র "সৎ" বস্তু, কিন্তু ব্যবহারিক জগতের সকল পদার্থকেই "সৎ" ও "অসৎ" এই উভয় আখ্যা দেওয়া যায়। যাহা আছে, তাহাই সৎ, যাহা নাই, তাহা অসৎ; এই উভয় শব্দই আপেক্ষিক ভাবে

(১) হিন্দুপত্রিকা ৪র্থ বর্ষ (আমিত্বের প্রসার, ব্রাহ্মণ, পৃষ্ঠা (২—১২) ও হিন্দুপত্রিকা, ২য় বর্ষ, অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ, (পৃষ্ঠা ১৩৬-১৪২) দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠক ২য় বর্ষের হিন্দুপত্রিকার 'উপনিষৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটি আর একবার পাঠ করিয়া লইবেন।

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ ও কার্য্য লইলে, কারণকে "সৎ" কার্য্যকে "অসৎ" বলা যায়। মৃত্তিকা ও ঘট, এই দুইটি বস্তু পর্য্যালোচনা কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি "সৎ" অর্থ যাহা আছে; একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত, যাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাই "সৎ"; আর যাহা নাই, বা এখন আছে, পূর্ব্বে ছিলনা; বা পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই; কিম্বা এখন আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা অসৎ। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয় না, তাহাই "সৎ"। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয়, তাহাই "অসৎ"। এখন দেখ, মৃত্তিকা ঘটের কারণ; মৃত্তিকা (আপাততঃ) সৎ, কিন্তু ঘট অসৎ। যখন মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করি নাই, তখন ঘট ছিল না। এই যে আমার সম্মুখে ঘট রহিয়াছে, ইহা যতই পুরাতন হউক না কেন, এমন কোন সময় ছিল, যখন উহা ছিল না। তবেই অতীত কালে উহা ছিল না। ভবিষ্যতে উহা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—চিরদিন থাকিবে না; সুতরাং ঘট ছিল না, ঘট থাকিবে না,—উহা কেবল বর্ত্তমানে আছে মাত্র। অতীত ও ভবিষ্যতে উহার অস্তিত্বের বাধ হওয়ায়, ঘট "অসৎ" হইল, কিন্তু উহার কারণ মৃত্তিকা ঘট সৃষ্টির পূর্ব্বেও মৃত্তিকা, ঘট-ধ্বংসের পরেও মৃত্তিকা এবং ঘটের সমকালেও মৃত্তিকা। সুতরাং উহার অস্তিত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, (আপাততঃ) কোন কালেই বাধিত হইল না; অতএব কার্য্য-ঘট অসৎ, কারণ-মৃত্তিকা (ঘট-তুলনায়) সৎ। পাঠকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে এই মৃত্তিকা পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত "ক্ষিতি" নহে। (২) কোন বস্তু যেমন কাল-পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তেমনি উহা দেশ ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। ঘটে যেমন কালের পরিচ্ছেদ থাকায় উহাকে কাল-পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, তেমনি উহা বস্তু-পরিচ্ছিন্নও হইতে পারে। ঘট যেমন সর্ব্বকালে থাকে না, সেইরূপ সর্ব্বদেশেও থাকে না। আমার সম্মুখস্থ এই ঘট আমার সম্মুখস্থ দেশ বা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অন্যান্য স্থানে নাই। ঘট যে দেশে থাকে, সেই দেশই তাহার অধিকরণ; সুতরাং ঘটকে যেমন দেশ-পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, তেমন বস্তু-পরিচ্ছিন্নও বলা যায়। স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদকে বস্তু-পরিচ্ছেদ বলে। ঘটের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ, সেই উহার স্বগত-ভেদ,

(২) হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ, "নারদ সনৎ কুমার-সংবাদ" ১৫৩ পৃষ্ঠা (৭) টীকা দ্রষ্টব্য। পঞ্চগুণ বিশিষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মৌলিক কঠিন (Solid) ক্ষিতি বা পৃথিবী, চতুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চতুর্গুণবিশিষ্ট মৌলিক দ্রব-পদার্থ (liquid) অপ্, ত্রীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ত্রিগুণ বিশিষ্ট মৌলিক আগ্নেয় পদার্থ (Igneous) অগ্নি বা তেজ, ইন্দ্রিয়দ্বয়-গ্রাহ্য দ্বিগুণ বিশিষ্ট মৌলিক বায়বীয় পদার্থ (Gaseous) বায়ু এবং ইন্দ্রিয়ৈক-গ্রাহ্য এক গুণ বিশিষ্ট সর্ব্বাবকাশব্যাপী মৌলিক পদার্থকে আকাশ (ether) বলে। আধুনিক বিজ্ঞানও আকাশকেই জগতের ভৌতিক কারণ বলিতে অগ্রসর হইতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অতি অল্পদিন হইতেই এই আকাশের (ether) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে পদার্থকে (matter) তিন ভাগে বিভাগ করিতেন—(Solid, liquid and gas) কঠিন, দ্রব এবং বায়বীয়; আগ্নেয় পদার্থ সমূহ, অর্থাৎ আলোক, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতিকে পদার্থ না বলিয়া উহাকে শক্তি (force) মাত্র বলিতেন, এবং আকাশের (ether) অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার

অন্যান্য ঘটের সহিত যে ভেদ, সে উহার স্বজাতীয় ভেদ এবং ঘটেতর বস্তুর সহিত যে ভেদ, সে বিজাতীয় ভেদ। সহজ কথায় বলিতে গেলে, মৃত্তিকা-কারণ কার্য্য-ঘট অপেক্ষা অধিক স্থায়ী বলিয়া ঘট-তুলনায় সৎ। কার্য্যাপেক্ষা কারণ সৎ। ঘট অপেক্ষা মৃত্তিকা সৎ, মৃত্তিকা অপেক্ষা মৃত্তিকার কারণ সূক্ষ্ম-পঞ্চভূত-সত্ত্বা (তন্মাত্র) সৎ। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে (উত্তরোত্তর আপেক্ষিকরূপে) ক্ষিতি অপেক্ষা অপ্, অপ্ অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু, বায়ু অপেক্ষা অকাশ সৎ। কারণে কার্য্য লীন হইলে, কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না; অতএব কার্য্য কারণ অপেক্ষা অসৎ এবং কারণ কার্য্যাপেক্ষা সৎ। এই রূপ কারণ হইতে কারণান্তরে যাইয়া, আমরা ব্রহ্মের "শক্তি" বা মায়াতে উপনীত হই। এই মায়া-শক্তি জগতের কারণ স্বরূপ বলিয়া সৎ এবং ব্রহ্মের কার্য্য স্বরূপ বলিয়া অসৎ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে "মায়াবাদ" আধুনিক বৈদান্তিকদিগের কল্পনোদ্ভূত, বেদে মায়াবাদের কোন ভিত্তি নাই। তাঁহাদের এ সংস্কার যে ভ্রমাত্মক, তাহা ঋগ্বেদীয় "নাসদীয় সূক্ত" দ্বারাই স্পষ্ট

করিতেন না; কিন্তু সংপ্রতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা Light, heat, electricity এবং ether প্রভৃতিকে 'imponderable matter' অর্থাৎ সূক্ষ্ম (স্থূলের বিপরীত) পদার্থ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, উহারা সকলেই আকাশ-(ether)সম্ভূত। বস্তুতঃ Matter and Forceএর মধ্যে পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রভেদ করিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Matterও Forceএ পরিণত, Forceও Matterএ পরিণত হয়। প্রভেদ কেবল দৃশ্যতঃ। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাই পদার্থ— আর্য্য দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। আকাশই ভৌতিক জগতের মূল কারণ। বায়ু আকাশ হইতে, অগ্নি বায়ু হইতে, অপ্ অগ্নি হইতে এবং ক্ষিতি অপ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ মূল উপাদানের সংযোগেই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং তাহাদের পঞ্চ গুণের পরস্পর সম্বন্ধ নিম্নে দেওয়া হইল।—

ইন্দ্রিয়	ভূত	গুণ—
কর্ণ	আকাশ	শব্দ।
ত্বক্	বায়ু	শব্দ, স্পর্শ।
চক্ষু	অগ্নি	শব্দ, স্পর্শ, রূপ।
জিহ্বা	অপ্	শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস।
নাসিকা	ক্ষিতি,	শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

ক্ষিতি পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; অপ্ চারিগুণ বিশিষ্ট এবং চারি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অগ্নি তিন গুণ বিশিষ্ট এবং তিন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য; বায়ু দুইগুণ বিশিষ্ট এবং দুই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আকাশ এক গুণ বিশিষ্ট এবং এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। আকাশ-তত্ত্বে পাশ্চাত্য দার্শনিক কেবল প্রবৃত্ত, কিন্তু ইহার মধ্যেই কেবল আকাশের সাহায্যে যে শব্দ পরিচালন করা যায়, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং বঙ্গের সুসন্তান অধ্যাপক শ্রীল জগদীশ চন্দ্র বসু একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, উহা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় ২বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন এবং গত বৎসর Padre Lafont ও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে উহা দেখাইয়াছেন। কঠিন ও দ্রবাদি পদার্থ যে বায়বীয় আকার ধারণ করে, তাহা অনেকেই জানেন; পাশ্চাত্যগণ স্বর্ণাদি কতকগুলি পদার্থকে বায়বীয় আকার ধারণ করাইতে পারেন নাই বলিয়া যে কোনকালে উহা হইবে না, তাহা নহে। পাশ্চাত্যেরা এইক্ষণ যে ৬৭টি মৌলিক পদার্থ নির্দ্ধারণ করেন, উহা কালে নিশ্চয়ই থাকিবে না। কালে আকাশই জগতের এক মাত্র মৌলিক পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। আর্য্য-দার্শনিক আকাশ পরিত্যাগ করিয়া, আকাশের কারণ ব্রহ্মে উপনীত হয়েন এবং ব্রহ্মকেই বিশ্বের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রতীয়মান হইবে। "নাসদীয় সূক্ত"ই মায়া-বাদের ভিত্তি। প্রলয় কালে পরস্পর আপেক্ষিক "সদসৎ" কিছুই ছিল না, তখন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, "নাসদীয় সূক্ত" (১৩০৪ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের হিন্দু-পত্রিকায় ১৭১পৃঃ দ্রষ্টব্য) দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। এই মায়াময় জগতের মধ্য দিয়া কিরূপে ব্রহ্ম-পদার্থে উপনীত হওয়া যায় বা মানব ব্রহ্মত্ব অধিকার করিতে পারে বা ব্রহ্মই হইতে পারে, উপনিষৎ তাহাই শিক্ষা দেন।

জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই অস্থায়ী। ধন-জন-যৌবনাদি কিছুইস্থায়ী নহে। রাজা-প্রজা সকলকেই মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতে হয়। গ্রহ নক্ষত্রাদিও কালের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। যাহা অস্থায়ী বা সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে কোন ক্রমেই সুখ হইতে পারে না। সুখ ইচ্ছা করিলে, স্থায়ী অসীম পদার্থ চাই। আর্য্য-ঋষিগণ এই অস্থায়ী সসীম জগৎ পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী এবং অসীম ভূমার অন্বেষণেই আত্মসমর্পণ করিতেন। উপনিষৎ সেই নিত্যান্বেষী ঋষিদিগের অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ।

নিত্য বস্তু অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঋষিরা দেখিলেন যে, বিষয় এবং বিষয়ী ভিন্ন আর কিছুই নাই। "আমি"ই "বিষয়ী" আর আমি ভিন্ন সকল বস্তুই "বিষয়"। আমার নিজের শরীর-মনও বিষয়। "বিষয়" হইতে বিরত হইয়া "বিষয়ীর" দিকে মনোনিবেশ করিলে, আমার "আমি"—তোমার "আমি"—তাহার "আমি"—সকল "আমি"-কেই এক "আমি" বলিয়া জ্ঞান হইবে। তুমি আমি সোপাধিক "আমি"; তোমার ও আমার "আমি"র উপাধি বা মায়া নষ্ট হইলেই, তোমাতে-আমাতে কোন ভেদ থাকিল না,—আমরা উভয়েই নিরুপাধিক আমি হইলাম। যেমন অসীম আকাশ ঘটরূপ-উপাধি-বিশিষ্ট হইয়া "ঘটাকাশ" হয়, সেইরূপ পরমাত্মা মায়াবিশিষ্ট হইয়া জীবাত্মা হন। আমরা সকলেই এই জীবাত্মার সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। "আমি আছি" ইহা সকলেই উপলব্ধি করেন; "আমি নাই" ইহা কেহ উপলব্ধি করেন না। এই আমিই আত্মা বা জীবাত্মা এবং ইনি যখন মায়া রহিত হন, তখন ইনিই পরমাত্মা।

পূর্ব্বে "বিষয়" ও "বিষয়ীর" কথা বলিয়াছি। বিষয়ী জ্ঞাতা এবং বিষয় জ্ঞাত। এই বিষয় বা জ্ঞাত পরিবর্ত্তন-শীল, কিন্তু বিষয়ী বা জ্ঞাতা অপরিবর্ত্তন-শীল। পাঠকের ইহাও জানা উচিত যে, যখন সকল জ্ঞাত বস্তুর অভাব হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের কোন প্রভেদ থাকে না, তখন জ্ঞাতাও জ্ঞান, জ্ঞানও জ্ঞাতা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে, জ্ঞান চিরকালই এক, জ্ঞাতই পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের মনুষ্য-জ্ঞান, পশু-জ্ঞান, ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান, ইত্যাদি বস্তু বা বিষয় ভেদে বিবিধ প্রকার জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু মূল জ্ঞান চিরকালই এক। ঘট দেখিবামাত্র, তোমার ঘট-জ্ঞান হইল, কিন্তু একটু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, উহা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত,—সুতরাং উহা মৃত্তিকা-জ্ঞান মাত্র আর একটু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে, উহা পঞ্চ ভূতের বিকার। এইরূপ বস্তু ভেদে তোমার জ্ঞানের ভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান একই। দেশ, কাল ও বস্তু ভেদে ঐ জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সমুদয় ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞান একই পদার্থ। যদি বল বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান থাকে না, সে কথা ঠিক নয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা চিন্তা কর। জাগ্রত অবস্থায় নানাবিধ বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে সত্য এবং ঐ সমুদয় বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু স্বপ্ন কালে আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় থাকে না, মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে মাত্র। সুষুপ্তি কালে মন-বুদ্ধির লয় হইলেও, জ্ঞান থাকে; কারণ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান অবস্থায় সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহার এই জ্ঞান থাকে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান-বোধক জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব বিষয় না

থাকিলেও জ্ঞান থাকে এবং বিষয় বা জ্ঞাত না থাকিলে, জ্ঞাতা (বিষয়ী) বা "আমি" ভিন্ন আর কিছু নাই; কারণ কাহারও কখন অস্মৎ-অপ্রত্যয় হয় না, অর্থাৎ 'আমি নাই' এরূপ বোধ হয় না। বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞান থাকে, বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। বিষয় না থাকাতে, জ্ঞাতা বিষয়ীর অন্য কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না এবং পূর্ব্বে—অর্থাৎ প্রথম প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই বিষয়; বিষয়ী কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বিষয়ী জ্ঞানের বিষয় হইলে, সে বিষয় হইল—বিষয়ী থাকিল না। বিষয় ছাড়িয়া দেখিলে দেখা যায় যে জ্ঞান থাকে, আর এক দিকে দেখা যায় যে জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। এই জ্ঞান ও বিষয়ী বা জ্ঞাতা এক; উপাধি-ভেদে উহা পৃথক্ কল্পিত বা অনুভূত হয় মাত্র। (ক্রমশঃ)

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমালোচনা অর্থ সম্যক্‌রূপে আলোচনা, দোষ-গুণের যথাসম্ভব—যথাযথ-বিচার; অতএব সম্যক্‌রূপে বস্তুর দোষ-গুণের যথাযথ বিচার করিতে হইলে 'সংক্ষিপ্ত' শব্দটি সমালোচনার বিশেষণরূপে বসাইতে সুসঙ্গতি বোধ হয় না। এইজন্যই গত চারি বৎসর বহু পুস্তক-পত্র-পত্রিকাদি হিন্দুপত্রিকার উদ্দেশে উপহার পাইয়াও তাহাদের কোন সমালোচনা হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিরাট কল্পভাণ্ডারের সেবা করিতে ক্ষুদ্রকায়া হিন্দুপত্রিকার অধিকার কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। যাহাহউক, এ অবস্থায় মুখ্যতঃ তদঙ্গীভূত ভাবের গ্রন্থাদি ও গৌণতঃ সাধারণ গ্রন্থাদির যথাসম্ভব ও যথাশক্তি কিঞ্চিৎ আলোচনাই হিন্দুপত্রিকার

"সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" হইবে। এই ১৩০৫ বঙ্গাব্দের নববর্ষ হইতেই উক্ত প্রকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আরম্ভ করা হইল।

আর একটি কথা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা প্রধানতঃ দোষ না খুঁজিয়া, সমালোচ্য গ্রন্থাদির গুণাংশ দেখাইতেই চেষ্টা করিব। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য গুণ কিছু না থাকিলে, তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার মাত্র করিব বা তৎসম্বন্ধে সামান্য দু-চারি কথা মাত্র বলিব। কোন বিশেষ গ্রন্থাদির একটু বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করার অবকাশ পাইলে, তাহার গুণাংশ আলোচনার সঙ্গে ২ দোষাংশও যথাসম্ভব আলোচনা করিব। যেসব দোষ না ধরাই দোষ, তাহা অবশ্য আলোচ্য।

হিন্দুপত্রিকায় গ্রন্থাদির সমালোচনা সাহিত্য-সেবারূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্যের উপরেই স্থাপিত রহিবে; ভরসা করি, কখনও বণিগ্বৃত্তি (পেশাদারি) ইহার ভিত্তিরূপে পরিণত হইবে না।

উপাসক।

নবদ্বীপ-হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ-প্রণীত।

ভগবাদিচ্ছায় সমালোচনা প্রকাশের উদ্যোগ-প্রারম্ভেই আমরা ভগবদুপাসনার দার্শনিকতত্ত্ব-রসাশ্রিত এই সুন্দর অভিনব খণ্ড-কাব্যখানি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথমতঃ পুস্তকখানি হাতে পাইয়াই মন প্রফুল্ল হইল। নামটী সুন্দর, ছাপা সুন্দর, কাগজ—বাঁধাই সুন্দর। তার পর রচনা, তাহাও আমাদের কাছে সুন্দর লাগিয়াছে। কবি সেই উপাস্যদেবের কৃপায় তাঁহার "উপাসক" রচনায় বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রথমেই তিনি ভগবানের দিকে তাকাইয়া কাব্যরঙ্গ-ভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই—

"কে তুমি জগৎ-সখা,
বিশ্ব-পটে দেও দেখা"

ইত্যাদি বলিতে বলিতে যেন পা বাড়াইয়াছেন। ভরসা করি, জগৎ-সখার কৃপায় কাব্য-জগতে তিনি যশস্বী হইবেন। প্রথমেই বেশ ভাবটি লাগিয়াছে, পরে ক্রমে ভাবের জমাট বাঁধিয়াছে।

রসাত্মক বাক্যই কাব্য। আবার রসের মধ্যে শান্তরসই সাত্ত্বিক ও সাধু-জন-সেব্য। কাব্যখানি সেই সুবিমল শান্তরসের উৎস-স্বরূপ। অপিচ, ইহাতে অধ্যাত্ম-জগতের কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ কাব্য-রসে মাখিয়া, অতি কোমল ও উপাদেয় করা হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতির স্বর্গীয় সৌরভ ইহার প্রতি কবিতা-কুসুম হইতেই নির্গত হইতেছে। পুস্তকখানিতে একাধারে দর্শন ও কাব্যের অপূর্ব্ব রাসায়নিক মিশ্রণ হইয়াছে।

কয়েকটি স্থান যথেচ্ছভাবেই
উদ্ধৃত করিলাম—

"নিতি বাঁচি নিতি মরি,
তবু না শিখিতে পারি
জীবন কাহারে কয়,
কি হয় মরণ,
এ গূঢ় রহস্য মনে
ঢাকা মায়া-আবরণে;
বুঝায়ে দিতেছে নিত্য
নিদ্রা-জাগরণ।

"যাহারে ভাবিয়া 'আমি',
কি বিষম পাগ্‌লামি!
সেবিছে যতনে নিত্য
মুগ্ধ নরগণ,

সে দেহ সে আমি নয়,
দেহাধারে 'আমি' রয়,
আধারে আধেয়-ভ্রান্তি
অজ্ঞান কারণ।
দেহের ভিতরে দেহ,
এ দেহ বিচিত্র গেহ,
তাহাতে বসতি করে
আত্মা চিন্ময়।"
ইত্যাদি।

—০ঃঃ০—

'আমার' 'আমার' বলি,
মমতার সুর তুলি,
সংযোগে হাসিছে জীব,
বিয়োগে কাঁদিছে।
খেলিতে ভবের খেলা,
হাসি কান্না দুইবেলা;
জীবন-মরণ দোঁহে
আসিছে যাইছে।"

—০ঃঃ০—

বর্ণন-কবিত্ব পক্ষেও বিশ্বেশ্বর বাবু বেশ সফলতা দেখাইয়াছেন। "ঊষাগমে" কবিতার প্রথমেই পড়িলাম——

"নিশি অবসান, পাখী মধুর গাইছে,
অনুরাগে ভরি;
শান্তির অমিয়-ধারা শীতল আঁধারে
পড়িতেছে ঝরি।
ঊষার আলোক-ভাতি
নিশার আঁধারে মিশি,
বেড়িয়াছে চরাচর
অপূর্ব্ব ছায়ায়;
অস্ফুট মূরতি কত
পুনঃ বুঝি বিশ্বপটে
লাঞ্ছিত হতেছে ক্রমে
মায়া-তুলিকায়!"

ইত্যাদি বেশ লাগিল। "হরিদ্বারে" "সাধনা" "ভক্তি" "মৃত্যু" প্রভৃতি কবিতা বেশ মিষ্ট ও ইষ্টসাধন-শিক্ষার সাহায্যকারী।

উপাসকের কবিতাগুলি যেন ভাগবতানন্দের মধুর একতান সুরে বাঁধা। কবি সকল কবিতাতেই যেন জগতের সর্ব্বত্র ভগবানের মঙ্গল-মূর্ত্তি, সর্ব্ব কার্য্যেই তাঁহার মঙ্গল-হস্ত ও জন্ম-মরণাদি সকল ব্যাপারই মঙ্গলানন্দময়, এই ভাব ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে "উপাসক" পাঠে বঙ্গীয় পাঠক কবিত্বে প্রীত ও ধর্ম্ম-শিক্ষায় উপকৃত, উভয়ই হইবেন, আশা করি। ভগবান বিশ্বেশ্বরবাবুকে দীর্ঘজীবী ও এইরূপে বঙ্গ-সাহিত্যসেবী করিয়া রাখুন, ইহাই প্রার্থনীয়।

—০ঃ০ঃ০—

হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যম্।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র
জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য-
কৃত।

প্রথম কাণ্ড।

আমরা জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের "হোরা-বিজ্ঞান-রহস্য" প্রথম কাণ্ড অতি সমাদরে পাঠ করিলাম। গ্রন্থকারের উদ্যম মহৎ, অধ্যবসায় অসীম, অনুশীলন বিস্তৃত এবং পাণ্ডিত্য বিশাল, প্রথম কাণ্ডেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। তবে গ্রন্থকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বিষয় সুদুস্তর, শেষ রক্ষা হইলে হয়।

প্রথম খণ্ড দুই শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখা—জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবতারণা। দ্বিতীয় শাখার প্রারম্ভে রাশিনির্ণয়; ক্রমে নক্ষত্র

নির্ণয়, রাশি-রূপ, নক্ষত্র-রূপ ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় শাখা গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যার উপক্রমণিকা। গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যা ৩ ভাগে বিভক্ত। ১ম—গ্রহ-নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর সৃষ্টি ও সংখ্যা নির্ণয়। ২য়—জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর আকর্ষণ, গতি, আকার ও প্রকার-নির্ণয়। ৩য়—বাহ্য প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও আকর্ষণাদির ফলাফল নির্ণয়। গণিত-জ্যোতিষ মূল শাস্ত্র; ফলিত-জ্যোতিষ গণিত-জ্যোতিষের তাৎপর্য্য। মানব-প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির ক্রিয়ার ফলাফল ফলিতজ্যোতিষের বিষয়ীভূত। শাখা-স্কন্ধ ফলিত জ্যোতিষের অন্তান্তর মাত্র। জ্যোতিষ হিন্দুজাতির আদি সম্পত্তি। পুনঃপুনঃ রাজবিপ্লবে ভারতে গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; ফলিত-জ্যোতিষও মুমূর্ষু দশাপন্ন। আমাদের এক্ষণে যথাপ্রাপ্ত হিন্দু-গণিত-জ্যোতিষ অপেক্ষা পাশ্চাত্য গণিত-জ্যোতিষ বহু বিবৃত, লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ আদিম অবস্থাপন্নই আছে।

ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষ বিলুপ্ত প্রায়, সুতরাং গ্রন্থকার ২য় শাখায় ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইবেননা, ইহা আমরা আশা করিনা। ভ—চক্র পরীক্ষা করিলে, রাশি-স্বরূপ ও নক্ষত্র-স্বরূপ যেরূপ লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভ—চক্রস্থ নক্ষত্র, এক বা ততোধিক তারকাত্মক। এক স্থানীয় নক্ষত্র-সমষ্টির নাম রাশি।

১ম—রাশি-স্বরূপ।

অধিকাংশ রাশি গণের রূপ কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেবল বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা, এই নক্ষত্রত্রয় যোগে প্রকৃত বৃশ্চিকের আকৃতি লক্ষিত এবং কর্কট রাশিস্থ নক্ষত্র গণ মধ্যে অশ্লেষা নক্ষত্রকে তাহার উভয় নক্ষত্রের সহিত মিলিত-ভাবে দেখিলে, কর্কটাকৃতি দেখায় এবং মীন রাশিস্থ রেবতী মৎস্যাকৃতি বটে। অশ্লেষা হইতে কর্কট রাশির এবং রেবতী হইতে মীনরাশির নামকরণ হইয়াছে।

২য়—নক্ষত্র-স্বরূপ।

জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে ভ—চক্রের নক্ষত্র গণের প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছেন (৩৯। ৪০-৪১পৃষ্ঠা) প্রতিমূর্ত্তিগুলি চিত্র বিচিত্র ও মনোহর বটে এবং রহস্যময় হইলেও হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যের উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রতিমূর্ত্তিগুলির আকারগত অসম্পন্নতা আলোচিত হইল। প্রতিমূর্ত্তি গুলি অবিকল হইলেই ভাল হইত। হয়ত জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় অনাবশ্যক বোধে প্রতিমূর্ত্তি গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু এরূপ উচ্চ দরের গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গ-সুসম্পন্ন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বোধে এবং "দোষাবাচ্যাগুরোরপি" বচন বলে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিমূর্ত্তির দোষ গুলি নির্দ্দেশ করিতে আমরা সাহসী হইলাম।

ভ—চক্রস্থ নক্ষত্র নিচয়ের প্রকৃত রূপ বা আকৃতি, যাহা নভো-মণ্ডলে দেদীপ্যমান দৃষ্ট হয়, ঐ আকৃতিগুলির সহিত গ্রন্থস্থ প্রতি-মূর্ত্তির অনেক স্থলে সৌসাদৃশ্য নাই॥ তুলনা করিলে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

ভ—চক্রের নক্ষত্রগণ অশ্বিনী হইতে ক্রমে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ৩ দেশে স্থাপিত হইবে। অশ্বিনী নক্ষত্রের তারকত্রয় পশ্চিমাভিমুখে অশ্ব-মুখাকৃতি। উত্তরস্থ তারকাটী কর্ণদ্বয়ের মধ্য দেশে, মধ্যগত তারক নাসা রন্ধ্রদ্বয়ের মধ্য দেশে এবং দক্ষিণস্থ তারক চিবুক

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা,

চিত্তানুশাসনম্।

—০ঃ০ঃ০—

(পূর্ব্বপ্রকাশাৎ পরং।)

সুখমৈন্দ্রিয়িকং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাং।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথাদুঃখমযত্নতঃ ॥ ৩॥

হে দৈত্য-বালকগণ! দেহীদিগের দেহ-যোগে ইন্দ্রিয় জনিত সুখ, দুঃখের ন্যায় পূর্ব্ব অদৃষ্ট বশতঃ সর্ব্বত্র লাভ হইয়া থাকে। ৩॥

দেহযোগেন—কারণ সুখদুঃখ দেহধর্ম্ম মাত্র।
সর্ব্বত্র—পশ্বাদাবপি—পশ্বাদি দেহেও।

দৈবাৎ—পূর্ব্বাদৃষ্টাদেব—পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট বশতঃ—অর্থাৎ যেরূপ দুঃখ লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হয় না, তদ্রূপ সুখলাভ করিবার জন্যও যত্ন করিতে হয় না, কারণ সুখদুঃখ দেহীর ধর্ম্ম, তজ্জন্য ১১স্কন্ধে কহিয়াছেন—

(লব্ধ্বাসুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণংযতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
নিঃশ্রেয়সায়) বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃস্যাৎ ॥

৯ অধ্যায়ে ২৯।

ইহার অনুবাদ তৃতীয় বর্ষের ১৯৮পৃষ্ঠা ১স্তম্ভে আছে। যখন শূকরাদির জন্ম-গ্রহণেও বিষয় ভোগ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জনিত সুখ-অনুভব হইয়া থাকে, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্ব জন্মে যাহা কৃত হইয়া থাকে, তাহাই এই জন্মে ভোগ হইয়া থাকে। সুনীতি ধ্রুবকে কহিয়াছিলেন—

নোদ্বেগস্তাত কর্ত্তব্যঃ কৃতং যদ্ভবতা পুরা ॥
তৎকোঽপিহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুংকশ্চা-
কৃতংত্বয়া ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১অংশে ১১ অধ্যায়ে

হে পুত্র! উদ্বেগ করিওনা; পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপহরণ করিতে পারিবে? এবং যাহা কর নাই, তাহা কে দিতে পারিবে? এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, পূর্ব্ব জন্ম আছে কি না? ইহার মীমাংসা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬প্রপাঠকে ১১খণ্ডে ৩ মন্ত্রে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, যথা—

"জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তূনাং স্তন্যাভিলাষভয়াদি দর্শনাচ্চাতীত জন্মান্তরানুভূতস্তনপানদুঃখা-নুভবস্মৃতির্গম্যতে॥"

জাতমাত্র জন্তুর স্তনপানে অভিলাষ ও ভয়াদি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে পূর্ব্ব

জন্মে যে স্তনপান করিয়াছিল ও দুঃখানুভব করিয়াছিল, ইহা স্মরণ হওয়াতে সেইরূপ স্তনপানে অভিলাষ ও দুঃখ-ভয়ে ভীত হইয়া থাকে।

যখন পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার বশতঃ মনুষ্য কর্ম্ম করে ও সেই সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, তখন সুখের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্ব-জন্মকৃত ফল মনুষ্য অবশ্য ভোগ করে।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥
১০ স্কন্ধে ২৪ অ ১৩॥

কর্ম্মদ্বারা জন্তু জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্মদ্বারা লয় প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন পূর্ব্ব জন্মে কি করিয়াছি, জানিনা ও যখন সেই কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী, তখন তাহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

ভবিতব্যং ভবত্যেব তচ্চ লোকেন বুধ্যতে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবত্যেব যদভাব্যং নতদ্ভবেৎ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যাহা হইবার, তাহা হইবে, মনুষ্য তাহা জানিতে পারেনা। যাহা হইবার, তাহা হইবে ও যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবেনা।

তৎপ্রয়াসো নকর্ত্তব্যো যতআয়ুর্ব্যয়ঃপরং।
নতথাবিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজং॥ ৪॥

সুতরাং তজ্জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঐ প্রয়াসে কেবল আয়ুর ব্যয় মাত্র। মুকুন্দ-চরণ-সেবা দ্বারা যতদূর মঙ্গললাভ করা যায়, ঐপ্রয়াসে তদ্রূপ মঙ্গললাভ করা যায়না। ৪॥

ক্ষেমং—মঙ্গলং। মুকুন্দের চরণ সেবাই এখানে মঙ্গল।

আয়ুর্ব্যয়ঃ—জীবনের ব্যয়। মনুষ্য-জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, সুতরাং সেই জীবন বৃথা অতিবাহিত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মৃতাস্বাদন বিষয়ে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ১১স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে শৌনক সূতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ং।
অথবাস্তপদাম্ভোজ মকরন্দলিহাংসতাং॥
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষোযদসদ্ব্যয়ঃ॥ ৭॥

হে মহাভাগ! যদি কৃষ্ণাশ্রয় কথা হয়, সেইরূপ কথা বলুন, অথবা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপানকারী সাধুদিগের জীবনচরিত বর্ণনা করুন, কারণ অন্য অসদালাপে প্রয়োজন কি—যাহা জীবনের অসদ্ব্যয় মাত্র?

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাযুক্ত কথাব্যতিরেকে অন্য কথা বৃথা।

নযদ্বচশ্চিত্র পদংহরের্যশো জগৎ পবিত্রং
প্রগৃণীতকর্হিচিৎ।
তদ্বায়সংতীর্থমুশন্তিমানসানযত্রহংসানিরমন্ত্য-
শিকক্ষয়াঃ॥
প্রথম স্কন্ধে ৫ অ ১০।

মনোহর পদযুক্ত বাক্যও যদি শ্রীহরির জগৎ-পবিত্রকারী যশঃ বর্ণনা না করে, তাহা বাক্যই নহে। সেরূপ বাক্যকে কাকতীর্থ কহে,—উহাতে জ্ঞানী পরমহংস সকল আনন্দানুভ করেননা; অর্থাৎ যেরূপ মানস-সরোবরের হংস মনোহর পদ্মযুক্ত মানস-সরোবর ত্যাগ করিয়া বিচিত্র অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে—কাকের ক্রীড়া-স্থানে আনন্দলাভ করেনা, তদ্রূপ ব্রহ্ম-নিবা-ভূত পরমহংস সকল শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রয়-বাক্য ত্যাগ করিয়া সামান্য কথার আনন্দানুভব করেন না।

ততোযতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্নবিপদ্যেত পুষ্কলং॥ ৫॥

তজ্জন্য কুশলীব্যক্তি সংসার প্রাপ্ত

হইয়া যতদিন শরীর সবল থাকে ও নষ্ট না হয়, ততদিন শীঘ্র মঙ্গলজন্য যত্ন করিবে। ৫॥

ভবমাশ্রিতঃ—সংসার প্রাপ্ত হইয়া।

শরীরং পুরুষং—পুরুষরূপ শরীর।

ন বিপদ্যেত—অক্ষমং নভবেৎ—অক্ষম না হয়।

পুষ্কলং—জরা রোগাদি অভাবে পুষ্ট অথবা যত্নসমর্থ।

এইরূপ একাদশ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়েও কহিয়াছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণংযতেতনপতেদনুমৃত্যুযাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় (বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃস্যাৎ)॥ ২৯॥

অনেক জন্মের পর দুর্লভ, অনিত্য, কিন্তু মনোরথপ্রদ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ নিজমঙ্গল জন্য ধীরব্যক্তি শীঘ্র যত্ন করিবে (কারণ বিষয়-ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াই হইয়া থাকে)।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরও তজ্জন্য খেদ করিয়াছিলেন যে—

হরিহরি বড়দুঃখ রৈল মোর মনে।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
হেন জন্ম গেল অকারণে॥

এই বিষয়ে আরও বৈরাগ্য শতকে ও গরুড়পুরাণে উত্তরখণ্ডে ১৪ অধ্যায়ে কহিয়াছেন,—

যাবৎ সুস্থমিদং শরীরমরুজং যাবর্জ্জরাদূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিরপ্রতিহতাযাবৎ
ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেববিদুষা কার্য্য প্রযত্নো
মহান্ সন্দীপ্তে ভবনেতু কূপখননং
প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

যতদিন এই শরীর রোগশূন্য ও যাবজ্জরা দূরে থাকে, যাবৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ আয়ু ক্ষীণ না হয়, ততক্ষণ জ্ঞানীলোক নিজ মঙ্গল জন্য যত্ন করিবে, কারণ গৃহ প্রজ্বলিত হইলে, কূপ-খননে যত্ন আবশ্যক কি?

তজ্জন্য কহিয়াছেন—

এবিষয়ে বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৩০অধ্যায়ে যথা—

দুর্লভং জন্ম মানুষ্যং প্রার্থ্যতে ত্রিদশৈরপি।
তল্লব্ধ্বাপরলোকার্থং যত্নং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১০॥

দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে দেবতারাও প্রার্থনা করেন; সেই জন্ম লাভ করিয়া পরলোক জন্য জ্ঞানী লোক যত্ন করিবেন।

অন্যত্র এবিষয়ে যথা—

দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং নার্চ্চয়ন্তিচ যে হরিং।
তেষামতীবমূর্খানাং বিবেকঃ কুত্র তিষ্ঠতি॥
৩২ অধ্যায়ে ৩৭।

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে হরিকে অর্চ্চনা না করে, সেই অতিমূর্খের বিবেক কোথায় থাকে?

মহতা পুণ্যপণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্তয়া।
পারংদুঃখোদধের্গন্তুংত্বর যাবন্নভিদ্যতে।
শান্তিশতকে।

পুংসোবর্ষশতংহ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলংযদসৌরাত্র্যাং শেতেন্ধং
প্রাপিতস্তমঃ। ৬।
মুগ্ধস্য বাল্যেকৈশোরে ক্রীড়তো যাতি
বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য
বিংশতিঃ॥ ৭॥
দুরাপূরেণ কামেন মোহেনচ বলীয়সা।
শেষংগৃহেষু শক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতিহি॥ ৮॥

মনুষ্যের একশত বৎসর আয়ু। অজিতাত্মার

উহা অর্দ্ধেক, কারণ সে রাত্রিকালে অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়া অকারণ শয়ন করিয়া থাকে। (যদি বল যে—কেন, আরও ত পঞ্চাশ বৎসর বাকি। তদুত্তরে কহিতেছেন) মুগ্ধব্যক্তির বাল্য ও কৈশোরাবস্থায় বিংশতি বৎসর ক্রীড়ায় যায়। (কেন, তা হইলেও আরও ত ত্রিশ বৎসর বাকি; তাহার উত্তরে কহিতেছেন) জরাগ্রস্তব্যক্তির অসমর্থতা বশতঃ আরও বিংশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে।

আর দশবৎসর অবশিষ্ট; তাহাতেই যে শ্রীহরি-স্মরণ হইবে, তাহারও আশা নাই, কারণ, সকল হইতে দুঃখে পরিপূর্ণ কাম ও বলবান মোহদ্বারা গৃহাসক্ত হইয়া প্রমত্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট আয়ু অতিবাহিত হইয়া থাকে।

এবিষয়ে ভবিষ্য পুরাণে উত্তর পর্ব্বে ৪অধ্যায়েও এইরূপ আছে, যথা—

হেজনাঃকিংনপশ্যধ্বং সহস্রস্যাপিমধ্যতঃ।
জনাঃশতায়ুসঃপঞ্চ ভবন্তি ন ভবন্তিচ॥৯৩॥
অশীতিকাবিপদ্যন্তে কেচিৎ সপ্ততিকানরাঃ।
পরমায়ুঃস্থিতং ষষ্ঠিস্তচ্চৈবানিশ্চিতংপুনঃ॥৯৪॥
যস্যযাবদ্ভবেদায়ু র্দেহিনাংপূর্ব্বকর্ম্মভিঃ।
তস্যার্দ্ধোমায়ুষো রাত্রির্হরতেমৃত্যুরূপিণী॥৯৫॥
বালভাবেন মোহেন বার্দ্ধক্যেজরয়াতথা।
বর্ষাণাংবিংশতির্যাতি ধর্ম্মকামার্থবর্জ্জিতা॥৯৬॥
আগন্তুকৈর্ভয়ৈঃপুংসাং ব্যাধি-শোকৈরনেকধা
ভক্ষ্যতের্দ্ধংচতত্রাপি যচ্ছেষংতচ্চজীবতি॥৯৭॥
জীবিতান্তেচ মরণং মহাঘোরমবাপ্নুয়াৎ॥৯৮॥

হে মনুষ্যগণ! তোমরা কি দেখিতেছনা যে সহস্রের মধ্যে পঞ্চব্যক্তিও শতায়ু হয় কি না হয়? ৯৩।

কেহবা অশীতি বৎসরের—কেহবা সপ্ততি বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরমায়ুর কাল ষষ্ঠিবৎসরও অনিশ্চিত। ৯৪।

পূর্ব্বকর্ম্ম বশতঃ মনুষ্যের যত আয়ু, তাহার অর্দ্ধেক মৃত্যুরূপিণী রাত্রি হরণ করে। ৯৫।

বাল্যভাবে, মোহে, বার্দ্ধক্যে ও জরায় ধর্ম্মকামার্থ বর্জ্জিত হইয়া বিংশতি বৎসর-অতীত হয়। ৯৬।

আগন্তুক ভয় ও অনেক প্রকার রোগ ও শোকে মনুষ্যের তাহার অর্দ্ধেক পরমায়ু হরণ করে। ৯৭॥

জীবদ্দশার অন্তে মহাঘোর মরণ প্রাপ্ত হয়। ৯৮।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৩২ অধ্যায়ে—

হেজনাঃকিং ন পশ্যধ্বমায়ুষোর্দ্ধন্তু নিদ্রয়া।
হৃতঞ্চ ভোজনাদ্যৈশ্চ কিয়দায়ুঃ সমাহৃতম্।২৬॥
কিয়দায়ুর্বালভাবাৎ বৃদ্ধভাবাৎ কিয়দ্ধৃতম্।
কিয়দ্বিষয় ভোগৈশ্চ কদাধর্ম্মান্ করিষ্যথ॥২৬॥
বালভাবেচ বার্দ্ধক্যে নযেটতাচ্যুতার্চ্চনম্।
বয়স্যেবচ ধর্ম্মান্বৈ কুরুদ্ধমনহঙ্কতাঃ॥২৮॥

হেমনুষ্যগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না যে নিদ্রায় আমাদের অর্দ্ধেক জীবন হৃত হইতেছে ও কিয়ৎ পরিমাণ ভোগবিলাসে হৃত হইতেছে? ২৬।

আয়ুর কিয়ৎপরিমাণ বাল্যভাবে, কিয়ৎ পরিমাণ বৃদ্ধভাবে ও কিয়ৎ বিষয় ভোগে হৃত হইতেছে; যদি এরূপভাবে জীবন অতিবাহিত হইতেছে, তাহা হইলে কখন ধর্ম্ম করিবে? ২৭।

সাধারণতঃ বাল্য ও বৃদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা সম্ভব হয়না, তজ্জন্য বয়স হইলেই অহঙ্কার শূন্য হইয়া ধর্ম্মআচরণ করিবে। ২৮।

এ বিষয়ে গরুড় পুরাণে—যথা—

শতংজীবিতমত্যল্পং নিদ্রালস্যৈস্তদর্দ্ধকম্।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরল্পং তদপি নিষ্ফলং॥

উত্তর ভাগে ৪৫ অধ্যায়ে।

মনুষ্যের অত্যল্প এই শতবৎসর জীবন; নিদ্রা ও আলস্যে তাহার অর্দ্ধেক গত হয়; যে অল্প অবশিষ্ট থাকে, তাহাও বাল্যকাল, রোগ, জরা ও দুঃখে নিষ্ফলে গত হয়।

এবিষয়ে ভক্তপ্রধান বিদ্যাপতিও কহিয়াছেন,—

মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীনদয়াময়
অন্তরে তোহারি শোয়াসা।

আধ জনম হাম্ নিঁদে গোঁয়ায়নু
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেল্লা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সামাওত
সাগর লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথক হোয়সি
(অব্) তারণ ভার তোহারা॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মায়াবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন একবার, ভাবিয়া দেখ যে বিভিন্ন রূপগুণসম্পন্ন নিয়ত অসমপরিবর্ত্তনশীল তুমি এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কালে একটী আম্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রত্যক্ষ করিয়া কখনই বাস্তবিক একই অনুভবে পৌঁছিতে পারিব না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; অথচ আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই মিথ্যাময় বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে, আমরা দুইজনে একই বস্তুকে একই রকমে জানিতে পারিতেছি! আমার ভুল কোথায়, একবার দেখা যাউক। আমার প্রথম ভুল এই যে, আমাদের উভয়ের দেশ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন বিভিন্নতা আমি গণমায় ধরি নাই। দ্বিতীয় ভুল এই যে, সেই আম্রটীর ভিন্নভিন্ন অংশ অনুভব করা ভিন্ন যে একই অংশের রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারি নাই, ইহা বুঝিতে চাই নাই। তৃতীয় ভুল এই যে, ভোক্তা ও ভোজ্যের বিভিন্নতায় ভোগের বিভিন্নতার অবশ্যম্ভাবিতা হিসাবে না আনিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনুভূতিকে কেবল তাহাদের নাম-করণের একতার দোষে একই অনুভূতি বলিয়া বুঝিয়া লইতেছি। আমি এক পিঠের বর্ণ দেখিয়া তাহার নাম রাখিলাম ধবল, পীত-নেত্র তুমি অন্যপৃষ্ঠের বর্ণকে হরিদ্রাক্ত দেখিয়াও কেবল আমার দেখাদেখি ধবল বর্ণ বলিতেছ। আমি আম্রের একাংশের

রসাস্বাদন করিয়া তদনুভূতির নাম রাখিলাম মধুর, আর তুমি তাহার অপর অংশের রস অন্যরূপ অনুভব করিয়াও তাহার নাম রাখিলে মধুর। আম্র হইতে যে সকল গন্ধাণু আমার নাসা-পথে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদিগকে মৃদু গন্ধ বলিলাম, আর তদিতর অন্য কতকগুলি গন্ধাণু তোমার নাসা মার্গে প্রবেশ করিয়া তোমাতে উগ্রগন্ধানুভূতি জন্মাইলেও তুমি আমার দেখাদেখি মৃদুগন্ধানুভূতি বলিয়া তাহাকে বুঝিলে। উষ্ণ-দেহ আমি আম্র স্পর্শ করিয়া যাহা অনুভব করিলাম, তাহাকে স্নিগ্ধ-দেহ তুমি অন্যরূপে অনুভব করিয়াও আমার অনুভূতির সহিত একই বলিয়া বিবেচনা করিলে। ফলতঃ আমরা দুই জনেই একই নামের দ্বারা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দিতেছি এবং অজ্ঞতা বশতঃ অনুভবের বিভিন্নতার সম্ভাবনা মনে না করিয়া কেবল নামকরণের একতায় উভয়ের অনুভূতির একতা বিশ্বাস করিতেছি। ঠিকই যেন সেই চক্ষুষ্মান পণ্ডিত এবং কাণাকলুর সাঙ্কেতিক বিচার, যাহাতে কলুতে আরোপিত পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত ও কলুতে বিচার—সাঙ্কেতিক বিচার;—অর্থাৎ কেহ মুখে কোন কথা না বলিয়া ইসারা-ইঙ্গিতে প্রশ্ন ও উত্তর করিবেন। কবিকুলরত্ন কালিদাস এই বিচারে মধ্যস্থ এবং রাজা বিক্রমাদিত্য পাত্রমিত্র সহ এই সভার সভ্য। বিচার আরম্ভ হইল; পণ্ডিতজী তর্জ্জনী দেখাইলেন, প্রত্যুত্তরে কলু তর্জ্জনী ও মধ্যমা দেখাইল। পণ্ডিতজী তর্জ্জনী ঘুরাইলেন, কলু হস্তকে সাপের ফণারমত করিয়া দেখাইল। পণ্ডিতজী তাঁহার সাঙ্কেতিক প্রশ্নের কলুকৃত সাঙ্কেতিক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। সভ্যেরা বিচারের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাই সঙ্কেত ভাঙ্গিয়া সমুদয় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য রাজা কালিদাসকে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস আবার কলুকেই সমুদয় বুঝাইয়া বলিতে কহিলেন এবং কলু বুঝাইয়া দিল যে, পণ্ডিতজী তর্জ্জনী দেখাইয়া তাহার ভালচক্ষুটীও কাণা করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাই সে দুইঅঙ্গুলি দেখাইয়া পণ্ডিতের দুই চক্ষু কাণা করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছিল; পুনশ্চ, সে ঘানি টানে কি না. পণ্ডিতজী অঙ্গুলি ঘুরাইয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করায়, সে তৈল-যন্ত্রের মত হাত করিয়া দেখাইয়া দিয়া ছিল যে, সে স্বয়ং ঘানি ঘুরায় না--কেবল ঘানিগাছের উপরে শুইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য বিচারের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শুনিয়া কাহারও মুখে আর হাসি ধরেনা; তখন কাব্যকুশল কালিদাস তাঁহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন; তাহাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত মত প্রতিপাদন করিলেন এবং ঘূর্ণায়মানা ধরণীকে অনন্তের মস্তকে বসাইয়া রাখিলেন।

ফলতঃ আমি যে সঙ্কেতের সহিত আমার যে মানসিক অবস্থার যেরূপ সম্বন্ধ ঘটাই, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না এবং অন্যে যে সঙ্কেতের সহিত তাহার মানসিক যে অবস্থার যেরূপ প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ ঘটায়, তাহা আমার বুঝিবার উপায় নাই। যে বাক্যদ্বারা আমরা পরস্পর পরস্পরকে মনের ভাব জানাইতে

পারি বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার শব্দাংশ উভয়ের কর্ণে একইরূপ বাজিবার কথা নয়; আর একইরূপ না বাজিলেও—সুতরাং তাহার অর্থাংশ দুই জনের নিকট একই রূপ প্রতিভাত না হইলেও আমরা অজ্ঞতা প্রযুক্তই শব্দাংশের কাল্পনিক একতায় অর্থাংশেরও একতা ধরিয়া লই।

শব্দের উৎপত্তি-স্থানের ইতর-বিশেষে সামান্যতঃ স্বীকৃত একই শব্দ ভিন্ন ভিন্নরূপে উচ্চারিত হইবার কথা—হইয়াও থাকে তাই। তারপর শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের পরিপাকের ইতর-বিশেষে একই শব্দকে দুইজনে ঠিক একইরূপে গ্রহণ করিতে পারাও সম্ভবপর নহে। সকলের মুখে সকল কথা সমান আসেনা, আবার সকলের কর্ণে সকল কথা সমান বাজেনা। তাই পূর্ব্ববঙ্গবাসী 'ঘোড়া' উচ্চারণে আপনার অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বলে যে "ঘোরাকে ঘোরাই বলি, তবে অন্যে শুনিবার দোষে 'ঘোরা' শুনে।"

শব্দের 'স্বরাংশ' বলিয়া আর একটা অংশ আছে, যাহার ইতর-বিশেষে অর্থেরও অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। একই শব্দে নিশ্চয়তার স্বর একরূপ, সন্দেহের স্বর অন্যরূপ; ভয়সূচক স্বর একরূপ, বিদ্রূপসূচক স্বর অন্যরূপ; প্রশ্নের স্বর যেমন, উত্তরের স্বর তেমন নয়। ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বর একবিধ, বিস্ময়-ব্যঞ্জক স্বর অন্যবিধ। এই রূপ এক এক মানসিক অবস্থায় একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নয় যে, মানসিক ভাবের সহিত স্বরের একটা অভ্রান্ত নিত্য সম্বন্ধ আছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়ই মানসিক ভাবের সহিত স্বরের সম্বন্ধের অনিত্যতা দেখা গিয়া থাকে এবং সেইজন্য স্বর ধরিয়া একজনের মনের ভাব বুঝিতে যাইয়া আমরা কত সময় ঠকিয়া থাকি। নাটকাভিনয়ে কোন অভিনেতার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার নিজের দুঃখ ভোগ অনুমান করা সঙ্গত নহে। পুনশ্চ, তাহাকে হাসিতে দেখিলেও তাহাতে তাহাকে সুখী জ্ঞান করায় তুমি ভুল বুঝিবে। বিচারক সকল সময় আসামীর কাঁদাকাটী শুনিয়া বা তাহার নির্ভীকতা দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দোষী স্থির করিতে পারেন না।

এখন শব্দের অর্থাংশের বিষয় একবার চিন্তা কর। শব্দের অর্থাংশ দ্বারাই আমরা আমাদের মনের ভাব বা বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করি। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, শব্দের অর্থ বুঝিয়া এক জন অপরের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমাদের এ বিশ্বাসটীও ভ্রান্তি-মূলক। শব্দের অর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনঃকল্পিত মাত্র; সুতরাং একের মনঃ কল্পিত অর্থের সহিত অন্যের মনঃ কল্পিত অর্থের ঐক্য হইবার কথা নহে। তবে আমরা অজ্ঞতা বশতঃ কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যবর্ত্তিতায় শব্দের একতায় বিশ্বাস করিয়া থাকি। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কল্পনা করায়, দুইজনে একই শব্দের দুই ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া যে প্রতিদিন কত বাদ-বিসম্বাদ করিতেছে, আমি সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না; কেননা শব্দের অর্থান্তর-বোধে যে জগতে ভয়ানক অনর্থ ঘটিতেছে, বেদ, বেদান্ত,

দর্শন, বিজ্ঞান, সমুদয় শব্দময় পদার্থই তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। এখন আমি কেবল সর্ব্ববাদী-সম্মত একই শব্দের ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত একই অর্থের ভিন্নার্থ সম্ভাবনার স্থল দেখাইব।

আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সাক্ষেপ। কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান জন্মাইবে, সেই জ্ঞানটী প্রকাশ করিতে আমরা যে শব্দ ব্যবহার করিব, সেই শব্দের অর্থাংশ সেই জ্ঞানের প্রতিরূপ। কিন্তু কোন বস্তু সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান হয়, সেই বস্তু সম্বন্ধে তোমারও ঠিক সেই জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা তোমার ও আমার ইন্দ্রিয় নামে এক হইলেও তাহারা বস্তুতঃ এক নহে এবং তাহাদের কার্য্যও ঠিক একরূপ নহে। তদুপরি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা মনে কর। সুরাপান করিয়া আমার মনের যে ভাব হইল, আমি তাহার নাম রাখিলাম নেশা। কিন্তু হয় ত সুরাপানে আমার যেরূপ মনের সুখাসুখ হয়, তাহা তোমার সুখাসুখ হইতে অনেক বিভিন্ন। আমি সুরাপান করিয়া একটা দিন হাসিয়া কাটাইলাম, তুমি সুরাপান করিয়া একটা দিন কাঁদিয়া কাটাইলে। আমি সুরাপান করিয়া সৃষ্টি-রহস্যের ধ্যানে রহিলাম, আর তুমি রমণীর অধর-সুধাপানে উন্মত্ত হইলে; সুতরাং সুরা সম্বন্ধে আমরা দুই জনে দুই প্রকার অনুভব করিয়াও উভয় অনুভূতিকেই 'নেশা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়া উভয়ের একতা বুঝিয়া থাকি! পলাণ্ডুর গন্ধে আমার ঘৃণা জন্মিল, আর তোমার জিহ্বা লালায়িত হইল; অথচ এই দুই নিতান্ত বিসদৃশ অনুভূতিকে পলাণ্ডু শব্দ বা নাম দ্বারা একইরূপ বুঝিলাম। দুগ্ধ ও ঘৃতের গন্ধ আমার নিকট যেমন প্রীতিপ্রদ, ব্রহ্মবাসীদের নিকট তেমনি বা ততোধিক অপ্রীতিকর, তবুও এই নিতান্ত বিসদৃশ-অনুভূতি-উৎপাদক গন্ধ একই দুগ্ধ বা ঘৃত-গন্ধ নামে অভিহিত হয়। যে বিলাতী পনীরকে (cheese) সাহেবেরা অতি উপাদেয় জ্ঞান করেন, কত বাঙ্গালীর নিকট তাহা বিস্বাদ, দুর্গন্ধ এক আজগবী পদার্থ। কিন্তু সেই খাদ্যের রসাস্বাদ সম্বন্ধে সাহেব ও বাঙ্গালীর বিস্তর মত-ভেদ থাকিলেও উভয়ে তাহার রসাস্বাদ বা আঘ্রাণ দ্বারা একই নাম প্রদান করিতেছে। বিড়ালাক্ষ সাহেব একই গোলাপের বর্ণ সম্বন্ধে কৃষ্ণতার বাঙ্গালীর সঙ্গে একইরূপ অনুভূতিতে পৌঁছিতে না পারিলেও, দুই বিসদৃশ বর্ণানুভূতিকে একই 'গোলাপী' বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করিতেছে।

বীরের বীরত্বে নাচে বীরের হৃদয়,
ভয় ভীরুর অন্তরে।
মেঘের গর্জ্জনে নাচে কেশরী দুর্জ্জয়;
মৃগ প্রবেশে বিবরে।

অতএব একই শব্দকে ভীরু ও বীর দুই স্বতন্ত্র প্রকারে অনুভব করিলেও, একই রণবাদ্য বলিয়া তাহার নাম দিতেছে। তরুণীর স্তন-স্পর্শে তার পুত্র যে প্রকারের সুখ পায়, ঐ পুত্রের পিতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের সুখানুভব করিলেও উহার নাম বা সংজ্ঞা বিষয়ে স্তনত্ব তুল্যরূপই বটে।

বালক তাহার মাতৃবক্ষ দর্শনে ও স্পর্শনে যে আনন্দ অনুভব করে, তাহার পিতাকে সে তাহা বুঝাইতে পারিবার কথা নয় এবং পিতাও তৎ পুত্রের জননীবক্ষ দর্শন ও স্পর্শনে যে সুখানুভব করেন, তাহা বালককে বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ ভাষা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-প্রকাশক সঙ্কেত-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান বাস্তবিক সত্য নহে এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে, তাহারই উপর ভাষার গোড়াপত্তন; কাজেই মূলের অসত্যতা জন্য তদারূঢ় অট্টালিকার বুনিয়াদও আল্‌গা হইয়াছে, তাই সামান্য সন্দেহের ঝড়েই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া থাকে।

আমরা অনেক পদার্থের অনেক বিষয় বুঝিতে পারি না; আবার যে পদার্থের যে টুকু বুঝি, তাহা নিরপেক্ষ-সত্য নহে। তারপর সেই যে টুকু বুঝি, তাহাও প্রকাশ করিতে পারি না, সুতরাং অন্যকে বুঝাইতে পারি না। যদি সকলে সকল বিষয় বুঝিত এবং বুঝাইতে পারিত, তবে সাধারণের স্বীকৃত একই বিষয় লইয়া এত গোলযোগ—এত মত-ভেদইবা কেন হইবে? বস্তুতঃ সকল ব্যক্তি যে একই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, তাহা বাস্তবিক নহে,—সুধু কাল্পনিক এবং সেই কল্পনা আমার কল্পনা-সাগরের একটী তরঙ্গ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

পারিব্রাজক সূক্তমালা।

সুখ-সূক্ত।

—:০:—

শিষ্য—। কস্মাৎ সুখম্?

অর্থ— কি হইতে সুখ হয়? অর্থাৎ এ জগতে এমন কি আছে, যাহা হইতে সুখ লাভ করা যায়? "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূত্" আমার সুখ হউক, যেন দুঃখ হয় না, এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী শিষ্যদিগকে স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আচার্য্য, কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে সুখ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছেন;—

২।—ভগবতি আত্ম-নিবেদনাৎ।

অর্থ—ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিলেই প্রকৃষ্ট সুখের সদ্ভাব হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা— এই অবনীমণ্ডলে যিনি যতই প্রধান হউন না কেন, যাঁহার যতই সামর্থ্য থাকুক্ না কেন, কিন্তু সকলকেই এক দিন না এক দিন সেই সর্ব্বসামর্থ্য-শালীর চরণে শরণাপন্ন হইতে হয়। যিনি সসাগরা-সদ্বীপা-পৃথিবীর অধিপতি, যাঁহার বাহু-বলে ত্রিজগৎ কম্পায়মান, যাঁহার ঐশ্বর্য্য-গরিমায় ধনেশ্বর পর্য্যন্তও বিড়ম্বিত, তাঁহাকেও একদিন না একদিন ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দুর্ব্বিসহ যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হয়। মানুষের অজ্ঞাতসারে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, বীরের বীরত্ব, ধীরের ধীরত্ব, সকলই শক্তিহীন হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া যায়! শত আর্ত্তনাদ

করিলেও এই আজন্ম-পরিচিত মিত্রগণ ফিরিয়াও তাকায় না। তখন জীব অনন্যোপায় হইয়া, ভাবিয়া আকাশ পাতাল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সেই পরাৎপরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতে থাকে "হে নাথ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে অনাথশরণ! তুমি যাহা জান, তাহাই কর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্" এবং এই বলিয়াই তাহার বিপন্ন হৃদয়ে আশার আলোকে সুখের উৎস প্রকাশিত করে; ভগবৎ চরণে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া অশান্তিময় অন্তঃকরণে শান্তি-ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং তদবধিই সুখের প্রকৃত কারণ চিনিয়া লয়। বস্তুতঃ আমরা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সুখের প্রকৃত নিদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মোহান্ধতা প্রযুক্ত স্ব-স্ব-পুরুষকার-প্রভাবেই যাবতীয় কার্য্য-কলাপ সম্পাদন করিতে অগ্রসর হই; কিন্তু কৈ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ততঃ মনে মনে তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে না পারি, ততক্ষণ ত কোন কার্য্যেরই সুখোপলব্ধি করিতে পারি না। যখন বুঝিতে পারিতেছি যে, আজ কিম্বা কাল, এক সময়ে নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলময়ের চরণে ভিক্ষা চাহিতে হইবে, নতুবা নিজের সামর্থ্য-বলে, নিজের মাৎসর্য্য-মূলা বুদ্ধির বলে, কিছুই করিতে পারিব না, তখন সময় থাকিতে কেন তাঁহার শান্তিময় সুখপ্রদ পদতলে এ জীবন উৎসর্গ করি না? কিন্তু কেমনই মোহ-বিকলা মতি! ভাবি যাহা, কার্য্য-কালে করি তাহার বিপরীত!! বুঝি না যে, এ জগতে তিনিই একমাত্র সুখ-স্বরূপ, তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদনই সুখের এক মাত্র নিদান। একবার মনেও করি না যে, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন——— "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"।

২—জ্ঞানাচ্চ———।

অর্থ— জ্ঞান হইতেও সুখ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তিনিই সুখী। (এ স্থলে জ্ঞান শব্দ সামান্য-বাচী)

ব্যাখ্যা— অজ্ঞানই এক মাত্র দুঃখের মূল——সুখের অন্তরায়। আমরা যে স্নেহাস্পদের বিয়োগবার্ত্তা স্মরণ করিয়া মৃতপ্রায় হই, জগতের স্তরে স্তরে রুক্ষ শ্মশান-মূর্ত্তির করাল ছায়া দর্শন করিয়া জীবনে হতাশ হই, এক মাত্র অজ্ঞানই ইহার মূল। আমরা রোগ-গ্রস্ত হইয়া অহরহঃ মৃত্যুর পাদক্রম উৎপ্রেক্ষা করিয়া যে অনন্ত বিষাদরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছি, এক মাত্র শারীর বিজ্ঞানে জ্ঞানবিরহই এই দুঃখের মূল। যে বিষয়ে যাহার যত জ্ঞানাভাব, সেই বিষয়ই তাহার তত দুঃখের হেতু, একদিকে যেমন অনাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অধ্যাত্মজগতের অনুপম আনন্দের সম্পূর্ণ অনধিকারী, অতএব অত্যন্ত দুঃখী, পক্ষান্তরে——তেমনই তত্ত্ব-দর্শী মহানুভব চির মধুর নন্দন-স্নিগ্ধ মানসোদ্যানের সুপরিমল কুসুম-সৌরভে পরম পরিতৃপ্ত, অতএব অত্যন্ত সুখী। বস্তুতঃ যিনি যে বিষয়ে যত জ্ঞানী, তিনি সেই বিষয়ে তত সুখী, যিনি যে বিষয়ে যত অজ্ঞান, তিনি সেই বিষয়ে তত দুঃখী, তাই মহাপ্রাণ পরিব্রাজকপাদ বলিতেছেন যে, এই দুঃখ-বহুল সংসার-রূপ অন্ধতমসে জ্ঞানই একমাত্র সূর্য্যোদয়-স্বরূপ। শাস্ত্রান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়—"বিত্তিঃ সুখকরী নিত্যং বিত্তির্মালিন্য-হারিণী" অর্থাৎ জ্ঞানই নিত্য সুখদায়ক এবং মলিনতা-সংহারক।

৩—সজ্জন-সঙ্গতেঃ——।

অর্থ—সজ্জন-সংসর্গ হইতেও সুখলাভ হইতে পারে।

ব্যাখ্যা—শাস্ত্রে আছে—"অনাত্ম-পরচিন্তা যে পরোপকরণে রতাঃ। সত্য-প্রিয়া মিতাচারাঃ সজ্জনাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" যাঁহাদের আত্মপর ভেদ নাই,—অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যাঁহারা সমদর্শী, যাঁহারা অবিরত পরহিত-ব্রতী এবং অতিশয় সত্যপ্রিয় ও পরিমিতাচারী—অর্থাৎ শাস্ত্র-বিগর্হিত আচারের অপক্ষপাতী, তাঁহারাই সজ্জন-পদ-বাচ্য। এতাদৃশ সজ্জন-সঙ্গতিই সুখের অবিতথ হেতু। এই সংসাররূপ উত্তরঙ্গ দুঃখ-জলধির মধ্যে সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী; তাই ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা"।

৪—যম-নিয়মাভ্যাঞ্চ——।

অর্থ—যম এবং নিয়ম হইতেও সুখ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, ঈশ্বর-প্রণিধান, সত্য, ঋজুতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতির নাম যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ভাগবতী চিন্তা প্রভৃতির নাম নিয়ম। এতাদৃশ শারীরিক এবং মানসিক নিয়মপরতা হইতে সুখ-সদ্ভাব অবশ্যম্ভাবী। যম ও নিয়ম প্রভাবেই মানব ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তিরূপ অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। যম ও নিয়ম প্রভাবেই জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। যথা—যম-শর্ম্মিলোপাখ্যানে যম উবাচ—

যমো যম ইতি শ্রুত্বা বৃথা হ্যুদ্বিজতে জনঃ।
আত্মা চ যমিতো যেন ন তস্যৈব যমঃ স্মৃতঃ॥
আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জ্জবম্।
ধ্যানং প্রসাদো মাধুর্য্যং সন্তোষাশ্চ যমা দশ॥
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব যঃ করোত্যাত্ম সংযমম্।
স চাদৃষ্ট্বাতু মাং যাতি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।

যম বলিয়াছেন——লোক 'যম—যম, এই কথা শুনিয়াই বৃথা মৃত্যুভয়ে কাতর ও উদ্বিগ্ন হয়; নতুবা যে নিজের আত্মাকে যমিত—অর্থাৎ সুসংযত করিতে পারিয়াছে, তাহার আর যমে কিছু করিতে পারে না। অনৃশংসতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, ঈশ্বর-প্রণিধান, চিত্তের-প্রসন্নতা, মধুরতা ও সন্তোষ, এই দশবিধ যম এবং প্রাগুক্ত নিয়ম দ্বারা যে আত্ম-সংযম করিতে পারে, সে আমাকে (মৃত্যুকে) না দেখিয়া—অর্থাৎ আমার কবলিত না হইয়া, সনাতন ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

৫———গুরুশুশ্রূষায়াশ্চ——।

অর্থ—গুরুজনের শুশ্রূষা হইতেও সুখ লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—মাতা, পিতা, পিতৃব্য, অগ্রজ, শিক্ষক, উপদেশক, দীক্ষাদায়ক প্রভৃতি পূজনীয়গণ—এবং যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি যে কোন অংশে গুণাধিক—অতএব বরীয়ান্, তাঁহাদিগের সেবায়ও সুখাবির্ভাব হইতে পারে। যাঁহারা আত্মার শ্রেয়ঃ কামনা করেন, গুরুশুশ্রূষা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য—কেন না—'প্রতি বধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্য পূজাব্যতিক্রমঃ।' পূজনীয়ের পূজার ত্রুটি হইলে, শ্রেয় ব্যাহত হয়। অতএব গুণবান্ মাত্রেরই সমুচিত সমাদর ও অর্চ্চনা করা বিধেয়, কেন না—গুণিগণ তাঁহাদিগের গুণ-গরিমাবলে—গুরু তুল্য

পূজার্হ। কাজেকাজেই "গুণাঃ পূজা-স্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।" (গুণই পূজার স্থল, নতুবা গুণীর জাতি-কুল-গৌরব বা বয়ক্রম পূজার্হ নয়) এবং "স্ত্রী পুমা-নিত্যনাস্থৈষা বৃত্তংহি মহিতং সতাং" (স্ত্রী-পুরুষ বিচার না করিয়া—অবিচার্য্যভাবে সজ্জনের সাধুব্যবহার পূজা করা উচিত) ইহা মনে করিয়া—প্রাগুক্ত গুরুগণ এবং গুণাধিক গুরুস্থানীয়গণের পূজা করিলে, তাহা হইতে সুখ-আবির্ভাব অনিবার্য্য।

৬—পোষ্যপ্রতিপালনাচ্চ—।

অর্থ—পোষ্যবর্গের প্রতিপালন হইতেও সুখ উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—নিজের সুখে নিস্পৃহ ও নিজের দুঃখে সহিষ্ণু হইয়া যদি মুখাপেক্ষী পরিবার বৃন্দের ভরণ-পোষণ করা যায়, তবে তাহাহইতেও বিমল সুখের সদ্ভাব হয়। নিজে না খাইয়া, নিজে না পরিয়া, যে সমুদয় মহাত্মবৃন্দ অবিরক্তভাবে নিজ মুখাপেক্ষী পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, সেই সকল উদার-মনা নেতৃবর্গই জানেন যে, পোষ্য-পালন সম্ভূত সুখ কি অপার্থিব! কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অনাসক্তভাবে যে সকল ধর্ম্মভীরু মনীষিগণ অধীন জন-সমূহের অভাব দূরীকরণে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারাই জানেন যে, দশজনের অভাব নিরাসে বা দশজনের প্রার্থনা-পূরণে কি অনৈসর্গিক আনন্দ!

৭—পরোপকরণাৎ—।

অর্থ—পরের উপকার সুখপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—শত্রু, মিত্র, প্রিয়াপ্রিয়, দ্বেষ্য-সম্মত বিচার না করিয়া, যে সমুদয় দেব-ভাবাপন্ন মনীষিগণ পরের উপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই পরোপকার জনিত দিব্য সুখের একমাত্র অধিকারী। যেমন পরের উপকার হইতে নির্ম্মল সুখের সদ্ভাব হয়, পরের অপকার হইতেও তেমনি দুঃসহ দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব বাক্য-দ্বারা, মনের দ্বারা বা কার্য্যের দ্বারা যিনি যে ভাবে যতটুকু পারেন পরের অপকার হইতে বিরত হইয়া, পরোপকারে চিত্ত নিহিত করুন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। উপকারের পরিমাণ নাই, সামান্য উপকারও উপকার, মহা উপকারও উপকার, উভয়ই দুঃস্থের সুখবিধায়ক। তুমি যাহা করিতেছ, তাহা তোমার নিকট সামান্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যে বিপন্ন, যে কাতরনয়নে তোমার উপকার প্রার্থনা করিতেছে, তাহার নিকট ইহা অতি মহান্—অপ্রতিম, অতএব উপকারের অল্পানল্পত্ব বিবেচনা না করিয়া, কায়মনোবাক্যে পরের উপকার করাই একমাত্র ধর্ম্ম—এবং এই ধর্ম্মই দুস্তর দুঃখ-জলধির একমাত্র ত্রাণকারক সুদৃঢ় অর্ণবযান; তাই প্রাক্তন-সুধীগণ বলিয়াছেন—

পরিনির্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতামিদমেবহি,
নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাৎ অঘং পরম্॥

নিখিল বাগ্‌জাল নির্মথন পূর্ব্বক ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, উপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, আর অপকার অপেক্ষাও উৎকট পাপ নাই, অতএব ধর্ম্মামৃত-সিক্ত নির্ম্মল সুখের একমাত্র নিদানই পরোপকার।

৮—দানাচ্চ—।

অর্থ—দান হইতেও সুখাবির্ভাব হয়।

ব্যাখ্যা—এ স্থলে দান শব্দের অর্থ কেবল ধন বা অন্ন-বস্ত্রাদি দান নহে, অর্থাৎ এস্থলে দান শব্দ বিশেষ-বাচী নহে, দান-সামান্য-বাচী। যাহার যে বিষয়ে অভাব লক্ষিত হইবে, তাহার সেই অভাব পরিপূরণেরই অন্যতম আখ্যা দান। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ধান্য, শিক্ষা, দীক্ষা, ঔষধ, জল, এ সমস্তই এই দা-ধাতুর কর্ম্মীভূত;—অর্থাৎ মূর্খকে বিদ্যা, নির্ব্বুদ্ধিকে বুদ্ধি, দরিদ্রকে ধন, রুগ্নকে ঔষধ, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, অদীক্ষিতকে দীক্ষা ও অশিক্ষিতকে শিক্ষা, এই সমস্তই পূর্ব্ব-কথিত দান শব্দের প্রক্রান্ত অভিধেয়।

এতাদৃশ বিশ্বতোমুখ 'দান' হইতে বিমল সুখের সমাগম হইয়া থাকে। অধুনা যদিও প্রতিকূল বাত্যায় সুগঠিত স্বর্ণপ্রভ আর্য্যসমাজ বিকলাঙ্গ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এক্ষণপর্য্যন্তও ভারতের নানা স্থানে যে ধর্ম্ম-শালা, অতিথি-শালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, জলছত্র প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা শুধু এই সমুদয় আর্য্য-ঋষি-গণেরই উপদেশের কর্ম্মপরিণতি। স্থল-বিশেষে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান শতাশ্বমেধ হইতেও বরীয়ান্, এই মহোপদেশ-গীতি এক দিন ভারতবাসিগণের প্রতিকণ্ঠে ধ্বনিত হইত, তাই এখনও নিমগ্নপ্রায় ভারতীয়গণ (সম্যক্ ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে না হইলেও) সেই পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের মুখের গ্রাস অকাতরে পরকরে সমর্পণ করিয়া পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সঙ্কল্পরহিত হইয়া অভাবগ্রস্তের অভাব-পূরণে অগ্রসর মহামনা দয়ার্দ্রগণই এই বর্ণিত দানজনিত অলৌকিক সুখের সন্দর্শন পাইয়া থাকেন।

৯—অনুকম্পনাচ্চ—

অর্থ—অনুকম্পা—(দয়া) হইতেও সুখ-সমাগম হয়।

ব্যাখ্যা—মঙ্গলময় পরমেশ্বর করুণা করিয়া মানব-হৃদয়ে যে সকল সদ্বৃত্তি প্রদান করিয়া পশুজাতি হইতে মানব-মণ্ডলীকে উৎকৃষ্টতর করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে দয়াই একমাত্র গরীয়সী। একমাত্র স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সুধাকর ব্যতীত যেমন সহস্র সহস্র নক্ষত্র বা জ্যোতিরিঙ্গণে উর্ব্বীতল আলোকিত করিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র কোমল-কলেবরা স্নিগ্ধ-প্রসাদা দয়া ব্যতীত অন্যান্য শত শত সদ্বৃত্তি থাকিলেও তদ্দ্বারা মানব-হৃদয় পেলবতা বা কমনীয়তা অবলম্বন করিতে পারে না। দয়াময়ের দয়ার রাজ্যে বাস করিয়া যাহারা দয়াশূন্য, তাহাদিগকে যে কি আখ্যায় আখ্যাত করিতে হয়, তাহা ভগবানই জানেন, ফলতঃ মনস্বিবৃন্দের এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গবেষণার ফলে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মানবগণের হৃদয়-নিহিত সদ্বৃত্তিরূপ নন্দনকাননে দয়াই একমাত্র পারিজাতকল্পা। দয়াচ্ছলেই সুবিমল সুখ-সন্ততি এই সংসার-দাবদগ্ধ মানব-হৃদয়ে শান্তির বিধান করিয়া থাকে। এই দুঃখবহুল সংসার-শাহারায় দয়াই একমাত্র ললিত লহরীময়ী আনন্দ-তরঙ্গিণী।

১০—অহিংসায়াশ্চ—।

অর্থ—অহিংসা হইতেও সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।

অর্থ—দ্বেষ—পরানিষ্ট-চিন্তা প্রভৃতি পরোপতাপক সমস্তই এই হিংসার অন্তর্ভূত। অতএব সে সমুদয়ের অনুষ্ঠানেই দুঃখ এবং তদিতরেই সুখ। ব্যবহারেও স্পষ্ট

প্রতীয়মান হয় যে, পরশ্রী-কাতরতা. পরনির্য্যাতন-বশবর্ত্তিতা প্রভৃতিতে অন্যের কোন ক্ষতি হউক্ বা না হউক্, নিজের ক্ষতি, নিজের অশান্তি, নিজের দুঃখ অনিবার্য্য, তাই আচার্য্য হিংসা-বিরহকেই সুখ-শান্তির অন্যতম হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১১—সত্যাৎ——।

অর্থ—সত্যও সুখ-লাভের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—যাহা সত্য, তাহাতেই সুখ; যাহা অসত্য, তাহাতেই দুঃখ; সুখ এবং দুঃখের যথাক্রমে সত্য, এবং অসত্য এই নামান্তর-কল্পনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। যাহাতে—যে ক্রিয়াতে কোন প্রকারে অসত্যের লেশ লুক্কায়িত আছে, তাহা আপাততঃ সহস্র প্রকারে হিতকরী ও মনোরমা বলিয়া বিবেচিত হইলেও, নয়নরঞ্জিনী প্রাণঘাতিনী ফণিনীর মণির ন্যায় পরিহর্ত্তব্যা—অপবিত্রা শ্মশান-লতিকার ন্যায় অস্পৃশ্যা ও অনাচরণীয়া। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সত্য, সুতরাং তাদৃশ সত্য-সম্ভূত সুখও চিরস্থায়ী—এজন্মে ও জন্মান্তরেও ভোগ্য। পক্ষান্তরে, যাহা অসত্য, তাহা চিরদিনই অসত্য, তুমি যতই রূপান্তর কর না কেন, তাহার স্বরূপের কিছুতেই ব্যত্যয় হইবে না। অতএব তাদৃশ অসত্য-সঞ্জাত সুখও ক্ষণস্থায়ী—ভঙ্গুর। জল-বুদ্বুদেরও স্থায়িত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, তবুও সেই মিথ্যোদ্ভূত সুখের স্থিরতা কামনা করা যায় না—অতএব এই সত্যস্বরূপের সত্য-মূল সাম্রাজ্যে যাঁহারা চিরতরে সুখের সাগরে নিমগ্ন হইতে চাহেন, তাঁহারা নিরলস ভাবে সত্যের সেবা করুন। নয়নে—মনে—বাক্যে সত্য-প্রিয়তা স্থাপিত করুন। সত্যেরই নামান্তর ধর্ম্ম,—তাই ব্যাস বলিয়াছেন,—"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ"

১২—প্রিয়াৎ——।

অর্থ—প্রিয়ব্যবহার হইতেও সুখোৎপাদন হয়।

ব্যাখ্যা—যাহা লোকের বা সমাজের অননুতাপনীয়, অনুদ্বেজক, তাহাই প্রিয়, যাহার মূলে মিথ্যার পূতি-গন্ধময় পঙ্কিল প্রবাহ নাই, যাহা নিরন্তর সত্যের প্রভায় প্রভান্বিত, তাহাই প্রিয়। তাদৃশ প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই সুখের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রিয় ব্যবহার করাই সুখ-লিপ্সুর একান্ত কর্ত্তব্য। লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, সমাজে যাহাতে বিদ্রোহ উপস্থিত না হয়, ধর্ম্মে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাদৃশ সত্য-মূলক প্রিয় কর্ম্ম-যজ্ঞের প্রারম্ভ হইতেই সুখের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

১৩ আর্জ্জবাৎ——।

অর্থ—আর্জ্জব (সরলতা) হইতেও সুখের উৎপত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—মর্ত্ত্যে অমর-প্রকৃতি বালক-বৃন্দের চিত্তমুকুরে যত দিন পর্য্যন্ত সারল্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, তত দিন পর্য্যন্তই লোকে মুগ্ধ হইয়া কীটপূর্ণ কুসুম-স্তবক উপেক্ষা পূর্ব্বক সেই কুসুম-নিন্দিত শিশুকে বুকের উপর তুলিয়া লয় এবং সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তির সুধাময় স্পর্শে কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে-মোহিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ তাহার মন্দার-নিন্দিত বদন চুম্বন করিয়া অতৃপ্ত-বাসনা-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি

প্রদান করে। বালকের এত আদরের—এত সোহাগের কারণ শুধু সরলতা। যে মুহূর্ত্ত হইতে শিশুর শিশুত্ব দূরীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে২ সারল্যও অন্তর্হিত হইতে থাকে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার আদর, সোহাগ, সকলই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়। এই সমস্ত আদর অনাদরের হ্রাস বৃদ্ধির একমাত্র হেতু সারল্য। জগতে যিনি সরল, জগৎ তাঁহার আপনার। জগতে সরলতার ন্যায় উত্তুঙ্গ-সুখ-সদন-প্রবেশের সোপান আর দ্বিতীয় নাই। এ জগতে যাহারা সরলতাশূন্য, তাহারা জ্ঞানীজনের করুণার পাত্র। তাহাদের মলিন মুখটি নিরীক্ষণ করিলে মহতের মহান্ হৃদয় কাতর হইয়া উঠে। এক্ষণ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি——এই নশ্বর ধরাতলে দু'দিনের জন্য আসিয়া, বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া, যাঁহারা—যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহানুভব মহনীয় চরিত্র মনস্বিগণ সারল্যের সত্ত্বিকীশক্তি-সহায়তায় দশ জনের প্রিয় পাত্র, দশ জনের শ্রদ্ধার পাত্র, দশ জনের সহানুভূতির পাত্র হইতে পারেন, তাঁহারা কত সুখী! তাঁহাদের অন্তঃকরণ কি অপূর্ব্ব আনন্দরসে নিয়ত অমৃতায়মান! শত অর্থ-প্রয়োগে—শত বল-প্রয়োগে যে কার্য্য সাধন করা যায় না, একমাত্র সারল্য-সম্বলে সে কার্য্য অতি সুসাধ্য——তৃণোত্তলনবৎ লঘুক্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। তাই পরিব্রাজক বলিয়াছেন—সরলতা সুখের নিদান।

১৪—অনাময়াৎ——।

অর্থ—রোগ-শূন্যতাও সুখের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—মনের সহিত শরীরের যত নিকট সম্বন্ধ, আর কাহারও সহিত তত নহে। আমার অজ্ঞাতসারে পৃষ্ঠের উপর যদি একটি মশক পতিত হয়, আমি তৎক্ষণাৎই অপ্রবুদ্ধ-ভাবে সে দিকে হস্ত-চালনা করিব। শরীর এবং মনের নৈকট্যই এই পরিচালন-ক্রিয়ার মুখ্য হেতু; এতাদৃশ মনঃসাপেক্ষ শরীরে যদি রোগ থাকে,——রোগ-জনিত যাতনা থাকে, তবে আর সুখের আশা কোথায়? সেই জন্য উক্ত হইয়াছে যে,—মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে হইলে, যাহাতে রোগ বা অন্য কোন প্রকার শরীর-বিকার না জন্মে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া নিরতিশয় কর্ত্তব্য, এক জন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-জন যত কিছু বল,
শরীর নীরোগ হ'লে সকলি সফল।
নতুবা যাঁহার দেহ রোগে জর জর,
জগতে কিছুই তার নহে রুচিকর।

১৫—কর্ত্তব্য-শীলত্বাৎ—।

অর্থ—কর্ত্তব্যশীলতাও সুখ-লাভের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য—অর্থাৎ বিধেয়, তিনি যদি সেই বিষয়েই মনোভিনিবেশ করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার সুখাবির্ভাব হইতে পারে। শিক্ষকের কর্ত্তব্য অধ্যাপনা, তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য রোগ নির্ণয় পুরঃসর সুচিকিৎসা; তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, ব্যবহারাজীবের কর্ত্তব্য সুবিচার—অপক্ষপাতিত্ব, তিনি যদি তাহাতেই যত্নপর হয়েন, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ের দায়িত্ব অনন্য-সাপেক্ষভাবে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি সেই স্বগৃহীত গুরুভারের প্রতি সযত্ন-দৃষ্টি স্থাপিত করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার পরম সুখ লাভ হইতে পারে। এই কর্ম্মভূমিতে যাঁহার

যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি যদি প্রসন্ন মনে তাহারই অনুশীলনে যত্নপর হয়েন, তবে এই সিরক্কোর-সন্তপ্ত সংসার-মরু কি সুখের স্থানেই পরিণত হয়! এই সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণ যত অভিনয়ই করুন না কেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনের ভিতর ধর্ম্মবুদ্ধি-মূলা কর্ত্তব্যশীলতারূপিণী অভিনয়-রস-রাজি উদ্বুদ্ধা থাকে, ততক্ষণই সেই অভিনয় দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়; পরন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে মানস সেই রসহীন হইয়া পড়ে, সেই মুহূর্ত্তেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহা দর্শক ও শ্রাবকবৃন্দের অরুচিকর হইয়া উঠে। ফলতঃ—কর্ত্তব্য-শীলতা যাঁহার জীবনের মূল-মন্ত্র, তিনি মানব হইলেও দেবতা। পক্ষান্তরে, যাঁহার হৃদয় কর্ত্তব্যর কঠোর রজ্জুতে অনা-বদ্ধ, অতএব সর্ব্বকার্য্যেই বিশৃঙ্খল, তিনি মানুষ হইলেও পশু-পদবাচ্য এবং ইহ পরত্র উভয় স্থলেই প্রত্যবায়ভাগী। কর্ত্তব্য-শীলতার অন্য একটি গুণ এই যে, অধ্যবসায় ইহার সহচর। অধ্যবসায়ের ন্যায় অসাধ্য-সাধন-সমর্থ অন্য কোন শক্তি জগতে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই আর্য্য-ভূমি যে এক দিন জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু ঐ শক্তির প্রভাবে। আবার এক্ষণে যে এতাদৃশ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঐ ঐশী শক্তিরই অভাবে। অতএব অধ্যবসায়-মূলা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা হইতে সুখ-লাভ এবং উন্নতি-লাভ যত সহজ ও সুসাধ্য, অন্য কোন প্রকারেই তত সহজ বা সুসাধ্য নহে।

১৬—অনাসক্তেশ্চ—।

অর্থ—অনাসক্তিও সুখের অন্যতম হেতু।

ব্যাখ্যা—এই সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বহুল বিনাশময় সংসার-ক্ষেত্রে যিনি যত আসক্ত, তিনি তত দুঃখী; যাঁহার আসক্তির সীমা যত দূর বিস্তৃত, তাঁহার দুঃখও তত দূরব্যাপী। অধিক কি, এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসক্তিই দুঃখের জননী। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্তরের অন্বেষণ অপেক্ষা তৎ-প্রসূতির তিরোধান-সাধনই যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ এই কর্ম্মভূমি সংসারে দুঃখ-পরিহারের এক মাত্র উপায় অনাসক্তি। "আমি গৃহী, আমার কর্ত্তব্য গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পরিপালন; আমি সন্ন্যাসী, আমার কর্ত্তব্য সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অনুশীলন"—এই প্রকার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে সমুদয় লোকোত্তর মহাত্মবৃন্দ অনা-সক্তভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধন-প্রতি জীবন উৎসর্গ করিতে পারগ হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী। দুঃখাকৃতি আশা-ভুজঙ্গিনীর অরুন্তুদ দংশনে তাঁহাদের স্বর্গোপম মানসতীর্থ জর জর হয় না। তাঁহাদের সুরম্য সুস্নিগ্ধ হৃদয়-কাননে অশান্তিময় নিদাঘ-বায়ু প্রবাহিত হয় না। যাঁহারা—যে সমুদয় ঋষিকল্প মহানু-ভবেরা কর্ত্তব্য কার্য্যে নিজের কারকতা না রাখিয়া, প্রযোজ্য ভাবে—নিজের আধি-পত্য না রাখিয়া, ভৃত্যভাবে—কর্ত্তব্যের দাস-ভাবে এই কঙ্করময় বন্ধুরতাপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই অক্ষত চরণে নির্ম্মল-সুখ-সংবেদন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চরমে অমরতা প্রাপ্ত হয়েন। বস্তুতঃ কর্ম্মফলে আসক্তিমান্ না হইয়া, যাঁহারা উদাসীনভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখের অধিকারী। আমরা যে প্রতিনিয়ত নানা প্রকার দুঃখ-বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিভীষণ চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছি, এক মাত্র আসক্তিই ইহার কারণ। সেই জন্য প্রাচীন-

মহাত্মাদিগের সুখোপভোগিতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন——"অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ" তাই বলিতেছিলাম—যাঁহারা কর্ম্মফল-নিরপেক্ষ হইয়া নিজকে ঈশ্বর-প্রেরিত কর্ম্মকর মাত্র মনে করিয়া ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত করণীয় কার্য্যের ফলাফল তাঁহার চরণে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। যাঁহারা আত্মাভিমানরূপ দুর্দ্দম রিপুর সংহার সাধন করিয়া "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া ভগবচ্চরণ সেবকরূপে যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই চরিতার্থ-চিত্ত সফল-জীবন দেবতা। যাঁহারা নিজের নিজত্ব—নিজের প্রভুত্ব সেই বিশ্বপ্রভুর চরণ-কমলে অঞ্জলি দিয়া জীবনকে কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী—প্রকৃত মানব পদবাচ্য; মর্ত্ত হইয়াও তাঁহারা স্বর্গ-সুখভোগী।

১৭-সংবেদনাৎ সম্প্রসারণাচ্চাত্মনঃ—

অর্থ—আত্ম-সংবেদন এবং আত্মসং-প্রসারণও সুখ-প্রাপ্তির অন্যতম হেতু।

ব্যাখ্যা—আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রসার—অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মার বিস্তার (সকলকে নিজের মত দেখা) ব্যতীত স্থায়ী সুখ—বিমল আনন্দ লাভের আশা আকাশ-কুসুমবৎ অসম্ভবনীয়। যিনি আত্মাকে যত আত্ম-চিন্তাপর—আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পরসাপেক্ষ—পরসুখ-দুঃখ-সমবেদন করিতে পারিবেন, তাঁহার সুখের সীমা, ঐ আত্ম-চিন্তা, আত্ম-জ্ঞান এবং আত্মবিবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশঃ তত পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু বিষয়ে সসীমস্পৃহ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষে সসীমস্নেহ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রেত বিষয়ে সমর্পিত-প্রাণ হইয়া বা নির্দ্দিষ্ট প্রিয়-জন-বিশেষে তন্ময়চিত্ত হইয়া, হৃদয়ের কমনীয়—বিশ্বোতোমুখী স্নেহ-দয়া—মমতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-রাজিকে সংশোধিত করিয়া রাখেন, তাঁহারা আপাততঃ বাঞ্ছিতের সদ্ভাব-জনিত অতুল আনন্দ উপভোগ করেন বটে, কিন্তু তদভাবে অসহ্য যাতনানলে দগ্ধীভূত হয়েন; পক্ষান্তরে—যাঁহারা কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা দ্রব্য-বিশেষে স্নেহপ্রবণ না হইয়া—জগতের সমগ্র জাতিকে— অথবা আপাততঃ ততদূর না হউক—জাতি-বিশেষকে নিজের স্নেহধারায় অভিষিক্ত করেন, তাঁহারা ঐ পূর্ব্ববর্ণিত সসীম-প্রাণ-ব্যক্তি সমূহের ন্যায় একটী প্রিয়ের বিয়োগে তত বিধুরতা প্রাপ্ত হয়েন না বা অবসন্ন হইয়া পড়েন না। ফলতঃ জগ-তের হিতসাধনই—জগতের পরতে পরতে আত্ম-প্রসার দর্শনই আত্ম-সুখ লাভের এক মাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই সর্ব্বভূতে আত্ম-দৃষ্টিরই নামান্তর "আমিত্বের প্রসার"। যিনি সমদর্শী নহেন, তাঁহার দুঃখের অবধি নাই, তিনি পদেপদে বিষণ্ণ—বিকল হইয়া পড়েন। আবার যিনি সর্ব্বভূতে তুল্যদৃষ্টি, আত্মপর-ভেদ-রহিত, তাঁহার সুখের ইয়ত্তা নাই। তিনি নিয়ত অতুল আনন্দে আনন্দ-বান্! কোন একনেত্র ব্যক্তির—যে চক্ষুটি বিদ্যমান আছে, সেটি গেলে যত দুঃখের বিষয় হয়, দ্বিনেত্র-ব্যক্তির একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলে তত দুঃখের বিষয় হয় না। এসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনা-বশ্যক। হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত "আমিত্বের প্রসার" প্রবন্ধে ইহার প্রতিপাদ্য বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম-সংবেদন—অধ্যাত্মজ্ঞান এবং আত্ম-সংপ্রসারণ—আমিত্বের প্রসার,

এতদুভয়ই যে সুখ-সংবেদনে কতদূর প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা মনস্বীমহোদয়গণের সহজেই অনুমিত হইবে।

ইতি পারিব্রাজক সুক্তমালায়াং
প্রথমোঽধ্যায় ঃ—।

বেদান্ত দর্শন।

অধ্যাসভাষ্যের আভাস।

——০ঃ০ঃ০——

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, যে বিষয়ে কোন মনুষ্যের কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয় না এবং যে বস্তু দ্বারা কোন জীবের কোন অবস্থাতেই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয় না, তাহা প্রেক্ষাবান্ মনুষ্য অবধারণ করিতে বা জানিতে কোন সময়েই প্রবৃত্ত হন না। সাধারণের নিশ্চিত অবধৃত নয়ন-পথবর্ত্তী দ্রব্য সমূহ, 'এই কি না?' এতদ্রূপে নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলের কর্ম্ম। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, আরভ্যমান্ এই বেদান্ত-দর্শনের নির্ণেয় আত্মজ্ঞান অসন্দিগ্ধ। কেন না, প্রথমতঃ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, কীট, পতঙ্গ, গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ঋষি প্রভৃতি বাহ্য প্রাণী সমূহ হইতে এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইদংপ্রত্যয়গম্য আভ্যন্তরীণ বিষয় জাত হইতে অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার পৃথক্‌রূপেই নিঃসন্দিগ্ধ অবিপর্য্যস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। 'আমি আমি কি না?' এইরূপ সন্দেহ জগতে কোন কালে কেহই করে না এবং 'আমি, আমি না' এইরূপ বিপর্য্যয়ও কাহারও উপস্থিত হয় না। যদিও অবিবেক বশতঃ কদাচিৎ আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি যাইতেছি, আমি গ্রহণ করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে দেহ-ধর্ম্মের সহিত অহঙ্কারাস্পদতার সামানাধিকরণ্য উপলব্ধি হয়, তথাপি অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় দেহ, এরূপ নিশ্চয় করা উপযুক্ত হয় না; কেন না, 'বাল্যে যে আমি মাতা-পিতাকে অনুভব করিয়াছি, বৃদ্ধাবস্থায় সেই আমিই পুত্র-প্রপৌত্র দিগকে অনুভব করিতেছি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে না; যেহেতু, বাল্যাবস্থার শরীর হইতে বৃদ্ধাবস্থার শরীর সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব যাহার ব্যাবৃত্তি-নিবৃত্তি বা অতীতাবস্থায় যাহার অনুবৃত্তি-প্রবৃত্তি বা বর্ত্তমানাবস্থা থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাল্যাবস্থার শরীরের নিবৃত্তি হইলেও অহংপ্রত্যয়াস্পদের অনুবৃত্তিহেতু কস্মিন্‌কালেও অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় শরীর নহে, ইহা নিঃসংশয়িত সিদ্ধান্ত। এইরূপ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গণও অহংপ্রত্যয়াবলম্ব্য হইতে পারে না। কেন না, 'আমি কিছুকাল পূর্ব্বে এই বস্তু দর্শন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি ইহাকেই আমি স্পর্শ করিতেছি' এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞান নিবন্ধন দর্শনেন্দ্রিয় ব্যাবৃত্তিতে ও ত্বগিন্দ্রিয় সহ অহংপ্রত্যয়াবলম্বের স্বতন্ত্র অনুভূতি বশতঃ আমরা, 'যাহার অনুবৃত্তি-নিবৃত্তি বা অতীতাবস্থায় যাহার অনুবৃত্তি-প্রবৃত্তি বা বর্ত্তমানাবস্থা থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন' এই যুক্তিযুক্ত অব্যভিচারী নিয়ম দ্বারা অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মা ইন্দ্রিয়-নিবহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। পৃথিবী, জল, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চীকৃত স্থূল পঞ্চমহাভূত হইতে এবং ঘট, সরাব, গৃহ প্রভৃতি পার্থিবাদি পদার্থ জাত হইতে অহংপ্রত্যয়াবলম্ব্য আত্মার বিবিক্ততা নির্দ্ধারণ করিতে পাংশুল-পাদুক হালিকও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম; সুতরাং তদ্বিষয়ে যুক্তির উপন্যাস নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, আমাদের বুদ্ধি ও মন, এই অন্তঃকরণদ্বয় হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অনুভূতি হয় কি না? 'করণ' এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় 'ক' ধাতুর করণবাচ্যে 'ঘুট্' প্রত্যয় দ্বারা 'করণ' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই জানা গেল 'ক্রিয়তে অনেন'—অর্থাৎ যাহা দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করা হয়, কার্য্যের যেটী প্রধান কারণ, কর্ত্তার যেটী সাধকতম, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'করণ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বুদ্ধি ও মন, ইহাদের পর্য্যায় শব্দ বা নামান্তর হইয়াছে অন্তঃকরণ। অন্তরেতে করণ—অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত-মধ্যবর্ত্তী যে পদার্থ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করা যায়, অন্তরবস্থিত সুখ দুঃখাদির অনুভব প্রভৃতি কার্য্য সমূহের যেটী প্রধান কারণ, দেহেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ অহংপ্রত্যয়াধিগম্য প্রত্যক্‌চেতনের যেটী সাধকতম বা প্রধান, তাহাকেই 'অন্তঃকরণ' শব্দ দ্বারা লক্ষিত করা হয়। তবেই বুঝা গেল, অন্তঃকরণ—বুদ্ধি ও মন, এই পদার্থদ্বয় অন্তরের করণ—অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কার্য্য-নিবহের প্রধান কারণ ব্যতীত কর্ত্তা নহে। অতএব আমি করিতেছি, আমি ভাবিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদ্যনুভবকর্ত্তা অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মা, বুদ্ধি ও মন নহে,—এতদুভয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। যদি বল, আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি অন্ধ, আমি খঞ্জ ইত্যাদি বাক্য লৌকিক ব্যবহার, তাহা হইলে—অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে আত্মা বিবিক্ত, ইহা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই আপত্তি এবিষয়ে উপযুক্ত হয় না; কেন না, এতাদৃশ ঔপচারিক বহুপ্রয়োগ লোকেতে প্রসিদ্ধই আছে, যথা 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' অর্থাৎ মঞ্চ শব্দ করিতেছে—ইত্যাদি প্রয়োগ যেমন অচেতন মঞ্চের শব্দ করার অসম্ভাবনা বশতঃ মঞ্চস্থিত পুরুষকে লক্ষিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তেমন আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি খঞ্জ, আমি কুব্জ, আমি অন্ধ, আমি বধির, ইত্যাদি লৌকিক বাক্যাবলীও—অহংকারাস্পদ আত্মার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ সহ বাস্তবিক অভেদ না থাকিলেও উপচার দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা বলিলে কোন বিপ্রতিপত্তিই দেখা যায় না। অতএব ইদংকারাস্পদ—অর্থাৎ ইহা, তাহা, সেই ইত্যাদি পদপ্রতিপাদ্য দেহ, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু প্রভৃতি ভূত ও ভৌতিক বিষয় সমূহ হইতে অহংপ্রত্যয়াধিগম্য আত্মা যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্পষ্টই অনুভব-গম্য। এতাদৃশ আত্মা বিষয়ক সংশয় কাহারও হওয়া উপযুক্ত বা সম্ভব নহে। সুতরাং নিঃসংশয়িত আত্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসা প্রেক্ষাবান্ মনুষ্যের হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই আত্মজ্ঞান দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং প্রেক্ষাবান্ মনুষ্যের ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হওয়া উচিত নহে; কেন না, যদিও বিচারস্থলে এই নিরূপণীয় আত্মজ্ঞানের—সংসার-নিবৃত্তি পুরঃসর অপবর্গ—অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তিকে প্রয়োজন বলা যায়, তাহাহইলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, পরিদৃশ্যমান সংসারের প্রকৃত কারণ কি? এবং বিচার্য্য আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে কি না? আমাদের শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা

পরিচিন্তন করায় উপলব্ধি হয়, অনাদি অবিদ্যা-জন্য আত্মার যাথার্থ্যানুভব—অর্থাৎ আত্মার স্বরূপাবগাহীঅনুভবাভাবই সংসারের বাস্তবিক কারণ এবং আত্মার যার্থার্থ্যজ্ঞান দ্বারাই সংসারের নিবৃত্তি পুরঃসর মুক্তি হইয়া থাকে। পরন্তু আত্মস্বরূপের অনুপলব্ধি (বেদান্তবিদ্‌গণের মতে) অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত আছে।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে, সংসার-নিবৃত্তির নিদানভূত এই আত্মযাথার্থ্যানুভূতি আমাদের আছে? না তাহার নিমিত্ত বহুতর আয়াস-সাধ্য প্রযত্নান্তরের আবশ্যক? আমরা আত্মযাথার্থ্যানুভব বা আত্মার স্বরূপোপলব্ধি, এই শব্দার্থের পরিচিন্তন করিলে বুঝিতে পারি, 'অহং' বা 'আমি' এই অনুভব ব্যতীত আত্মযাথার্থ্যানুভব বা আত্মস্বরূপোপলব্ধি নামক জ্ঞানান্তর নাই বা হইতে পারেনা। কিন্তু এই 'অহং' বা 'আমি' এতদ্রূপ আত্মার অনুভব প্রাকৃত মনুষ্য হইতে তত্ত্বদর্শী বিদ্বজ্জনগণ পর্য্যন্ত সকলেরই স্বাভাবিক বিদ্যমান আছে। তবেই বুঝিলাম, আত্মযাথার্থ্যানুভব নিমিত্ত আমাদের প্রযত্নান্তরের আবশ্যকতা নাই এবং আমাদের সংসারানুস্মৃতির আদি কল্পনা না করিতে পারিলে, আত্মযাথার্থ্যানুভূতিও অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত আছে, স্বীকার্য্য। যদি সংসার অনাদি-অবিদ্যা-পরিকল্পিত হইল, অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে আত্মস্বরূপানুভব নিমিত্ত হইল এবং অনাদিকাল হইতেই জীব সমূহের আত্মযাথার্থ্যানুভূতি বিদ্যমান আছে, প্রতিপাদিত হইল, তাহা হইলে কাযেকাযেই স্বীকার করিতে হইবে, এই অনাদি-সিদ্ধ অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত আত্মযাথার্থ্যানুভূতি নিমিত্ত সংসার এবং অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত 'অহং' বা 'আমি' ইত্যাকার আত্ম-স্বরূপোপলব্ধির পরস্পর অভিভাব্যাভিভাবকভাব বা বিরোধ্য-বিরোধকভাব কল্পনা করা যায়না। তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, আত্মযাথার্থ্যানুভব দ্বারা অনাদি-অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ মায়াবিলাস-পরিকল্পিত সংসারের নিবৃত্তিপুরসরঃ অপবর্গ বা নির্ব্বাণমুক্তি হইতে পারেনা বা সম্ভাবিত নহে। সার্ব্বজনীন স্ফুটতর অনুভব দ্বারা সমর্থিত—অর্থাৎ নিশ্চিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ জাত হইতে ব্যতিরিক্ত 'অহং' বা 'আমি' এবম্প্রকার প্রত্যয়াধিগম্য আত্মাকে উপনিষৎ বা বেদান্তের সহস্রবাক্য দ্বারাও কেহ অন্যথারূপে প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম নহে। সহস্র শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাও ঘটকে পট—অর্থাৎ বস্ত্র বলিয়া প্রতিপাদন করিতে কেহই সমর্থ হয়না। শাস্ত্রদ্বারা প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিমাত্র সাহসেরই কর্ম্ম। অতএব আত্মজ্ঞান বিষয়ক সংশয় ও প্রয়োজনের অভাব বশতঃ বহুতর আয়াস-সাধ্য বেদান্ত-জিজ্ঞাসা—অর্থাৎ উপনিষদ্বাক্য দ্বারা আত্মজ্ঞানবিচারের প্রবর্ত্তনা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হয়না, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উক্ত আশয়েই অলৌকিক প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় দার্শনিক তত্ত্বদর্শী জ্ঞান-গুরু শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য 'যুষ্মদস্মৎ প্রত্যয় গোচরয়োঃ' ইত্যাদি অধ্যাসভাষ্যের অবতারণা করিয়া প্রথমতঃ আশঙ্কা করিয়াছেন, পরে যুক্তিদ্বারা আশঙ্কার পরিহার করিয়া, অহংজ্ঞানের অধ্যস্ততা প্রতিপাদন করিয়া আত্মনির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক বেদান্ত-দর্শনের প্রবর্ত্তনার অত্যাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বেদান্ত-ভূষণ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, সাংখ্যরত্ন।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——০:০:০——

মূল—১৭।

বিজ্ঞান্‌মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কোবা,
নার্য্যা পিশাচ্যা নহি বঞ্চিতো যঃ।
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাঞ্চ নারী,
দিবাং ব্রতং কিঞ্চ সমস্তদৈন্যং॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৯) বিজ্ঞ হইতেও মহা-বিজ্ঞতম কোন্ ব্যক্তি? গুরুর উত্তর—যিনি পিশাচী রমণী (১) দ্বারা প্রতারিত না হন, অর্থাৎ যিনি পুংশ্চলীর সর্ব্বানর্থ-সংঘটন-পটীয়সী অপ্রতিহতা মোহিনী শক্তি দ্বারা অভিভূত, ধর্ম্ম-মার্গ হইতে অপসৃত, পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত এবং অধঃপাতিত না হয়েন, সেই ব্যক্তিকেই বিজ্ঞ হইতে মহাবিজ্ঞ-তম—অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া জানিবে। কারণ এই নারীপিশাচীর অসাধ্য কিছুই নাই।

"যোবিদ্রূপাচ যা মায়া সর্ব্বেষাং মোহকারিণী।
লীলয়া কুরুতে মোহমাত্মারামস্য সন্ততং"॥
(ব্রঃ বৈঃ ৪।৩৬।৮০)

নারীরূপা মায়া সকলেরই মোহকারিণী, ঐ মায়া অবলীলাক্রমে আত্মারাম (ব্রহ্মনিষ্ঠ) পুরুষগণেরও মোহ উৎপাদন করে—অর্থাৎ বিবেক বিজ্ঞান সম্যগ্‌রূপে নষ্ট করিয়া ফেলে।

বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশের ১৫অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কণ্ডু নামে বেদ-বিদাম্বর একজন মুনি প্রম্লোচা নাম্নী একটী অপ্সরা দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

কণ্ডুর্নাম মুনিঃপূর্ব্বমাসীদ্ বেদবিদাংবরঃ।
সুরম্যে গোমতী তীরে স তেপে পরমংতপঃ॥
তৎক্ষোভায় সুরেন্দ্রেণ প্রম্লোচাখ্যা বরাপ্সরা।
প্রযুক্তাক্ষোভয়ামাস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা॥
ক্ষোভিতঃ স তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতং।
অতিষ্ঠন্মন্দরদ্রোণ্যাং বিষয়াসক্তমানসঃ॥

পূর্ব্বকালে কণ্ডুনামে বেদবিদাম্বর এক মুনি ছিলেন। তিনি পরম রমণীয় গোমতী-তীরে উৎকৃষ্ট তপঃ সাধন করিতে ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন দ্বারা তপস্যা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে প্রম্লোচা নাম্নী শুচিস্মিতা একটী বরাপ্সরাকে নিযুক্ত করেন। সেই অপ্সরা ঋষি-বরকে ক্ষোভিত করিয়াছিল। তিনি বিকার প্রাপ্ত ও বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া শত বর্ষের

(১) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ানুসারে নারীজাতি যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

"সর্ব্বাঃপ্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমা মধ্যমাধমাঃ।
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চপতিব্রতাঃ।
মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সুখসম্ভোগবত্যশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা॥
অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাত কুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃ কুলটা ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ॥
পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাংগণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—প্রকৃতিখণ্ড)

এইজগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমুদয় স্ত্রীলোকই—প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা। তন্মধ্যে যাঁহারা সুশীলা, পতিপরায়ণা—উত্তমা, তাঁহারা সত্ত্বগুণের অংশ হইতে সমুৎপন্না হইয়াছেন। যাহারা সর্ব্বদা স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা ও সুখ-সম্ভোগরতা, তাহারা মধ্যমা—অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্না এবং তাহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধা। আর যাহারা দুর্ম্মুখা, কুলটা, ধূর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া এবং অজ্ঞাতকুলজাতা, তাহারাই অধমা এবং তাহারা তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্না। পৃথিবীতে যাহারা বেশ্যা এবং স্বর্গে যাহারা অপ্সরা নামে বিখ্যাত, তাহারাও প্রকৃতির তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা পুংশ্চলী নামে অভিহিত হয়। দুশ্চারিণী মায়াবিনী পুংশ্চলী দিগেরই প্রকৃতি পিশাচীর মত ভয়ঙ্কর।

অধিককাল মন্দরপর্ব্বতের দ্রোণী মধ্যে তাহার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

তদনন্তর সেই কামিনীর মুখে আপনার মোহের বিষয় অবগত হইয়া ধিক্কার দিয়াছিলেন—

নিশম্যতদ্বচঃ সত্যং সমুনির্নৃপনন্দনাঃ।
ধিঙ্মাংধিঙ্মামতীবেথং নিন্দিতাত্মানমাত্মনা॥
তপাংসি মম নষ্টানি হৃতং ব্রহ্মবিদাং ধনং।
ইতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিন্মোহায় নির্ম্মিতা॥

তাহারপর মুনিবর প্রম্লোচার সত্যবাক্য (তিনি যে বহুবর্ষ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রতিই আসক্ত হইয়া আছেন) শ্রবণ করিয়া "আমাকে ধিক্" "আমাকে ধিক্" এই বলিয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন "হায়! আমার তপস্যা নষ্ট হইল, বিবেক এবং বেদজ্ঞ গণের ধনও অপহৃত হইল। কোন্ ব্যক্তি পুরুষগণের মোহের নিমিত্ত স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন?"

এস্থলে তপঃসাধন-নিরত বেদবিৎ ব্রহ্ম-পরায়ণ মুনি পুংশ্চলী কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন।

রাজচক্রবর্ত্তী ঐল (পুরুরবা) উর্ব্বশী কর্ত্তৃক মোহপ্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১স্কন্ধের ২৬ অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারাযায়।

ঐল উবাচ।

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
দেব্যাগৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুথণ্ডাইমে স্মৃতাঃ॥
নাহং বেদাভিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যোবাভ্যুদিতোঽমুয়া।
মুষিতো বর্ষপুগানাং বতাহানিগতান্যুত॥
অহোমেআত্মসংমোহো যেনাত্মা যোষিতাংকৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ॥
সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বাতৃণমিবেশ্বরং।
যান্তীংস্ত্রিয়ঞ্চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্॥
কুতস্তস্যানুভাবঃস্যাৎ তেজ ঈশত্বমেববা।
যোঽন্বগচ্ছংস্ত্রিয়ং যান্তীংখরবৎপদতাড়িতঃ॥
কিংবিদ্যয়া কিংতপসা কিংত্যাগেনশ্রুতেনবা।
কিংবিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্যমনোহৃতং॥
স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্মাংমূর্খংপণ্ডিতমানিনং।
যোঽহমীশ্বরতাংপ্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবর্জ্জিতঃ॥
পুংশ্চল্যাপহৃতংচিত্তং কোন্বন্যো মোচিতুংপ্রভুঃ।
আত্মারামেশ্বর মৃতে ভগবন্তমধোক্ষজং॥

(ঐলরাজ অনিত্যকামনা-পরবশ হইয়া, তাহাতে অতৃপ্তি বশতঃ উর্ব্বশী কর্ত্তৃক আকৃষ্টচেতন হইয়া, এক বৎসরকাল দিবা-রাত্রির গতাগতি জানিতে পারেন নাই!) ঐল কহিলেন "আহা! আমার কি মোহ-বিস্তারই হইয়াছিল, উর্ব্বশী কর্ত্তৃক গৃহীত-কণ্ঠ ও কামে মুগ্ধচিত্ত হইয়া আমার আয়ুর যে কিয়ৎখণ্ড অতিবাহিত হইল, তাহা আমি স্মরণও করি নাই। এতকাল আমি উর্ব্বশী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যের অস্তগতি ও অভ্যুদয় জানিতে পারি নাই। আহা! আরও কি খেদের বিষয়, এত বৎসর বৃথা গত হইয়াছে, তাহা আমি এক দিবসও জানিতে পারি নাই। আহা! আমার কি আত্মমোহ, যেহেতু আমি নরদেবশিরোমণি চক্রবর্ত্তী হইয়াও এতকাল একটা স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ স্বরূপ অধীন হইয়া ছিলাম! আমি এই ঐশ্বর্য্যাদির পরিচ্ছদ সহিত আপনার চক্রবর্ত্তীত্ব তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, নগ্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে গমনশীলা স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম! যে ব্যক্তি গর্দ্দভের ন্যায় পদতাড়িত হইয়াও গমনশীলা স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, তাহার প্রভাব, তেজ ও ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকে? স্ত্রীকর্ত্তৃক যাহার

মন অপহৃত হয়, তাহার আর বিদ্যা, তপস্যা, দান, অধ্যয়ন, নির্জ্জনবাস বা মৌনাবলম্বন দ্বারা কি হইতে পারে? যে আমি প্রভু হইয়াও গো-গর্দ্দভবৎ স্ত্রীকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, মূর্খ ও পণ্ডিতাভিমানী এবং স্বার্থানভিজ্ঞ সেই আমাকে ধিক্ থাকুক্! আত্মারাম ঈশ্বর ভগবান্ অধোক্ষজ হরি ব্যতীত পুংশ্চলী (১) কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত পুরুষকে আর কে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়?" (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অনুবাদ) কিন্তু যে সুচতুর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মারাম ভগবানের অভয়চরণারবিন্দে আপনার চিত্তকে সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, ভগবৎপ্রসাদে তাঁহাকে যোষিদ্রূপা মায়া দ্বারা অভিভূত বা প্রতারিত হইতে হয়না।

ভগবানের নাম-মাহাত্ম্যাসক্ত পরম ভক্ত হরিদাসের চরিত্রে মহাবিজ্ঞত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিদাস কোন সময়ে যেস্থানে সাধন ভজন করিতেন, রামচন্দ্র খাঁ নামে কোন ক্ষমতাশালী দুর্জ্জন তাঁহার প্রতি অকারণ দ্বেষী হইয়া, একটী রূপসী বেশ্যা দ্বারা তাঁহার বৈরাগ্যব্রত ভঙ্গ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ—

"সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্রখান।
বৈষ্ণব বিদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে॥
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসে ছিদ্র নাপায়।
বেশ্যাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর উহার বৈরাগ্যধর্ম্মনাশ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিনদিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোরপাইক্ যাউক্ তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেনআনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক্ একবার।
দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসে গেল উল্লাসিত হৈয়া॥
তুলসীনমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথমযৌবন।
তোমা দেখি কোননারী ধরিতে নারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা নাপাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানামসঙ্কীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসংকীর্ত্তন।
নামসমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥

(১) অহো কোবেদ ভুবনে দুর্জ্ঞেয়ংপুংশ্চলীমনঃ।
পুংশ্চল্যাধোহিবিশ্বস্তো বিধিনা স বিড়ম্বিতঃ॥
বহিস্কৃতশ্চযশসা ধনেন স্বকুলেনচ।
পৃথিব্যাং যানি পাপানি পুংশ্চলীষেব ভারতে।
তিষ্ঠন্তি পাপিনস্তাভ্যো ন পরাঃ সন্তি কেচন॥
পুংশ্চলীহিংস্রজন্তুভ্যো নরঘাতিভ্য এবচ।
দুষ্টা শশ্বদ্দয়াহীনা দুরন্তা প্রতিজন্মনি॥
অহো সর্ব্বৈঃ পরিত্যজ্যা পুংশ্চলী চ বিশেষতঃ।
ধনায়ুপ্রাণযশসাং নাশিনী দুঃখদায়িনী॥
নিত্যংনবপরা শশ্বৎপরকার্য্যবিঘাতিনী॥
নিষ্ঠুরা নরঘাতিভ্যঃ সর্ব্বাপদ্বীজরূপিণী॥
বিদ্যুদ্দীপ্তির্জলেরেখা লোভান্মৈত্রী যথা ভবেৎ।
পরদ্রোহাদ্ যথাসম্পৎ কুলটাপ্রেম তৎসমং॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে)

এতশুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥

এইরূপে তৃতীয় দিবসের রাত্রিশেষে হরিনামের মহিমায়—হরিদাসের মহিমায় বেশ্যার উদ্ধার হইল।

ঈদৃশ সাধু ভক্তগণই—জ্ঞানিগণের শীর্ষ-স্থানীয় এবং বিশ্বমান্য।

শিষ্যের প্রশ্ন (৫০) জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন কি? গুরুর উত্তর—"নারী"

"মন্দুরঞ্চতুরঙ্গানাং আলানমিব দন্তিনাং।
পুংসাং মন্ত্রইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনা"॥
যোগবাশিষ্ঠ—১।২১।২১

বামলোচনা অঙ্গনাগণ, তুরঙ্গগণের মন্দুরা, হস্তিগণের আলান এবং ভুজঙ্গমগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় পুরুষগণের বন্ধন (১) স্বরূপ; কারণ—

"স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সুতাগারাদিসঙ্গমঃ।
যথাবীজাঙ্কুরাদ্ বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্॥"

বীজের অঙ্কুর হইতে যেরূপ ফলপত্র-সমন্বিত বৃক্ষ জন্মে, সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ হইতে পুত্র-গৃহাদি বিষয়ের সহিত পুরুষের সংযোগ ঘটিয়া থাকে।

পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত কামীদিগের তামস গতির বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান কপিলদেবকর্ত্তৃক তদীয় জননী দেবহূতির নিকট সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তকবি তুলসীদাস কহিয়াছেন—

"বেহা বেহা সব্‌কোই কহে, মেরা মনমে এহি ভায়ে।
চড়্ খাটোলি ধো ধো লগ্‌ড়া, জেহেল্ পর্ লে যাওয়ে॥

আহ্লাদের সহিত সকলেই "বিবাহ" "বিবাহ" এই কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু যখন বরকে চতুর্দ্দোলে বসাইয়া আনন্দ-কোলাহলের সহিত বাজনা বাজাইতে বাজাইতে লইয়া যায়, তখন আমার মনে এই ভাবের উদয় হয়, যেন সেই ব্যক্তিকে আজীবন বন্দীভাবে আবদ্ধ রাখিবার জন্য কারাগৃহে লইয়া যাইতেছে। (১) (ক্রমশঃ)

---

(১) "স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং সৃষ্টৌ মোহায়কামিনাংমনঃ।
অন্যথানভবেৎসৃষ্টিঃ স্রষ্ট্রাতেনেশ্বরাজ্ঞয়া॥
সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাং।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ঃ পরঃ॥
কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধানাং নিগড়ং কঠিনং সূত।
প্রদীপরূপংকীটানাং মীনানাংবড়িশংযথা॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখং আরম্ভে মধুরোপমং॥
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানংনরকস্যচ॥
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ নোদ্বাহং চক্রুরীপ্সিতং"॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে শ্রীশঙ্করোক্তিঃ—
"অধুনাহং নগৃহ্ণামি প্রকৃতিং প্রাকৃতো যথা।
তত্ত্বজ্ঞোকব্যবহিতাং দাস্যমার্গবিরোধিনীং॥
তত্ত্বজ্ঞানসমাচ্ছন্নাংযোগদ্বারকপাটিকাং।
মুক্তীচ্ছাধ্বংসরূপাঞ্চ সকামাং কামবর্দ্ধিনীং॥
তপস্যাচ্ছন্নরূপাঞ্চ মহামোহকরণ্ডিকাং।
ভবকারাগৃহেঘোরে দৃঢ়াংনিগড়রূপিণীং॥
শশ্বদ্বিবুদ্ধিজননীং সদ্বুদ্ধিচ্ছেদকারিণীং।
শশ্বদ্বিভোগরূপাঞ্চ বিষয়েচ্ছাবিবর্দ্ধিনীং।"
নেচ্ছামি গৃহিনীং নাথ বরং দেহি মদীপ্সিতং॥

(১) নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সংসার-বিরাগী যতি-ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রমোচিত ধর্ম্মবিধি অনুসারে রমণীর সহিত কোনপ্রকার সংস্রব রাখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু 'উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী' যে গৃহী, তাঁহাকে (সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ) অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সহ-ধর্ম্মিণী পত্নীর সহিত অনাসক্ত হইয়া——কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া, পুরুষার্থ সাধক গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। অনাসক্ত গৃহীর পক্ষে সুশীলা সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী বন্ধনের কারণ না হইয়া বরং পুরুষার্থ-সাধনের প্রধান সহায়ই হয়েন।

"পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং" অর্থাৎ পুরুষের গৃহাশ্রমের মূলই পত্নী।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমর্থ্যতে॥"

"পণ্ডিতগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন। গৃহিণীর সহিত অখিলপুরুষার্থ—(অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) সাধন করা যায়।" অতএব কুলকামিনীগণও সুশীলা, সাধ্বী, পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া, যথাবিধি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন বিষয়ে নিজ নিজ পতির সহায়স্বরূপিণী হইবেন, শাস্ত্র-কারেরা এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

সতীর মাহাত্ম্য—

"পৃথিব্যাংযানিতীর্থানি সতীপাদেষুতান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ॥
তপস্বীনাং তপঃসর্ব্বং ব্রতীনাংযৎফলংধ্রুবং।
দানেফলং যদ্দাতৄণাং তৎসর্ব্বং তাসু সন্ততং॥
স্বয়ংনারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃসর্ব্বেচ মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততং॥
সতীনাংপাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতেপাতকান্নরঃ॥
ত্রৈলোক্যংভস্মসাৎকর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা॥
সতীনাঞ্চপতিঃসাধ্বী-পুত্রো নিঃশঙ্ক এবচ।
নহি তস্য ভয়ংকিঞ্চিৎ দেবেভ্যশ্চ যমাদপি॥
শতজন্মপুণ্যবতাং গেহে জাতা পতিব্রতা"।
পতিব্রতাপ্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃপিতা তথা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে)
(ক্রমশঃ)

বিষয়ীর অনুতাপ।

—০:০:০—

(শান্তিশতকধৃত কতিপয় শ্লোক অবলম্বনে বিরচিত।)

১

বিষয়ে মজিয়া কেন আপনা খাইনুরে!
ভব-ভোগ-বাসনায় বিকল হইয়া হায়!
মানব-জনম কেন বিফল করিনু রে!
হায়! কি ধরিল শনি, বেচিলাম চিন্তামণি
বিনিময়ে কাচমূল্য কেবল লভিনু রে।
ভাল মন্দ না বিচারি বিষয়ে মজিনু রে।

২

জানেনা দাহেরজ্বালা, তাই সেশলভ-মালা
দীপের দহন মাঝে দলে দলে যায় রে।
জানে না পিশিত-চয় বড়িশেতে গাঁথা রয়,
তাই সে মীনের দল গিয়া তাহা খায় রে।
জানি মোরা ভালেভাল ভজি যে বিষয় জাল,
কি ঘোর বিপদ রাশি ঘিরে রয় তায় রে,
তবুত ব্যাকুল প্রাণে ধাই বিষয়ের পানে,
মোহের মহিমা মরি কি গহন হায় রে!

৩

সে বিষয়-সমুদয় ঘৃণিত যে অতিশয়,
এহেন ধারণা কিরে মনে কভু হয় না?
কেন না হইবে হায়! স্পৃহা তবু নাহি যায়,
স্পৃহার আয়ুর ক্ষয় ধরায় কি রয় না?
কোন বা না কোন দিন হইব যে প্রাণহীন,
এমন ভাবনা কার মনে ঠাঁই পায় না?
তবু ত গৃহের প্রতি গাঢ়তর রহে রতি,
অনুরাগ মানবেরে ত্যজিবারে চায় না!
কভু যদি করি মনে ভজি আজি নারায়ণে,
বাসনা সে দিকে তবু কভু যেতে চায় না।
হায়রে ধরণীতলে বুদ্ধিজীবী নরদলে
কেন এ যাতনা সহে, কিছু বুঝা যায়না!

৪

রমণীর হর্ম্ম্যতল কি সুখের বাসস্থল,
বসতি করিতে তথি কার মন ধায় না?
শ্রবণের প্রীতিকর নিতরাং মনোহর—
শুনিতে সঙ্গীত কার মন-প্রাণ চায় না?
সুখ-শান্তি-প্রদায়িনী প্রাণসমা প্রণয়িনী,
তার সমাগম-সুখ লভিতে কে চায় না?

যে সুখের কাছে হায়! সঙ্গীত নাঠাই পায়,
গৃহ, বাস, ধন, জন, কিছুই দাঁড়ায় না!

৫

তবে কেন সাধুগণ ত্যজি গৃহ-ধন-জন
বনের মাঝারে গিয়া বিরলে লুকায় রে?
তারা কি মানব নয়? কামনা কি নাহি রয়?
সুখের সামগ্রী তাই কিছুই না চায় রে!
জানে সেই সমুদয় চিরদিন তরে নয়,—
ক্ষণেকের তরে আছে—ক্ষণে নাই হায় রে?
সুবিবেকে নিরমল বুদ্ধি যার অচঞ্চল,—
তার মন সে সকলে কখনো কি ধায় রে?
দীপাঙ্কুর যবে জ্বলে, পতঙ্গেরা কুতূহলে
মত্ত হয়ে দলে দলে শিখাপাশে ধায় রে,
পক্ষ-পুট-সঞ্চালন-সঞ্চারিত-সমীরণ
থর-থরে চারিধারে শিখারে কাঁপায় রে;
সে শিখার ছায়া প্রায় যে ভোগ চঞ্চল হায়!
সে ভোগ সাধুর মন কখনো না চায় রে,
যে ভোগ অনন্তকাল সমভাব—নিজঞ্জাল,
সে ভোগের লোভে সাধু সব ত্যজি যায় রে!

৬

আত্মবোধ-সমুদয়ে বিবেকের সমাশ্রয়ে
বুদ্ধি আহা! যাহাদের বিমলতা পায় রে,
দেখ সেই সাধুগণে প্রশান্ত প্রসন্ন মনে
দুষ্কর সাধন কত সাধে এ ধরায় রে!
করতলে ধনরাশি, তাহারে না প্রিয় বাসি,
ছার ভাবি অবহেলে ছাড়িয়া পলায় রে,
ধনে দেয় যত ভোগ, না চায় করিতে ভোগ,
স্পৃহার ধারে না ধার—কিছুই না চায় রে!
মরি! তারা কত ধন্য! ত্যজিয়া বিষয় অন্য,
গিরির কন্দরোদরে সুখে চলি যায় রে;
পর-জ্যোতি ধ্যান করে পরম-আনন্দ-ভরে,
প্রেম-ধার দুনয়নে গলয়ে ধারায় রে;
পরানন্দে মাতে প্রাণ, নাহি রহে বাহ্যজ্ঞান,
অচল স্থাণুর প্রায় দেখা তাই যায় রে।
বিহঙ্গ আতঙ্কহীন—অঙ্কে সুখে সমাসীন—
সেই প্রেম-বারি পানে পরিতোষ পায় রে!
দেখ পুনঃ আমাদের কি ঘোর গ্রহের ফের,
কিরূপেতে পরমায়ু ক্রমে ক্ষয় পায় রে;
কিরূপেতে যায় কাল করি ভোগ কি জঞ্জাল,
কেমনে কামনা-স্রোত হৃদয় ভাসায় রে!
করেছিনু প্রাণপণ, আগেও পাইনি ধন,
এখনো ত ধনলাভ হইল না হায়রে!
পরেও যে পাব ধন, হেন নাহি লয় মন,
ধন-সমাগম হায়! শুধু বাসনায় রে।
লভি ধন মনোরথে, ভুঞ্জি ভোগ বিধিমতে,
কত-না কামনা মরি! মনে উঠে তায় রে;
মনে মনে স্ত্রী-বিলাস, মনে মনে বারমাস
বিশাল প্রাসাদ জাগে—বসতি তথায় রে;
মনে মনে মনোহর সাজিতেছে সরোবর,
মরাল-মীনের কুল সলিলে খেলায় রে!
তীরে তার থরেথর তরু-রাজি মনোহর,
বিচিত্র কেলির কুঞ্জ বিরচিত তায় রে!
কেলি-কুঞ্জ পুনরায় পুঞ্জে পুঞ্জে সাজে হায়!
ফল-ফুল-লতা-পাতা কতই শোভায় রে;
কত পাখী থরেথর—শুনায় মধুর স্বর,
শরীর-শোভায় কেহ নয়ন ভুলায় রে।
কত দিকে কত ঠাঁই মনেই দেখিতে পাই
রমণীয় কেলিগৃহ রঞ্জিত শোভায় রে,
সুগঠন মনোহর মূল্যবান্ থরেথর
সখের সামগ্রী কত সজ্জিত তথায় রে;
কখনো ষোড়শী বালা রূপে গৃহ করি আলা,
বিলাসে নাচায় অঙ্গ বিভ্রম খেলায় রে;
গৃহ ভরি নিরন্তর কভু শ্রুতি-মনোহর
সঙ্গীতের ধ্বনি উঠি লহরে খেলায় রে।
বাঞ্ছামাত্র বারমাস ভুঞ্জি হেন যে বিলাস,
তাহাও ত্যজিতে কভু চিত নাহি চায় রে!
হেনরূপে যায় কাল, বাড়ায়ে বাসনা-জাল,
হেনরূপে পরমায়ু ক্ষয় পেয়ে যায় রে।

৭

বাসনার বশে হায় কত ভ্রমে পড়া যায়,
ভাবিয়া দেখিলে তার সীমা নাহি পাইরে।
কেমনে কামনা পূরে তার তরে ফিরে ঘুরে
ভূপতির দ্বারদেশে ভয়ে ভয়ে যাই রে।
দুচারি গ্রামের পতি কোন নর হীনমতি,
কোনমতে তার যদি পদাশ্রয় পাইরে,
বহুল আয়াস তার তুষি মন অনিবার,
কিছু ধন পাই যদি ধন্য হ'য়ে যাই রে।
যিনি জগতের গতি, ত্রিলোকের অধিপতি,
যাঁহারে সেবিতে কোন আয়াস না চাই রে,
সেবা যাঁর মনে মনে হয় বিনা আয়োজনে,
স্বপদ সেবকে দিতে ত্রুটি যাঁর নাই রে,
ক্ষণের তরেও হায়! ভাবিনা ভ্রমেও তাঁয়,
সামান্য ধনের জন্য ধনি-গৃহে যাই রে!
বাসনার বশে তাই ভ্রমের অবধি নাই—
যে ভ্রমের ঘোরে ধরা ঘুরিয়া বেড়াই রে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—০:০:০—

হিন্দু-জ্যোতিষ। (১)

আমরা সংপ্রতি ভাওয়াল-অধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়বাহাদুর এবং তদীয় সুযোগ্য মন্ত্রী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে, ঢাকাকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্রেণ্‌নাণ্ড সাহেব মহোদয়-প্রণীত সচিত্র হিন্দু-গণিত-জ্যোতিষ (Hindu Astronomy) নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শুভক্ষণে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ কালীপ্রসন্নবাবুকে মন্ত্রীস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের সৌভাগ্য বশতঃই যেন লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর এই শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য সমালোচনী সভা" কতিপয় বৎসর যাবৎ অশেষপ্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য তজ্জন্য চিরদিন রাজাবাহাদুর এবং রায়-বাহাদুরের নিকট ঋণী থাকিবে। এতকাল পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্নবাবু নিজে তাঁহার চিন্তা-ময়ী লেখনী দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য নানাপ্রকারে রঞ্জিত করিয়া, এবং সভা-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে সাহিত্য-কাননে অশেষবিধ নিরবদ্য কুসুম বিকাশ করিয়াও তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়েন নাই; প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন—"উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা"—তাই আজ আমরা কালী-প্রসন্ন বাবুর আন্তরিক যত্নে লুপ্তপ্রায় হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রের এই বিচিত্র গ্রন্থ নয়ন-গোচর করিতে সমর্থ হইলাম।

বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী লুপ্ত-প্রায় আর্য্য-শাস্ত্রসমূহের উদ্ধারের এবং সংরক্ষণের জন্য যাদৃশ যত্ন, শ্রম ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করেন, এবং আমরা সে বিষয়ে যেপ্রকার শোচনীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করিতে গেলেও যুগপৎ ঘৃণা এবং লজ্জায় অভিভূত হই; সুতরাং মহাত্মা ব্রেণ্‌নাণ্ড সাহেব-প্রণীত জ্যোতিষশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া একপক্ষে যেমন পুলকিত হইলাম, পক্ষান্তরে—আমাদের অকর্ম্মণ্যতা স্মরণ করিয়া তেমনই বিষণ্ণ হইলাম।

যদিও আমরা অনেকস্থলে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মত বা ব্যাখ্যা সম্যক্ সমীচীন বলিয়া সমর্থন করিতে পারি না, তথাপিও যখন তাঁহাদের

তাই বলি হায় হায়! অকারণে কাল যায়,
গৃহে রহি গৃহোচিত সুখ নাহি পাই রে;
সহি বনে যে সকল মুনি পান যেই ফল,
সেই সব(ই) সহি গৃহে, সেই ফল নাই রে!

১০

কেন তবে গৃহে রহি অকারণে জ্বালা সহি?
পর-উপাসনা করি পাই কিবা ফল রে?
কেন বা না বনে যাই, অনায়াসে যথা পাই
জীবনের উপযোগী ফল-মূল-জল রে?
ধরি সুমধুর ফল বনে রহে তরুদল,
শীতল-ঝরণা-জল অতি নিরমল রে।
গিরির কন্দর ঘর, শয়ন পাতার স্তর,
পরিধান তরে বাস তরুর বাকল রে।
সমীরে দুলায় ফুল, গায় বিহঙ্গের কুল,
সুরঙ্গে খেলিয়া ফিরে কুরঙ্গের দল রে;
আসিলে নিশার কাল, কলানিধি তারা-জাল
আলোক দিবারে কর ঢালে অবিরল রে।
বনমাঝে নিরবধি এ বিভব মিলে যদি,
বাসনায় কেন তবে হইয়া বিকল রে,
সেবিবারে নরপতি ধাই সদা দ্রুতগতি,
স্বাধীন বিভব ত্যজি সেবায় কি ফল রে?

১১

বনেতে যাইলে হায়! জ্বালা যদি ঘুচে যায়,
বনে যেতে কেন তবে চিত মোর চায় না?
কেমনে যাইব বন? মুখে বলি যে বচন,
হৃদয়ে যে সেই সব স্থান কভু পায় না!
শিখে মানুষের মুখে নানা বুলি বলে শুকে,
অথচ যা' মুখে বলে, মনে তাহা যায় না;
আমরাও তথা হায়! সদাই শুকের প্রায়
মুখে বলি নানা বুলি—মন যাহা চায় না!

১২

শুনি সদা কুতূহলে সকলেই মুখে বলে—
"ভোগের বিষয় যত, ঘৃণিত তা হয় রে,
এত আদরের কায়, যতনে পুষিনু যা'য়,
ঘৃণিত তাহার তুল্য কিছুই না রয় রে।
আত্মীয়-স্বজন—আর পুত্র-মিত্র-পরিবার—
নিজের জীবন(ও) ছার চিরতরে নয় রে;
অসার সংসার-ধাম, বিষময় পরিণাম
সংসারে মজিয়া থাকা উচিত না হয় রে।"
মোদের এ বাক্যগুলি শুধুই মুখের বুলি!
পুণ্যবান্ বিনা কারো হৃদয়ে না রয় রে;
ত্যজিয়া ভোগের আশ কাননে করিতে বাস
তাই আমাদের চিত সদা ভীত হয় রে।

১৩

অথচ বুঝিনা হায়! কেন মন গৃহ চায়,
চির-স্থির সুখ যদি গৃহে নাহি পাই রে;
মেঘেতে চপলা যথা, গৃহ-ভোগ-সুখ তথা,
ক্ষণেক ঝলসি উঠে—ক্ষণে পুন নাই রে!
প্রতিক্ষণে চপলার অপগমে বারম্বার
দ্বিগুণ আঁধার বাড়ে—দেখে ভয় পাই রে;
মিলে যদি সুখ-লেশ, অপগমে বাড়ে ক্লেশ,
দ্বিগুণ দুখের তেজ দেখিতে ডরাই রে।
প্রাণেরে করিয়া পণ যোগাই যাহার মন,
সে নলিনী-নয়নার মন ত না পাই রে!
বিষময়ী ছলনায় হৃদয় জ্বালায় হায়!
সাপিনীই শুধু তার তুলনার ঠাঁই রে।
প্রীতিপাত্র পরিজনে প্রেম করি প্রাণপণে
যেই সুখ পাই, তার স্থিরতা ত নাই রে;
স্বীয় পরাক্রমে স্বৈরী শমন দারুণ বৈরী—
কখন কাহারে হরে, ঠিকানা না পাই রে।
দারুণ কুটিল রোগ দেহে দেয় কি দুর্ভোগ!
বিষয়ের ভোগে যদি মানস মজাই রে।
লক্ষ্মী সদা সুচঞ্চল, তাঁর তুল্য নাহি খল,
খলে সেবি কোনকালে কোন ফল নাই রে!
যার যত গৃহাবেশ, তার তত বাড়ে ক্লেশ,
গৃহ গৃহ করি তবে কেনবা বেড়াই রে?
যোগিজন প্রাণপণে পালয়ে যে পরিজনে,
পালিতে সে পরিজনে কেনবা না চাই রে?

১৪

যোগীর যে পরিবার, তুলনা কি দিব তার?
সুখের আগার বুঝি তাহাই ধরায় রে!
আছে তার পিতামাতা, আছেরে ভগিনী-ভ্রাতা,
গৃহিণী-তনয় সব সুখের মেলায় রে!
'ধৈর্য্য' হন পিতা তার, 'ক্ষমা' সে জননী আর,
'শান্তি' সে গৃহিণী—তার নিরত সেবায় রে;
'শম' 'দম' সহোদর সদা তার সহচর,
'সত্য' তার প্রিয় সুত—হৃদয়ে খেলায় রে!
সেবে তারে অনিবার সহোদরা 'দয়া' তার,
তুলনা মিলেনা যার গুণ-গরিমায় রে,
হেন পরিজন যার, কিসের ভাবনা তার?
কি জ্বালা জ্বালাতে তারে পারে এ ধরায় রে!
হেন পরিজনগণে পালয়ে যে প্রাণপণে,
জ্ঞানামৃত আনি তারা তাহারে পিয়ায় রে;
গৃহে বা তরুর তলে পালঙ্কে বা ভূমিতলে
অমরা-অতীত সুখে রাখয়ে তাহায় রে!
আমাদের পরিজনে পালি যদি প্রাণপণে,
বিধিমতে আমাদিগে তথাপি জ্বালায় রে।
বুঝি হেন মনে মনে, তবুত সে পরিজনে
ত্যজিবারে ক্ষণতরে বুদ্ধি না জুয়ায় রে!
আমি কার—কে আমার? মনে মনে এ বিচার
এখনো ক্ষণের তরে উঠিল না হায় রে!

১৫

রবি আসে রবি যায়, বল কবে ভাবি হায়!
পরমায়ু প্রতিদিন ক্ষীণ হয় তায় রে,
মোহে রহি অবিরত বহুল ব্যাপারে রত,
কোথা দিয়া কাল যায়, জানা নাহি যায় রে!
হেরেছি জনম-জরা হেরেছি অকালে মরা,
হৃদয়ে ত ভয় তবু ঠাঁই নাহি পায় রে;
ভেবে ব্যথা পাই প্রাণে, প্রমোদ-মদিরা-পানে
এহেন পাগল কেন হইনু ধরায় রে?

১৬

ব্যাধিতে বিধুর হায়! বিকল হইল কায়,
জরা ক্রমে দেহে আসি লইল আশ্রয় রে;
বল-বুদ্ধি আগেকার, বিপুল উদ্যম আর,
ক্রমে ক্রমে সমুদয় পাইল বিলয় রে।
পালিতে স্বজনগণ প্রাণ করেছিনু পণ,
সে পালন আমাহ'তে এখন না হয় রে!
যেই তত্ত্ব মানবের ভাবনীয় একালের,
সে তত্ত্ব এখনো হৃদে সমুদিত নয় রে!
বিষয়ে মজিলে হেন পরিণাম হয় রে!

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

আমিত্বের প্রসার।

বনী ও ভিক্ষু।

—০:০:০—

শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনি-বৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

এই শ্লোকে মহাকবি কালিদাস আর্য্য-জীবনের চতুর্ব্বিধ বিভাগের চতুর্ব্বিধ কর্ত্তব্য অতি সংক্ষেপে ও সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়; তদনন্তর আশ্রমোচিত নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক সাধন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। অনন্তর ভিক্ষু-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে হয়। এই প্রাচীন প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর স্থাপিত এবং আত্মপ্রসারের অনুকূল। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদিগের দেহ ও মনের

তাই বলি হায় হায়! অকারণে কাল যায়,
গৃহে রহি গৃহোচিত সুখ নাহি পাই রে;
সহি বনে যে সকল মুনি পান যেই ফল,
সেই সব(ই) সহি গৃহে, সেই ফল নাই রে!

১০

কেন তবে গৃহে রহি অকারণে জ্বালা সহি?
পর-উপাসনা করি পাই কিবা ফল রে?
কেন বা না বনে যাই, অনায়াসে যথা পাই
জীবনের উপযোগী ফল-মূল-জল রে?
ধরি সুমধুর ফল বনে রহে তরুদল,
শীতল-ঝরণা-জল অতি নিরমল রে।
গিরির কন্দর ঘর, শয়ন পাতার স্তর,
পরিধান তরে বাস তরুর বাকল রে।
সমীরে দুলায় ফুল, গায় বিহঙ্গের কুল,
সুরঙ্গে খেলিয়া ফিরে কুরঙ্গের দল রে;
আসিলে নিশার কাল, কলানিধি তারা-জাল
আলোক দিবারে কর ঢালে অবিরল রে।
বনমাঝে নিরবধি এ বিভব মিলে যদি,
বাসনায় কেন তবে হইয়া বিকল রে,
সেবিবারে নরপতি ধাই সদা দ্রুতগতি,
স্বাধীন বিভব ত্যজি সেবায় কি ফল রে?

১১

বনেতে যাইলে হায়! জ্বালা যদি ঘুচে যায়,
বনে যেতে কেন তবে চিত মোর চায় না?
কেমনে যাইব বন? মুখে বলি যে বচন,
হৃদয়ে যে সেই সব স্থান কভু পায় না!
শিখে মানুষের মুখে নানা বুলি বলে শুকে,
অথচ যা' মুখে বলে, মনে তাহা যায় না;
আমরাও তথা হায়! সদাই শুকের প্রায়
মুখে বলি নানা বুলি—মন যাহা চায় না!

১২

শুনি সদা কুতূহলে সকলেই মুখে বলে—
"ভোগের বিষয় যত, ঘৃণিত তা হয় রে,
এত আদরের কায়, যতনে পুষিনু যা'য়,
ঘৃণিত তাহার তুল্য কিছুই না রয় রে।
আত্মীয়-স্বজন—আর পুত্র-মিত্র-পরিবার—
নিজের জীবন(ও) ছার চিরতরে নয় রে;
অসার সংসার-ধাম, বিষময় পরিণাম
সংসারে মজিয়া থাকা উচিত না হয় রে।"
মোদের এ বাক্যগুলি শুধুই মুখের বুলি!
পুণ্যবান্ বিনা কারো হৃদয়ে না রয় রে;
ত্যজিয়া ভোগের আশ কাননে করিতে বাস
তাই আমাদের চিত সদা ভীত হয় রে।

১৩

অথচ বুঝিনা হায়! কেন মন গৃহ চায়,
চির-স্থির সুখ যদি গৃহে নাহি পাই রে;
মেঘেতে চপলা যথা, গৃহ-ভোগ-সুখ তথা,
ক্ষণেক ঝলসি উঠে—ক্ষণে পুন নাই রে!
প্রতিক্ষণে চপলার অপগমে বারম্বার
দ্বিগুণ আঁধার বাড়ে—দেখে ভয় পাই রে;
মিলে যদি সুখ-লেশ, অপগমে বাড়ে ক্লেশ,
দ্বিগুণ দুখের তেজ দেখিতে ডরাই রে।
প্রাণেরে করিয়া পণ যোগাই যাহার মন,
সে নলিনী-নয়নার মন ত না পাই রে!
বিষময়ী ছলনায় হৃদয় জ্বালায় হায়!
সাপিনীই শুধু তার তুলনার ঠাঁই রে।
প্রীতিপাত্র পরিজনে প্রেম করি প্রাণপণে
যেই সুখ পাই, তার স্থিরতা ত নাই রে;
স্বীয় পরাক্রমে স্বৈরী শমন দারুণ বৈরী—
কখন কাহারে হরে, ঠিকানা না পাই রে।
দারুণ কুটিল রোগ দেহে দেয় কি দুর্ভোগ!
বিষয়ের ভোগে যদি মানস মজাই রে।
লক্ষ্মী সদা সুচঞ্চল, তাঁর তুল্য নাহি খল,
খলে সেবি কোনকালে কোন ফল নাই রে!
যার যত গৃহাবেশ, তার তত বাড়ে ক্লেশ,
গৃহ গৃহ করি তবে কেনবা বেড়াই রে?
যোগিজন প্রাণপণে পালয়ে যে পরিজনে,
পালিতে সে পরিজনে কেনবা না চাই রে?

১৪

যোগীর যে পরিবার, তুলনা কি দিব তার?
সুখের আগার বুঝি তাহাই ধরায় রে!
আছে তার পিতামাতা, আছেরে ভগিনী-ভ্রাতা,
গৃহিণী-তনয় সব সুখের মেলায় রে!
'ধৈর্য্য' হন পিতা তার, 'ক্ষমা' সে জননী আর,
'শান্তি' সে গৃহিণী—তার নিরত সেবায় রে;
'শম' 'দম' সহোদর সদা তার সহচর,
'সত্য' তার প্রিয় সুত—হৃদয়ে খেলায় রে!
সেবে তারে অনিবার সহোদরা 'দয়া' তার,
তুলনা মিলেনা যার গুণ-গরিমায় রে,
হেন পরিজন যার, কিসের ভাবনা তার?
কি জ্বালা জ্বালাতে তারে পারে এ ধরায় রে!
হেন পরিজনগণে পালয়ে যে প্রাণপণে,
জ্ঞানামৃত আনি তারা তাহারে পিয়ায় রে;
গৃহে বা তরুর তলে পালঙ্কে বা ভূমিতলে
অমরা-অতীত সুখে রাখয়ে তাহায় রে!
আমাদের পরিজনে পালি যদি প্রাণপণে,
বিধিমতে আমাদিগে তথাপি জ্বালায় রে।
বুঝি হেন মনে মনে, তবুত সে পরিজনে
ত্যজিবারে ক্ষণতরে বুদ্ধি না জুয়ায় রে!
আমি কার—কে আমার? মনে মনে এ বিচার
এখনো ক্ষণের তরে উঠিল না হায় রে!

১৫

রবি আসে রবি যায়, বল কবে ভাবি হায়!
পরমায়ু প্রতিদিন ক্ষীণ হয় তায় রে,
মোহে রহি অবিরত বহুল ব্যাপারে রত,
কোথা দিয়া কাল যায়, জানা নাহি যায় রে!
হেরেছি জনম-জরা হেরেছি অকালে মরা,
হৃদয়ে ত ভয় তবু ঠাঁই নাহি পায় রে;
ভেবে ব্যথা পাই প্রাণে, প্রমোদ-মদিরা-পানে
এহেন পাগল কেন হইনু ধরায় রে?

১৬

ব্যাধিতে বিধুর হায়! বিকল হইল কায়,
জরা ক্রমে দেহে আসি লইল আশ্রয় রে;
বল-বুদ্ধি আগেকার, বিপুল উদ্যম আর,
ক্রমে ক্রমে সমুদয় পাইল বিলয় রে।
পালিতে স্বজনগণ প্রাণ করেছিনু পণ,
সে পালন আমাহ'তে এখন না হয় রে!
যেই তত্ত্ব মানবের ভাবনীয় একালের,
সে তত্ত্ব এখনো হৃদে সমুদিত নয় রে!
বিষয়ে মজিলে হেন পরিণাম হয় রে!

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

আমিত্বের প্রসার।

বনী ও ভিক্ষু।

—০:০:০—

শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনি-বৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

এই শ্লোকে মহাকবি কালিদাস আর্য্য-জীবনের চতুর্ব্বিধ বিভাগের চতুর্ব্বিধ কর্ত্তব্য অতি সংক্ষেপে ও সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়; তদনন্তর আশ্রমোচিত নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক সাধন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। অনন্তর ভিক্ষু-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে হয়। এই প্রাচীন প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর স্থাপিত এবং আত্মপ্রসারের অনুকূল। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদিগের দেহ ও মনের

বহুবিধ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াও বিভিন্ন হইয়া থাকে। বাল্যের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে নূতন নূতন আকার ধারণ করে। যে সমুদয় বস্তু, কার্য্য বা চিন্তা এক অবস্থায় অতুল আনন্দের বা নিরতিশয় দুঃখের কারণ হয়, অবস্থান্তরে তাহাদের সে শক্তি থাকেনা। বালিকা তাহার পুত্তলী-পুত্র-কন্যার লালন পালনে কতই আনন্দ-বিহ্বলা, কিন্তু যুবতী তাহাতে পরিতৃপ্তা নহে,—তাহার যথার্থ পুত্রকন্যার প্রয়োজন। আত্মবিকাশের সহিত আত্মতৃপ্তিকর পদার্থনিচয়ের সীমা পরিবর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, বৃদ্ধা যৌবনাবস্থায় যে পুত্রকন্যারূপ পুত্তলী লইয়া মত্ত ছিলেন, হয়তো এখন আর তাহাতে মুগ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্তের সুখশান্তির জন্য অধিকতর নিত্য বস্তুর প্রয়োজন হইল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মানব এইরূপ আত্মবিকাশের সহিত অনিত্য পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক অধিকতর নিত্যান্বেষণে নিরত থাকিয়া চিরনিত্যাভিমুখে অগ্রসর হয়। মনের প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত না হইলে, উহার ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। তত্ত্বজ্ঞ দূরদর্শী ঋষিগণ, বিশ্ব-কল্যাণব্রত-সাধনোদ্দেশে মানবজীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ক্রম-বিকাশোপযোগী কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে জ্ঞানের যে অর্জ্জন হয়, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ-আশ্রমে তাহার উন্নতি,—পরিণতি এবং ভিক্ষাশ্রমে তাহার পূর্ণ পরিণতি সাধন করিতে হয়। মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি; আত্মার প্রসার বা বিকাশের পূর্ণতার সহিত মুক্তির কোনও প্রভেদ নাই। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একত্বের উপলব্ধি না হয়, সমগ্র সংসার যে পর্য্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব শোক-মোহ পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি উপ্রভোগে অধিকারী হয় না। আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান নষ্ট হইলে, সর্ব্বত্র একত্বের উপলব্ধি হইলে, শোক-মোহের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? একত্বের উপলব্ধিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান এবং এই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। জগতে সকলেই সুখের জন্য লালায়িত; কিন্তু যে সুখ দুঃখ-বিমিশ্রিত, সে সুখ সুখই নহে। যদি দুঃখবিবর্জ্জিত বা দুঃখ-নিরপেক্ষ কোন সুখ থাকে, সেই সুখই যথার্থ সুখ বা শান্তি; সুদুর্লভ হইলেও তাহা লাভ করিতে কে না প্রয়াসী? চিন্তা করিয়া দেখিলে, কোন সসীম বস্তুতে সুখ নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সীমায় উপনীত হইলেই অনন্ত-বিকাশ-শীল মানবাত্মা যেন কৃতাঞ্জলি হইয়া অসীম-সকাশে ক্ষুব্ধচিত্তে—সকরুণ স্বরে—সতৃষ্ণনয়নে অসীমত্ব-পরিণতি প্রার্থনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হয়। যখন মানবাত্মা সসীম প্রদেশ হইতে সসীম-প্রদেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া, অসীম সাম্রাজ্যে অসীমাত্মার প্রসাদে অসীমত্ব অধিকার করে, তখনই সে যথার্থ সুখ বা শান্তি সম্ভোগ করে! সসীম প্রদেশেই অনায়ত্ত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনা এবং আয়ত্ত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কা রহিয়াছে এবং তদ্ধেতু নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অসীম সাম্রাজ্যে অপ্রাপ্ত কিছুই নাই এবং প্রাপ্ত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কাও নাই; সুতরাং সেই স্থলেই চিরসুখ ও চিরশান্তি বিরাজ করে।

ব্রহ্মচারীর কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ; আত্মোন্নতি সাধনই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য; বিদ্যালয় বা গুরুগৃহই তাহার তাবদ্বিশ্ব। এই সংকীর্ণ রঙ্গমঞ্চে তাহার জীবনের প্রথম অংশ অভিনীত হইবার ব্যবস্থা। এস্থানে তিনি সম্পূর্ণ পরাধীন; যাহা কিছু করিতে হইবে, গুরুর অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। বিনা তর্কে গুরুর উপদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। প্রথমে মৃদু—ক্রমে কঠোর সংযম দ্বারা শরীর ও মনকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইবে। জীবনের দ্বিতীয় বিভাগের তাবৎ কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য ব্রহ্মচারীর দেহ-মন যেরূপ সংগঠিত করা আবশ্যক, সেইরূপ সংগঠিত করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ তাহাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার দিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহস্থের যে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইবে, সে স্থলে যে কত শত অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তাহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, কত শত প্রলোভনকে পদতলে দলিত করিতে হইবে, কত শত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সাধুদিগের সেবার জন্য, দুষ্কৃতদিগের সংস্কারের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও অধর্ম্ম-বিনাশের জন্য তাহাকে যে কত শত বার মহা মহা বিপদে পতিত হইতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া, শিষ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রাজ্ঞ ও সুদূরদর্শী গুরু তাহাকে ধর্ম্ম-বর্ম্মে আচ্ছাদিত ও কর্ম্ম-বীরোপযোগী নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, শতশত্রু-সংক্ষোভিত সংসার-সমরাঙ্গণে প্রেরণ করিতেন। ব্রহ্মচারী সংকীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া এখন বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার আমিত্বেরও প্রসার হইতে লাগিল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দুঃখী, রোগী, বিকলাঙ্গ, ইত্যাদি বহু পোষ্য-পরিবেষ্টিত গৃহস্থের আমিত্ব দিন দিন প্রসারিত হইতে লাগিল। অসংখ্য কর্ত্তব্য আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য তিনি মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, দেহের কোন এক অঙ্গের অমঙ্গল হইলে, তাবৎ অঙ্গ অমঙ্গলগ্রস্ত হয়, মনের কোন এক বৃত্তি বিকৃত হইলে, তাবদ্বৃত্তিই তৎসংক্রামকতায় অল্পাধিক বিকৃত হয়; পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তির অকল্যাণ হইলে, তাবৎ পরিবারের সাধারণ অকল্যাণ হয়; কোন এক পরিবারের অকল্যাণ হইলে, সমগ্র সমাজ অভ্যুদয়-বিচ্যুত হয় এবং সমাজ-বিশেষের অমঙ্গল সমগ্র মানব-সমাজকে অমঙ্গলভাগী করে; তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, মানব-জীবন বিশ্বজীবনেরই একাংশ মাত্র এবং বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সকলের মঙ্গলের সহিত মানবজাতির মঙ্গল অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, কি সজীব, কি নির্জ্জীব, তাবদ্বিশ্বই মানবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের যতই পরিপাক হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত এক সূত্রে গ্রথিত দেখিতে লাগিলেন; ততই তিনি সর্ব্বত্র একত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! যদ্রূপ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমা-রজনীতে

ক্ষণ-প্রভা ক্ষণকালমাত্র অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পরক্ষণেই অসীম আকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব-বিরোধিনী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জীবের চিত্তে অদ্বৈত-বিবেক ক্ষণকালের জন্য উদিত হইয়া, তাহার মোহ বিনাশ করিয়া, পরক্ষণেই হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়! কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারের সহিত আমিত্বের প্রসার হয় বটে, কিন্তু মানবের হৃদয় হইতে "আমার" "আমার" ভাব একেবারে যায় না। মানুষ যতই কর্ত্তব্যপরায়ণ হউক, মানুষ যতই দ্বৈতকে নিম্ন প্রদেশে রাখিয়া, তদুপরে অদ্বৈতকে স্থাপিত করার চেষ্টা করুক, অদ্বৈত ভেদ করিয়া দ্বৈত স্বীয় মস্তকোত্তলন করে! আমিত্বের প্রসারের মধ্যে আমিত্বের সঙ্কোচ আসিয়া দেখা দেয়; স্বার্থশূন্যতা "আমির" নিকট পরাজিত হয়। "আমি" যে অমঙ্গলের মূল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু "আমি"কে এড়াইতে পারিতেছি না। যাহা করিতে চাই, যাহা ভাবিতে যাই, যাহা বলিতে যাই, তাহারই মধ্যে "আমি" আসিয়া যুটে! সোনা যে মাটী, মাটী যে সোনা, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তাহা বুঝিয়া কাজ করিতে পারি কৈ? আমার পুত্রে, তোমার পুত্রে যে ভেদ নাই, তাহা বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু তাহা বুঝিয়া এই সংসারে থাকিয়া কায করিতে পারি কৈ? এক পক্ষে সংসার যেরূপ অদ্বৈতের উপলব্ধি করায়, অপর পক্ষে সংসার সেইরূপ উহার প্রতিবন্ধকতাও জন্মায়। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া "আমি কে" যেরূপ জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখি, তদ্রূপ একেবারে ঐ "আমিকে" পরিত্যাগ করিতে পারি না। কার্য্যক্ষেত্রে থাকিতে গেলেই "আমার দেহ" "আমার গৃহ" "আমার পুত্র" "আমার প্রজা" "আমার ধর্ম্ম" "আমার কর্ম্ম" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই "আমার" "আমার" আসিয়া পড়ে। "আমি"কে সর্ব্বত্র প্রসারিত করা চাই; কিন্তু উহা যতই প্রসারিত কর, "আমাতে" "আমি" রাখিয়া দিলে, সে আবার সকলই "আমার" "আমার" করিয়া ফেলে! এই "আমার" টুকু নষ্ট করিবার জন্যই বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-আশ্রমের প্রয়োজন। গৃহস্থাশ্রমে "আমার গৃহও আমার গৃহ এবং সকলের গৃহও আমার গৃহ," এই সাধনায় কিন্তু, "আমার গৃহ" "আমার গৃহ" বোধ রূপ দ্বৈত ভাব টুকু থাকাতে, অনেক সময় "সকলের গৃহ আমার গৃহ" এই অদ্বৈত ভাব টুকুর সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। প্রকৃষ্ট গৃহস্থ-জীবন এই দ্বৈতাদ্বৈত-ভাব-বিমিশ্রিত; কিন্তু অনেক সময়ে দ্বৈতভাব অদ্বৈত ভাবকে স্ফূরিত হইতে দেয় না। এই জন্য, কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের পারিপাক সাধিত হইয়া যখন অদ্বৈত ভাব ক্ষণপ্রভার ন্যায় হৃদয়াভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে সমুদিত হইতে লাগিল, তখনই ঐ ভাবকে কিসে স্থায়ী করা যায়, গৃহস্থ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, 'আমার গৃহ' এই দ্বৈত ভাব "সকলের গৃহ আমার গৃহ," এই অদ্বৈত ভাবের বিরোধী; অতএব, "আমার আর গৃহ থাকিবে না। গৃহ-সংক্রান্ত "আমার" বলিতে আমার স্বতন্ত্র আর কিছুই থাকিবে না—সকলের গৃহাদিই আমার গৃহাদি হইবে। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন আমার শিথিল হইতে চলিল, আমার কেশ পলিত, দন্ত-স্খলিত ও চর্ম্ম লোল হইল, কিন্তু বিশ্বকে আমার করিতে পারিলাম কৈ? এই সংসারই আমাকে আনিত্বের প্রসারাভিমুখে অনেক দূর অনিয়াছে; ইহা দ্বারা যতদূর হইতে পারে, তাহা হইল; ইহার শক্তি শেষ হইয়াছে। ক্ষণপ্রভার ন্যায় যে অদ্বৈত-বিবেক আমার হৃদয়ে কখন কখন উদিত হয়, এই সংসারে আরও থাকিলে, বুঝি তাহাও আর উদিত হইবে না। অতএব আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-প্রবেশ করিব। "আমার" বলিতে আমার আর কিছুই রাখিব না, অথবা সমগ্র বিশ্বই আমার করিব। দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন পরমর্ষিগণ এই সমুদয় জানিতে পারিয়াই আমার এই বয়সে অরণ্যাশ্রয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। (১)

বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেই বনী জগতে 'আমার' বলিতে কিছুই রাখিবেন না। বিষয়-সম্পত্তি সমুদই পরিত্যাগ করিবেন; স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন সকলের সহিতই পার্থিব সম্বন্ধ পরিবর্জ্জন করিবেন; তবে স্বীয় ভার্য্যা যদি বানপ্রস্থ-আশ্রমের উপযোগিনী-সন্ন্যাস-সহধর্ম্মিণী হন, তবে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতে পারেন। তিনি জনপদের বিলাস বিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিভৃত নির্জনে বাস করিবেন; সর্ব্বদা বিশ্বের মঙ্গল-চিন্তায় নিরত থাকিবেন; সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবেন, উপনিষদাদি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাঠে নিরত থাকিবেন এবং পরব্রহ্মের পরম চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন।

(১) গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈবচাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।
মনুঃ।

গৃহস্থ যখন ত্বকের শৈথিল্য এবং কেশের পক্কতা বা, পুত্রের পুত্র দর্শন করিবেন, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেন।

স্বাধ্যায়েনিত্যযুক্তঃ স্যাদ্
দান্তোমৈত্রঃ-সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা
সর্ব্বভূতানু-কম্পকঃ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত
দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদী-
রাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ।
মনুঃ।

তিনি সর্ব্বদা বেদাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিবেন; শীতাতপাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সকলের উপকারক, সংযতমনা, দাতা, অপ্রতিগ্রাহী এবং সর্ব্বভূতে কৃপালু হইবেন।

এইরূপ এবং অন্যরূপ আচরণ করিবেন এবং বনবাসী বিপ্র পরব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ ঔপনিষদী শ্রুতি পাঠ করিবেন।

সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা-বিমুক্ত হইয়া, বনী জ্ঞানালোচনায় নিরত থাকিতেন এবং মানবসমাজের নানাবিধ মঙ্গলকর কার্য্যে স্বীয় কর্ম্ম-বিশোধিত পরিপক্ক জ্ঞান নিয়োজিত করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলে, কার্য্যক্ষেত্রোচিত উত্তেজনা অনেক সময়ে প্রকৃষ্ট বিবেক-বিকাশের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎদূর হইতে সেই সমুদয় কার্য্যকলাপ চিন্তা করিলে, অনেকসময় আমরা সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াও কত অমঙ্গল জনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। সুতরাং স্থূলতঃ দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়, কর্ম্মান্ধ গৃহস্থকে বিপথ হইতে রক্ষা করার জন্য কর্ম্ম-পরীক্ষিত বনীর অরঞ্জিত ও বিশুদ্ধ

জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জন্যই আর্য্যঋষিগণ জগতের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বানপ্রস্থাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জীবনের তৃতীয়াংশে, এইরূপে দেহ মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখিয়া, সর্ব্বভূতে হিংসা-বিবর্জ্জিত হইয়া, জ্ঞানালোচনা এবং জ্ঞান-বিতরণ দ্বারা জগতের মঙ্গল সংসাধন করিয়া, বনী লোকালয়ের নিকট—অথচ কোন নির্দ্দিষ্ট নিভৃত স্থানে জীবন যাপন পূর্ব্বক জীবনের চতুর্থাংশে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিবেন। একস্থানে বাস-স্থান জন্য যে একটু মমতা থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি এই চতুর্থ আশ্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবেন না এবং জগতের চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন।

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্নজহাতি ন হীয়তে॥
মনুঃ, ৬।৪২

মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তিনি একাকী সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিবেন। যিনি ত্যাগ করিবার ও ত্যক্ত হইবার জন্য দুঃখানুভব না করেন, তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽশংকুসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ॥
মনুঃ, ৬।৪৩

অগ্নি এবং গৃহবিবর্জ্জিত হইয়া তিনি আহারের জন্য গ্রামে যাইতে পারেন; তিনি সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হইবেন, স্থিরমতি থাকিবেন এবং ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া মুনিভাব অবলম্বন করিবেন।

এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তোহি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥
মনুঃ, ৬।৫৫

তিনি দিনের মধ্যে একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন; অধিক ভিক্ষা প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র হইবেন না। যিনি অতি ভিক্ষাতে আসক্ত, তিনি বিষয়েও আসক্ত হইবেন।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥
মনুঃ, ৬।৪৫

তিনি মরণেরও কামনা করিবেন না, জীবনেরও কামনা করিবেন না। ভৃত্য যেমন নির্দ্দিষ্ট বেতনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ তাঁহার কালের প্রতীক্ষা করিবেন।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
মনুঃ, ৬।৪৬

ভিক্ষু জীবহিংসা পরিত্যাগ জন্য দৃষ্টি পূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করিবেন, সত্যপূত বাক্য বলিবেন এবং মন বিশুদ্ধ রাখিয়া সমস্ত আচরণ করিবেন।

অতি বাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।
মনুঃ, ৬।৪৭

কেহ রূঢ় ভাষা বলিলে, তাহা তিনি সহ্য করিবেন; কাহারও অপমান করিবেন না। এই নশ্বর দেহের জন্য তিনি কাহারও বৈরী হইবেন না।

ক্রুদ্ধস্তং ন প্রতিক্রুদ্ধেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণা চ ন বাচমনৃতং বদেৎ॥ ৬।৪৮

তাঁহার উপর কেহ ক্রুদ্ধ হইলেও তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না; কেহ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেও তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সপ্তদ্বার-বিকীর্ণ বাক্য বৃথায় বলিবেন না। চক্ষুরাদি পঞ্চ বাহ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দুই অন্তঃকরণেন্দ্রিয়, এই সপ্ত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক কোন বাক্য বলিবেন না; কেবল ব্রহ্ম বিষয়ক বাক্য বলিবেন।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥
মনুঃ, ৬।৪৯॥

আত্মানন্দ হইয়া এবং যোগাসন গ্রহণ করিয়া, অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ এবং বিষয়-বিলাস-বিরহিত হইয়া, আত্মাকে একমাত্র সহায় করিয়া, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তিনি এই সংসারে বাস করিবেন।

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সংগান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে॥
মনুঃ ।৬।৮১

যিনি এই প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থসমূহের অনুভূতি-বিমুক্ত—অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিতে সুখ-দুঃখাদি-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপে হিন্দু নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সংকল্প-বর্জ্জিত হইয়া, পরব্রহ্মে লীন হইবেন। হে মানব! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার চাও, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সংযম-সাধন-তপস্যা দ্বারা দেহেন্দ্রিয়মন পরিশুদ্ধ করিয়া, গৃহস্থাশ্রমে নানাবিধ কর্ত্তব্য প্রতিপালনানন্তর বানপ্রস্থাশ্রমে স্বীয় জ্ঞানের পরিপক্কতাসাধন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কর; তাহাহইলে তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, আমিত্বের প্রসার সংসাধন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে লীন হইয়া চিরাদ্বৈতানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

হিন্দু ও আর্য্য।

হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে "হিন্দু" শব্দ স্থানে "আর্য্য" শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। "হিন্দু" শব্দের ব্যবহারে তাঁহাদিগের আপত্তি এই যে—"হিন্দু" শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কখনও "হিন্দু" নামে অভিহিত করেন নাই; "হিন্দু" শব্দ সংস্কৃত শব্দ নহে; ভাষান্তরে "হিন্দু" শব্দ কদর্থ-ব্যঞ্জক, ইত্যাদি। এ কথা সত্য যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে "হিন্দু" শব্দ কোথাও দেখা যায় না এবং প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কুত্রাপি "হিন্দু" নামে অভিহিত করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে এবং তাঁহাদিগের দেশকে "আর্য্যাবর্ত্ত" নামে অভিহিত করিতেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, হিন্দুদিগের ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একই বংশ সম্ভূত; পারসীকেরাও আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে অভিহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের দেশের নাম "ইরাণ" বা "আর্য্যস্থান" ছিল। প্রাচীন পারস্য ভাষায় "হপ্ত হেন্দু" কথা

পাওয়া যায়। এই "হপ্ত হেন্দু" বেদোক্ত "সপ্তসিন্ধু" ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। প্রাচীন পারসীকেরা "দন্ত্য স" উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এইজন্য তাঁহারা "সোম" স্থলে "হোম" "সিন্ধু" স্থলে "হেন্দু", বা হিন্দু, সপ্ত স্থানে "হপ্ত", "স্বর্" (স্বর্গ) স্থলে "হ্বর্" "স্ব" (নিজ) স্থলে "হ্ব" এবং "সা" (তিনি) স্থলে "হা" বলিতেন এবং এই কারণ বশতই তাঁহারা "সপ্ত সিন্ধু" স্থলে "হপ্ত হিন্দু" শব্দ ব্যবহার করিতেন। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া প্রথমে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী স্থানে বাস করেন; তৎপরে ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন। আমাদিগের ভাষায় দিক্‌সমূহের যে নাম প্রদত্ত হইয়াছে, সেই নামগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই, আর্য্যেরা যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। "পশ্চিম" শব্দের অর্থ "পশ্চাৎ," "পূর্ব্ব" শব্দের অর্থ "সম্মুখ" এবং "দক্ষিণ" শব্দের অর্থ "ডাহিন"; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলে, তাহার "ডাহিন" ভাগে যে দিক্ থাকে, তাহাই দক্ষিণ। এই সমুদয় দিক্ ব্যতীত যে দিক্ থাকিল, তাহা "ইতর" দিক্ এবং ভারতবর্ষে এই "ইতর" দিকে অবস্থিত ভূমি অন্যান্য দিকের ভূমি অপেক্ষা "উচ্চ" বা "ঊর্দ্ধতর" হওয়ায়, ঐ দিক্ "উত্তর" নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে আর্য্যদিগের মধ্যে সাতটী নদী বিখ্যাত হইয়া উঠে। ঐ সাতটী নদী যে কোন্ কোন্ নদী, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৭৫ সূক্তে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু বা সুষমা, পরুষ্ণি বা ইরাবতী, (রাবি), আর্জীকীয়া বা বিপাশা, বিতস্তা, মরুদ্বৃতা, শতদ্রু ও অসিক্নী, এই দশটী নদীর নাম পাওয়া যায়; সপ্তসিন্ধু ঐ দশটী নদীর মধ্যে কোন সাতটী হইবে। সপ্তসংখ্যা ঠিক রাখিয়া আমরা আজিও জলশুদ্ধি-মন্ত্রে সপ্ত নদীর নাম উল্লেখ করিয়া থাকি; ঐ মন্ত্রে উল্লিখিত নদীগুলির মধ্যে "নর্ম্মদা," "গোদাবরী" এবং "কাবেরী"র নাম ঋগ্বেদোক্ত দশটী নদীর নামের মধ্যে পাওয়া যায় না; কেবল গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয়, আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হইলে পর, ঐ তিনটী নদীর নাম উক্ত মন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। যাহা-হউক, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশার্থ "সপ্তসিন্ধু" শব্দই অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং "ভেন্দিদাদ" নামক প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান "হপ্তহেন্দু" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পারসীকগণের "হেন্দ্" ইংরেজাদি পাশ্চাত্য জাতি সমূহের "ইণ্ডিয়া" হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জাতীয়েরা এখন আমাদিগকে "ইণ্ডিয়ান" নামেই অভিহিত করেন। অনেক সময়ে, বিদেশীয়েরা আমাদিগকে "নেটীভ্" বলিলে, আমরা তাহাতে অবমানিত বোধ করি, এবং "ইণ্ডিয়ান্" নামে অভিহিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করি।

"হপ্ত হিন্দ্"র "হপ্ত" পরিত্যাগ করিলে "হিন্দু" থাকে এবং প্রাচীন পারসীকেরা আমাদিগকে "হিন্দূ" বলিয়াই অভিহিত করিতেন। তাঁহাদিগের অনুকরণে, অন্যান্য বিদেশীয় জাতিরাও আমাদিগকে "হেন্দু" বা 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আমরাও আমাদিগকে "হিন্দু" নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। পারসীক ভাষায় "হিন্দু" শব্দের কোন দোষাবহ কদর্থ নাই। তবে যদি একটী জাতির বর্ণনা করিবার সময়ে, সেই জাতির কতকগুলি দোষের উল্লেখ করা হয়, তাহাতে সেই জাতির নামের কোন কদর্থ প্রকাশ পায় না। মেকলে সাহেব বাঙ্গালীজাতির নানাবিধ নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে "বাঙ্গালী" নাম দূষিত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের পরে, পারস্যভাষায় কোন গ্রন্থে, যদি হিন্দুদিগের প্রতি কটূক্তি বা নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদ্বারা "হিন্দু" শব্দ দূষিত হইতে পারেনা। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল "কন্‌সারভেটিভ্" এবং উন্নতিশীল "লিবারেল," এই দুই সম্প্রদায়ের নাম পূর্ব্বে যথাক্রমে "টোরী" ও "হুইগ্" ছিল এবং এখনও ঐ দুই শব্দে তাঁহাদিগকে অভিহিত করা হয়। "টোরী" ও "হুইগ্" এই দুই শব্দই প্রথমে কদর্থব্যঞ্জক ছিল; কিন্তু এই দুই শব্দ স্ব স্ব ধাত্বর্থ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ইংলণ্ডের দুই প্রধান রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সূচনা করে। সুতরাং আদিতে শব্দ কদর্থ-সূচক হইলেও পরে সদর্থ-সূচক হইতে পারে। যে "আর্য্য" শব্দদ্বারা এক্ষণে আমরা সম্মানিত মনে করি, এই "আর্য্য" শব্দের ধাত্বর্থ "কৃষিব্যবসায়ী" বা "কৃষক"; কিন্তু কালে এই আর্য্য শব্দ "মাননীয়," "পূজ্য", "সদ্বংশজাত" ইত্যাদি বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং শব্দের প্রাচীন অর্থ যাহাই হউক না কেন, তাহার বর্ত্তমান অর্থ মন্দ না হইলেই হইল। বিশেষতঃ ভাষায় শব্দের ব্যবহার ভাবার্থেরই অনুযায়ী—ব্যুৎপত্ত্যর্থের নহে।

"হিন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে উহা "আর্য্য" শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে কোন প্রকার কদর্থ নাই। "হিন্দু" শব্দ এক্ষণে যত অধিক প্রচলিত, "আর্য্য" শব্দ তত নহে। বর্ত্তমান সময়ে, ২৫।৩০ কোটী হিন্দুর মধ্যে সকলেই "হিন্দু" শব্দ জানে এবং "হিন্দু" নামে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে। কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র "আর্য্য" শব্দ ব্যবহার করেন। "হিন্দু" শব্দের ধাত্বর্থ দোষমূলক, তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করিলেও, আমরা কি এক্ষণে ঐ "হিন্দু" শব্দ ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারি? কি উত্তর ভারতবর্ষ, কি দক্ষিণ ভারতবর্ষ, উভয়ত্রই "হিন্দু" শব্দ প্রচলিত এবং ভারতবর্ষের তাবত্ ভাষাতেই "হিন্দু" শব্দ গৃহীত হইয়াছে। বিচার-আদালতে, দলিলাদিতে, জাতি-পরিচয় ও ধর্ম্মপরিচয়-প্রদান-স্থলে, সর্ব্বত্রই আমরা "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছি। অতএব এক্ষণে "হিন্দু" শব্দ পরিত্যাগ করিবার আর উপায় নাই—প্রয়োজনও নাই। উহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

"আর্য্য" শব্দে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকিলেও, দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম "আর্য্যসমাজ" রাখায়, উহার এক সাম্প্রদায়িক ভাব উপস্থিত হইয়াছে; কারণ স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত উক্ত "আর্য্য-সমাজ" হিন্দুশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল বেদেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং বেদের সহিত অবিরোধী হইলেও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকার স্বীকার করেন না। "তোমার কোন্ ধর্ম্ম?" জিজ্ঞাসিত হইলে, যদি কেহ "আর্য্যধর্ম্ম" উল্লেখ করেন, তাহাহইলে এখন তিনি দয়ানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, "আর্য্য" শব্দ দ্বারা এক্ষণে ভারতবর্ষেতরদেশীয়

অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করেন। একোহশ্বঃ এক এবাশ্বঃ অশনো ব্যাপনঃ সর্ব্বভূতানাম্। সপ্তনামা—সপ্তরশ্মি বা সপ্ত সংখ্যক স্তুতি "সপ্তৈনমৃষয়ঃ স্তুবন্তি" ত্রিনাভিচক্রম্ কালচক্রম্ (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত।)

বঙ্গার্থ— অন্তরীক্ষচারী আদিত্যকে সপ্তরশ্মি রূপ সপ্তঅশ্ব বহন করিতেছে। ঐ রশ্মি এক হইলেও উহাদের সপ্তনাম। কালচক্রের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, বা গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত, এই তিনটি নাভি। বিশ্বভুবন এই কালচক্র আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

(৩)

ইমংরথমধিযেসপ্ততস্থুঃ
সপ্ত চক্রং সপ্তবহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভিসংনবন্তে
যত্র গবাং নিহিতা সপ্তনাম॥

পদপাঠঃ— ইমম্। রথম্। অধি। যে। সপ্ত। তস্থুঃ। সপ্ত চক্রম্। সপ্ত। বহন্তি। অশ্বাঃ। সপ্ত। স্বসার। অভি। সম্। নবন্তে। যত্র। গবাম্। নিহিতা। সপ্ত। নাম।

ব্যাখ্যা—ইমং—উক্ত আদিত্যকে। রথং—মণ্ডলাখ্য বা সংবৎসরাখ্য রথে। যে সপ্ত অধিতস্থুঃ—যে সপ্ত রশ্মি বা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবস, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, এই সপ্তাবয়ব অধিষ্ঠান করে, সপ্ত চক্রং—রথ কি রূপ? সপ্তচক্র। তে সপ্ত বহন্তি অশ্বাঃ—সপ্ত অশ্ব বহন করে; সপ্ত স্বসার অভি-সংবনন্তি—সপ্ত ভগিনী এই রথাভিমুখে আগমন করেন—অর্থাৎ সপ্তরশ্মি—বা সপ্ত ঋতু (বারমাসে বৎসর হয়, কিন্তু প্রাচীন কালে ৩৬০দিনে বৎসর ধরায়, সময়ে সময়ে ১৩মাসেও বৎসর হইত; বার মাসের ছয় ঋতু এবং ত্রয়োদশ মাসাত্মক আর এক ঋতু) যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম, যে স্থানে সপ্তস্বরবিশিষ্ট সামগান নিহিত আছে।

বঙ্গার্থ— যে সপ্তঅশ্ব—অর্থাৎ রশ্মি—বা অয়ন, ঋতু-মাসাদি কালের সপ্তাবয়ব, সপ্তচক্ররথে অধিষ্ঠান করে, তাহারাই উহা বহন করে। সপ্তরশ্মি বা সপ্তঋতু সপ্তভগিনীর ন্যায় এই রথাভিমুখে আগমন করে এবং ইহাতে সপ্তস্বর নিহিত আছে।

(৪)

কো দদর্শ প্রথমং জায়মান-
মস্থন্বন্তং যদনস্থাবিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরসৃক্কাত্মা ক্বস্বিৎ-
কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥

পদ পাঠঃ— কঃ। দদর্শ। প্রথমম্। জায়মানম্। অস্থন্বন্তম্। যৎ। অনস্থা। বিভর্ত্তি। ভূম্যাঃ। অসুঃ। অসৃক্। আত্মা। ক্ব। স্বিৎ। কঃ। বিদ্বাংসম্। উপ। গাৎ। প্রষ্টুম্। এতৎ।

ব্যাখ্যা— কঃ দদর্শ প্রথমং জায়মানং—প্রথম-জায়মানকে কে দেখিয়াছিল? অর্থাৎ যখন জগৎ-প্রপঞ্চ ছিলনা এবং ব্রহ্ম মায়াশক্তি দ্বারা যখন প্রথম সৃষ্টি করেন, তখন উহা কে দেখিয়াছিল,—অর্থাৎ কেহ দেখে নাই। অস্থন্বন্তম্—অস্থিমন্তম্-শরীরং উপলক্ষণমেতৎ; অস্থিযুক্ত—অর্থাৎ দেহযুক্ত অবস্থা—অস্থিরহিতা—অর্থাৎ আদ্যাশক্তি

মায়া। বিভর্ত্তি—ধারণ করে। সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়া ব্রহ্মে অব্যক্ত ভাবে থাকে, সৃষ্টির সময়ই মায়া ব্যক্তভাব ধারণ করে। অব্যাকৃতা মায়া যখন শরীর ধারণ করিয়াছিল—অর্থাৎ ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূম্যাঃ—ভূমি হইতে—অর্থাৎ জড়জগৎ হইতে। অসুঃ—প্রাণ, অসৃক্—শোণিত। আত্মা ক্বস্বিৎ—আত্মা কোথা হইতে? কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ—ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে বিদ্বান বা জ্ঞানবানের নিকট যাইবে?

বঙ্গার্থ—প্রথমজায়মানকে কে দেখিয়াছিল? অব্যাকৃতা মায়া যখন ব্যক্তভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা কে দেখিয়াছিল? ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত হয়, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে আইসে? বিদ্বানের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে যাইবে?

বেদান্তদর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শারীরক ভাষ্যারম্ভ।

—০:০:০—

যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয় গোচরয়ো র্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌতদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতর ভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মত্ প্রত্যয় গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মত্ প্রত্যয় গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাস-স্তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং। ১।

পদ পাঠঃ। যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয়গোচরয়োঃ। বিষয় বিষয়িণোঃ। তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধ-স্বভাবয়োঃ। ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ। সিদ্ধায়াং। তদ্ধর্ম্মাণাং। অপি। সুতরাং। ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ। ইতি। অতঃ। অস্মত্ প্রত্যয়গোচরে। বিষয়িণি। চিদাত্মকে। যুষ্মত্প্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য। তদ্ধর্ম্মাণাং। চ। অধ্যাসঃ। তদ্বিপর্য্যয়েণ। বিষয়িণ। তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ। অধ্যাসো মিথ্যা। ইতি। ভবিতুং। যুক্তং। ১।

প্রত্যেক পদের অর্থ। যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয় গোচরয়োঃ—'যুষ্মদ্' অর্থাৎ 'ইদং' জ্ঞানের, 'অস্মদ্' অর্থাৎ—অহংজ্ঞানের বিষয়। বিষয়বিষয়িণোঃ—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধ স্বভাবয়োঃ—অন্ধকার ও আলোকের সদৃশ বিরুদ্ধাবস্থাপন্ন পদার্থ-দ্বয়ের। ইতরেতর ভাবানুপপত্তৌ—তাদাত্ম্যাধ্যাসের অযৌক্তিকতা। সিদ্ধায়াং—নিশ্চিত হইলে। তদ্ধর্ম্মাণাং—তদ্গত—অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের। অপি—ও। সুতরাং—কাযেকাযেই। ইতরেতর ভাবানুপপত্তিঃ—তাদাত্ম্যাধ্যাস অযৌক্তিক। ইতি—এই। অতঃ—হেতুক। অস্মত্-প্রত্যয়-গোচরে অহংজ্ঞানের বিষয়। বিষয়িণি-জ্ঞাতা। চিদাত্মকে—জ্ঞানস্বরূপে। যুষ্মত্ প্রত্যয় গোচরস্য—ইদংকারাস্পদ। বিষয়স্য—জ্ঞেয়ের। তদ্ধর্ম্মাণাং—তদ্গত—অর্থাৎ জ্ঞেয়-গত ধর্ম্ম সমূহের। চ—ও। অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। তদ্বিপর্য্যয়েণ—তাহার বিপরীতরূপে। বিষয়িণঃ—জ্ঞাতার। তদ্ধর্ম্মাণাং—জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের। চ—ও। বিষয়ে—জ্ঞেয়পদার্থে। অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। মিথ্যা ভ্রমবশতঃ। ইতি—ইহা। ভবিতুং—হওয়াই। যুক্তং—সঙ্গত। ১।

ভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ।

'যুষ্মদ' অর্থাৎ 'ইদং' বা 'এই' জ্ঞানের বিষয় এবং 'অস্মদ্' বা 'আমি' এই জ্ঞানের

বিষয় অন্ধকার ও আলোক সদৃশ বিসদৃশ স্বভাবাপন্ন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ পদার্থ-দ্বয়ের তাদাত্ম্যারোপের অযৌক্তিকতা প্রসিদ্ধই আছে; সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ-গত ধর্ম্ম সমূহের তাদাত্ম্যারোপও অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অহং-প্রত্যয়াস্পদ জ্ঞান-স্বভাব আত্মাতে ইদং-প্রত্যয়াস্পদ জড়-স্বভাব বিষয়ের ও বিষয়াশ্রিত ধর্ম্ম সমূহের অধ্যাস বা তাদাত্ম্যারোপ এবং ইহার বিপর্য্যয়রূপে—অর্থাৎ জড়স্বভাব-জ্ঞেয় পদার্থে চিৎস্বভাব জ্ঞাতা বা আত্মার এবং জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের তাদাত্ম্যারোপ মিথ্যা হওয়াই উপযুক্ত। ।১।

তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্ন ন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্য ধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরা বিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়ো ধর্ম্ম ধর্ম্মিনো মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতিনৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। শাং ভাং। ২।

পদপাঠঃ। তথা। অপি। অন্যোন্য স্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাং। অন্যোন্যধর্ম্মান্। চ। অধ্যস্য। ইতরেতরাবিবেকেন। অত্যন্ত-বিবিক্তয়োঃ। ধর্ম্মধর্ম্মিনোঃ। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ। সত্যানৃতে। মিথুনীকৃত্য। অহং। ইদং। মম। ইদং। ইতি। নৈসর্গিকঃ। অয়ং। লোকব্যবহারঃ। ২।

প্রত্যেক পদের অর্থ। তথা—তাহা হইলে। অপি—ও। অন্যোন্যস্মিন্—পরস্পরে—অর্থাৎ চিৎ ও জড়, এই উভয়েতে। অন্যোন্যাত্মকতাং—পরস্পরের স্বরূপকে—অর্থাৎ চিৎস্বভাব জড়েতে, জড়স্বভাব চিতেতে। অন্যোন্য ধর্ম্মান্—পরস্পরগত ধর্ম্মসমূহকে—অর্থাৎ চিতেতে জড়গত ধর্ম্মসমূহকে এবং জড়েতে চিদ্‌গত ধর্ম্ম-সমূহকে। চ—এবং। অধ্যস্য—আরোপ করিয়া। ইতরেতরাবিবেকেন—পরস্পরেতে পরস্পরের তাদাত্ম্যজ্ঞান বশতঃ—অর্থাৎ চিৎ হইতে জড়ের ও জড় হইতে চিতের অবিবেক-নিবন্ধন। অত্যন্ত বিবিক্তয়োঃ—অতিশয় পৃথগ্‌ভূত পদার্থ-দ্বয়ের। ধর্ম্মধর্ম্মিনোঃ—চিদ্‌গত ও জড়গতধর্ম্মের এবং চিৎ ও জড়, এই ধর্ম্মীর। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ—অনাদি অবিদ্যাবশতঃ। সত্যানৃতে—সৎ ও অসতে। মিথুনীকৃত্য—এক করিয়া—অর্থাৎ সৎ ও অসৎ বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া। অহং—আমি, ইদং—এই। মম—আমার। ইদং—এই। ইতি এবম্প্রকারে। নৈসর্গিকঃ—স্বাভাবিক—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ। অয়ং—এই। লোকব্যবহারঃ—জীবসমূহের ব্যবহার। ২।

ভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ।

তথাপি পরস্পরেতে—অর্থাৎ চিৎ ও জড়, "এতদুভয়েতে পরস্পরের স্বভাবকে—অর্থাৎ চিতের স্বরূপ জড়েতে ও জড়ের স্বরূপ চিতেতে এবং উভয়গত ধর্ম্মজাতকে পরস্পরে—অর্থাৎ আশু, মান্দ্য, অপটুত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি জড়ের ধর্ম্ম সমূহকে পরমার্থতঃ নির্লিপ্ত নির্গুণ চিৎস্বভাব আত্মাতে এবং অস্তিত্ব, প্রকাশকত্ব, চৈতন্যবত্ত্ব প্রভৃতি চিতের ধর্ম্মনিকরকে অচেতন জড় বুদ্ধিতে আরোপ করিয়া, আলোক ও অন্ধকার সদৃশ অতিশয় বিবিক্ত চিদ্‌গত ধর্ম্মজাত ও জড়গত ধর্ম্মসমূহ এবং চিৎস্বরূপ ও জড়স্বভাবের অধ্যাস নিবন্ধন পরস্পরেতে পরস্পরের অভেদজ্ঞানবশতঃ অর্থাৎ—চিৎ হইতে জড়ের এবং জড় হইতে চিতের অবিবেক নিবন্ধন সত্য ও মিথ্যাকে জড়িত করিয়া—অর্থাৎ জড়-স্বভাব ও চিৎ-স্বভাব বস্তুতঃ বিসদৃশ হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ অনির্ব্বাচ্য-স্বভাব জ্ঞানবিরোধি-ঐশীশক্তিমায়া-কলা বা অবিদ্যাজনিত 'আমি এই" "আমার এই" এতাদৃশ অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত জাগতিক জীবসমূহের ব্যবহার বিদ্যমান আছে। ২।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, কাব্য-তীর্থ, বেদান্তভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, সাংখ্যরত্ন।

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

—০ঃঃ০—

প্রথম অধ্যায়

কর্ত্তব্য-পালন।

অবনীতলে যাবতীয় জীব-জগতের শীর্ষস্থানে মানব-জাতি অবস্থিত। মানবের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানব শ্রেষ্ঠ জীব। বিবেকাদি উচ্চতর-বৃত্তি-সম্পন্ন নর-জাতি সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পার্থিব জীব-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কর্ত্তব্য-পালনই নর-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি; কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য-বিমুখ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তিই পাতকী; কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখতাই পাপ। এই কথা প্রসঙ্গেই জগৎপূজ্য ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থের অবতারণা; এই কথা প্রসঙ্গেই জগৎ-প্রথিত কুরুক্ষেত্রে নররূপী ভগবান্ আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া, রণ-বিমুখ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে নর-জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য নিগূঢ় বিষয় সকল জ্ঞাপন করিয়াছেন। গীতার ন্যায় সুমার্জ্জিত অতি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নর-জীবনের যে অত্যুচ্চ পবিত্র আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র জ্ঞানীগণের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। এইরূপ পবিত্র আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়াই ভারতীয় আর্য্যগণ একদা কি ধর্ম্মজ্ঞানে, কি সামাজিক উৎকর্ষ-বিধানে, সকল বিষয়েই আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়া সমগ্র সভ্য-জগতের আচার্য্যরূপে বরণীয় হইয়াছিলেন। এইরূপ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না রাখাতেই ইদানীং ভারতের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। যদি অস্ফুটরূপেও সেই আদর্শ শিক্ষার্থী পাঠকবৃন্দের সমক্ষে আঁকিয়া দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই এই সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছি; জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

যথাশক্তি ও যথাসম্ভবভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করাই নর-জীবনের প্রধান বা একমাত্র ব্রত। এই মহাব্রতে প্রকৃতরূপে ব্রতী হইতে হইলে, যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ আচার, যেরূপ অভ্যাস ও উপাসনাদি আবশ্যক, প্রসঙ্গ-ক্রমে গীতায় সেই সকল বিষয়েরই বিবৃতি করা হইয়াছে। কর্ত্তব্য-সাধনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যথার্থ কর্ত্তব্যের অবধারণ ব্যতীত বিহিত বিধানে কর্ত্তব্য-পালন কিরূপে সম্ভব হইবে? কর্ত্তব্য-অবধারণে জ্ঞানই প্রধান নেতা। যাহার যেরূপ জ্ঞান, তাঁহার তদ্রূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। আমার বুদ্ধিতে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমার বিবেচনায় হয় ত তাহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে তাহাই ঘটিয়াছে। পাণ্ডব-কুলতিলক অর্জ্জুন রণ-সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমর-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; সশস্ত্র শত্রুপক্ষ মহাস্ফালনে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু বীর-পুঙ্গব অর্জ্জুনের

ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অতি কোমল ভাবের আবির্ভাব হইল! তিনি অরিদলের মধ্যে স্বীয় আচার্য্য, পিতামহ ও ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি স্বজনগণ সন্দর্শনে সহসা মায়ামোহে বিচলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া উঠিলেন,—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥

"হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই সকল আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে।" অর্জ্জুনের হৃদয়ে এইরূপে প্রবল স্নেহ-প্রবাহ বহিতে লাগিল; চিত্ত মমতাস্পর্শে আকুল হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন স্বহস্তে আত্মীয়-বধরূপ বিষম নিষ্ঠুর কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলেন না; অকিঞ্চিৎকর বিষয়-বিভবের জন্য তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা অর্জ্জুনের হৃদয়-ভূমি আক্রমণ করিল; তাই অর্জ্জুন বলিলেন—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহ লোকে।
হত্বার্থ কামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্॥

"মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, ইহলোকে যদি ভিক্ষা করিয়াও খাইতে হয়, তাহাও শ্রেয়; কিন্তু তাঁহাদিগকে বধ করিলে, ইহলোকেই রুধিরাক্ত ভোগ্য বিষয় সমূহ উপভোগ করিতে হইবে; (অতএব সেরূপ ভোগ-সুখের কোন প্রয়োজন নাই)।" অর্জ্জুন যথার্থ বলিয়াছেন; আপাততঃ অর্জ্জুনের কে নিন্দা করিবে? স্বজনবর্গকে বধ করিয়া রাজ্য-সুখ উপভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবন যাপন করা শ্রেয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্জ্জুন ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারেই তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অর্জ্জুনের এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দোষশূন্য নহে।

অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কি কি দোষ আশ্রয় করিয়াছে, এস্থলে একবার তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, অর্জ্জুন স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন; এই সকল বৃত্তি অযথা ভাবে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে মলিন করিয়াছে, সেইজন্য তিনি সূক্ষ্মভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর্ত্তব্যানুরোধেই করিতে হইবে; তাহার ফলাফল বিচার করিয়া, অর্থাৎ তাহাতে আপনার সুখ-দুঃখ কত দূর সংসৃষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে যথার্থ কর্ত্তব্য সাধন হয় না। আপনার সুখ-দুঃখ-বিচার দ্বারা যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি চালিত হয়, তাহা দোষাশ্রিত; স্বার্থপরতা যথার্থ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরম অন্তরায়। অর্জ্জুনের যে স্বার্থপরতা ঘুচিয়াও ঘুচে নাই, তাঁহার আত্মসুখ-দুঃখের প্রতি এখনও লক্ষ্য আছে। তৃতীয়তঃ, এই সকল দোষের মূল যথার্থ জ্ঞানের অভাব; যথার্থ জ্ঞান বলিতে আত্মজ্ঞান বুঝিতে হইবে; আত্মতত্ত্ব—অর্থাৎ আত্মপরিচয় ব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। অপরাপর বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহা আত্মতত্ত্ব লাভের সহকারী বলিয়াই মানবের কল্যাণকর; সে সমস্ত জ্ঞান উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র, কিন্তু কদাচ উদ্দেশ্য নহে। অর্জ্জুনের হৃদয়ে অস্ফুটভাবে সেই জ্ঞানের উদয় হইয়াছে মাত্র, তাই তিনি রাজ্যলাভ-জনিত ভোগ-সুখের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া স্বজন-বধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; কিন্তু

তাঁহার অন্তরে জ্ঞান এখনও পরিস্ফুট-ভাবে বিকাশিত হয় নাই, তাই তিনি স্বজন-বর্গকে কেমন করিয়া বধ করিব, এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কর্ত্তব্য অবধারণে জ্ঞানই নেতা। জ্ঞানের তারতম্যানুসারে কর্ত্তব্য-বোধেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার যতদূর জ্ঞান, তাহাতে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিরও ততদূর প্রসার; অতএব শক্তি ও অবস্থা ভেদে কর্ত্তব্যের প্রকৃতি-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই তত্ত্ব-মূলেই হিন্দুসমাজে জাতি-ভেদের ব্যবস্থা স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াই অধিকারী-ভেদে পূজাবন্দনাদি নিত্য-কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য একরূপ নিয়ম হইতে পারে না। জগতে যখন কোন দুইটী বস্তু সমধর্ম্মী নহে, বিভিন্নতাই যখন প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, তখন যথার্থ হিতকামনায় কিরূপে সকলকে সমনিয়মাধীন করা যাইতে পারে? সেরূপ চেষ্টা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অতএব যাহার যেরূপ জ্ঞান, সে তদনুসারে আপন কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, তৎসাধনে ব্রতী হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য পালন করা সাধারণ বিধি হইতে পারে; সুতরাং যে এই বিধির অনুসরণ করিয়া না চলে, সে পাপভাক্; সে এই বিধি-লঙ্ঘন জন্য ঐহিক ও পারত্রিক নানাবিধ তাপে তাপিত হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক নিয়ম; এই নিয়মানুসারে স্ব স্ব জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি সাধ্যানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্, তিনি ক্রমশঃ উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবেন; তাঁহার বিবেক-শক্তি ক্রমশঃ মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইবে; তিনি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে আপন কর্ত্তব্য বিচারে সক্ষম হইবেন।

ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার ক্ষাত্রধর্ম্মের অপলাপ করিয়া পর-পীড়ন, পররাষ্ট্র-অপহরণ প্রভৃতি ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহে, তাহাকে যথাবিধানে শাসন করা এবং শাসনাধীন না হইলে, তাহাকে ন্যায়-যুদ্ধে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন এই কর্ত্তব্যপালনে আজ পরাঙ্মুখ। কেন পরাঙ্মুখ? ভীরুতা প্রযুক্ত প্রাণ-ভয়ে? তাহা নহে; অর্জ্জুনের ন্যায় রণ-বিশারদ সাহসী বীর কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে আর কেহই অস্ত্রধারণ করে নাই; সুতরাং তাঁহার সে ভয় কখনই উপস্থিত হইতে পারে না। তিনি রণ-কাতর নহেন; কিন্তু অসার কামাত্মক বিষয়-ভোগের জন্য কেন তিনি স্বহস্তে আত্মীয়-বিনাশ করিবেন, এইরূপ বুদ্ধি অদ্য অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রতি-নিবৃত্ত করিতেছে। অর্জ্জুনের এ বুদ্ধি অনেক পরিমাণে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বটে; কিন্তু ইহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত দোষগুলি হইতে এখনও বিমুক্ত হইতে পারে নাই; তাই অর্জ্জুন কর্ত্তব্যানুরোধেও স্বজনবধে কাতরতা প্রযুক্ত বিরত হইতেছেন। শুদ্ধ কাতরতা প্রযুক্ত নহে, কুলস্ত্রীগণের দুশ্চারিত্র্য প্রভৃতি দোষগুলিও অর্জ্জুন এরূপ যুদ্ধের কুফল বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, অর্জ্জুনের জ্ঞান এখন উচ্চতর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অর্জ্জুন এখন যথার্থ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বলাভের অধিকারী; তাই অর্জ্জুনের এই সাত্ত্বিক ভাব বাহ্য

জগতের অবস্থা ও সময় বিচার না করিয়া রণক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইয়াছে। অর্জ্জুনের পূর্ব্বভাব অনুধাবন করিয়া দেখ; অর্জ্জুন যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত ও বীরমদে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন; যে কৌরবগণ অধর্ম্মাচরণে তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছে, একখানি গ্রাম মাত্র যাচ্ঞা করিলেও যাহারা সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিদানেও অস্বীকৃত, যাহারা রমণী-শিরোমণি পতিপ্রাণা দ্রৌপদীকে যৎপরোনাস্তি অপমানিতা ও তিরস্কৃতা করিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয়াধম কৌরবগণ সমর-অঙ্গনে বিপক্ষ পক্ষ। পাষণ্ডদিগের সমুচিত শাস্তি-বিধানের জন্য হৃদয় স্বতঃই রোষানলে প্রদীপ্ত, শোণিত বিষম উত্তপ্ত, মনঃপ্রাণ বিষম বিক্ষোভে ব্যাকুলিত ও উত্তেজিত; কখন সেই পাষণ্ডদিগের শোণিত-দর্শন করিয়া বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, অন্তরে এই মাত্র চিন্তাবেগ প্রবল-রূপে প্রবাহিত। কিন্তু দেখ, সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত সেই মর্ম্মচ্ছেদী শত্রু-কুলকে দর্শন করিবামাত্র অর্জ্জুনের সেই মানব-প্রকৃতি-সুলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি কোথায় তিরোহিত হইল! অর্জ্জুন যেন আর সে বীর-মদ-মত্ত অর্জ্জুনই নহেন! তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক আপনাদিগের প্রতি অশেষ লাঞ্ছনা, মর্ম্মভেদী অবমাননা ও অতি ধর্ম্মবিগর্হিত বঞ্চনার কথা যেন একেবারে বিস্মৃত হইলেন! পৈত্রিক সাম্রাজ্যের অতুল বিভব আর তাঁর মনে স্থান পাইল না। সংসার ও সাংসারিক ভোগ-সুখ যে অসার, এ সকলই যে মায়াময়, ঈদৃশ উচ্চতর ভাবের ছায়া অর্জ্জুনের হৃদয়-ভূমি অধিকার করিল। অর্জ্জুন এখন সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান; স্নেহ-মমতা প্রভৃতি মায়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে সম্যক্ বিমুক্ত নহেন, অথচ সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, সচ্চিদানন্দের আভাস তাঁহার হৃদয়-দর্পণে বিম্বিত হইয়াছে; তাই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'যুদ্ধ করিয়া ফল কি?' স্বজন বধ করা কি মহাপাতক নহে? অসার সাংসারিক সুখেই বা কি প্রয়োজন?' ইত্যাদি নানা সময়োচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় সন্দেহ বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তদবস্থাপন্ন অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর করিবার মানসে তাঁহাকে যেরূপ জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন, তাহারই আভাস বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

স্বীয় কর্ত্তব্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কর্ত্তাকে কামনাহীন হইতে হইবে, অর্থাৎ স্বার্থের বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, শুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধেই কর্ত্তব্য পালন করিতে ব্রতী হয়েন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সক্ষম; তাঁহার কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কার্য্য কিরূপে একেবারে কামনা-হীন হইবে? কার্য্য করিলে, কার্য্যের উদ্দেশ্যও থাকে; উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম কখনও সম্ভব-পর নহে; অতএব নিষ্কাম কর্ম্মের সার্থকতা কোথায়? প্রশ্নটী আপাততঃ দুরূহ; সংক্ষেপে ইহার সদুত্তর প্রদান করা যায় না। এখানে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার-বিহীন অবস্থিতি যে অর্থে 'বিন্দু' পদবাচ্য, নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থও সেই ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। একেবারে কামনাহীন কর্ম্ম

স্থূলতঃ হইতে পারেনা সত্য, কিন্তু কামনাকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে,—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে লইয়া যাইতে পারা যায়; এইরূপে কামনার ক্রমিক হ্রস্বতাতেই নিষ্কাম কর্ম্মের উদয় এবং পরিপাক। আসক্তি কামনার প্রসূতি; আসক্তির অপচয়ে কামনারও অপচয়। অতএব যতদূর সম্ভব, আসক্তিবিহীন হইয়া, স্বীয় সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আপনার সম্বন্ধে কোনরূপ ফলপ্রত্যাশী না হইয়া, যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই এস্থলে 'নিষ্কাম কর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

নিষ্কাম না হইলে, বিহিত বিধানে কর্ত্তব্য-পালন হয়না; কারণ যেখানেই স্বার্থের প্ররোচনা, সেইখানেই অবিচার, সেইখানেই ন্যায়দৃষ্টি আপনাহইতে যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা না করিলে, কদাচ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারা যায় না। পরের জন্যই আমাদিগের জীবন (we live for others), এই মহা-বাক্যের মূলে নিষ্কাম কর্ম্ম। যিনি পরার্থে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারই কর্ম্ম নিষ্কাম; তিনিই মহাপুরুষ। এইরূপ মহাপুরুষই অবনীতলে আবির্ভূত হইয়া জগতের প্রকৃত হিতসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়েন। যিনি নিষ্কাম, তিনি স্নেহ-মমতার অযথা বশবর্ত্তী নহেন; এই সকল আকর্ষণ কদাচ তাঁহাকে কর্ত্তব্য-বিমুখ করিতে পারে না। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা-দেবীর মন্দিরে—এমনকি—তিনি স্নেহের প্রকৃষ্ট আধারস্থল স্বীয় পুত্রকেও বলি দিতে কিছুমাত্র কাতর নহেন! রাজ-স্থানের বীর-ধাত্রী পান্না এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। যখন দুরাচার বনবীর নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবার দুরাশায় রাণা সঙ্গের একমাত্র শিশুপুত্র উদয় সিংহের প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইল, তখন ধাত্রী পান্না রাজার বংশধরের জীবন রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিদ্রিত রাজকুমারকে একটী করণ্ডকে লুকাইয়া রাখিয়া, স্বীয় তনয়কে রাজকুমারের শয্যায় শায়িত করিলেন! নিশীথ সময়ে তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে উন্মত্ত বনবীর গৃহে প্রবেশ করিল; পান্না নিঃশব্দে অঙ্গুলি দ্বারা রাজ-কুমারের শয্যা দেখাইয়া দিলেন! বনবীর তখনই শাণিত অসি শিশুর হৃদয়ে বিদ্ধ করিল। একটী মাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া শিশু চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল; জননী নিঃশব্দে শোক সম্বরণ করিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন! বীর-ধাত্রী পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া, মিবারের রাজবংশ রক্ষা করিয়া, জগতে পবিত্র নিষ্কাম কর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উদাহরণ সকল উন্নত জাতির ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক বা জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলে নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরায়ণতা আবশ্যক। নিষ্কাম-মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবেই সমাজ বা জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়; প্রাচীন ভারত এবং রোম ও গ্রীস্ দেশের ইতিহাস তাহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে।

চলচ্চিত্ততা বিষম দোষ। চলচ্চিত্ততা অসুখ ও অশান্তির প্রসূতি, কর্ত্তব্য-সাধন-পথে ভীষণা রাক্ষসী। কামনাই আবার এই চলচ্চিত্ততার জনয়িত্রী। সকল কর্ম্মের ইহাই মহৎ দোষ। যিনি কামনাদ্বারা চালিত, কামনার বিষয়-বাহুল্যে তাঁহার চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কোন এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। ঈদৃশ চলচ্চিত্ত ব্যক্তি যথার্থ প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী নহেন; কেন না তাঁহার বুদ্ধি নানা-

বিষয়িণী। কিন্তু যিনি নিষ্কাম, যিনি কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি স্থিরবুদ্ধি; কেননা কর্ত্তব্যই তাঁহার লক্ষ্য, কাম্য-বিষয়-প্রাপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ স্থির ব্যক্তিই ব্রহ্মসাধনের উপযুক্ত পাত্র, ইনিই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

"হে কুরুনন্দন!" ব্যবসায়াত্মিকা—অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই হইয়া থাকে, কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের—অর্থাৎ কামীদিগের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখা।" এখন স্থির হইল যে, নিষ্কামকর্ম্ম একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, অতএব এইরূপ কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এবং স্থিরচিত্ততা নিষ্কাম কর্ম্মের একটী শুভময় ফল।

লোকে ভোগ-সুখেরই কামনা করে। কামনা বলিতে সুখেরই কামনা, কাহাকেও কখনও স্বীয় দুঃখের কামনা করিতে দেখা যায় না। কামনা যদি বিফল হয়, অর্থাৎ কাম্য সুখকে আনিয়া দিতে না পারে, তাহাহইলে বিষম দুঃখ ও নৈরাশ্য আসিয়া চিত্তকে অবসন্ন করে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম কখনই এরূপ দুঃখের স্থল নহে; সাফল্য বা বৈফল্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ যেখানে কামনা নাই, সেখানে ফলাফলের জন্য সুখ বা দুঃখও নাই। অতএব নিষ্কামকর্ম্মই এক মাত্র শান্তিপ্রসূ; নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও ধর্ম্মাচরণের মূল ভিত্তি। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করিলে, কি সন্তোষ, কি শান্তি, কি সাধুতা, কি আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্ববোধ, কিছুরই অধিকারী হইতে পারা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের হিতসাধন করা এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে। অতএব নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অধিকাংশ মনুষ্যই ভ্রান্ত, ইতরেন্দ্রিয়ের বশীভূত; ভোগ-সুখের জন্য লালায়িত। সেই জন্য বেদে সকাম-কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অজ্ঞান শিশু যেমন আপনার হিতাহিত বুঝিতে না পারিয়া, রোগোপশমের নিমিত্ত ঔষধ সেবন করিতে চায় না, ঔষধের আপাত-বিস্বাদুতা গ্রহণে কদাচ সম্মত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান-শিশু নরগণ প্রকৃতি-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, অকিঞ্চিৎকর ভোগ-সুখের লালসা পরিত্যাগ করিতে—বৈরাগ্যের আপাত-বিরসতা গ্রহণ করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। শিশুকে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য যেমন তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন প্রদর্শন করা হয়, অজ্ঞান নরগণকে প্রবৃত্তিমার্গে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বেদেও তদ্রূপ স্বর্গাদি-ভোগ-সুখরূপ কর্ম্ম-ফলের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে সৎপথে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ফলে এরূপ ব্যবস্থা উচ্চাধিকারী জ্ঞানীদিগের পক্ষে নহে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

"হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, অর্থাৎ ত্রিগুণান্বিত সকাম-অধিকারীদিগের জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড ব্যবস্থিত; তুমি কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য—অর্থাৎ নিষ্কাম হও। (তাহার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে) তুমি নির্দ্বন্দ্ব—অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ

প্রভৃতি দ্বন্দ্বরহিত, নিত্যসত্ত্বস্থ—অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বী, যোগ—অর্থাৎ অলব্ধ বস্তু লাভ ও ক্ষেম—অর্থাৎ লব্ধ বস্তু রক্ষা, উভয়েই যত্নশূন্য এবং আত্মবান্—অর্থাৎ অপ্রমত্ত বা অনাসক্ত হও॥"

যথার্থরূপে নিষ্কাম হইতে হইলে যে যে গুণাবলম্বী হইতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সহিষ্ণুতা, ধীরতা, বিষয়-ভোগ-বিরতি ও অনাসক্তি ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম হইতে পারা যায় না। যাহার সহিষ্ণুতা ও ধীরতা নাই, সে কদাচ বিষয়ভোগে বিরত হইতে পারে না। আমার কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, আমি কি করিয়া ইতরেন্দ্রিয় সকলের তাড়না সহ্য করিব? কাজেই আমাকে সেই সকল ইন্দ্রিয়ার্থের দিকে প্রধাবিত হইতে হইবে। এইরূপে বিষয়চিন্তনে রত থাকিলে, আপনা হইতেই বিষয়ে আসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। যেখানে আসক্তি, সেইখানেই কামনা। কামনার উৎপত্তি আসক্তি হইতে। আসক্তি বশতঃই লোকের বিষয়-বাসনা জন্মিয়া থাকে; অতএব অনাসক্তভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলে কিরূপে নিষ্কাম হইতে পারা যায়? এজন্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শিরোধার্য্য।

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে, এতদূর আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া লাভ কি? আমি মনুষ্য, শোণিত-মাংসে আমার দেহ গঠিত; প্রকৃতি চারিদিকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর উপহার সাজাইয়া, তাহা উপভোগ করিবার জন্য আমাকে ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়াছেন; আমি যথাভিলষিত সেই সকল সুখ ভোগ করিব, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য; নতুবা এরূপ ব্যবস্থার সার্থকতা কি? এরূপ ক্ষেত্রে নিষ্কাম হইয়া আত্মবঞ্চনা কেন করিব? যত দিন দেহ ধারণ করিব, সাধ্যানুসারে জগতের সুখ-ভোগ করিবার জন্য যত্নবান্ হইব; ইহাই যুক্তিযুক্ত; অতএব নিষ্কাম হইয়া জীবন যাপন করিবার উপদেশ বাতুলের প্রলাপ মাত্র। এরূপ চিন্তা অনেকেরই মনে উদিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। এখানে একটী গল্প মনে পড়িল। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার পুস্তকাগার সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাদরে তাঁহাকে পুস্তকালয়ে লইয়া গিয়া, উজ্জ্বল চর্ম্ম-মণ্ডিত—স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত—সুসজ্জিত গ্রন্থরাশি দেখাইলেন। আগন্তুক তন্মধ্য হইতে একখানি বিশেষ চাকচিক্যশালী গ্রন্থ হস্তে করিয়া বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এই পুস্তক খানির মূল্য কত?" বিদ্যাসাগর তদুত্তরে কহিলেন, "পুস্তক খানির মূল্য আট আনা মাত্র, কিন্তু বাঁধাইতে আমার প্রায় বিংশতি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে;" এই কথা শ্রবণ মাত্র ধনী কহিলেন, "বিদ্যাসাগরের যে একটা পাগ্‌লামির কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অদ্য স্বচক্ষে দেখিলাম," বিদ্যাসাগর অতি সুরসিক লোক ছিলেন, তিনি ক্ষণকাল আগন্তুক ধনীকে কোন কথা না বলিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার গাত্রে যে শীত-বস্ত্র খানি দেখিতেছি, উহার মূল্য কত?" ধনী বিদ্যাসাগরের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ধনগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন "এখানির মূল্য সহস্র মুদ্রা, কাশ্মীর হইতে আদেশ মত প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছি।" বিদ্যাসাগর

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, মহাশয়, একখানি সামান্য কম্বলের মূল্য কত?" উত্তর—"পাঁচ সিকা অথবা দেড় টাকা মাত্র।" বিদ্যাসাগর বলিলেন "সে কম্বলেও ত শীত নিবারণ হয়," এইরূপে শীত-বস্ত্র হইতে বিনামা পর্য্যন্ত ধনীর অঙ্গের সমস্ত সামগ্রী গুলির মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে অতি অল্প মূল্যের সামগ্রীতেও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, দেখাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত দেখিতেছি কেবল পাগ্‌লামিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু বিদ্যাসাগরের একটী পাগ্‌লামি সহ্য করিতে পারিলেন:না! এখন জিজ্ঞাসা করি, পাগল আমি না অপনি?" তেমনই এ স্থলেও বলা যায়, পাগল সকাম ভোগী না নিষ্কাম যোগী?

প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু বিষয়াহরণ নিষ্কাম-ধর্ম্মাভ্যাসের বিরোধী নহে। কম্বলেও যখন শীত-নিবারণ হয়, তখন কম্বল পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরী শালের আকাঙ্ক্ষা করা প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য নহে, ভোগ-বিলাসের কামনা বশতঃ। এইরূপ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাম্য বিষয় লাভের জন্য আমাদিগকে কত না আয়াস করিতে হয়; এমন কি, কামনা বলবতী হইলে, বিষয়াহরণে অনেক অসদুপায় অবলম্বনেও আমরা বিরত হই না। ভোগে কামনার নিবৃত্তি নাই, উহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উত্তরোত্তর ভোগ-সুখের লালসাই বৃদ্ধি করিতে থাকে, তদ্দ্বারা কদাচ উহার পরিসমাপ্তি হয় না। যাহার যত কামনা, তাহার তত অভাব, তত অশান্তি। গ্রীস্‌দেশের মহাপুরুষ সক্রেটিস্ বলিয়াছেন যে, আমাদিগের অভাব যতই সঙ্কীর্ণ হইবে, আমরা ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব। বাস্তবিকই ভোগ-বিলাসিতার ন্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের অন্তরায় আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

যাবদ্ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ সত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেন দণ্ডমর্হতি॥

"যে পরিমাণ ভোগের দ্বারা জঠর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ ভোগেই দেহীদিগের অধিকার; যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক আত্মসাৎ করে, সে ব্যক্তি চৌর, সে তজ্জন্য দণ্ডনীয় হয়।" ইদানীং এই শ্লোকার্থ আলোচনা করিয়া হয়ত অনেকেই হাস্য করিবেন, কিন্তু প্রাচীন-ভারতবাসিগণ—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ এই সূত্র দ্বারা চালিত হইয়া জগতের প্রকৃত উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিষয়-বাসনার আধিক্যে যে অসুখের বৃদ্ধি হয়, সকাম ব্যক্তি যে প্রকৃত সুখাস্বাদনে অসমর্থ, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। মহামতি কার্লাইল্ বলিয়াছেন, যেমন গণিতে এককে শূন্য দিয়া ভাগ দিলে, ভাগফল অনন্ত হয়, সেইপ্রকার পার্থিব সুখ-সমষ্টিরূপ লবকে বাসনারূপ হর দ্বারা ভাগ করিবার কালে বাসনা যত কম হইবে, সুখের ভাগফল তত অধিক হইয়া উঠিবে; যদি বাসনাকে শূন্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ফল অনন্ত সুখ হইয়া থাকে! এখন অনুধাবন করিয়া দেখ, বিষয়-স্পৃহা সুখের না দুঃখের? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয়-সকল-ধ্যানকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে সঙ্গ—অর্থাৎ আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনার উদ্ভব হয়, কামনা হইতে (কামনা প্রতিহত হইল) ক্রোধ জন্মিয়া থাকে। ক্রোধ হইতে সংমোহ—অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেকাভাব উপস্থিত হয়; সংমোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম—অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি, আত্মবিস্মৃতি হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইলেই বিনষ্ট হইতে হয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ। (১)

—০:০:০—

সত্যং ভাবং ন বিত্তির্ব্যপনুদতি যতঃ
কর্ম্ম-নাশ্যো ঘটাদিঃ
মিথ্যাভূতঞ্চ কর্ম্ম ক্ষপয়তি ন তথা
বিত্তি-ঘাত্যং যতস্তৎ।
ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতি-শিখর-গিরা
বিত্তি-ঘাত্যঃ প্রতীতঃ
বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে সতদপহৃতয়ে
কর্ম্ম-জাতং সমর্থম্॥ ৬

অন্বয়— "যতঃ" যে হেতু—, "ঘটাদিঃ" ঘট প্রভৃতি পদার্থ নিচয়, "কর্ম্ম-নাশ্যঃ" কর্ম্মের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, (অতএব) "বিত্তিঃ" তত্ত্বজ্ঞান—বস্তুর যাথার্থ্য-জ্ঞান, "সত্যং" সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত নিত্য, "ভাবং" ভাব পদার্থ, "ন ব্যপনুদতি" নাশ করিতে পারে না। "তথা" সেই প্রকার—"কর্ম্ম" কল্পিত ক্রিয়া, "মিথ্যাভূতং" আরোপিত "শুক্তি-রজত" বৎ ভ্রম-কল্পনা "নক্ষপয়তি" বিনাশ করিতে পারেনা, "যতঃ" যেহেতু "তৎ" তাহা—সেই আরোপিত ক্রিয়া প্রভৃতি, "বিত্তিঘাত্যং" জ্ঞানের দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। "ইত্থং" এই প্রকারে "বিভাগে" বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, "সিদ্ধে সতি" নিয়মিত রহিয়াছে বলিয়া, "শ্রুতি-শিখর-গিরা" বেদান্ত-বাক্য দ্বারা, "বিত্তিঘাতঃসন্" জ্ঞানের দ্বারাই নাশার্হ রূপে, "প্রতীতঃ" নিশ্চিত; "বন্ধঃ" সংসার-বন্ধন, "মিথ্যা ইতি সিদ্ধে" মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও "তদপহৃতয়ে" তাহার—সেই মিথ্যাভূত সংসারবন্ধনের বিনাশের জন্য, "কর্ম্মজাতং" অগ্নিহোত্রাদি পুণ্য-কর্ম্মসমূহ—, "ন সমর্থং" নিজের স্বভাব বশতঃই অপারগ।

ব্যাখ্যা—ঘট প্রভৃতি উৎপাদিত পদার্থ নিচয় আঘাতাদি ক্রিয়া দ্বারা অনায়াসেই বিনষ্ট হয়; উৎপাদিতা—অর্থাৎ জন্যতাই এই বিনাশের হেতু। "যাহা কৃত বা কল্পিত, তাহাই মিথ্যা—নশ্বর; এবং যাহা সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত বা অনুৎপাদিত, তাহাই—নিত্য অবিনশ্বর," এতাদৃশ অনুভবই জ্ঞানের সাধারণ ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম; অর্থাৎ জ্ঞানবলে ইহা সহজেই প্রতীত হয় যে, যাহার আদি আছে, যাহা উৎপাদিত, তাহার অন্ত এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী? পক্ষান্তরে, যাহা অনাদি বা অনুৎপাদিত, তাহা অক্ষয়;

(১) ১৩০৩ সালের হিন্দুপত্রিকার ১৪৮ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই সন্দর্ভের পূর্ব্বাংশ (৫ শ্লোক পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুতরাং জ্ঞান যেমন সত্য পদার্থের বিনাশ কল্পনা করিতে পারে না, সেইপ্রকার মিথ্যা উৎপাদিত বা কল্পিত পদার্থেরও স্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ। পদার্থের যাথার্থ্য-জ্ঞান জন্মিলে, যাহা কল্পিত, তাহা আপনা হইতেই মিথ্যা বলিয়া এবং যাহা অজন্য বা অকল্পিত, তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই উপরোক্ত বেদান্ত-বাক্য দ্বারাই পদার্থের সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে; অর্থাৎ যাহা জনিত বা আদিমান্, তাহা মিথ্যা এবং যাহা অজন্য বা অনাদি, তাহা সত্য, এই প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে। অতএব এই বৈদান্তিক প্রমাণ-বলেই সংসার-বন্ধন যে ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য, তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে; কেননা জ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যার মিথ্যাত্ব অনুভব করিতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না; সুতরাং এই মিথ্যাভূত বন্ধ বিনাশ করিতে কল্পিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ সমর্থ নহে। যাহা অসত্য, তাহা আজ হউক্ বা কাল হউক, অচিরেই যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এই সংস্কার জ্ঞান-বলে মনোমধ্যে স্বতঃই জাগরিত হইতেছে; এস্থলে সেই মিথ্যা বলিয়া প্রতীত বন্ধ বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান পিষ্ট-পেষণ মাত্র। সংসারের বিনাশ বা অস্থায়িত্ব যখন জ্ঞান দ্বারাই উপলব্ধ হয়, তখন তাহার পরিহার মানসে ক্রিয়ানুষ্ঠান কেবল বিড়ম্বনা। (এই শ্লোকের দ্বারা—"জ্ঞানই মোক্ষের হেতু, কর্ম্ম মোক্ষের হেতু নয়" ইহাই প্রতিপাদিত হইল।)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের একমাত্র নিদান জ্ঞান; অতএব সেই জ্ঞান; ব্যতীত কেবল কর্ম্ম-কাণ্ডানুষ্ঠান দ্বারা বন্ধ-বিনাশ অসম্ভব, ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন——

আবিদ্যো হ্যেষ বন্ধো বিরমতি ন বিনা
বেদনং কর্ম্মজালৈঃ
মালোদ্ভূতোঽহিরন্তং ব্রজতি কিমু নম-
স্কার মন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ।
এবং নিশ্চিত্য নাগস্ত্বমিব বিধিনা
কর্ম্মবন্ধং বিধূয়—
জ্ঞানোপায়ে গুরু-শ্রীচরণমভিগতঃ
সেবমানো যতেত" ॥ ৭

অন্বয়—"হি" যে হেতু, "এষ" এই, "বন্ধ" সংসার-বন্ধন, "আবিদ্যঃ" অবিদ্যা-সম্ভূত; (অতএব ইহা) "বেদনং" অধিষ্ঠান জ্ঞান, "বিনা" ব্যতীত "কর্ম্মজালৈঃ" কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা "ন বিরমতি" বিরত হয় না; (দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন) "মালোদ্ভূতঃ" মালা-গ্রথিত "অহি" সর্প, "নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ" প্রণাম, স্তুতি এবং ঔষধ প্রভৃতিতে, "কিমু" কি, "অন্তং" নাশ, "ব্রজতি" প্রাপ্ত হয়? না—হয় না; (অতএব) "এবং" এই প্রকার, "নিশ্চিত্য" স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, "নাগঃ" বিষধর, "ত্বচমিব" জীর্ণকঞ্চুক যেমন ত্যাগ করে, সেই প্রকার, "বিধিনা" শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, "কর্ম্মবন্ধং" কর্ম্মরূপ বন্ধন, "বিধূয়" বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, "গুরু-শ্রীচরণং অভিগতঃ সন্" তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুদেবের শ্রীচরণসমীপে উপনীত হইয়া, "সেবমানঃ" তাঁহার চরণ-শুশ্রূষা করিতে ২ "জ্ঞানোপায়ে" জ্ঞানার্জ্জন-বিষয়ে "যতেত" যত্ন করা উচিত।

ব্যাখ্যা—এই অবিদ্যা-সম্ভূত অজ্ঞান-মূলক সংসার-বন্ধন, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানময় কর্ম্মের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কেননা, অজ্ঞান-মূলা ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানান্ধতাই পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র—অতএব অন্ধকার-বিনাশক

আলোকের ন্যায় অবিদ্যা-বিনাশক জ্ঞানের সঙ্গতি-লাভ নিতান্ত প্রার্থনীয়। বিমল কৌমুদী-শিখা ব্যতীত নৈশ ধ্বান্তমালার সম্যক্ অপসারণ-সাধনে অন্য কিছু যেমন সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই মানস-তিমির অপনোদিত হয়না,—বরঞ্চ পরিবর্দ্ধিতই হয়। যেমন মালা-নিহিত বিষধর, প্রণতি, স্তুতি বা ঔষধ প্রভৃতি কিছুতেই বশীভূত হয় না, প্রত্যুত দংশন করিতেই উদ্যত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত কর্ম্মানুশীলনে মোক্ষ-সাধন না হইয়া, তদ্বৈপরীত্যে সংসার-বন্ধন আরও দৃঢ়তর এবং ক্রমশঃ দৃঢ়তম হইতে থাকে। অতএব এই সমুদয় বিষয় মনোমধ্যে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া, সর্প যেমন জীর্ণ কঞ্চুক পরিহার করে, তদ্রূপ কর্ম্ম-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া, তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুদেবের তমোবিনাশক মুক্তিপ্রদ শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় মনঃপ্রাণ সমাহিত করিয়া, অতুল্য অমূল্য জ্ঞান-রত্ন-লাভে যত্নপর হওয়া অতীব কর্ত্তব্য; কেননা জ্ঞানই মুক্তির নিদান।

অনন্তর মুক্তি-সাধন বিষয়ে অপরাপর পণ্ডিতগণের মত উল্লেখ করিয়া, তাহার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—

৮ কেচিৎ কর্ম্মৈব কাম্যোজ্ঝিত মুদিত পদ
প্রাপ্ত্যুপায়ং প্রতীতাঃ
তচ্চোপাস্তিং চ মুক্তৌ মিলিতমথ পরে
সাধনং সংগিরন্তে।
অন্যে তু জ্ঞানকর্ম্মোভয়মিতি মতিভিঃ
স্বাভিরুৎপ্রেক্ষমাণা—।
জ্ঞানাদেবেতি বাক্যাদ্বয়মিহ সহসা
নানুমন্যামহে তান্ ॥ ৮

অন্বয়—"কেচিৎ" কেহ কেহ, "কাম্যোজ্ঝিতং" ফলাকাঙ্খা-বিরহিত, "কর্ম্ম এব" কর্ম্মকেই, "উদিত পদ প্রাপ্ত্যুপায়ং" কথিত মুক্তি-প্রাপ্তির হেতু, "প্রতীতাঃ" নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "অথ" এবং "পরে" অপরাপর কোন কোন পণ্ডিতগণ, "তচ্চ" উক্ত আকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম, "উপাস্তিং চ" এবং উপাসনা, "মিলিতং" এই উভয়মিশ্রিত কর্ম্মকে, "মুক্তৌ" মুক্তি বিষয়ে, "সাধনং" প্রধান উপায়, "সংগিরন্তে" নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "অন্যেতু" প্রাগুক্ত পক্ষদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন কোন আচার্য্যগণ, "জ্ঞান কর্ম্মোভয়ং" জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এতদুভয়কে মোক্ষ-হেতু বলিয়া থাকেন। "ইতি" এই প্রকারে ঐ পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ, "স্বাভিঃ" স্বকীয় কপোল-কল্পিত "মতিভিঃ" বুদ্ধি দ্বারা, "উৎপ্রেক্ষমাণাঃ" বেদার্থের কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" "জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে," "ইতি" এই "বাক্যাৎ" বাক্য হেতু, "বয়ং" আমরা, "ইহ" এই প্রস্তাবিত মুক্তি-সাধন-বিষয়ে, "তান্" সেই সমুদয় যথেচ্ছবাদীদিগকে, "সহসা" অকস্মাৎ, "ন অনুমন্যামহে" যথার্থবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

ব্যাখ্যা—ভাট্টৈকদেশী ও প্রভাকর প্রভৃতি আচার্য্যগণ, ফলেচ্ছারহিত কর্ম্মকেই মুক্তি-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে অনাকাঙ্খ-ভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই মোক্ষ-সাধন হইতে পারে। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি অপরাপর আচার্য-বৃন্দ ফলেচ্ছাশূন্য কর্ম্ম ও প্রাণাদির উপাসনা, এতদুভয়কে মুক্তির হেতু বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ, জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই দুইটিকে মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই উল্লিখিত বিদ্বদ্বৃন্দ তাঁহাদিগের স্ব স্ব কপোল-কল্পিত আশুদর্শী কল্পনা-বলে বেদের অর্থকে অন্যথাভাবে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সুতরাং "জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যম্" জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ইত্যাদি বেদ-বাক্যানুসারে আমরা অকস্মাৎ সম্যক্ প্রকারে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, এ সমুদয় যথেচ্ছবাদীদিগকে যথার্থবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; অর্থাৎ তাঁহাদের স্বচিন্তা-প্রসূত অনিশ্চিত বিষয়ের অনুমোদন করিয়া, চিরবিশ্রুত বেদ-বাক্যের অবমাননা করিতে পারি না। (এই শ্লোকেরও "জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়" ইহাই তাৎপর্য্য।)

পৈত্রো লোকোঽধিগম্যঃ ক্রতুভিরধিগতো
বিদ্যয়া দেবলোকঃ
যদ্বা চেতঃ কষায় ক্ষপণমিহ তয়োঃ
স্মার্ত্তমেবাস্ত সাধ্যম্।—
যজ্ঞেনেত্যাদি বাক্যাৎ ভবতু বিবিদিষা
বেদনং তৎফলং বা—
জ্ঞানাদেবামৃতত্বং নহি শশক-বধূঃ
সিংহ-পোতং প্রসূতে। ৯

অন্বয়—"পৈত্রঃ লোকঃ" পিতৃলোক, "ক্রতুভিঃ" নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা, "অধিগম্যঃ" প্রাপ্য হইয়া থাকে। "বিদ্যয়া" উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যানুশীলন দ্বারা "দেব লোকঃ" স্বর্গরাজ্য, "অধিগতঃ" প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যদ্বা—" অথবা, "চেতঃ কষায়ক্ষপণং" চিত্তের রাগ-দ্বেষাদি সংস্কাররূপ মলনাশনই, "ইহ" এই জগতে, "তয়োঃ" উক্ত ক্রতু প্রভৃতি কর্ম্ম এবং শ্রুতি প্রভৃতি বিদ্যার, "স্মার্ত্তং" স্মৃতি-সঙ্গত, "সাধ্যং" উদ্দেশ্য, "অস্তু" হউক; "বা" অথবা, "যজ্ঞেন ইত্যাদি বাক্যাৎ" যজ্ঞের দ্বারা—দানের দ্বারা—জ্ঞানেচ্ছা—জ্ঞান এবং ক্রমশঃ তৎফল মোক্ষ হউক, কিন্তু তথাপি "জ্ঞানাৎএব" জ্ঞান হইতেই, "অমৃতত্বং" কৈবল্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "হি" যেহেতু, "শশক-বধূঃ" শশক-রমণী "সিংহপোতম্" সিংহশিশু "ন প্রসূতে" প্রসব করিতে পারে না। বিদ্যা এবং কর্ম্মের ফল যখন উক্ত প্রকার, তখন তাদৃক্ ফলোত্তর ক্রিয়া হইতে মোক্ষসাধন অসম্ভব।

ব্যাখ্যা—ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং বেদানুশীলন ও উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যা দ্বারা দেব-লোক লাভ হইয়া থাকে, অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রাগুক্ত শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যাচর্চ্চা, এই উভয় দ্বারাই চিত্তের রাগদ্বে প্রভৃতি সংস্কাররূপ মল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্মৃতির গ্রন্থবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং উক্ত বিদ্যানুশীলনে চিত্তের ক্লেশ-পঙ্কের বিনাশ হইয়া থাকে। অথবা "যজ্ঞেন—দানেন" "যজ্ঞ দ্বারা—দানদ্বারা" ইত্যাদি চির-সিদ্ধ বাক্য হেতুক, যজ্ঞ-দান প্রভৃতি কর্ত্তৃক জ্ঞানের ইচ্ছা, জ্ঞান বা পূর্ব্বোক্ত ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার ফল পিতৃলোক-প্রাপ্তি এবং শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যার ফল দেবলোক-প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধ হউক। এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, এ সমস্তের দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি অধিগত হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। শশকীর সিংহ-প্রসব যেরূপ অসম্ভব, স্বর্গাদি-অনিত্যফলদ কর্ম্মকাণ্ড হইতেও মুক্তিলাভ তদ্বৎ। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

ঋগ্বেদ।

১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—— ০ঃ০ঃ০ ——

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্দেবা-
নামেনানিহিতাপদানি।
বৎসেবষ্কয়েধিসপ্ততন্তূন্বিতত্নিরে-
কবয়ওতাবতি ॥৫॥১৪॥

পদপাঠঃ। পাকঃ। পৃচ্ছামি। মনসা। অবিজানন্। দেবানাম্। এনা। নিহিতা। পদানি। বৎসে। বষ্কয়ে। অধি। সপ্ত। তন্তূন্। বি। তত্নিরে। কবয়ঃ। ওতবৈ। উঁ। ইতি।

ব্যাখ্যা। পাক—অপক্কমতি, পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করি, মনসা—মনের দ্বারা, অবিজানন্—না জানিয়া, দেবানাম্—দেবতা-দিগের, এনা—এই সমুদয়, নিহিতা—নিগূঢ়, পদানি সন্দিগ্ধ-বিষয়। বৎসে—সকলের আধারভূত। বট্ ইতি সত্য নাম তৎ কষতি ইতি বষ্কয় তস্মিন্—পরমেশ্বরে, সপ্ত—সাত, তন্তূন্—ছন্দঃ বা সোমযজ্ঞ, অধি—অধিক, বিতত্নিরে—বিস্তার করে। কবয়ঃ—মেধাবী, ওতবৈ—জগতের কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য।

বঙ্গার্থ——আমি অপক্কমতি, মনে কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে সমুদয় বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে, তাহা দেবতাগণের নিকটেও গূঢ়। সর্ব্বাধার পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া মেধাবিগণ যে সপ্ত-সোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন বা সপ্ত ছন্দঃ আবৃত্তি করেন, তাহা কি এই জগৎরূপ তন্তুবিস্তারের জন্য—অর্থাৎ জগৎ রক্ষার নিমিত্ত?

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি
বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তংভষলিমা রজাংস্যজস্যরূপে কিমপি
স্বিদেকং॥ ৬

পদপাঠঃ—অচিকিত্বান্। চিকিতুষঃ। চিত্। অত্র। কবীন্। পৃচ্ছামি। বিদ্মনে। ন। বিদ্বান্। বি। যঃ। তস্তম্ভ। ষট্। ইমা। রজাংসি। অজস্য। রূপে। কিম্। অপি। স্বিৎ। একম্।

ব্যাখ্যা—অচিকিত্বান্—অজ্ঞ আমি, চিকিতুষঃ—বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া, কবীন্—তত্ত্বজ্ঞদিগকে, অত্র—এই বিষয়ে, পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিদ্মনে—

জ্ঞানের জন্য, ন বিদ্বান্—আমি জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি না, যঃ—যিনি, বিতস্তম্ভ—স্তম্ভিতবান্——নিয়মিতবানিত্যর্থঃ নিয়মিত করিয়াছেন, ষট্—ছয়, ইমা—এই, রজাংসি লোক (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এই ষড়্লোক) "লোকা রজাংসি উচ্যন্তে" ইতি নিরুক্তং। যদিচ সপ্তলোক, তথাপি সত্য-লোকের কথা এখানে বলা হয় নাই; কারণ যাঁহারা সত্যলোকে গমন করেন, তাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের এই সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। (সপ্ত লোক সম্বন্ধে পাঠক যদি কিছু অবগত হইতে চান, তবে হিন্দু-পত্রিকার পূর্ব্বপ্রকাশিত "সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা" পাঠ করিবেন।) সত্য লোকে প্রবেশ করিলে, ব্রহ্মে জীবে কোন প্রভেদ থাকে না, সত্য-লোকই ব্রহ্মের স্বরূপ, অজস্য—জন্মরহিতের, রূপে—স্বরূপে, কিম্—কি, অপি স্বিদ্। প্রশ্নে, একম্—সত্যলোক।

বঙ্গার্থ—তত্ত্বানভিজ্ঞ আমি বিশেষ তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্যই তত্ত্বজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি জানিয়া শুনিয়া শুধু তর্কে পরাভব করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি না। যিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, জনঃ মহঃ তপঃ,এই ষড়লোক নিয়মিত করিতেছেন, আমি তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; সত্যলোক কি সেই অজন্মার স্বরূপে অবস্থান করিতেছে? আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ইহ ব্রবীতু য ঈমং গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ।

পদপাঠ ইহ। ব্রবীতু। যঃ। ঈম্। অঙ্গ। বেদ। অস্য। বামস্য। নিহিতম্। পদম্। বেঃ। শীর্ষ্ণঃ। ক্ষীরম্। দুহ্রতে। গাবঃ। অস্য। বব্রিং। বসানাঃ। উদকম্। পদা। অপুঃ।

ব্যাখ্যা—ইহ—ইদানীং, ব্রবীতু—বলুন। যঃ—যিনি। ঈম্—এই। অঙ্গ—শীঘ্রই। বেদ—জানেন। অস্য—এই, বামস্য—ভজ-নীয়ের, বেঃ—গমনশীলের, নিহিতম্—গূঢ়, পদম্—স্বরূপ, অস্য—এই, শীর্ষ্ণঃ—শিরের ন্যায় উন্নতের, গাবঃ—রশ্মি, ক্ষীরং—উদক, দুহ্রতে—বর্ষণ করে, বব্রিম্ রূপ, বসানাঃ—অত্যন্ত বিস্তার করিয়া, উদকম্—জল। পদা—রশ্মির দ্বারা, অপুঃ—পান করিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—যে উন্নত আদিত্যের রশ্মি সমূহ জল বর্ষণ করে, এবং যিনি তাঁহার রূপ বিস্তার করিয়া রশ্মিদ্বারা উদক পান করেন, সেই আদিত্যের অন্তর্গত ভজনীয় পুরুষের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন, তিনি তাহা শীঘ্র বলুন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি সকলেই দেবতা বা ঐশী শক্তি। অগ্নি, বায়ু, আদিত্যের মধ্যে চৈতন্য-শক্তি নিহিত আছে বলিয়াই, তাহাদের বিশেষ২ কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমান আছে, জড়ের কোন ক্রিয়াকরী শক্তি নাই, চৈতন্যের অস্তিত্বেই জড়ের ক্রিয়াকরী শক্তি জন্মে, কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন—অর্থাৎ জড়-অসংসৃষ্ট চৈতন্য দৃষ্ট হয় না, এই জন্যই জড় উপলক্ষ্য করিয়া, তদন্তরস্থ চৈতন্যের ধ্যান করিতে হয়, এবং যে সমুদয় জড়ে চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ, সেই সমুদয় আশ্রয় করিয়াই চৈতন্যের ধ্যান বা মনন করা বিধেয়। সামান্যবুদ্ধি লোকেরাও

যাহা জানে, তাহা যে ঋষিরা জানিতেন না, তাহা নহে; তাঁহারা বায়ু, অগ্নি, আদিত্যাদির জড়ত্ব অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে২ তাঁহাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-শক্তির সত্ত্বাও হৃদয়ঙ্গম করিতেন। এই জন্যই বেদে সর্ব্বত্রই বায়ু, অগ্নি, আদিত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অন্তর্যামী পুরুষের ধ্যান দৃষ্ট হয়; যথা বৃহদারণ্যকে—য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্য-নবেদ, যস্য আদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্য-মন্তরো যময়ত্যেতা আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ। যিনি আদিত্যে বাস করিতেছেন, যিনি আদিত্যের অন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে আসিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী—তিনিই অমৃত। সুতরাং বায়ু প্রভৃতি চৈতন্যের শরীর মাত্র, এই সমুদয় আশ্রয় করিয়াই চৈতন্য-শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া হয়, এই চৈতন্য শক্তি বিরহিত হইলে, অগ্নি-বায়ু-আদিত্যা-দির কোনই ক্ষমতা থাকে না, এই বিষয়টি তলবকার উপনিষদে অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—এক সময়ে অগ্নি বায়ু আদিত্যাদির অত্যন্ত গর্ব্ব হয়; পরমে-শ্বর তাহা জানিতে পারিলেন, এবং তিনি এক অদ্ভুত দেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেববৃন্দের অনুরোধে, অগ্নি তাঁহার নিকটে যাইয়া, তিনি কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অদ্ভুত রূপধারী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? এবং তুমি কি করিতে পার? তদুত্তরে অগ্নি বলিলেন যে—আমি বিখ্যাতনামা অগ্নি, অখিল বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারি; তখন পরমেশ্বর তাঁহার সম্মুখে এক গাছা তৃণ স্থাপন করিলেন; অগ্নি বহু চেষ্টায়ও তাহা দগ্ধ করিতে না পারিয়া, লজ্জাবনত মুখে দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন! তৎপরে বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতিও ঐ প্রকারে স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিলেন; তাহার পর তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী উমা দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বৃথা অহঙ্কার এবং চৈতন্য-শক্তি বিরহিত হইলে, তাঁহারা যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম যে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা দেবতাদিগকে বলিলেন; তদবধি দেবতারা বৃথা অভিমান পরিহার করিলেন।

মূর্খেরাই কেবল অগ্নি-বায়ু-আদিত্যা-দিতে জড়ত্ব দৃষ্টি করেন, কিন্তু তত্ত্ব-দর্শী ঋষিগণ তাঁহাদের অন্তরে চৈতন্য-সত্ত্বা অনুভব করিতেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বেদপাঠে তৃপ্তি হইবে; অন্যথা বিড়ম্বনা মাত্র।

মাতা পিতর মৃত আ বভাজ ধীতাগ্রে মনসা সংহি জগ্মে।
সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপ-বাকমীয়ুঃ॥ ৮

পদপাঠঃ—মাতা। পিতরম্। ঋতে। আ। বভাজ। ধীতীঃ। অগ্রে। মনসা। সম্। হি। জগ্মে। সা। বীভৎসুঃ। গর্ভরসা। নিবিদ্ধা। নমস্বন্তঃ। ইৎ। উপবাকম্। ঈয়ুঃ।

ব্যাখ্যা—মাতা পৃথিবী। পিতরম্—দ্যুলোকস্থ সূর্য্যকে। ঋতে—উদকের জন্য, আ-বভাজ—সম্যক্ প্রকারে ভজনা করেন, ধীতী—ধীত্যা—কার্য্যের দ্বারা, অগ্রে—তাহার পূর্ব্বে,

মনসা—মনের দ্বারা, সংজগ্মে—সঙ্গত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বৃষ্টি করিয়াছিলেন। সা—মাতা-পৃথিবী, বীভৎসুঃ—গর্ভধারণে ইচ্ছুক হইয়া, গর্ভরসা (বৈদিক)—গর্ভরসেন—গর্ভরসের দ্বারা, নিবিদ্ধা—বিশেষরূপে বিদ্ধা হইয়াছিলেন; অথবা—গর্ভরসা—ওষধ্যুৎপাদক রসবিশিষ্টা পৃথিবী, নিবিদ্ধা হলের দ্বারা বিদারিতা হইয়াছিলেন; নমস্বন্ত—নিশ্চয়ই এই সংযোগে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সন্তানরূপ ব্রীহি-যবাদি শস্যোৎপাদন বিষয়ে, উপবাকং পরস্পর নিকটে যাইয়া কথাবার্ত্তা, ঈয়ুঃ—বলিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ—মাতৃরূপা পৃথিবী, পিতৃরূপ আদিত্য দেবকে উদকের জন্য কর্ম্মের দ্বারা ভজনা করেন। ইহার পূর্ব্বেই পিতা মনের দ্বারা মাতার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন; মাতা গর্ভধারণেচ্ছায়, গর্ভ-রসের দ্বারা পরিপূর্ণা হইয়াছিলেন; তাঁহারা পরস্পরের নিকটে গমন করিয়া শস্যোৎপাদন বিষয়ক কথোপকথন করিয়াছিলেন।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই বিশ্ব। মনুষ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম, এই জগদুৎপত্তি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। প্রজাকাম প্রজাপতি সৃষ্টির নিমিত্ত মিথুন উৎপাদন করেন। শ্রুতিতে উহাদের নাম রয়ি ও প্রাণ; সূর্য্য প্রাণস্থানীয়, পৃথিবী—চন্দ্রাদি রয়িস্থানীয়। জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তাহা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবজাতীয়। যাহাদের উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ যে সমুদয়ে প্রাণশক্তি বলীয়সী, তাহারা পুংজাতীয়; ঐরূপ যাহাতে রয়ি-শক্তি বলীয়সী, তাহারা স্ত্রীজাতীয়, এবং যাহাতে কোন শক্তিই বলবত্তরা নহে, তাহাই ক্লীবজাতীয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ-বিভাগ-প্রস্তাবে সূর্য্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি পুংজাতীয়, চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীজাতীয়, এবং বুধ ও শনি ক্লীবজাতীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রয়ি এবং প্রাণকেই Matter এবং Spirit বলা যায়। সূর্য্য প্রাণস্থানীয় এবং পৃথিবী রয়িস্থানীয়; এই উভয়ের সংযোগেই যাবতীয় পার্থিব পদার্থ সমুৎপন্ন হয়। এই সূর্য্য এবং পৃথিবীর সংযোগই বর্ত্তমান ঋকের বর্ণিত বিষয়। যেমন কোন যোষিৎ পুত্রার্থে পতিসন্নিধানে গমন করে, পতিও অনুরাগযুক্ত হইয়া তাহার নিকটে আগমন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী যেন সূর্য্যের সহিত এবং সূর্য্যও পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। সূর্য্য রস আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে রেতোরূপে বর্ষণ করাতেই পুত্ররূপ শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে "তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥" মহর্ষি পিপ্পলাদ কবন্ধীকাত্যায়নকে বলিলেন, প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিয়াছিলেন। তপ অনুষ্ঠান করিয়া তিনি মিথুন উৎপাদন করিলেন। ঐ মিথুন রয়ি ও প্রাণ। তিনি বলিলেন, ইহারাই আমার বহুপ্রকার প্রজা উৎপাদন করিবে।

যুক্তামাতাসীদ্ধুরিদক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্
গর্ভোবৃজণীষ্বন্তঃ।
অমীমেদ্বৎসোঽনুগামপশ্যদ্বিশ্বরূপাংত্রিষু-
যোজনেষু॥৯

পদপাঠঃ। যুক্তা। মাতা। আসীৎ। ধুরি। দক্ষিণায়াঃ। অতিষ্ঠৎ। গর্ভঃ। বৃজণীষু। অন্তঃ। অমীমেৎ। বৎসঃ। অনু। গাম্। অপশ্যৎ। বিশ্বরূপ্যাম্। ত্রিষু। যোজনেষু।৯

অন্বয়—মাতা দক্ষিণায়াঃ ধুরি যুক্তা আসীৎ। গর্ভঃ বৃজণীষু অন্তঃ অতিষ্ঠৎ। অনু ত্রিষু যোজনেষু সৎসু, বৎস অমীমেৎ। বিশ্বরূপ্যং গাম্ অপশ্যৎ।

ব্যাখ্যা—মাতা-নির্ম্মীয়ন্তে অস্মিন্ ইতি মাতা—যাহাতে ভূত সমূহ নির্ম্মিত হয়—দ্যুলোক, দক্ষিণায়াঃ অভিলাষ সম্পাদন যোগ্যা পৃথিবীর, ধুরি—ভারে—অর্থাৎ ভার-বহনে, যুক্তা—বর্ষণ-সমর্থা—আসীৎ—ছিলেন। গর্ভঃ—গর্ভস্থানীয় উদক রাশি, বৃজণীষু—অন্তঃ—মেঘপংক্তির মধ্যে, অতিষ্ঠৎ—ছিল, অনু—তৎপরে, ত্রিষু যোজনেষু—সৎসু—মেঘরশ্মিবায়ুষু সংযুক্তেষু সৎসু, অর্থাৎ মেঘ-রশ্মি-বায়ু, এই তিন মিলিত হইলে, বৎসঃ—পুত্ররূপে পরিণত জল, অমীমেৎ—বর্ষণ সময়ে শব্দয়তি, বর্ষণকালে শব্দ করিয়াছিল। (অনন্তর) বিশ্বরূপ্যাম্—বিচিত্র শস্যাদিদ্বারা নানারূপবতী, গাম্ পৃথিবীকে, অপশ্যৎ—দেখিয়াছিল।

বঙ্গার্থ—দ্যুলোক শস্যাদির উৎপাদনরূপ অভিলাষ সম্পাদন সমর্থা পৃথিবীতে বর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন। উদক গর্ভরূপে মেঘের অভ্যন্তরে ছিল, এবং মেঘ, রশ্মি ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায়, সন্তানবৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়া, শব্দ করিয়াছিল এবং বিচিত্ররূপা পৃথিবীকে দর্শন করিয়াছিল, অর্থাৎ—দ্যুলোক যেন পৃথিবীর উপকার সাধনার্থ প্রস্তুত এবং পৃথিবীও দ্যুলোকের সাহায্যে শস্যবতী হইবার উপযুক্তা। পৃথিবীকে এতাদৃশ অনুকূলা জানিয়াই দ্যুলোক তাহাতে বর্ষণ করেন। দ্যুলোক কিম্বিধ ভাবে পৃথিবীর উপকার করেন? তাহাই বর্ণিত হইতেছে যে,—গর্ভরূপে যে উদক মেঘাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তাহাই সন্তানরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং প্রসূত সন্তানের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াই শব্দ করে, বৃষ্টিদ্বারাই পৃথিবী নানাবিধ শস্যালঙ্কৃতা হইয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করেন। তাই উক্ত হইয়াছে যে, সন্তান পৃথিবীতে পতিত হইল, এবং তাহাতে পৃথিবী বিচিত্ররূপা হইলেন।

তিস্রো মাতৃস্ত্রীন্ পিতৃন্ বিভ্রদেক ঊর্দ্ধস্তস্থৌ
নেমবগ্লাপয়ংতি।
মংত্রয়ংতে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচ-
মবিশ্বমিন্বাং॥ ১০

অন্বয়—একঃ তিস্রঃ মাতৃঃ স্ত্রীন্ পিতৃন্, বিভ্রৎ (সন্) ঊর্দ্ধঃ তস্থৌ। ঈম্ ন অবগ্লাপয়ন্তি (কেঽপি ইতিশেষঃ), দিবঃ পৃষ্ঠে অমুষ্য বিশ্ববিদম্ অবিশ্বমিন্বাং বাচং মন্ত্রয়ন্তে—। দেবা ইতি শেষঃ।

ব্যাখ্যা—একঃ পরমেশ্বর, ত্রিস্রঃ মাতৃঃ—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক, এই তিন মাতাকে, এবং ত্রীন্ পিতৃন্ অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্য, এই তিন পালয়িতাকে। বিভ্রৎ সন্ ধারণ করিয়া, ঊর্দ্ধঃ তস্থৌ এই তিনের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। ঈম্ (বৈদিক) এনং—ইহাকে ন অবগ্লাপয়ন্তি, কেহই গ্লানি যুক্ত করিতে পারিতেছে না; অর্থাৎ কিছুতেই ইনি ক্লান্ত হইতেছেন না; দেবাঃ দেবতাগণ, দিবঃপৃষ্ঠে স্বর্গোপরি, অমুষ্য—উহাঁর সম্বন্ধে বিশ্ববিদম্—সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধিনী, অবিশ্বমিন্বাং—দেবতাভিন্ন অন্যোন্যের অজ্ঞেয়, বাচং—বাক্য, মন্ত্রয়ন্তে—পরস্পর কথোপকথন করেন।

বঙ্গার্থঃ—পরমেশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, এই তিন মাতা এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এই তিন পিতাকে ধারণ করিয়া ইহাঁদের ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্লান্তি হইতেছে না। স্বর্গে দেবগণ পরস্পর পরমেশ্বর সম্বন্ধে অন্যের অজ্ঞেয় বিশ্বব্যাপী কথোপকথন করিতেছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে দেবগণ যে সমুদয় তথ্য অবগত আছেন, তাহা অন্য কেহ অবগত নহেন এবং যাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কথোপকথন করেন, তাহাতে বিশ্বস্ত তাবৎ সত্যই নিহিত আছে। (ক্রমশঃ।)

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

উষস্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

—০:০:০—

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ,—যাজ্ঞবল্ক্যেতি, হোবাচ, যৎ সাক্ষা দপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য, সর্ব্বান্তরো, যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যোঽপানেনাপানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যো ব্যানেন ব্যানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যো উদানেন উদানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ।—তৎপরে চক্র ঋষির পুত্র উষস্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমার নিকট সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যে ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয় সবিশেষ ব্যাখ্যা কর। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তোমার আত্মাই সেই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সকলের মধ্যেই আছেন। উষস্ত পুনরায় বলিলেন, সকলের মধ্যে কোন্ আত্মা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন, যিনি প্রাণ বায়ু দ্বারা প্রাণন-ক্রিয়া করেন, তিনিই তোমার আত্মা, এবং তিনি সকলের মধ্যে আছেন; তিনি অপান বায়ু দ্বারা (অধোগামী বায়ু দ্বারা) অপান-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যে আছেন; যিনি ব্যান বায়ু দ্বারা (সর্ব্বত্রগামী বায়ু দ্বারা) ব্যান-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন; যিনি উদান বায়ু দ্বারা (ঊর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা) উদান-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো, যথা বিক্রয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেব মে বৈতদ্ব্যপেদিষ্টং ভবতি, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ। ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্নশ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ার্নমতের্মন্তারং মন্বীথার্নবিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত

আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণঃ উপররাম ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—চাক্রায়ণ উষস্ত বলিলেন, ঐ গো—ঐ অশ্ব যাইতেছে এবং দৌড়াইতেছে, এইরূপ ব্যপদেশ দ্বারা তুমি আমার নিকট ব্রহ্মের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে; সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম যে আত্মা এবং যিনি সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয়ই আমার নিকট বল। যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন, তোমার আত্মা—যিনি সর্ব্বান্তরে আছেন, তিনিই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম। উষস্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্ আত্মা সকলের মধ্যে আছেন? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দর্শনের দর্শককে কেহ দেখিতে পারে না; শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারে না; মননের মন্তাকে কেহ মনন করিতে পারে না; জ্ঞানের জ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারে না।

এই-ই তোমার আত্মা সকলের মধ্যে আছেন; এতদ্ব্যতীত আর সকলই অনিত্য। এই কথা শুনিয়া চাক্রায়ণ উষস্ত বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা—চক্রের পুত্র উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য "আত্মাই ব্রহ্ম" এই কথা বলিলেন; এবং আত্মা কি, জিজ্ঞাসা করাতে বলিতেছেন যে, যিনি প্রাণনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই আত্মা। তাহাতে উষস্ত সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, তুমি প্রথমে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের কথা বলিবে বলিলে, তৎপরে কতকগুলি লিঙ্গ দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যা করিতেছ; ইহা তোমার কিরূপ হইল? না যেরূপ কেহ শিং ধরিয়া গোরু দেখাইবে বলিয়া, তৎপরে গোরু গমনাগমন করে ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা গোরুর বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করে! তোমাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে বলিলে—আত্মা; আত্মা কি, জিজ্ঞাসা করাতে কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করিলে; অতএব তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বিষয় কিছুই বলিলে না। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে, দর্শনের দর্শককে দেখা যায় না, ইত্যাদি। দৃষ্টির দ্রষ্টা, (এস্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী) যিনি দৃষ্টিকার্য্য করেন, অর্থাৎ যিনি দেখেন, দ্রষ্টা কর্ত্তা এবং দৃষ্টি কর্ম্ম, তাঁহার কার্য্য; সুতরাং যিনি দৃষ্টি করেন, তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহাকে দেখা গেলে, তিনি দৃষ্ট হইলেন, দ্রষ্টা আর থাকিলেন না; কর্ম্ম হইলেন, কর্ত্তা আর থাকিলেন না। শ্রবণ, মনন ইত্যাদিতেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ঘট-পটাদির লক্ষণের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতে সম্মত হইতেছেন না; কেন না, তাহা বলা যায় না; এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মের স্বভাবের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের স্বভাব কি? না, দর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদি। এই দর্শনাদি দ্বিবিধ,—লৌকিক এবং পারমার্থিক। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, অন্তঃকরণে যে বৃত্তি হয়, তাহাই লৌকিক দর্শন, এবং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু আত্মার যে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; তিনি দর্শনের দর্শক, শ্রবণের শ্রোতা, ইত্যাদি; এবং আত্মার এই দর্শনাদি ক্রিয়ার আদিও নাই, অন্তও নাই।

এই বিষয়টী একটু অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদিগের লৌকিক

দর্শন কিরূপে হয়? একটী বস্তু চক্ষুর গোচর হইল, এবং চক্ষু ও স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের একটী ক্রিয়া হইল; এইরূপ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেই আমরা উহাকে দর্শন বলি। শ্রবণাদিও ঐরূপ। কিন্তু এই দেখা শুনা করে কে? চক্ষু, কর্ণ, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক করে? না অন্য কেহ করে? দেখি শুনি আমি, মস্তিষ্ক-স্নায়ু-চক্ষু-কর্ণের সাহায্যে। চক্ষু দেখে না বা মস্তিষ্ক উপলব্ধি করে না; আমি দেখি এবং আমি উপলব্ধি করি, চক্ষু ও মস্তিষ্কাদির সাহায্যে। এই "আমি"ই আত্মা। পদার্থ-বিশেষ চক্ষুকর্ণাদির সংস্রবে আসিলে, দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া হয়; কিন্তু এ সমুদয়ই বিনাশশীল; কিন্তু আমি যে এই দেখি শুনি ইত্যাদি, সে আমার দেখা শুনার একটা নিত্য-শক্তি আছে বলিয়া; সেই নিত্য-শক্তির সংস্রবে পার্থিব বস্তু আসে বলিয়া আমার লৌকিক দর্শনাদি হয়। এই অনিত্য-দর্শন ব্যতীত-আমার একটী নিত্য-দর্শন আছে, যে নিত্য-দর্শনের আমিই কর্ত্তা এবং দর্শনই কর্ম্মরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদি ঐ নিত্য-দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে আমার অনিত্য-দর্শন হইতে পারিত না; অর্থাৎ যদি পারমার্থিক দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে লৌকিক দর্শন হইতে পারিত না। ব্রহ্মের বিশেষ স্বভাব বশতঃ, সূর্য্যাদির ন্যায় তাঁহাকে দেখান যায় না; কারণ, তিনি দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলেই আর ব্রহ্ম থাকিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য উষস্তকে ইহাই বুঝাইলেন যে, আত্মা বা আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই সোঽহং-জ্ঞান লাভ হয়, এবং ইহা হইতেই জীব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি, তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

———০ঃ০ঃ০———

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়া পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে-হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ, তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্ত্তং ততোঽ কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ উপররাম।

বঙ্গানুবাদ।—অনন্তর কুষীতকের পুত্র কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপ বলিলেন। তিনি বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! অপরোক্ষ এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, যিনি সকলের মধ্যে

আছেন, তাঁহার বিষয় আমাকে বল। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মই তোমার আত্মা, যে আত্মা সকলের মধ্যেই আছেন। হে যাজ্ঞবল্ক্য! যাহা সকলের মধ্যেই আছেন, সে আত্মা কে? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, এই সেই আত্মা, যে আত্মা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা-মৃত্যুকে জয় করেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ আত্মাকে এইরূপ জানেন, এবং পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা, ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা জয় করিয়া, তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্ত-প্রাপ্তির ইচ্ছা; যাহা বিত্ত-প্রাপ্তির ইচ্ছা, তাহাই স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা; কারণ উভয়ই ইচ্ছা। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য অধিকার করিয়া, আত্মবিদ্যারূপ বল দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিবেন এবং পাণ্ডিত্য ও বলের বিষয় অবগত হইয়া, মৌন এবং অমৌন জানিয়া, আপনাদিগকে যথার্থ ব্রাহ্মণ করিবেন। কিরূপ আচরণে ব্রাহ্মণ থাকিবেন? এইরূপ ব্যক্তি যে আচরণই করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অবস্থা সমস্তই নশ্বর। কুষীতকের পুত্র কহোল বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব ব্রাহ্মণে, ব্রহ্মেতর বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞাত হইলে মুক্তি হয়, এই কথা সূচিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণে, সংসার-ত্যাগ মুক্তির হেতু বলিয়া সূচিত হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-দুঃখ ইত্যাদি থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান হইলে, শোক-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ধন-পুত্র ও স্বর্গ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। ভেদ-জ্ঞান হইতেই ধনৈষণা—পুত্রৈষণা ইত্যাদি জন্মে; কিন্তু ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে, উহা আর থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, সংসার-ধর্ম্ম আর থাকে না। বাসনা সকলের মূলেই এক; সেই মূল নষ্ট করিতে পারিলেই সকল বাসনা নষ্ট করিতে পারা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বল দ্বারাই এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যাঁহারা এই বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এস্থলে আচার্য্য-পরিচর্য্যা-পূর্ব্বক বেদান্ত-তাৎপর্য্য-ধারণকে 'পাণ্ডিত্য' বলা হইয়াছে এবং আত্মজ্ঞানকে 'বল' বলা হইয়াছে। আর, আমিই পরব্রহ্ম, আমা-ভিন্ন আর কিছুই নাই, মনের মধ্যে এই-রূপ অনুসন্ধানকে 'মৌন' বলা হইয়াছে, এবং অনাত্ম-প্রত্যয়কে 'অমৌন' বলা হইয়াছে; সুতরাং যথার্থ ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি অনাত্মপ্রত্যয়কে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া, আত্মপ্রত্যয়েক দৃঢ়-ধারণ করিয়া, পাণ্ডিত্য এবং বলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করিবেন। এইরূপ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

মণিরত্নমালা।

[১৬শশ্লোকের ব্যাখ্যার শেষাংশ।]*

(৪র্থবর্ষের ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্যার ২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

———০ঃ০ঃ০———

বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতেহ্যলং।
বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥ (মনু)

বাসনা পূর্ণ করেন বলিয়া ধর্ম্মের অপর একটি নাম "বৃষ"। তিনিই প্রত্যক্ষ ভগবান্। অতএব এমন ধর্ম্মরূপ বৃষকে যে ব্যক্তি নিবারণ করে, সেই ব্যক্তিই 'বৃষল' (নীচজাতি বা দুষ্কর্ম্মান্বিত পাপী); তদ্ভিন্ন বৃষল কোন জাতি নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মকে নষ্ট করা কোনমতে বিধেয় নহে।

"যে তু ধর্ম্মানস্থয়ন্তে বুদ্ধি মোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাপি পীড্যতে॥"
"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোনহন্তব্যো মানোধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥"

যে সমস্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে, তাহারা কুপথেই গমন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের অনুসরণকারী মনুষ্যগণও দুঃখ ভোগ করে। যে মানব ধর্ম্মকে হনন করে, ধর্ম্ম তাহাকে হনন করেন, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে; ধর্ম্ম যেন আহত হইয়া আমাদিগের বিনাশ সাধন না করেন।

ধর্ম্মের লক্ষণ।

(১)

ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ংশৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥ (মনু)

ধৃতি—সন্তোষ, ক্ষমা—অপকারীর প্রত্যপকার না করা, দম—বিষয়-সংসর্গে মনের অবিকার, অস্তেয়—পরধন হরণ না করা, শৌচ—মৃত্তিকা-জলাদি দ্বারা দেহ-শোধন এবং চিত্ত-বিশুদ্ধিরূপ অভ্যন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—রূপ-রসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করা, ধী—শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান—অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র সকলের অনুশীলন ও বিচার দ্বারা বস্তু-তত্ত্ব নির্ণয় করা, বিদ্যা—আত্মজ্ঞান—অর্থাৎ দেহাদি হইতে আপনাকে পৃথক্ জানা এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা, সত্য—যথার্থ জ্ঞাপন অক্রোধ—ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করা, ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ। (১)

*কলিকাতায় হিন্দু-পত্রিকার মুদ্রণকালে এই অংশটুকু হারাইয়া গিয়াছিল এবং ইহার পরবর্ত্তী অংশ গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু এই পূর্ব্বাপলুপ্ত অংশটি লেখক মহাশয়ের অনুগ্রহে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায় এবার প্রকাশিত হইল। (হিঃ সঃ)

(১) অন্যান্য শাস্ত্রেও ধর্ম্মের লক্ষণ এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেব-ব্রাহ্মণ-পূজনং।
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।"
(বিষ্ণু সংহিতা)

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্ম-সাধনং॥
শ্রুতিঃস্মৃতিঃসদাচারঃ স্বস্যচপ্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামোধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং"॥
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

"পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণং"॥
(পদ্মপুরাণ)

সৎপাত্রে দান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মতি, মাতা-পিতার সেবা-শুশ্রূষা, শ্রদ্ধা—শাস্ত্রে এবং গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, বলি—দেবোদ্দেশে পূজোপহার প্রদান এবং ভূতযজ্ঞ—অর্থাৎ প্রাণিগণকে খাদ্যাদি দান, এবং গোগ্রাস—গো-সেবা—গো-গ্রাসাদি দান, এই ছয়টি ধর্ম্মের লক্ষণ। বর্ত্তমান সময়ে গৃহস্থ মাত্রেই সামান্যরূপ যত্ন ও অভ্যাস করিলেই পদ্মপুরাণোক্ত এই অনুত্তম ধর্ম্মটী প্রতিপালন করিতে পারেন (১)

শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

(১)

ইজ্যাচার দমাহিংসাদানং স্বাধ্যায়কর্ম্মণাং।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং॥
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

যাগ-যজ্ঞ, সদাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, দান এবং বেদাভ্যাস, এই সকল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম, কিন্তু এ সকল কর্ম্ম অপেক্ষা যোগ—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার করাই পরম ধর্ম্ম। ইহা যোগীর কথা।

২।

"সবৈপুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মাসুপ্রসীদতি"॥
(ভাগবত)

"সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জবং।
জ্ঞানং শমো দয়া দানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"॥
(গরুড় পুরাণ)

(১) সময়ান্তরে ধর্ম্মের এই ষড়্বিধ লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

যে ধর্ম্ম হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধি-রহিতা) অপ্রতিহতা (শুষ্কতর্কাদিরূপ বিঘ্ন দ্বারা অনভিভূতা) ভক্তি জন্মে, সেই ধর্ম্মই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; এই ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন হয়। ইহা ভক্তের কথা।

সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বেহি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবং।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥
(দক্ষসংহিতা)

"ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নো চেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্রৈব নাস্তিসংশয়ঃ"॥
(শুক্রনীতি)

মনুষ্য মাত্রেই সুখের অভিলাষ করিয়া থাকে; সুখ ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; অতএব কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেরই সর্ব্বদা প্রযত্ন সহকারে সুখ-মূল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন ব্যক্তি নিজ শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও ধর্ম্ম-কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি তৎকর্ম্মের পুণ্যলাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৮)—সংসারের মূল কি? গুরুর উত্তর—চিন্তা।(১)

চিন্তা দুই প্রকার,—এক—জড়-জগতের চিন্তা বা বিষয়-চিন্তা, আর—অধ্যাত্মচিন্তা বা ভগবানের চিন্তা। সাংসারিক চিন্তাই জীবের জনন-মরণরূপ সংসৃতির কারণ; আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ঈশ্বর-চিন্তা সংসার-

(১) সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন,—
"মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।
(তাতে) কুলালচক্রে ভ্রমাইল চিন্তারাম চাপরাসী এসে"॥

নিবৃত্তির বা মুক্তির কারণ। কেননা—

"যস্য সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ।"

যে ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে ব্যক্তি চিন্তামণির চিন্তা—অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ ভগবানের চিন্তা কি প্রকারে করিবে? অবিরত যাহার মস্তক কম্পিত হয়, সে ব্যক্তি কি শিরোমণি ধারণ করিতে পারে?

অর্থেহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমোযথা"॥

(ভাগবত)

কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন—মা! সংসারের অর্থ সকল বস্তুতঃ মিথ্যা; এ প্রযুক্ত তাহা বিদ্যমান না থাকিলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না। স্বপ্নে যেমন বস্তু সকল বাস্তবিক অবিদ্যমান হইলেও বিদ্যমান বোধ হয়, সেইরূপ বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে (১) এই সংসার অবাস্তব হইয়াও বাস্তববৎ উপস্থিত থাকে; সুতরাং সাংসারিক বিষয়-চিন্তাপরায়ণ পুরুষের সংসারত্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; কেন না—

"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কৃত্যাংতেন প্রবেশিতঃ॥
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্"॥

(ভাগবত)

দেহী ব্যক্তি স্নেহ দ্বারাই হউক বা দ্বেষ বশতঃই হউক, আর ভয় জন্যই হউক, যে যে বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররূপে মন ধারণ করেন, তাহার তাদৃশরূপপ্রাপ্তি হয়। যেমন পেশস্কৃত কীট—অর্থাৎ কাঁচপোকা কর্ত্তৃক তৈলপায়িকা (আরসুলা) ধৃত ও গর্ত্তমধ্যে নীত হইয়া, ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করতঃ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। (১)

তাই নিখিল মঙ্গলালয় করুণানিধান ভবকর্ণধার ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতং"॥

(ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে, তাহার মন বিষয়েতেই সমাসক্ত হয়, আর যে ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করে, তাহার মন আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; অতএব স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায় অসৎচিন্তা পরিহার করিয়া, আমার ভজনা দ্বারা শোধিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাহিত কর। (২)

কস্তাংত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তাং,
ঋতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যঞ্জনং পতিতং বৈতরণ্যাং, (৩)
স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপাঞ্জষাণং॥

(১) "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"॥

(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

(১) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষুকালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।"
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্ম্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥

(গীতা—শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

(২) "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মনং মৎপরায়ণঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

(৩) "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।"

মহর্ষি শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—হে মহারাজ! মনুষ্য সকল যমপুরীর দ্বারস্থিতা ভীষণা বৈতরণী নদীর তুল্য এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া, নিজ কর্ম্ম জন্য নিরন্তর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও পশুর তুল্য কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি (অমৃতময়ী) ভগবচ্চিন্তাকে অনাদর করিয়া অত্যন্ত অসৎ বিষয়-চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়?

"অত এব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।"
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ—বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশং॥"

(ভাগবত)

বিষয়-চিন্তাই সমস্ত অনর্থের হেতু; অতএব সংসার-নিস্তারার্থী মানব অসৎপথে প্রসক্ত—অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়-চিন্তায় নিরত মনকে সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা আত্মবশে আনয়ন করিবেন। মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের অভয়-চরণারবিন্দে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করাই সংসার-মুমুক্ষু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য (১)

(১) রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥

অন্যান্য ভক্তগণ বলিয়াছেন,—

"যা চিন্তা ভুবি পুত্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপার-সম্ভাষণে,
যা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ-যশসাং লাভে সদা জায়তে।
সা চিন্তা যদি নন্দ-নন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং।
কা চিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বার-প্রয়াণে প্রভো"।
"রে চিত্ত! চিন্তয় চিরং চরণৌ মুরারেঃ
পারং গমিষ্যতি যতো ভব-সাগরস্য।
পুত্রাঃকলত্রমিতরে নহি তে সহায়াঃ,
সর্ব্বং বিলোকয় সখে মৃগতৃষ্ণিকেব॥"

ঈশ্বর-চিন্তন।

"স্তুতিঃ স্মরণ পূজাদি বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনং"॥

(গরুড় পুরাণ)

স্তব, নাম-স্মরণ, পূজাদি, এবং কায়-মনোবাক্যে ও কর্ম্মে হরিতে যে অচলা ভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বর-চিন্তন বলা যায়।

ঈশ্বর-চিন্তনের ফল।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥

(গীতা)

"যিনি অনন্যচিত্তে নিত্য আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য, সুতরাং তত্তৎলোকগত জীবের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না"।

(শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে—)

রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা,
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীর-বামনয়না-হৃতমানসায়,
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ॥

হে যদুপতি! রত্ন সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্তম; অতএব তোমাকে দিবার উপযুক্ত কি আছে? তবে শুনিয়াছি, প্রেমময়ী গোপ-রামাগণ নাকি তোমার মনটীকে হরণ করিয়াছে; তাই এক্ষণে আমি হৃত-চিত্ত তোমাকে আমার চিত্তটি অর্পণ করিতেছি; হে প্রেমবশ্যগোপীজন-বল্লভ! কৃপা করিয়া তুমি ইহা গ্রহণ কর।

ঈশ্বরচিন্তকের পক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে"॥
(ভক্ত-বাক্য)

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"॥
(গীতা)

ভগবানের সেবকগণ অন্ন-বস্ত্রের জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া থাকেন। কারণ বিশ্বম্ভর হরি কিরূপে তাঁহার ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন? ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি মদেকপ্রয়োজন ও মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া কেবল আমারই উপাসনা করে, প্রার্থনা না থাকিলেও সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ সেই ভক্তগণের "যোগক্ষেম" (যোগ—ধনাদিলাভ বা অন্নাদির আহরণ এবং ক্ষেম—তৎপালন বা সংরক্ষণ) আমি নিজেই বহন করি। (১)

"লোকোঽয়মখিলং দুঃখ চিন্তয়োজ্ঝিতয়োজ্ঝতি।
তৃষ্ণাবিসূচিকামন্ত্রশ্চিন্তাত্যাগোহি কথ্যতে"॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

যে বিষয়-তৃষ্ণা বশতঃ জীব দেহ ধারণ করিয়া সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দ্বারা পীড়্যমান হয়, চিন্তা পরিত্যাগই সেই বিষয়-বাসনারূপ বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। অতএব চিন্তা পরিত্যাগ (১) করিলেই মনুষ্যের সর্ব্ব শান্তি লাভ হয়।

চিন্তা ত্যাগের উপায়।

"তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাং
আত্মনো ভাবয়েৎ তদ্বৎ মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশং॥"

নিরন্তর পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা অসৎ-চিন্তা দূরীকৃত হয়, এইজন্য বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদাই আত্মার দেহাতিরিক্ততা চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং জগতের অনিত্যতা আলোচনা করিবেন।

"কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈর্নলভ্যতে॥"

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা-মতি অতীব দুর্ল্লভা। উহা কোটিজন্মার্জ্জিত সুকৃতি দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্র লোলতা (সাকাঙ্ক্ষতা বা প্রাপ্তির নিমিত্ত ঔৎসুক্যই) উহার মূল্য। অতএব বিষয়-প্রাপ্তি-লালসা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের পাদপদ্ম লাভের আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করাই তাঁহার প্রতি চিত্ত স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়। (২) (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

---

(১) ভক্তমাল গ্রন্থে পুরুষোত্তম নিবাসী অর্জ্জুন মিশ্র নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর আখ্যান পাঠ করিলে, ভক্তের প্রতি ভক্ত-বৎসল ভগবানের ঈদৃশ অনুগ্রহের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) "সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।"

(২) তাবদ্ভবতু মে দুঃখং চিন্তা-সাগর-সঙ্গমে।
যাবৎকমলপত্রাক্ষং ন স্মরামি জনার্দ্দনং॥
(পাণ্ডবগীতা)

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাহার যে ধর্ম্ম, সে তদ্ধর্ম্মেতর কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ। "কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে কার্য্য কারণ গুণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং তাদৃগুদ্দেশ্য-মূলক কর্ম্মের ফল সেই সেই অভীপ্সিত বিষয়ই হইতে পারে; মোক্ষ সাধন তাহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। ৯

অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে; একদা এক ব্যক্তি উভয়ানুষ্ঠানে অশক্ত, ইহাই বক্ষ্যমাণ শ্লোকের বক্তব্য বিষয়।

১০—অর্থী দক্ষো দ্বিজোঽহংবুধ ইতিমতিমান্
কর্ম্মসূক্তাধিকারী।
শান্তোদান্তঃ পরিব্রাড়্ পরমপরমো
ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী।
ইত্থং ভেদে বিবক্ষন্ সমুদিতমুভয়ং
মুক্তিহেতুং সুশীতং
নীরং বৈশ্বানরং চোভয়মহহতৃষো-
চ্ছেদকামঃ পিবেৎ সঃ॥ ১০

অন্বয়—"অহম্" আমি, "অর্থী" ধনবান্, "দক্ষঃ" সমর্থ, "দ্বিজঃ" বিপ্র, "বুধঃ" পণ্ডিত, "ইতি" এবম্প্রকার, "মতিমান্" অভিমানী, "কর্ম্মসু" কর্ম্মকাণ্ডে, "উক্তাধিকারী" মীমাংসা-শাস্ত্রানুসারে অধিকারবান্। "শান্তঃ" রাগাদিহীন, "দান্তঃ" বশীকৃত বাহ্যান্তরেন্দ্রিয়, "উপরমপরম" দেহধারণারিক্ত-ব্যাপার-নিবৃত্তিশীল, "পরিব্রাট্" সন্ন্যাসী, "ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী" বেদান্তানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে অধিকারবান্। "ইত্থং" এই প্রকারে, "ভেদে সতি" কর্ম্ম এবং জ্ঞানের অধিকারিবৃন্দের ভেদ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি, "সমুদিতং" অধিকারিভেদে সম্যক্‌প্রকারে নির্ণীত, "উভয়ম্" জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই উভয়কেই, "মুক্তিহেতুম্" যুগপৎ মুক্তির হেতু বলিতে ইচ্ছা করেন, "সঃ" তিনি, "অহহ্" আহা যেন, "তৃষোচ্ছেদ কামঃ" তৃষ্ণা-পরিহার-মানসে "সুশীতং" সুশীতল, "নীরম্" জল, "চ" এবং "বৈশ্বানরং" অগ্নি, এতদুভয়কেই "পিবেৎ"—অধঃকৃত করিতে উদ্যত হয়েন।

ব্যাখ্যা—অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কার্য্যের ব্যবস্থা আছে; এক ব্যক্তি কখনও এক সময়েই জ্ঞান এবং কর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারেন না; কেন না, যিনি জ্ঞানের অধিকারী, তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; প্রত্যুত যিনি কর্ম্মানুশীলনতৎপর, তাঁহার জ্ঞানপরিচর্য্যায় অধিকার অতীব দূরবর্ত্তী; সুতরাং যুগপৎ একাধারে জ্ঞান এবং কর্ম্মের অধিকারিতা অসম্ভব। এই প্রকার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ জ্ঞান এবং কর্ম্ম (৮ম শ্লোক) উভয়কেই একদা অনুষ্ঠানীয় বলিয়াছেন, তাই পণ্ডিত সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহাদিগের মত নিরাস করিতেছেন। মীমাংসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে সমুদয় ব্যক্তির "আমি ধনাঢ্য, আমি কার্য্যক্ষম, আমি বিপ্র, আমি পণ্ডিত" এই প্রকার অভিমান আছে, তাহারাই কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী; কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানই অভিমানরূপ মত্ত ঐরাবতের একমাত্র অমোঘ অঙ্কুশ। জীব তাবৎকাল পর্য্যন্তই অহঙ্কৃত থাকে, যাবৎ না কর্ম্মক্ষেত্ররূপ নিকষোপলে তাহার অহঙ্কারের পরীক্ষা হয়। পুনশ্চ, কর্ম্মানুশীলনে উদ্দাম-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ কোমল অপেক্ষাও কোমলতর হইয়া আইসে; হৃদয়ের দৃপ্তভাব দূরীভূত হয়, রুক্ষ শ্মশানে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ উদ্যান-মাধুরী ক্রীড়া করিতে থাকে।

সুতরাং বিষয়াভিমানী ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়; কিন্তু অন্যের পক্ষে, অর্থাৎ তাদৃগভিমানবিহীন জিতাত্মাদিগের পক্ষে নয়। আবার বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা রাগদ্বেষবিযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিয়ত যোগরত, নিবৃত্তিশীল এবং সন্ন্যাসী, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী; অর্থাৎ রাগাদি-পরবশতা, ইন্দ্রিয়পরতা, সস্পৃহতা ও অত্যাগ-সহনশীলতা, এ সমস্তই ভগবচ্চিন্তার অন্তরায়; সুতরাং এ সকল দুশ্ছেদ্য বাগুরাবর্ত্ত হইতে যাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী; অতএব মীমাংসা এবং বেদান্ত, এই উভয় গ্রন্থানুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এতদুভয় যুগপৎ একজনের দ্বারা কদাপিও সাধিত হইতে পারে না। কর্ম্মের অনুশীলনা করিতে২ জ্ঞান আপনিই আসিয়া দেখা দেয়; কর্ম্ম-পরিচর্য্যার পূর্ব্বে জ্ঞান-প্রাপ্তির আশা উদ্ভ্রান্ত চিত্তের আকাশ-কুসুম-কল্পনাবৎ! অতএব এতাদৃশ অধিকার-ভেদ থাকা সত্ত্বেও, যাঁহারা জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই উভয়ের যুগপদনুষ্ঠানকে মুক্তি-হেতু নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী অধিকারীদ্বয়কে একাধিকারে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের পক্ষে, তৃষ্ণা দূর করিতে যাইয়া সুশীতল জল এবং জাজ্বল্যমান অনল, এতদুভয়কে যুগপৎ গ্রহণ করিতে উদ্যত হওয়া অসম্ভব নয়। কেন না—কর্ম্ম ও কর্ম্মের অধিকারী এবং জ্ঞান ও জ্ঞানের অধিকারী, এতদুভয়ের ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ, অর্থাৎ কর্ম্মযোগীর যে সমুদয় বিষয় নিত্যানুষ্ঠেয়, জ্ঞান-যোগীর সে সকল অবশ্য পরিহর্ত্তব্য। সুতরাং এক-জনের পক্ষে একদা জ্ঞান এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব।

জ্ঞানং চাপ্যদ্বিতীয়স্বরস-সুখ-ঘনা-
নন্তচিন্মাত্ররূপ-
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধঃ স ভবতি সুমতে-
স্তত্ত্বমস্যাদি বাক্যাৎ।
দেহাদ্যধ্যাস দার্ঢ্যাচ্ছ্রুতমপি সহসা
নৈব সংভাবনীয়ং
ব্রহ্মত্বং স্বস্য তস্মাৎ নয়-গুরুবচনৈঃ
সাধু মীমাংসনীয়ং॥ ১১

অন্বয়ঃ— জ্ঞানং চ অপি অদ্বিতীয় স্বরস-সুখ-ঘনানন্ত-চিন্মাত্র-রূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বোধঃ। স সুমতেঃ তত্ত্বমসি আদি বাক্যাৎ ভবতি। শ্রুতং অপি স্বস্য ব্রহ্মত্বং দেহাদ্যধ্যাসদার্ঢ্যাৎ সহসা ন এব সম্ভাবনীয়ং। তস্মাৎ নয় গুরুবচনৈঃ সাধু যথাস্যাৎ তথা মীমাংসনীয়ং জ্ঞানানুসন্ধিৎসুভিরিতিশেষঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—পূর্ব্বকথিতমোক্ষ-সাধনং জ্ঞানং কিংস্বরূপমিত্যত আহ—জ্ঞান চ সর্ব্বভেদরহিতং স্বয়ংসারভূতং নিরবচ্ছিন্ন সুখাত্মকং সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্যং চৈতন্যস্বরূপং তথা ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ অভেদানুভাবকং ভবতি। এতাদৃশং উদার-গুণ-লক্ষণং জ্ঞানং, শ্রবণমননিধিধ্যাসনাদিনা পরিসংস্কৃতবুদ্ধেঃ মুখ্যাধিকারিণঃ পুরুষস্য॥ তৎ ত্বম্ অসি॥ ইত্যাদি বাক্যালোচনয়া এব উৎপদ্যতে। নতু উপায়ান্তরেণ। যেন প্রাক্তন-পুণ্যবশাৎ স্বয়মেব আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জ্ঞায়তে; অলং তস্য শ্রবণ-মননাদিনা ইতি ন বক্তব্যং, যতঃ আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জ্ঞাতমপি—দেহপুত্রাদিষু অহন্তামমতারূপ তাদাত্ম্যাধ্যাসস্য অপরিহার্য্য-ত্বাৎ, জ্ঞানবন্তিরপি সর্ব্বৈরেব তৎ সম্যক্ প্রকারেণ হৃদয়ঙ্গমীকর্ত্তুং ন শক্যতে। তস্মাৎ হেতোঃ যুক্তিভিঃ গুরূণাং উপদেশৈশ্চ

আত্মনঃ ব্রহ্মাত্মত্বম্ নিশ্চয়ং যাবৎ বিচারণীয়ং জ্ঞানলিপ্সুভিঃ।

ব্যাখ্যা— পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানকেই মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, অধুনা সেই জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন; যাহাতে কোন প্রকার ভেদ-কল্পনা নাই, অর্থাৎ কি দ্বেষ্য, কি সম্মত, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, সর্ব্বত্রই যাহা সমাবস্থ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা নিজে নিজেই পরিতৃপ্ত, শতশত প্রতিকূল যুক্তিতেও অবিচলিত, যাহা অসীম সুখের আকর এবং চিরকাল অভ্রান্ত, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য এবং চৈতন্য-স্বরূপ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহাদ্বারা ব্রহ্ম হইতে আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্মের সহিত আত্মা মিলিত—একীভূত হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃতজ্ঞান। যাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মের সহিত আত্মার একীভাব চিন্তা করিতে করিতে পরিশুদ্ধমতি হইয়াছেন, সেই সমুদয় শ্রেষ্ঠ অধিকারীগণই এতাদৃশ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন; আত্ম-চিন্তাবিহীনগণের পক্ষে এই জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ। যদিও একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে, এই অনিত্য সংসার ও অনিত্য পদার্থনিচয় যে সেই নিত্য পদার্থ হইতে অভিন্ন, এই প্রকার প্রতীতি জন্মে, কিন্তু সেই প্রতীতি বুদ্‌বুদ্ অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়িনী; কেননা এই বিনশ্বর দেহ এবং বিনশ্বর পুত্র-কলত্রাদিতে আমাদের মমতা-মোহে অবিনশ্বরতা-বুদ্ধি এতই প্রবল—এতই অপরিহার্য্য যে, আমরা যতই একত্ব চিন্তা করি না কেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে পারি না। মিথ্যাভূত সংসারের অনস্তিত্ব-বোধ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। অতএব জ্ঞানলিপ্সুগণের পক্ষে এই প্রকার অযথা সংস্কার তিরোহিত করিবার জন্য শাস্ত্র এবং তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে মীমাংসা করা একান্ত বিধেয়।

দেহং কেঽপি বদন্তি স্বানি তু পরে
প্রাণান্ মনশ্চাপরে।
বুদ্ধিং চ ক্ষণিকাং স্থিরামথ পরে
কেচিৎ চিতং নিঃসুখাম্।
আত্মানং জড়চিৎস্বভাবমপরে
চিদ্বজ্জড়ং চেতরে।
সত্য-জ্ঞানসুখাদ্বিতীয়মপরে
তত্রাস্য কো নিশ্চয়ঃ? ১২

অন্বয়ঃ—কেঽপি চার্ব্বাকা দেহং স্বানি তু (চ) আত্মানং বদন্তি, পরে কেচন প্রাণান্ আত্মানং বদন্তি, অপরে কে কে পণ্ডিতাঃ মনঃ আত্মানং বদন্তি, বৈনাশিকাঃ ক্ষণিকাং বুদ্ধিং চ আত্মানং বদন্তি, অথ—অন্যে সাংখ্য-পাতঞ্জলাদয়ঃ—নিঃসুখাং চিতং আত্মানং বদন্তি, অপরে—ভাট্টাঃ জড়চিৎস্বভাবং আত্মানং বদন্তি, ইতরে নৈয়ায়িকাদয়ঃ চিদ্বজ্জড়ং আত্মানং বদন্তি, অপরে বেদান্তিনঃ সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়ং আত্মানং বদন্তি, তত্র অস্য জিজ্ঞাসোঃ কো নিশ্চয়ঃ?—নকোঽপি, ইত্যর্থঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—সুগমং।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—স্বানি—ইন্দ্রিয় সকল। ক্ষণিকাং—ক্ষণস্থায়িনী। জড়-চিৎস্বভাবং—জড় এবং চৈতন্যের স্বভাবকে। চিদ্বজ্জড়ম্—চৈতন্যযুক্ত গুণাদিবিশিষ্ট জড় দ্রব্যকে। সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়ং—সচ্চিদানন্দরূপ এবং অদ্বিতীয়। অত্র—এই সকল মত-বিভেদ সত্ত্বে। অস্য—তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির।

ব্যাখ্যা—চার্ব্বাকগণ দেহ এবং ইন্দ্রিয়

সমূহকেই আত্মা বলিয়া মানিয়া থাকেন। দেহাবসানে আত্মারও অবসান হয়, অতএব দেহের—অর্থাৎ দেহের অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি বিধানই আত্মার পরিতৃপ্তি, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য মত, এবং এই জন্যই নশ্বর দেহাভিমানী চার্ব্বাক্ গণ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই মত অবলম্বন করিয়া দৈহিক ব্যাপার সাধনেই আত্ম-তৃপ্তিলাভ মনে করিয়া থাকেন। অন্য কোন কোন পণ্ডিত প্রাণকে আত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং কেহ২ সূক্ষ্ম মনকে আত্মস্বরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিনাশবাদী পণ্ডিতসমূহের মতে ক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধি এবং ভাস্করাদির মতে স্থিরা বুদ্ধিই আত্মা। সাংখ্য-পাতঞ্জলীয় পণ্ডিতবৃন্দ সুখ-দুঃখাদি-সঙ্গশূন্য চিন্মাত্রকে এবং ভাট্টমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ চৈতন্য ও জড়ের স্বভাবকে আত্মা বলিয়া থাকেন। প্রভাকর ও নৈয়ায়িকগণের মতে চিদ্‌যুক্ত অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট জ্ঞান ও গুণাদিযুক্ত জড়দ্রব্যরূপই আত্মা; বৈদান্তিকবৃন্দ বলেন যে, আত্মা নির্ব্বিশেষ এবং নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ। একই আত্মনিরূপণে এতাদৃশ মত-পার্থক্য থাকায়, আত্মতত্ত্বলিপ্সুর আত্মবিষয়ক কোন জ্ঞান লাভেরই সম্ভাবনা নাই; কেননা আত্মার স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই।

আহুঃ কেচিদণুং শরীরসদৃশং
কেচিদ্বিভুং তং পরে।
তে তং মানসগোচরং তদপরে
নিত্যানুমেয়ং জগুঃ।
অন্যে চিদ্বিষয়ং পরে তু পরম-
স্বজ্যোতিরাভ্যন্তরম্
সত্যেবম্ শ্রুতিযুক্তিভির্বিবিদিষো
র্যুক্তোবিচারো মুহুঃ॥ ১৩।

অন্বয়——কেচিৎ—পাশুপত পাঞ্চরাত্রাদ্যাগমজ্ঞাঃ, তম্ (আত্মানম্) অণুং আহুঃ। কেচিৎ আর্হন্তাদয়ঃ তম্ আত্মানং শরীরসদৃশং আহুঃ। পরে (নৈয়ায়িকাদয়ঃ) তম্ আত্মানং বিভুং আহুঃ। তে—(উক্তা ত্রয়ঃ বাদিনঃ) তম্ আত্মানং মানসগোচরং জগুঃ, তদপরে—(সাঙ্খ্যাদয়ঃ) নিত্যানুমেয়ং জগুঃ, অন্যে (বৈনাশিকাঃ) তম্ আত্মানং চিদ্বিষয়ং জগুঃ, অপরে (বেদান্তিনঃ) তম্ আত্মানং আভ্যন্তরং পরমস্বজ্যোতিঃ জগুঃ, এবম্ সতি বিবিদিষোঃ শ্রুতিযুক্তিভিঃ মুহুঃ বিচারঃ যুক্তঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—পাশুপত পাঞ্চরাত্র প্রভৃতয়ঃ আগমবিশারদাঃ পূর্ব্ববর্ণিতং আত্মানং পরমাণু পরিমাণং, আর্হন্তাদয়ঃ দেহপরিমাণং, নৈয়ায়িকাদয়ঃ ব্যাপকং চ বদন্তি, অতস্তেষাং মতিত্রয়সম্পন্নানাং মতানুসারেণ আত্মনঃ মানসপ্রত্যক্ষ-বিষয়ত্বং তৈরেব স্বীকৃতং, তেভ্যোঽপরে সাঙ্খ্যাদয়ঃ তমেব আত্মানং, বিষয়বিকাশাদিনা কেবলম্ অনুমানসাধ্যং, বৈনাশিকাঃ বৃত্তি-জ্ঞান-প্রকাশ্যং, বৈদান্তিকাশ্চ পঞ্চকোষেভ্যোঽপি অন্তস্থম্ সর্ব্বপ্রকাশোৎকৃষ্ট-স্বয়ং-প্রকাশং চ কথয়ন্তিস্ম। এবম্প্রকারেণ মতভেদে সতি আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুনা সাক্ষাৎকারং যাবৎ বেদমার্গপ্রহিতেন চেতসা যুক্ত্যাচ আত্ম-বিষয়কং বিচারণং কর্ত্তব্যমেব। নতু জিগীষয়া।

ব্যাখ্যা—আত্মাকে, পাশুপত-পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি আগমজ্ঞ পণ্ডিতগণ পরমাণু-পরিমিত, আর্হন্তাদি দেহ-পরিমিত, এবং নৈয়ায়িকগণ ব্যাপক বলিয়া থাকেন।

তাঁহাদের মতে আত্মা মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। আবার সাংখ্যাদির মতে, বিষয়-বিকাশাদি দ্বারা আত্মা কেবল অনুমানগম্য ও ক্ষণিক-বাদিবৃন্দের মতে আত্মা জ্ঞানগম্য। ইঁহারা অনুমান এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরন্তু বৈদান্তিকগণ বলেন যে, পঞ্চকোষ হইতেও অন্তরস্থ সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বপ্রকাশ জ্যোতিই আত্মা। অতএব এই প্রকার এক আত্মার সম্বন্ধেই যখন এত মতভেদ, তখন শ্রুতি যুক্তির অনুসরণ করিয়া, যত কাল আত্মজ্ঞান না জন্মে, ততকাল পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচার করা আত্মজিজ্ঞাসুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

এবং বিশ্বস্য হেতুং প্রকৃতিমভিদধুঃ
কেঽপি কেচিৎ পরাণূ।
নীশেনাধিষ্ঠিতাংস্তান্ কতিচন কতিচিৎ
নশ্বর-জ্ঞানমেব।
অন্যে শূন্যং স্বভাবং কতিচন সময়ং
কেঽপি কেচিদ্যদৃচ্ছাং।
কর্ম্মান্যে ব্রহ্মমায়াশবলিতমপরে
সোঽপি তস্মাদ্বিমৃশ্যঃ॥ ১৪।

অন্বয়ঃ—আত্মবিষয়বৎ ঈশ্বরবিষয়েঽপি মতভেদান্ দর্শয়তি—এবমিতি—এবং কেঽপি (কাপিলাঃ) প্রকৃতিং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ. কেচিৎ—(বৈনাশিকা—আর্হন্তাশ্চ) পরাণূন্ বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচন (পাতঞ্জলাঃ—কণাদ-গৌতমীয়াশ্চ) ঈশেন অধিষ্ঠিতান্ তান্ (প্রকৃতিং পরমাণূংশ্চ) বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচিৎ (বিজ্ঞানবাদিনঃ) নশ্বরজ্ঞানং এব বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, অন্যে (মাধ্যমিকাঃ) শূন্যং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচন (লোকায়তিকাঃ) স্বভাবং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ। কেঽপি (মৌহূর্ত্তিকাঃ) সময়ং বিশ্বস্য হেতুম্ অভিদধুঃ, কেচিৎ যদৃচ্ছাম্ বিশ্বস্য হেতুম্ অভিদধুঃ, অন্যে (মীমাংসকাঃ) কর্ম্ম, অপিচ অপরে (বেদান্তিনঃ) মায়াশবলিতং ব্রহ্ম চ বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, তস্মাৎ সঃ বিশ্বহেতুরীশ্বরোঽপি বিমৃশ্যঃ জিজ্ঞাসুভিরিতিশেষঃ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—ঈশেন অধিষ্ঠিতান্—ঈশ্বরেণ প্রেরিতান্—। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত, অর্থাৎ ঐশী-শক্তি-পরিচালিত।

তান্—প্রকৃতিং—পরমাণূংশ্চ। "সা" প্রকৃতিশ্চ, "তে" পরমাণবশ্চ—ইতি তে, একশেষঃ। ঐশীশক্তি-পরিচালিত প্রকৃতি এবং পরমাণুনিবহকে।

মায়াশবলিতম্—মায়য়া বিচিত্রভাবমাপদ্যমানং অতথাভূতে তথাভূত-প্রকল্পকং ইতি যাবৎ—। মায়াবশে বিবিধ ভাবাপন্ন।

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা সম্বন্ধে যে প্রকার মতভেদ দর্শিত হইল, সেই প্রকার ঈশ্বর সম্বন্ধেও বহুবিধ মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা মহাত্মা কপিল বলেন যে, প্রধানা প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান-কারণ; প্রকৃতি ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টি অসম্ভব। বৈনাশিক এবং আর্হন্তগণের মতে পরমাণুই জগতের হেতু, বিশ্বসৃষ্টির নিদান। পতঞ্জল, কণাদ ও গৌতমের মতানুসারে প্রকৃতি এবং পরমাণু-নিবহ হইতে জগতের উৎপত্তি। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন যে, ক্ষণিক জ্ঞানই বিশ্বোৎপাদনের হেতু। মাধ্যমিকগণের মতে শূন্যই জগতের মূলীভূত কারণ। মৌহূর্ত্তিকবৃন্দ বলেন—বিশ্বোৎপত্তির একমাত্র হেতু কাল। অন্য কোন কোন পণ্ডিতগণের মতানুসারে যদৃচ্ছা, অর্থাৎ—আকস্মিকত্ব জগদুৎপাদনের মূল কারণ। মীমাংসকগণ বলেন যে, কর্ম্মই বিশ্বের নিদান, বৈদান্তিকবৃন্দের মতে মায়া বশতঃ বিচিত্রভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম হইতেই

এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধেও যখন এতাদৃশ মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন তত্ত্বলিপ্সুর পক্ষে ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া সন্দেহ দূর করাই একান্ত বিধেয়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

—০:০:০—

অশন-সূক্তম্।

শিষ্য—। কিমাশ্যম্?

অর্থ—হে গুরো! খাদ্য কি?

গুরু——

১। তদেবাশ্যং যদ্ দেহমনসোঃ সুপথ্যম্।

অর্থ—হে শিষ্য! যাহা দেহ এবং মনের হিতকর, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ এবং নীরোগ হয়, যাহা চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করে, এবং যাহাতে শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আন্তরিক সদ্গুণ ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ আহার্য্যই গ্রহণ করা উচিত; তাহাই একমাত্র হিতকর খাদ্য।

ব্যাখ্যা—মহাজনগণ বলিয়াছেন—

ওজস্করং শরীরস্থ চেতসঃ পরিতোষদং।
ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন, ক্ষীয়তে রোগ সন্ততিঃ।
সন্নতির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
ইহামুত্র-সুখং যস্মাৎ তদেবাশ্যম্ প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ্ গরলং যথা॥

যাহা শরীরের বলপ্রদ, চিত্তের পরিতোষবিধায়ক এবং ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে, রোগরাশি দূরীভূত হয় এবং সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্বুদ্ধি উপচিত হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে ইহজীবন এবং পরজীবনে সুখ লাভ হয়, তাহাই যত্ন সহকারে ভোজন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত লোকদ্বয়ের অসুখকর অন্যান্য যাবতীয় খাদ্যই আয়ুষ্কাম ব্যক্তি হলাহলের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিবেন।

সাধারণতঃ শরীর রক্ষার জন্যই আহার; সেই আহারে যদি শরীরের কোন হিতসাধনই না হইল, তবে আর তাহার প্রয়োজন কি? এই সংসার-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভিনেতা নিরন্তর নানাবিধ অভিনয় করিতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহাদের দেহ অনাময়, চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ঐশী প্রভায় প্রতিভাত, তাঁহাদের অভিনয়ই সমধিক চমৎকারজনক! তাঁহাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞান-প্রভাবেই অভিনয়স্থল আলোকিত হয়। তাই শিষ্যকে কর্ত্তব্য-উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, যাহাতে শরীর বলিষ্ঠ, এবং সর্ব্বসুখহারী রোগরাশি তিরোহিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য। যাহাতে মানসিক প্রসাদ পরিবর্দ্ধিত হয়, বীরত্ব-ধীরত্ব-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব-জীবনের আদর্শ-গুণনিচয় উপচিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য—তাহাই সুপথ্য।

২। পরিহার্য্যমেতদ্বিরুদ্ধম্।

অর্থ—এই সমুদয় খাদ্যের বিরুদ্ধ—অর্থাৎ যাহাতে শরীর, মন বা ধর্ম্ম সমুন্নত না হইয়া, ক্রমশঃ শীর্ণ—সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তাদৃশ খাদ্য ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—আহারের সহিত শরীরের, মনের, এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি সুসংহত। আহার্য্য-গুণ-ভেদেই জাতিভেদ—ধর্ম্মভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মহীন জীবন ও স্বাস্থ্যহীন দেহ অনন্ত দুঃখের আকর। অতএব যে সমুদয় খাদ্য, ধর্ম্মের, মনের বা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারে না, প্রত্যুত অজ্ঞাতসারে অবনতিই ঘটাইয়া থাকে, তাদৃশ ধর্ম্মহারক স্বাস্থ্যঘাতক খাদ্য কদাচ গ্রহণীয় নহে।

৩। দেশভেদাদ্ ব্যতিক্রমঃ।

অর্থ—দেশভেদে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যাহা শরীরের, মনের বা ধর্ম্মের উন্নতি-সাধক, তাহাই সুখাদ্য; কিন্তু দেশভেদে ইহার তারতম্য বুঝিতে হইবে। একদেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয়, আবার হয়ত অন্যদেশে তাহা গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির ক্ষয়, দেহের নাশ, এবং মনের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে পারে। অতএব প্রথমতঃ স্থানের প্রাকৃতিক ধর্ম্মনিরূপণ করিয়া, পশ্চাৎ খাদ্যাদির বিষয় স্থির করাই উচিত। শীত-প্রধান দেশের যাহা জীবনরক্ষক পুষ্টি-সাধক খাদ্য, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে তাহা বহু রোগের আকর, বহু হানিজনক। জলবায়ু-ভেদে আহার্য্য ভেদের বৈচিত্র্য প্রায়শঃই পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্যই শীত-প্রধান-দেশের উষ্ণ খাদ্য পলাণ্ডু প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান অস্মদ্দেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার যাবতীয় খাদ্যাদির বিষয়েই একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব, আমাদের দেশে খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় নিষেধ বা বিধান পরিলক্ষিত হয়, ঐ সকল বিধি-নিষেধের অভ্যন্তরে শারীর বিজ্ঞানের অতি গুহ্যতম কারণ (যাহা শরীর রক্ষার নিতান্ত উপযোগী) নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, বহুলদেশাভিজ্ঞতা ও প্রভূত ভূয়োদর্শিতা বলে আমাদের আহার্য্য সম্বন্ধে যে সমুদয় নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রহস্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সেই সকল কল্যাণকরী রীতি-নীতির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতম্মন্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করি!

৪। বয়োভেদাচ্চ।

অর্থ—বয়ঃক্রম-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—বালকের যাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, যুবকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর লঘুতম খাদ্য; আবার যুবক যাহা ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ, স্থবিরের পক্ষে তাহা অতীব গুরুভোজ্য, অত্যন্ত দুষ্পাচ্য, অতএব অখাদ্য। সুতরাং বয়ঃক্রমের পরিণতি বা অপরিণতির সহিত আহারের মাত্রা ও আহারীয় বস্তুর প্রভেদ এবং লঘু-কাঠিন্য সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্ব স্ব পরিপাকশক্তি অনুসারেই আহার করা উচিত, ইহাই এই সূত্রের মুখ্য অর্থ।

৫। বিধেয় ভেদাৎ।

অর্থ—বিধেয়—অর্থাৎ কার্য্য-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে। যিনি যে কার্য্য করেন, যাঁহার যাহা ব্যবসায়, তাঁহার পক্ষে তদনুকূল আহারই বিধেয় এবং তদ্বিতর বর্জ্জনীয়। যাহাদের যুদ্ধাদি করিতে হয়, বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বলবত্তা প্রভৃতি রাজসিকগুণের বর্দ্ধক মাংসাদি তাঁহাদের আহার্য্য। অন্যথা রজোগুণের নিত্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের প্রতি সংক্র-

মিত হইবে কি প্রকারে? আবার যাঁহার কুসুম-কোমল পরহিতরত অন্তঃকরণ সংসারের জটিল চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর পরাৎপরের চরণ চিন্তনে অভিনিবিষ্ট, যাঁহার পরদুঃখ-কাতর হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে দয়া-মমতার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া স্বর্গ-সুখ উপলব্ধি করিতে তৎপর, যাঁহার মানস 'প্রশান্ত জলধির' ন্যায় স্থির-গম্ভীর; বাসন্তী সন্ধ্যার ন্যায় বিবিধ সদ্বৃত্তি-সৌরভে আমোদিত এবং রাকা-রজনীর ন্যায় নির্ম্মল ঐশী কৌমুদী-প্রভায় আলোকিত, তাদৃশ পূর্ণসত্ত্বগুণাশ্রয়ী মহাত্মার আদর্শাভিমুখী যাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণাত্মক মাংসাদি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যিনি রজো-ধর্ম্মী বীর, তাঁহার বীরত্ব এবং বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তির উদ্রেক বিধানের নিমিত্ত যেমন মাংসাদি রজোগুণ বর্দ্ধক খাদ্য বিধেয়, তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রানুশীলনতৎপর, সাত্ত্বিকাচারী, তাঁহার পক্ষেও বুদ্ধির সমতা, হৃদয়ের নিরীহতা ও প্রবৃত্তির কোমলতা সাধনের জন্য তাদৃশ রাজসিক আহার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য; প্রত্যুত সাত্ত্বিক আহারই সম্যক্ প্রয়োজনীয় ও প্রীতি-প্রদ। যিনি যেরূপ কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহার তাদৃশ কার্য্যোপযোগী ভোজনই কর্ত্তব্য; নতুবা সত্ত্বগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক রজোগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া বা রজোগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই সমরপ্রিয় নৃপতিগণের পক্ষে মৃগমাংসাদি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, শান্তিপ্রিয় নিরীহ বেদাদি-অধ্যয়নশীল ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সেইরূপ বর্জ্জনীয় হইয়াছে। ফলতঃ খাদ্যানুসারে হৃদয়-বৃত্তি সংগঠিত হয়, এবং হৃদয়-বৃত্তি অনুসারেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধনে পটুতা জন্মে। অতএব কর্ম্ম-জীবন মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্মের সহিত আহারের, সম্বন্ধ যে অতি প্রত্যক্ষভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৬। আশ্রম-ভেদাদ্বা।

অর্থ—আশ্রমভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু, এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমানুসারে আহারেরও ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে; কাজেই ব্রহ্মচারীর যে আহার যেরূপ বিধেয়, গৃহীর তাহা সেরূপ নহে। আবার গৃহীর যাহা গ্রহীতব্য, বনীর তাহা পরিত্যজ্য। এই প্রকার একাশ্রমে যে খাদ্য হিতকর এবং অনাময়, আশ্রমান্তরে কার্য্যভেদহেতুক, সেই খাদ্যই তাদৃশ অশুভজনক এবং রোগমূলক। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল সাত্ত্বিক আহার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আহারই সুপরিগ্রাহ্য নহে; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সাত্ত্বিক আহার ও রাজসিক আহার, এই উভয়েরই যথাধিকার প্রয়োজন। যাঁহার যে আশ্রমে আশ্রয়, তাঁহার পক্ষে তত্তদাশ্রমানুকূল আহারই বিধিসঙ্গত এবং অনুদ্বেগকর।

৭। শারীরগুণভেদাচ্চ।

অর্থ—শারীরিক গুণভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—যাঁহার শরীরে যে গুণের আধিক্য, তাঁহার তদ্‌গুণানুকূল আহারেই প্রিয়তা। সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই গুণত্রয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাধিকার অনুসারে আহার্য্য নিরূপণ করা উচিত। ঐ ত্রিবিধ গুণের অনুপাতানুসারে আহারেরও ত্রৈবিধ্য-বিধান আবশ্যক। যাঁহার শরীরে সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহার পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই গ্রাহ্য, সেইপ্রকার যাহার দেহে রজোগুণ বা তমোগুণ প্রবল ও যিনি তদনুযায়ী কর্ত্তব্যাধিকারী, তাঁহার পক্ষে রাজসিক বা তামসিক আহারই গ্রাহ্য। নতুবা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী রাজসিক আহার বা রজোগুণাশ্রয়ী তামসিক আহার গ্রহণ করিলে, অচিরেই তাঁহাদিগকে আহারের অধিকার-বিরুদ্ধ দোষে দূষিত হইয়া অশেষবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। রজোগুণ বা তমোগুণের অত্যধিক প্রাবল্য স্থলে সাত্ত্বিক আহার ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ ঐ রজোভাব বা তমোভাব ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বভাবের উদয় হয়, এবং সত্ত্বভাবের উদ্রেক হওয়ায়, শরীর-মন পবিত্র হইয়া দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় এবং সত্ত্বগুণের পূর্ণতায় ক্রমে নির্ত্রৈগুণ্যতা লাভ হইয়া, চিরশান্তি বা মুক্তি করগত-প্রায় হইয়া উঠে। কিন্তু রজোগুণাধিক্যের বা তমোগুণাধিক্যের অনিয়মিতরূপ স্বগুণ বিরুদ্ধ আহার গ্রহণে অশান্তি ভোগই করিতে হয় মাত্র। ক্ষেত্রানুসারে বীজ বপন করিলে যেমন সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক, সেইপ্রকার শারীরিক গুণানুসারে আহার্য্য গ্রহণ করিলেই সুখ লাভ সম্ভাবনা; অন্যথাচরণে সুখের বিনিময়ে দুঃখেরই উপচয় হয় মাত্র। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য গুণভেদে আহারের ভেদ বিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়ও আহার্য্য-নিরূপণ-প্রস্তাবে ভগবান্ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারের যোগ-বিভাগ করিয়াছেন। যাহার যাদৃশ আহার্য্যের প্রতি স্বগুণানুসারিণী অভিরুচি, তাহার পক্ষে তাদৃশ আহার-বিধানই স্বাভাবিক। গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—

"আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

অর্থ—আয়ু, সাত্ত্বিক ভাব, শক্তিমত্তা, রোগশূন্যতা, চিত্ত-প্রসাদ এবং রুচির বর্দ্ধক, রসযুক্ত ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

"কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥"
(গীতা)

অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় রুক্ষ, এবং অতিশয় বিদাহী,—(অর্থাৎ জ্বালাপ্রদ, যথা সর্ষপাদি) এই সকল দুঃখ, মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥
(গীতা)

শৈত্যাবস্থাপন্ন, রসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ক ও অপরের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য আহারই তামসগণের প্রিয়।

৮। শিষ্য। নিরামিষামিষয়োঃ কিম্ পথ্যম্?

অর্থ—নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যের ভিতর হিতকর খাদ্য কি?

উঃ।—দ্বয়ংহি গৃহিণঃ পথ্যম্।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থাশ্রমে নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যই বিহিত। কার্য্যভেদে আহার্য্যেরও বিভেদ-বিধান সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, একথা পূর্ব্ব ২ অনুশাসনেই কথিত হইয়াছে; অতএব সেই স্বকার্য্যোপযোগী আহার্য্য-নির্দ্দেশের সময়ে মন্বাদি-শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নতুবা অনুশাসনের লক্ষ্য অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই, কেবল মাত্র অনুশাসনটির

আবৃত্তি এবং তাহাকে স্ব-ইচ্ছানুসারে বিকৃতার্থে পরিণত করিয়া, স্বকীয় উৎপথ-গামিনী প্রবৃত্তির অনুকূলতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া মূর্খের কার্য্য।

সূত্রে আছে গৃহীর পক্ষে আমিষ-নিরামিষ উভয়ই অশনীয় হইতে পারে; অতএব গৃহী আমি, যথেচ্ছভাবে আমিষ ভক্ষণ করিতে পারি, তাহাতে আর বিচারের আবশ্যকতা নাই, এই রূপ ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া দেখা উচিত যে, ঐ গ্রহীতব্য আমিষের—কোন প্রকার যোগ-বিভাগ আছে কি না; ঐ আমিষ ভক্ষণ করিলে, আমাকে শাস্ত্র-গর্হিত অবৈধ হিংসার পক্ষপাতিতা নিবন্ধন কোন প্রকার প্রত্য-বায়ভাগী হইতে হইবে কি না, ঐ আমিষ বিধিবিহিত আমিষ-খাদ্যের অন্যতম কি না। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইব যে, অনুশাসনে কথিত আমিষ শাস্ত্রসঙ্গত বৈধ আমিষের বহির্ভূত নহে। বৈধ হিংসায় কোন দোষ নাই, অতএব বিধি-পূর্ব্বক ঐ আমিষ গৃহীত হইলে, কোন প্রকার দোষের আশঙ্কা থাকে না। আর্য্যদিগের আহার, বিহার, গমন, ভ্রমণ, ইত্যাদি সমস্তেরই মূলে নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাই তাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশে বিহিত যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত মাংসাদি আমিষ গ্রহণ ব্যতীত কদাপিও অয-জ্ঞীয় হিংসা করিয়া নিরয়ভাগী হইতেন না। বেদ-বিহিত হিংসাই বৈধ হিংসা, এই হিংসায় জিঘাংসা-দোষজনিত দুরিতোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব সূক্ত-নির্দ্দিষ্ট আমিষগ্রহণ সময়ে, যাহাতে বেদ-বিধির অনুশাসন অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য। বেদ-বিগর্হিত হিংসায় প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র-বন্ধন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি প্রবৃত্তিপরিচর্য্যার জন্য হিংসা করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে এবং ইহজীবনে আত্মকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য নানা দুর্ভোগে অনুতাপরূপ আশীবিষ-দংশনে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। মনু বলিয়াছেন—

"যা বেদ-বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্বভৌ॥
(৫।৪৪)

এই চরাচরে বেদবিহিত যে হিংসা, তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেননা বেদ হইতেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্ম-সুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥

যে ব্যক্তি অহিংসকপ্রাণীদিগকে আত্ম-সুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে জীবন্মৃত, সে কোনও অবস্থায় কখনও সুখ পায় না।

অতএব আমিষ গ্রহণ সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদা উলঙ্ঘন না করিয়া, হিংসা করিলে, ঐ বৈধ হিংসায় কোন প্রকার দোষ জন্মে না। অশাস্ত্রীয় হিংসাই হিংসাজনিত দোষের আকর; সুতরাং গৃহীদিগের আমিষ গ্রহণ কালে অমিষের বৈধাবৈধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না।

১০—যত্নাদরুচিরং ত্যজ্যম্।

অর্থ—অরুচিকর—অর্থাৎ অপ্রীতিকর খাদ্য যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবে।

ব্যাখ্যা—যাহা অরুচিকর, অর্থাৎ নিজের বা সমাজের অপ্রীতিকর খাদ্য, তাহা যত্ন-পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। রসযুক্ত, স্নেহময়, সার-বান্, প্রিয়দর্শন আহার্য্যই রুচিপ্রদ—অতএব গ্রহণীয়; এবং রসহীন, রুক্ষ, অসার ও

কদাকার খাদ্যই অপ্রীতিকর, সুতরাং পরিহর্ত্তব্য। যাহা দেখিতে কুৎসিত, যাহা পূতিগন্ধময় বা পর্য্যুষিত (বাশী), যাহার দর্শনে অশনলিপ্সার পরিবর্ত্তে আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। যে খাদ্য কোন বিকৃতভাবাপন্ন তামসাত্মার প্রীতিপ্রদ হইলেও সমাজের অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। কোন খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অরুচিকর না হইলেও, যদি তাহা সমাজের প্রীতিপ্রদ না হয়, তবে ঐ খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সমাজ যাহার গ্রহণে প্রসন্ন চিত্তে অনুমোদন করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নিন্দনীয় খাদ্য কদাচ স্পৃহনীয় নহে।

কতিপয় মানব-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক মানবের উন্নতি বা অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি বা অবনতির সূত্র দৃঢ়সংবদ্ধ। আবার মানবের মানসিক বা দৈহিক উন্নতি অবনতির নিদান আহার। আহার-গুণেই ব্যাধ-বংশসম্ভূতের অন্তঃকরণ দেবভাবে এবং আহার-দোষেই দেববংশীয়ের হৃদয় ব্যাধভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সহিত মানবের যেমন সম্বন্ধ, সেই প্রকার মানবের সহিত আহারের সম্বন্ধও অনুস্যূত রহিয়াছে; সুতরাং আহারের উপর সমাজের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে পরোক্ষভাবে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত, একথা বোধ হয় আর প্রমাণান্তর দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। কাজেকাজেই যে আহার দেহের উদ্বেজক, যে আহারে প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যে আহারে শরীরের উপচয় না হইয়া বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে, তাদৃশ আহারই—শুধু নিজের নয়, সমাজেরও ক্ষতিজনক ও অপ্রীতিকর বুঝিতে হইবে। তাই প্রাচীন ঋষিগণ, পুরাতন শাস্ত্র-প্রণেতাগণ, যাহা আত্মার অতৃপ্তিকর ও ক্ষতিজনক, তাদৃশ খাদ্যকেই "সমাজদ্রোহী খাদ্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব সমাজের মঙ্গল বিধানে সমুৎসুক মহামনা-দিগের প্রথমতঃ আহার বিষয়ে একটু নিবিষ্টদৃষ্টি হওয়াই যেন সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; নতুবা আহার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, অপর সহস্র বিষয়ে সমাজ-সংস্কার পক্ষে অভিনিবেশ প্রদান, ছিন্নমূল তরুর শিরোদেশে জলসেচনের অনুকরণ মাত্র!

১১—তথা পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতম্।

অর্থ—পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিগর্হিত খাদ্যও পরিত্যজ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বপুরুষগণ যে খাদ্য বিগর্হিত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। বহু দিন হইতে যে দেশে যে খাদ্যের বহুল-প্রচার হইয়া আসিতেছে, সেই খাদ্যের উপাদানের সহিত তদ্দেশবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক যাবতীয় সম্বন্ধ অতি অচ্ছেদ্যভাবে সংহত রহিয়াছে। অকস্মাৎ কোন প্রকার নূতন খাদ্য পরিগৃহীত হইলে, সেই চিরনিবদ্ধ সুসংযত সম্বন্ধ-সূত্র বিস্রস্ত হইয়া শরীর-যন্ত্রের বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। অতএব বংশ-পরম্পরায় পরিগৃহীত আহার্য্যের পরিবর্ত্তন যেমন দূষণীয়, বংশ-পরম্পরায় বিবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণও তেমনই উদ্বেগজনক। আয়ুষ্কাম সুখাভিলিপ্সুর পক্ষে তাদৃশ চিরবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণ বা চিরগৃহীত খাদ্যের বর্জ্জন নিতান্ত অনভিপ্রেত। শাস্ত্রান্তরেও আছে—"পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতং খাদ্যং যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

চির-গৃহীত খাদ্যাদির পরিবর্ত্তনে প্রায়শই আধি-ব্যাধি সংঘটিত হইয়া থাকে।

১২—ন রুচ্যম্ মূঢ়ধী-বশাৎ।

অর্থ—যে সমুদয় খাদ্য পূর্ব্বে ছিল না, হয়ত দেশান্তরে জন্মিত, এখন ক্রমশঃ এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাদৃশ নূতন খাদ্য যদি প্রীতিকর, হিতপ্রদ এবং অশাস্ত্রগর্হিত বিবেচিত হয়, তবে মোহপ্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—অধুনা এমন অনেক সুখাদ্য দেশান্তর হইতে অস্মদ্দেশে আনীত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার নামও কেহ অবগত ছিল না। তাদৃশ নবাবিষ্কৃত খাদ্য যদি পরীক্ষাদির দ্বারা শরীরের এবং মনের উপকারক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে সমাজে তাহার প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়; নতুবা "পূর্ব্বে ইহা ছিল না, অতএব উপকারক হইলেও ইহা গ্রহণীয় নহে" এতাদৃশ মোহান্ধ-সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত সুপথ্য সুখকর খাদ্যের বর্জ্জন কদাচ বিধেয় নহে।

ক্রম-পরিবর্ত্তন সংসারের চিরন্তন নিয়ম। জগতের যাবতীয় বিষয়েই এই পরিবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে; অতএব খাদ্যাদি বিষয়েও যে তাহা হইবে না, ইহা কে বলিল? তবে সেই পরিবর্ত্তন সময়ে বিশেষরূপে দোষ-গুণ বিচার পূর্ব্বক হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, নবনির্দ্দিষ্ট খাদ্যের গ্রহণে মতান্তর কি? পূর্ব্বে যাহা ছিল না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতেও কোন প্রকার বিধি-নিষেধ পরিকল্পিত হয় নাই; যদি থাকিত, তবে হয়ত পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও তাহার বিষয়ে কোন না কোন প্রকার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইত; কিন্তু যখন ইহার কিছুই নাই, তখন নূতন হিতকর খাদ্যের গ্রহণ বা বর্জ্জনে তোমার আমার কতদূর অধিকার, তাহাই পূর্ব্বে দেখা উচিত। কোন অভিনব খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, ইহা সাধারণতঃ কায়িক-মানসিক উপকারক কি অপকারক; যদি উপকারক হয়, তবে তখন নির্ণয় করা উচিত যে, ইহা শাস্ত্র-বিহিত খাদ্যাদির মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। যদি যতদূর সম্ভব, অনুসন্ধান করিয়াও তাহার অনুকূল বৈ প্রতিকূল কোন প্রকার অবস্থা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে তাহার গ্রহণে আর মতদ্বৈধ কি? অভিনব খাদ্যের সদৃশ কোন পুরাতন খাদ্যাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান আছে, ঐ নূতন খাদ্যের সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব, ঐ শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করা উচিত, এবং সেই ঔচিত্যের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহাতে সেই উপকারক খাদ্য সমাজে প্রচলিত হয়, তৎপক্ষেও বিশেষ যত্ন বিধান আবশ্যক। নতুবা ভূম্যাদির শস্যজনিকা শক্তির রূপান্তর-সমুদ্ভূত অন্যরূপ শুভকর ও সুখকর অন্নের অগ্রহণে সমাজের অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। এতাদৃশ বিচার্য্য-স্থলে, নিজের মূঢ়তা প্রযুক্ত কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া, যাহাতে ঐ প্রীতিপ্রদ পরম উপকারক খাদ্যের ভূরি-প্রচলন হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেকেরই সমাহিত-দৃষ্টি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত—অধুনা প্রকাশিত অনেক খাদ্য সমাজে অতি আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেছে। প্রথম প্রথম যে নবজাত বা নবানীত খাদ্যাদি সম্বন্ধে সমাজে যত মত-বিপর্য্যয় লক্ষিত হইত, এক্ষণ ক্রমশঃ তাহার বিপরীত—অর্থাৎ সেই খাদ্যাদি সম্বন্ধে তত অনুকূলতা প্রকাশিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে আলু, পেঁপে,

কপি বা মর্ত্তমানকলার প্রচলন ছিল না; দেশান্তর হইতে উহা আমাদের দেশে আনীত হইলে পর, প্রথম প্রথম ঐ সকল উদ্ভিজ্জ-খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেকের অমত হইত; ক্রমশঃ যত ঐ সমুদয় খাদ্যের উপকারিতা এবং প্রীতিপ্রদতার উপলব্ধি হইতে লাগিল, তত ঐ খাদ্যসমূহেরও আদর বাড়িতে লাগিল; এমন কি, দেব-পূজার ভোগাদিতেও ক্রমশঃ ঐ সমুদয় খাদ্য ব্যবহার করিতে কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তাই আমরা অধুনা আলু পেঁপে প্রভৃতি পূজার নিবেদ্য পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। দেবকার্য্যে মর্ত্তমানকলা এবং কপির তাদৃশ সর্ব্ববাদিসম্মত প্রচলন এখন পর্য্যন্ত না হইলেও, উহাদের প্রতি যত্নাতিশয্য দর্শনে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সম্ভবতঃ অচিরেই ঐ সকল দ্রব্য পূজোপকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ-খাদ্যই সমধিক সাত্ত্বিক-ভাব প্রণোদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু "নূতন" বলিয়া কপি, আলু, মর্ত্তমান এবং পেঁপে প্রভৃতি খাদ্য পরম পরিতোষ সহকারে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথচ দেবাদির পূজোপকরণে দিতে সাহসী হন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য না খাওয়াই সঙ্গত। যাহা তুমি নিজে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পার, তাহা দেব-উদ্দেশে দিতে কুণ্ঠিত হও কেন? যদি তাহাই হও, তবে ইহা নিশ্চয়, যে তুমি ঐ দ্রব্য সন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতেছ; অতএব তোমার পক্ষে উহা গ্রহণীয় নহে। তুমি যাহা কিছু ভোজন করিবে, তাহা সর্ব্বাগ্রে তোমার অভীষ্ট দেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া 'প্রসাদ' লইবে। যদি তাহাই না পার, তবে খাইও না। তুমি নিজের রসনা-পরিতোষণ করিবে, অথচ দেবতার বেলায় ভ্রমান্ধকারে কর্ত্তব্য-পথ দেখিবে না, এ কোন্ কথা? যদি প্রশস্তভাবে নিজে লইতে পার, তবে দেবতাকেও দিতে পার; আর যদি তাহা না পার, তবে না খাওয়াই উচিত। শাস্ত্রে "আত্মবৎ" সেবাই বিহিত হইয়াছে; তুমি যদি তাহাই না পারিলে, তবে শুধু স্বীয় বাহ্য-রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রয়োজন কি? যাহাহউক যে খাদ্য তোমার আত্মপ্রীতিপ্রদ, সমাজের প্রীতিপ্রদ, তাহা দেবতারও গ্রাহ্য, এই সংস্কার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া, নবানীত পেঁপে প্রভৃতির দেব-ভোজ্যতা-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে; এবং সেই জন্যই উহা এখন দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য ঐজাতীয় খাদ্য সম্বন্ধেও ক্রমশঃ এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অতএব নূতন বলিয়াই কোন খাদ্য অগ্রাহ্য হইতে পারে, না; তাহার দোষ-গুণের বিশেষ আলোচনা হইয়া, তাহারই সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সমাজ-সম্মত হওয়া আবশ্যক।

১৩—ন শাস্তং গৃহ-পালিতম্।

অর্থ—গৃহপালিত পশ্বাদি অশন বিষয়ে অপ্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—মাংসাশীদিগের পক্ষে যাবতীয় মাংসের মধ্যে মৃগয়ালব্ধ মাংসই অত্যুৎকৃষ্ট। নিতান্ত রোগভূমি গৃহে পালিত পশ্বাদির দেহও দৃশ্যতঃ বা অদৃশ্যতঃ কোন না কোন রোগাদিতে আক্রান্ত—অপবিত্র হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পশ্বাদির মাংস গ্রহণে রোগাদিরই প্রসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই জন্যই প্রাচীনকালে মৃগয়ালব্ধ মাংসেরই অধিক আদর ছিল। এখনও কোন কোন স্থলে সেই প্রাচীন নিয়মের ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহপালিত পশ্বাদির মাংস ভোজনে যে কেবল রোগাদির আশঙ্কাই আছে, তাহা নহে; ইহাতে হৃদয়ের দয়া-মমতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি গুলি ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণীভূত হইয়া আইসে। মানবহৃদয়ের প্রধান গুণ আশ্রিত-বাৎসল্য সমূলে তিরোহিত হয়; হৃদয় ধীরে ধীরে আসুরভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ নরকাকারে পরিণত হয়। অতএব আশ্রিত গৃহ-পালিত পশ্বাদির মাংস সুপ্রশস্ত নহে। এ স্থলে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়িতেছে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

১৪—নাশ্যমত্যধিকামিষ্যং রজোবর্দ্ধন-শঙ্কয়া।

অর্থ—যাহাদের মাংসাহার অনিষিদ্ধ, তাঁহা-

দের পক্ষেও অত্যধিক মাংস-ভোজন অনুচিত। কেননা তাহাতে রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

ব্যাখ্যা—রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, সাত্ত্বিকভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া মুক্তির পথ দুষ্প্রাপ্য হয়, সুতরাং মাংসাশীর পক্ষেও অত্যধিক মাংসাহার অবিধেয়। আর্য্যসন্ততিগণের আহার, বিহার, ভ্রমণ, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের অভ্যন্তরেই নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ যাহা কিছু করিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন বা যাহা কিছু ভাবিতেন, তৎসমস্তের মূলেই সুদৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিহিত থাকিত; তাই তাঁহারা যাহা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই আত্মার অনুকূল ভাবিয়া, আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়—মুক্তিপথের কণ্টক, তাহা অবশ্য-পরিহার্য্যবোধে পরিত্যাগ করিতেন। সেই হেতু আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, অত্যধিক রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, সত্ত্বগুণ একেবারে তিরোহিত হয়; অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে অত্যধিক রাজসিকভাবে বিভোর হইয়া ক্রমশঃ নীচ অপেক্ষাও নীচতর হইতে থাকে; সুতরাং রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি কদাচ প্রার্থনীয় নহে। অতএব অপরিমিত মাংসাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত; কেননা অধিক মাংস ভোজনে রজোগুণ নিরতিশয় পরিবৃদ্ধ হইয়া ধর্ম্মমার্গের দুরপনেয় অন্তরায়রূপে পরিণত হয়।

১৫—ন বাপদি নিষিদ্ধস্যানুষ্ঠান-মপি দোষভাক্।

অর্থ—আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে, এই সমুদয় নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান বা বিহিত নিয়মের ব্যতিক্রম কোন প্রকার দোষাবহ হয় না।

ব্যাখ্যা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় বিধি-নিষেধ বিবেচিত হইল, আর্ত্ত বা পীড়িতদিগের পক্ষে তদ্বিপরীত আচরণ প্রত্যবায়জনক হইবে না। সাধারণের যাহা অকার্য্য বা অননুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রয়োজনবিশেষে আপদ্গ্রস্তের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান দূষণীয় নহে। এস্থলে আমরা একটি মহাকবির কবিতার উল্লেখ করিতেছি—

"নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয় মাপদি,
ক্রিয়া সতী নাহবতি যত্র সর্ব্বথা—,
ঘনাম্বুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে
ক্বচিদ্ধ্রুবৈরপ্যপথেন গম্যতে। (নৈষধ।)

অর্থ—যখন আপদের সময়ে সৎক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না, তখন, যাহা চিরনিষিদ্ধ, তাহারও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। কেন না—সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ যখন জলদ-জলে পিচ্ছিল হয়, তখন পণ্ডিতগণও কুটিল ও বন্ধুর পথে গমন করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আচার্য্য এই শ্লোকটি বলিয়াছেন,—

স্বাহারাৎ জায়তে সৌস্থ্যং সৌস্থ্যাৎ
সংবর্দ্ধতে স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলাভে ভবেন্মুক্তিঃ তস্মাৎ তং
বিধিনা চরেৎ।

অর্থ—সু-আহার হইতে সুস্থতা জন্মে; সুস্থতা হইতে স্মৃতি সংবর্দ্ধিত হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি হয়; অতএব শাস্ত্রানুসারে আহারের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা—উপসংহারে সদাহারের চরম উপকারিতা প্রদর্শনোদ্দেশে সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য বলিতেছেন যে, শাস্ত্রবিহিত নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আহারের অনুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য; কেননা "সু" অর্থাৎ বৈধ আহার হইতেই স্বাস্থ্যসুখ এবং স্বাস্থ্য হইতেই স্মৃতি-শক্তি সংবর্দ্ধিত হয়; স্মৃতি বর্দ্ধিত হইলে মুক্তি অনায়াসলভ্য হইয়া আইসে; অতএব তৎপ্রতি সমাহিত থাকা মুমুক্ষুগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিতা স্মৃতি লাভ হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে; অতএব আহার-শুদ্ধিই মুক্তির প্রধান কারণ।

ইতি পারিব্রাজক সূক্তমালায়াং অশন-সূক্ত-নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

অধিকার-ভেদে শিক্ষা ও ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

অধিকার ভেদে যে শিক্ষার তারতম্য হওয়া উচিত, তাহা একটু চিন্তা করিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সত্যটি এতই অনায়াস-বোধ্য যে, ইহা বোধগম্য করাইবার জন্য বহুল যুক্তি-তর্কাদি নিষ্প্রয়োজন। বাল্য-যৌবনাদি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষা প্রদান যে বিধেয়, তাহা কে না বুঝিতে পারেন? সুকুমারমতি বালককে যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন সে যতটুকু ধারণা করিতে পারে, তাহাকে ততটুকু শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং তাহা হইলেই শিক্ষার সুফল ফলে। কিন্তু তাহার ধারণা-শক্তির অতিরিক্ত কোন বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিলে, তাহার কোন ইষ্ট না হইয়া, তদ্বিনিময়ে সমধিক অনিষ্টই সংসাধিত হয় মাত্র। আবার সমবয়স্ক সকল বালককেই এক রকম শিক্ষা দেওয়া যায় না। স্বীয় স্বীয় স্বাভাবিক উপযোগিতা ও বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে তাহাদের শিক্ষা বিধানের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয়ে অন্তর্নিহিত শক্তি এতই অল্প যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাকে সে বিষয় শিক্ষা না দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, কোন বালক হয়ত সাহিত্যে, কোন বালক গণিতে, কোন বালক দর্শনে, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ে অধিক আসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং অল্পানুশীলনেই তত্তদ্বিষয়ে উত্তম অধিকার লাভ করিয়া থাকে; এবং তদিতর বিষয় বহু যত্ন ও শ্রম দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারক হয় না। প্রত্যেক মানবেরই কতকগুলি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, এবং যাহার যে যে বিষয়ে ঐ অন্তর্নিহিত শক্তি বলবতী, অনুশীলন দ্বারা সেই সেই বিষয়ে তাহার ঐ শক্তি ক্রমশঃ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এমন অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, হয়ত কোন বালক সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, কিন্তু গণিতাদি বিষয়ান্তরে বহু শ্রম যত্ন দ্বারাও তাহার প্রতিভা কার্য্যকরী হয় না। অনুশীলন দ্বারা যে একেবারে কিছুই হয় না, তাহা আমাদের

বক্তব্য নহে, কিন্তু পরিশ্রমানুরূপ ফললাভ হয় না। সঙ্গীত বিষয়ে যদি আমার অন্তর্নিহিত শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি শত চেষ্টা করিলেও কোন প্রকারেই উত্তম গায়ক হইতে পারিব না। আমার শারীরিক ও মানসিক গঠন সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলে, আমি যতই শ্রম করি না কেন, কদাপি শ্রমানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইব না। উপযোগিতা নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে লাভ এই হয় যে, যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে, অনেক সময়ে তাহার অনুশীলন না হইয়া, অনুপযোগী বিষয়ান্তরের আলোচনা হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে ঐ স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং সকল শ্রমই পণ্ড হয়। কোন একটী বিষয়ে কাহারও উপযোগিতা না থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে যে একেবারে মূর্খ বলিতে হইবে, তাহা নহে। অন্য অন্য বিষয়ে তাহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য জন্মিতে পারে। একজন প্রাজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ বহু চেষ্টা করিয়াও হয়ত একছত্র কবিতা লিখিতে পারেন না, এবং যদিও পারেন, তবে তাহা হয়ত "শুষ্ক কাষ্ঠের" ন্যায় নীরস হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে, একজন প্রকৃতি-সিদ্ধ-কবি হয়ত বহু চেষ্টা করিয়াও গণিত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন না এবং অনেক সময়ে জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞাই তাঁহার নিকট দুর্গম সেতু রূপে প্রতীয়মান হয়! ফলকথা এই যে, সকল বিষয়ে সকলের অধিকার জন্মে না ও জন্মিতেও পারে না, এবং যাহার যে বিষয়ে শক্তি না থাকে, তাহাকে সেই বিষয়ে অধিকারী করিতে গেলেও কোন ফল হয় না; অধিকন্তু তাহাকে তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। ইদানীং অস্মদ্দেশে এক বিষম শিক্ষা-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। স্কুল-কলেজে এক এক শ্রেণীতে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হয় ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমুদায়ই এক জাতীয়; এবং একই শিক্ষক বহু ছাত্রকে শিক্ষা দেন বলিয়া, তাহাদের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিভিন্নতা ও ন্যূনাধিক্য নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারেন না এবং করেন না; সুতরাং স্বাভাবিক উপযোগিতা এবং সেই উপযোগিতার তারতম্য অনুসারে শিক্ষিতব্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের পরিমাণ আদৌ বিবেচিত হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কোন বিষয়ে সার-গ্রাহিতা না জন্মিয়া পল্লবগ্রাহিতাই জন্মিয়া থাকে। গণিত শাস্ত্রে আমার স্বাভাবিক উপযোগিতা আদৌ নাই, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আমাকে গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবেই হইবে। ঐ গণিত শাস্ত্র অধ্যয়নে ফল হইল এই যে, উহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতকগুলি বিষয় অবগত হইলাম বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ অধিকার জন্মিল না; অধিকন্তু উহা অধ্যয়ন করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিকূলে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায়, যে সমুদয় বিষয়ে আমার অধিকার জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল, তাহাতেও পল্লবগ্রাহিতা জন্মিল! কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক উপাধিধারী কৃত-বিদ্য যুবক তাঁহাদের অধীত শাস্ত্র সমূহের মধ্যে যে অনেক শাস্ত্র একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। ইহার অন্যতম কারণ—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অননুকূল শিক্ষা-বিধান। এইরূপ শিক্ষাতে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইয়া, বরং মলিনতাপ্রাপ্তই হয়।

এই প্রকার তাবৎ শিক্ষাই অধিকার-সাপেক্ষ। শিক্ষা বলিলে যে কেবল জ্ঞানের শিক্ষা বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, তাবৎ কার্য্য-শিক্ষাও বুঝিতে হইবে। ইহ সংসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের বহুবিধ বিষয়ের প্রয়োজন; গৃহ, শয্যা, অশন, বসন, ভূষণ, আসন, ইত্যাদি নানা প্রকার বিষয় এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেকানেক বিষয় ব্যতীত আমাদের আদৌ চলে না। এই সমুদয়ই আবার কার্য্য-সাপেক্ষ, এবং ঐ কার্য্য আবার শিক্ষা-সাপেক্ষ। ঐ শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে, কখনও সমাজের উন্নতি হইতে পারে না; অধিকার-নির্ব্বাচনই আবার ঐ শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার মুখ্যতম উপায়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে, সে যদি তাহার অধিকারী না হয়, তাহা হইলে সমুদয় শ্রমই বিফল হইবে। আমাদের দেশে অধুনা কোন বিষয়ের শিক্ষাই এইরূপ অধিকার নির্ব্বাচন করিয়া প্রদত্ত হয় না। মনে কর, একজনকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে; নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে দৃষ্টি করা উচিত যে, ঐ বিদ্যার্থী নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত কি না। উহা নির্ব্বাচন করিতে গেলে, নাবিক-জীবনের অত্যাবশ্যক গুণ কি কি, তাহা দেখা উচিত। যথা—অসম সাহসিকতা, বিপদে ধীরতা, শীতাতপ-সহিষ্ণুতা, শারীরিক সবলতা, সন্তরণ পটুতা চিত্ত-দৌর্ব্বল্য-বিহীনতা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তস্তল বাল্য-সহচরের প্রীতিপূর্ণ বিরহের ন্যায় সুনীল জলধির নীলাম্বু-রঞ্জিত বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গি প্রেমে ও বিরহে উদ্বেলিত করে নাই, তাহার পক্ষে সমুদ্র-বক্ষে পোতারোহণ বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কেবল দেশাচার—সামাজিক রীতি—বংশপারম্পর্য্য-অবস্থানুরোধ প্রভৃতি কারণে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিলে, তাহা দ্বারা কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত, কোন উপকারই সংসাধিত হইবে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, কি কৃষি, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি উচ্চতর বিষয়-জ্ঞান, ইদানীং এ সমস্তই আমাদের দেশে যে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহার মুখ্য কারণ অনধিকার-চর্চ্চা।

বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যাদৃশ বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও অস্মদ্দেশে ততোধিক বিভ্রাট ঘটিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ-স্বভাবের প্রকৃতগত বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আমরা বালক-বালিকাদিগকে একই জাতীয় শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি, এবং আমেরিকা—ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ঐ প্রকার শিক্ষার বিষময় ফল সন্দর্শন করিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে কোন প্রকার প্রয়াস পাই না। অনুকরণ-প্রিয় দুর্ব্বলচিত্ত বঙ্গবাসী স্ত্রীজাতিকে পুরুষজাতিতে পরিণত করিবার জন্য

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! স্ত্রী-স্বভাবের উপযোগিতা সম্যক্ আলোচনা না করিয়া, যথেচ্ছ শিক্ষা প্রদান করাতে, হিন্দু সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে; অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ শিক্ষা-বিধানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জনষ্টুয়ার্টমিল স্ত্রী-পুরুষের মানসিক বৃত্তির একজাতীয়তা ও সমকক্ষতা সম্বন্ধে যে মতের অবতারণা করেন, এবং যাহা কিছু দিনের জন্য তদ্দেশে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রমাদপূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে স্থিরীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা সেই ভ্রান্ত মতেরই অনুবর্ত্তী হইয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়াছি! স্ত্রীলোকদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযোগিতা আছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিয়াই তাহাদের শিক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী-প্রকৃতিতে কতকগুলি পুং-প্রকৃতি এবং পুং-প্রকৃতিতে কতকগুলি স্ত্রী-প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ বৈষম্য নিহিত আছে; ঐ বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদের শিক্ষা বিধান করিলে, উহাতে যে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের তৎপক্ষে আদৌ দৃষ্টি নাই। সে যাহা হউক, ফলকথা এই যে, অস্মদ্দেশে অধিকার-পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষা-বিধানের রীতি বহুকাল হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যে কোন বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অধিকার-ভেদে শিক্ষাই তাহার মূলমন্ত্র ছিল। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, তাহাকে তাঁহারা সে বিষয়ে কখনও শিক্ষা দিতেন না।

অধিকার পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে, ধর্ম্ম বিষয়ে যত অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে, এত আর কিছুতেই নয়, ইহা অবগত হইয়াই তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ের শিক্ষা বিধানে অধিকার নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। যে সমুদয় ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য শাস্ত্রসমূহে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও কতকগুলি পাশ্চাত্য কুসংস্কার স্ব স্ব হৃদয় হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সমুদয় অসামঞ্জস্য বা বিরোধ আপাত মাত্র; অধিকার-ভেদে শিক্ষা-প্রয়োগে উহাদের সকলেরই সুন্দর সমীকরণ হইয়া যায়! বেদ, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণাদি অসংখ্য শাস্ত্ররাজিতে যে সমুদয় বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহারা আদৌ বিরোধ নহে; তবে অধিকার-ভেদে শিক্ষা-বিধানের নিয়ম-হেতু ঐ গুলি আপাততঃ বিরোধবৎ আভাসমান হইয়া থাকে। অন্য অন্য বিষয়ের শিক্ষা বিধানে যেরূপ ক্রমোন্নতি বা ক্রম-বিকাশ বিধেয়, ধর্ম্ম-বিষয়েও তদ্রূপ। চিত্রকর একেবারেই আলেখ্য-চিত্রণ শিক্ষা করিতে পারেন না; তাঁহাকে প্রথমে সরল-রেখা অঙ্কিত করিতে হয়; প্রত্যেক ব্যাপারেই এইরূপ সুকর সাধন হইতে ক্রমশঃ দুষ্কর সাধনে যাইতে হয়; বর্ণ শিক্ষা করিয়াই ক্রমে বর্ণ-বিন্যাস ও বর্ণ-যোজনা শিক্ষা করিতে হয়; ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াই ক্রমে কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে হয়; সর্ব্ববিষয়িণী শিক্ষারই এইরূপ ক্রম-সাপেক্ষতা অপরিহার্য্য; কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ, ধর্ম্মবিষয়েও তদ্রূপ; ধর্ম্ম-বিষয়ের শিক্ষাও অধিকার ভেদে হওয়া উচিত। অধিকার ভেদে শিক্ষা না হইলে, কোন ফলোদয় হয় না; প্রত্যুত বিশেষ অনিষ্টই হইয়া থাকে। এই অধিকার ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাতেই হিন্দুশাস্ত্র এত বহুল ও বিস্তৃত। জগতে কোন মানবই সর্ব্ব বিষয়ে অন্য মানবের সমকক্ষ নহেন; তাঁহাতে অপর-নিরপেক্ষ কোন না কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবেই হইবে। আমি একটা বিষয় যেরূপ বুঝি, আর একজন সেই বিষয়টি আমার ন্যায় বুঝিলেও, আমাদের উভয়ের বোধ-বিষয়ে একটু না একটু পার্থক্য রহিয়া যাইবেই যাইবে। ধর্ম্মরাজ্যে বুঝাইবার ও বুঝিবার জিনিষ একটি মাত্র। কিন্তু সেই একটি মাত্র জিনিষ বুঝাইতে সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি যে উপায়ের দ্বারা সেই একটি মাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু বুঝিতে অধিকারী, হিন্দুশাস্ত্র তাহাকে সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে বলিবেন। হিন্দুশাস্ত্র এ বিষয়ে যাদৃশ উদারতা দেখাইয়াছেন, তাদৃশ উদারতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেবল উদারতা নহে, ইহাতে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতাও পরিলক্ষিত হয়। একই বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রে বিবিধ বিধি ও নিষেধ, উভয়ই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল অধিকারি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। একই হিন্দু-শাস্ত্রে মাংসাহার-বিধি ও মাংসাহার-নিষেধ দেখিয়া হয়ত অনেকে শাস্ত্রের প্রতি বীতানুরাগ হয়েন, কিন্তু তাঁহাদের অনুধাবন করা উচিত যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। হিন্দু-শাস্ত্র পাঠ করিলে, অনায়াসেই উপলব্ধি হয় যে, যেখানে অধিকার উচ্চ, সেই খানেই শাসন

কঠিন, এবং যেখানে অধিকার নিম্ন, সেখানে শাসনও শিথিল। মৎস্য-মাংস আহারের ব্যবস্থার সময়ে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, এই এই মাংসাদি খাদ্য এবং এই এই মাংসাদি অখাদ্য, কিন্তু তাঁহার পরক্ষণেই হয়ত বলিতেছেন যে, মৎস্য-মাংস আদৌ খাইবে না। এস্থলে শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য কি? তিনি কি একই ব্যক্তিকে একবার মাংস-ভোজনে বিধি দিতেছেন, আবার পরক্ষণেই তাহা নিষেধ করিতেছেন—না অন্য কিছু? আমাদের শাস্ত্রকারগণ কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, তাঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এইরূপ অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক উপদেশ ও অনুশাসন সন্নিবেশিত করিবেন? প্রকৃত কথা এই যে, যাঁহাদের মৎস্য-মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা বলবতী, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে কতকগুলি মৎস্য-মাংস হইতে নিবৃত্ত করা আবশ্যক। তৎপরে তাঁহারা ক্রমশঃ নিবৃত্তি-মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইলে, তাদৃশ নিবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারে নিষিদ্ধ ব্যবস্থিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের পক্ষে বিধি ও নিষেধ উভয়ই পাওয়া যায়; এবং পণ্ডিতগণ নানাবিধ বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া, কেহ বা বিধির, কেহ বা নিষেধের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। যাহারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি পরিপালনে অসমর্থা, তাদৃশ দুর্ব্বলাধিকারিণী হীন-হিন্দুজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বিধবা-বিবাহ-বিধির অবতারণা। পুরুষের পক্ষেও প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগে দারান্তর পরিগ্রহ শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও, উহা শাস্ত্র কর্ত্তৃক প্রশংসিতও হয় নাই; বরং দারান্তরের অপরিগ্রহই প্রশংসিত।

হইয়াছে। বহু অপত্য-উৎপাদন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হইলেও, জ্যেষ্ঠেতর সন্ততি 'কামজ' বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, "যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে। স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥" (মনু)। ঐরূপ শাস্ত্রে যে প্রকার পরিবারের একান্ন-বাস ব্যবস্থিত হইয়াছে, তদ্রূপ পৃথক্‌বাসেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে; এই সমুদয় ব্যবস্থার প্রয়োগ-স্থল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমাজ-নীতি এবং আচারাদি বিষয়ক বিধি-নিষেধে যেরূপ আপাত-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, ধর্ম্ম-বিষয়েও তদ্রূপ। মনে করুন, কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; আবার কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার মননাদি করা যায় না, ইত্যাদি; এই যে উপ-দেশ-গত বিরোধ দৃষ্ট হয়, এ বিরোধ আদৌ বিরোধ নহে; এই উভয় উপদেশের প্রয়োগ-স্থল এক নহে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না—সত্য, তাঁহার মনন বা শ্রবণ হয় না—সত্য, কিন্তু জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপাসনার প্রয়োজন, এবং সেই উপাসনা করিতে গেলেই, ব্রহ্ম যে সমুদয় সগুণ-অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উপা-সকের অধিকারানুসারে তন্মধ্যে কোন না কোন অবস্থা আদর্শরূপে মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত করিতে হয়। কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ নিন্দা বা স্তুতির প্রয়োগস্থল বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ অধিকার-ভেদে প্রতিমা-পূজা যেমন প্রশস্ত, তেমনি অধি-কারান্তরে উহা অপ্রশস্ত। এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রে বিধি নিষেধের যে সমুদয় বৈষম্য বা বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে বৈষম্য বা বিরোধ নহে; অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা মাত্র। শূদ্রকে বেদ-অধ্যয়নের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলিয়া, অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগকে অনুদার বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন না যে, শূদ্র কি এবং তাহাকে বেদাধিকার দেওয়া সঙ্গত কি না এবং দেওয়া যায় কি না? শাস্ত্রানুসারে "সর্ব্ব-ভক্ষ্য-রতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরাশুচিঃ, ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ" অর্থাৎ যাহার সর্ব্বপ্রকার আহারেই প্রীতি, যে কর্ম্মের গুণাগুণ-বিচার না করিয়া সর্ব্বকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়, যে অশুচি, এবং বেদাদি-আলোচনা পরিহারপূর্ব্বক আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে সেই প্রকৃত শূদ্র। এইরূপ ব্যক্তিকে বেদাধ্যয়ন করাইলে কোন ফলোদয় হয় না। তাহার অধিকার অনু-সারে শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে উচ্চ দিকে লইয়া যাওয়াই প্রশস্ত, এবং তজ্জন্যই তন্ত্র-পুরাণাদির অবতারণা হইয়াছে। শাস্ত্রে উচ্চবর্ণস্থ ব্যক্তি-দিগের মধ্যেও যাহাকে তাহাকে বেদান্তাধ্যয়-নের অধিকার দেওয়া হয় নাই; যাহাদের শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ষট্-সম্পত্তি লাভ হয় নাই, এবং যাহাদের নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ ও মুক্তির ইচ্ছা জন্মে নাই, তাদৃশ "সাধন চতুষ্টয়" হীন ব্যক্তিদের বেদান্ত-পাঠে অধিকার নাই; কারণ ঐরূপ ব্যক্তির বেদান্তপাঠে যথার্থ কোন ফলোদয় হয় না; কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র; এবং উহাতে ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত কোন উন্নতি না

হইয়া বরং অবনতিই হইয়া থাকে; এই জন্যই জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ অধিকার-ভেদে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সময়ে আপাত-দৃষ্টিতে ঐ সমুদয় ব্যবস্থা উদার যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেই এই ভ্রান্তি অপনীত হয়।

অস্মদ্দেশে পুনর্বার অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করা অতীব আবশ্যক এবং যতদূর পারা যায়, হিন্দু-পত্রিকার প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারি-আশ্রমে এই প্রাচীন এবং সমীচীন রীতি অবলম্বন পুরঃসর শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই আশ্রমে প্রত্যেক ব্রহ্ম-চারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পর্য্যা-লোচনা করিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা যাইবে। আচার্য্যেরা ব্রহ্মচারীদিগকে কিছু কাল স্ব স্ব তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, তাহাদের উপযোগিতা নির্ব্বাচন করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ তাহাদিগকে উচ্চ অধিকারে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিবেন। অবস্থা-ভেদে মৃদু, মধ্যম এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-বিধান দ্বারা ব্রহ্মচারী-দিগকে সুসংযত করিয়া, তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে যত্ন-বান হইবেন।

কার্য্যেই কেবল মানবের অধিকার, ফল ভগবানের হস্তে। প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের দ্বারা যদি অন্ততঃ একজন ব্রহ্মচারীরও জীবন প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শানুসারে সুগঠিত হয়, তাহা হইলে, আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব; কারণ কে জানে যে, ভগবানের দুর-ভিজ্ঞেয় বিধান অনুসারে একটিমাত্র জীবনের দ্বারা ভারতবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইবে না!

বেদান্ত-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

——০:০:০——

আহ কোঽয়মধ্যাসো নামেতি? উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তংকে-চিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। কোচিত্তু যত্রযদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহ নিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যেতু যত্র যদধ্যাস স্তস্যৈব বিপরীত ধর্ম্মত্ব কল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্বথাপিতু অন্য-স্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথা চ লোকেঽনুভবঃ, শুক্তিকা হি রজতবদব-ভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি। কথং-পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয় তদ্ধ-র্ম্মাণাং, সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি, যুষ্মত্প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি। উচ্যতে। নতাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মত্প্রত্যয়-বিষয়ত্বাদপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্ম প্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃপুরোবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষে-ঽপিহ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবি-দ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তু-স্বরূপা-বধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদ-ধ্যাসস্তত্কৃতেন দোষেণ গুণেন বাণুমাত্রে-ণাপি স নু সংবধ্যতে। শাং ভাং। ৩।

পদপাঠঃ। আহ। কঃ। অয়ং। অধ্যাসঃ। নাম। ইতি। উচ্যতে। স্মৃতি-রূপঃ। পরত্র। পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং। কেচিত্। অন্যত্র। অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ। ইতি। বদন্তি। কেচিত্। তু। যত্র। যদধ্যাসঃ। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ। ভ্রমঃ। ইতি। অন্যে। তু। যত্র। যদধ্যাসঃ। তস্য। এব।

বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাং। আচক্ষতে। সর্ব্বথা। অপি। তু। অন্যস্য। অন্যধর্ম্মাবভাসতাং। ন। ব্যভিচরতি। তথা। চ। লোকে। অনুভবঃ। শুক্তিকা। হি। রজতবৎ। অবভাসতে। একঃ। চন্দ্রঃ। সদ্বিতীয়বৎ। ইতি। কথং। পুনঃ। প্রত্যগাত্মনি। অবিষয়ে। অধ্যাসঃ। বিষয় তদ্ধর্ম্মাণাং। সর্ব্বঃ। হি। পুরঃ। অবস্থিতে। বিষয়ে। বিষয়ান্তরং। অধ্যস্যতি। যুষ্মত্প্রত্যয়াপেতস্য। চ। প্রত্যগাত্মনঃ। অবিষয়ত্বং। ব্রবীষি। উচ্যতে। ন। তাবৎ। অয়ং। একান্তেন। অবিষয়ঃ। অস্মত্প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ। অপরোক্ষত্বাৎ। চ। প্রত্যগাত্ম-প্রসিদ্ধেঃ। ন। চ। অয়ং। অস্তি। নিয়মঃ। পুরঃ। অবস্থিতে। এব। বিষয়ে। বিষয়ান্তরং। অধ্যসিতব্যং। ইতি। অপ্রত্যক্ষে। অপি। হি। আকাশে। বালাঃ। তলমলিনতাদি। অধ্যস্যন্তি। এবং। অবিরুদ্ধঃ। প্রত্যগাত্মনি। অপি। অনাত্মাধ্যাসঃ। তং। এতং। এবং লক্ষণং। অধ্যাসং। পণ্ডিতাঃ। অবিদ্যা। ইতি। মন্যন্তে। তদ্বিবেকেন। চ। বস্তু-স্বরূপাবধারণং। বিদ্যাং। আহুঃ। তত্র। এবং। সতি। যত্র। যদধ্যাসঃ। তৎকৃতেন। দোষেণ। গুণেন। বা। অণুমাত্রেণ। অপি। ন। স। সংবধ্যতে। ৩।

প্রত্যেকপদের অর্থ।—আহ-বলিতেছে (প্রতি-বাদী)। কঃ—কে? অয়ং—এই। অধ্যাসঃ—আত্মা এবং অনাত্মার তাদাত্ম্যা-রোপ। নাম—নামক। ইতি—ইহা। উচ্যতে-বলাযাইতেছে (উত্তর)। স্মৃতিরূপঃ—স্মরণাত্মক জ্ঞান সদৃশ। পরত্র—অপর পদার্থে—অর্থাৎ—অবভাসকালীন যে রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইতে ভিন্ন শুক্ত্যাদি পদার্থে, পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ—পূর্ব্বকালীন অনুভূত পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান। (অধ্যাস) তং—সেই অধ্যাসকে। কেচিৎ কোন পণ্ডিতগণ (সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধগণ)। অন্যত্র—অপর পদার্থে—অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থে। অন্য ধর্ম্মাধাসঃ—অপর পদার্থগতধর্ম্মসমূহের আরোপ—অর্থাৎ জ্ঞানগত রজতত্ব সর্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-ব্যূহের তাদাত্ম্য-প্রতীতি। ইতি—ইহাকে। বদন্তি—বলিয়া থাকেন। (অধ্যাস) কেচিত্—কোন কোন পণ্ডিতদল। তু—বা। যত্র-যাহাতে অর্থাৎ-শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতিতে। যদধ্যাসঃ যাহার-আরোপ—অর্থাৎ রজত-সর্পাদির যে প্রতীতি। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ—তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবজনিত—অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি দ্রব্যের এবং রজত-সর্প প্রভৃতি প্রজ্ঞানের তাদাত্ম্য-প্রতীতি নিবন্ধন। ভ্রমঃ-ভুল। ইতি-ইহাকে—অর্থাৎ জ্ঞান এবং স্মরণের পরস্পর সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশ-পূর্ব্বক রজতাদি ব্যবহারকে অধ্যাস আখ্যায় অভিহিত করেন। অন্যে—অপর কোন পণ্ডিতগণ। তু—বা। যত্র—যাহাতে (শুক্তি-কাদিতে)। যদধ্যাসঃ—যাহাতে (রজতাদির) আরোপ। তস্য—তাহার (শুক্তিকাদির) এব—ই। বিপরীতধর্ম্মত্ব-কল্পনা—তাহাতে যে ধর্ম্মসমূহের বিদ্যমানতা নাই, সেই ধর্ম্ম-সমষ্টির কল্পনা করাকে—অর্থাৎ শুক্তিকা এবং রজ্জু প্রভৃতি অধ্যাসাশ্রিত পদার্থে রজতত্ব ও সর্পত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনাকে। (অধ্যাস) আচ-ক্ষতে-বলিয়াথাকেন। সর্ব্বথা-সকল প্রকারে-অর্থাৎ যিনি যে প্রকার অধ্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন, সে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা। অপি—ই। তু—কিন্তু। অন্যস্য—একবিধ পদার্থে। অন্য-ধর্ম্মাবভাসতাং—অন্যবিধ পদার্থের এবং অপর পদার্থগত ধর্ম্মসমূহের অবভাসকে।

ন—না। ব্যভিচরতি—ব্যভিচার (অতিক্রম) করিতেছে। তথা—সেই প্রকার। চ—ই। লোকে—মানবগণের। অনুভব—প্রতীতি। শুক্তিকা (ঝিনুক) হি—ই। রজতবৎ—রৌপ্য সদৃশ। অবভাসতে—প্রকাশিত হইতেছে। একঃ—একই। চন্দ্রঃ—চাঁদ। সদ্বিতীয়বৎ—দুইটীর মত (অবভাসিত হইতেছিল) ইতি—ইহা। কথং—কি প্রকারে। পুনঃ—বা। প্রত্যগাত্মনি-চিৎস্বভাব আত্মাতে। অবিষয়ে-জ্ঞাতৃস্বভাবে—অর্থাৎ অপরাধীনপ্রকাশে—অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাং। বিষয়ের—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির এবং বিষয়গত ধর্ম্মসমূহের—অর্থাৎ জরা, মরণ, কাণত্ব, খঞ্জত্ব, বধিরত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতির। সর্ব্বঃ—সকল লোক। হি-ই। পুরঃ-অগ্রবর্ত্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত। বিষয়ে—পদার্থে। বিষয়ান্তরং—পদার্থান্তরের। অধ্যস্যতি—অধ্যাস করিয়া থাকে। যুষ্মৎ-প্রত্যয়াপেতস্য—"যুষ্মদ্" অর্থাৎ "ইদং" "এই" এতাদৃশ জ্ঞানের অলভ্য। চ—কিন্তু। প্রত্যগাত্মনঃ-চিৎস্বরূপ আত্মাকে। অবিষয়-জ্ঞানের অনধিগম্য—অর্থাৎ বিষয়ী। ব্রবীষি—বলিতেছ। উচ্যতে—বলা যাইতেছে। ন—না। তাবৎ—এতাবতা। অয়ং—এই চিদাত্মা। একান্তেন—সর্ব্বপ্রকারেই। অবিষয়ঃ-জ্ঞানানধিগম্য। অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ—"অস্মদ্" "অহং" বা আমি, এতাদৃশ জ্ঞানাধিগম্যতা বশতঃ। অপরোক্ষত্বাৎ-প্রত্যক্ষ-হেতুক। চ—এবং। প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ—চিন্ময় আন্তর জীবাত্মার প্রসিদ্ধতা। ন-না। চ-বা। অয়ং—এই। অস্তি-আছে। নিয়মঃ—শৃঙ্খলবদ্ধ। পুরঃ-সমীপবর্ত্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর। বিষয়ে—পদার্থে। বিষয়ান্তরং—অপর পদার্থের। অধ্যাসিতব্যং—অধ্যাস (আরোপ) করিতে হইবে। ইতি-ইহা। অপ্রত্যক্ষে-ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অপি—ও। হি-যেহেতু। আকাশে-নভোমণ্ডলেতে। বালাঃ-অবিবেকী মানবগণ! তলমলিনতাদি—আকাশের তল, আকাশ নীল, আকাশ অস্বচ্ছ, ইত্যাদি। অধ্যস্যন্তি—অধ্যাস করিয়া থাকে। এবং—এইরূপ। অবিরুদ্ধ—কোন বিরোধ নাই। প্রত্যগাত্মনি-চিন্ময় আত্মাতে। অপি-ও। অনাত্মাধ্যাসঃ—আত্মাভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যাসের। তং—প্রসিদ্ধ। এতং—এই। এবং লক্ষণং—এতদ্রূপ। অধ্যাসং—অধ্যাসকে। পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ—তত্ত্ববিদ্‌মানবগণ। অবিদ্যা-অনাদি-অনির্ব্বচনীয়-জ্ঞান-বিরোধি-ভাবরূপ অজ্ঞান। ইতি—ইহা। মন্যন্তে—মনে করিয়া থাকেন। তদ্বিবেকেন—তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে—অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র-রূপে। চ-এবং। বস্তুস্বরূপাবধারণং—তত্ত্বের যথাযথ রূপনির্ণয় করাকে—অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপাববোধকে। বিদ্যাং—জ্ঞান। আহুঃ—বলিয়া থাকেন। তত্র—তবে। এবং—এই প্রকার। সতি—হইলে। যত্র—যাহাতে। যদধ্যাসঃ-যাহার তাদাত্ম্যারোপ। তৎকৃতেন-তজ্জনিত। দোষেণ—দোষ দ্বারা। গুণেন—গুণ দ্বারা। বা—অথবা। অণুমাত্রেণ—অত্যল্প মাত্রায়। অপি—ও। স—সে। ন—না। সংবধ্যতে—সম্বদ্ধ হয়। ৩।

বিশদ বঙ্গানুবাদ। যদি জিজ্ঞাসা কর, এই 'অধ্যাস' নামক পদার্থটী কি? তদুত্তরে বলা যায় "স্মৃতিজ্ঞানসদৃশশুক্তিকাদি পদার্থে পূর্ব্বানুভূত রজতাদি পদার্থের যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহাকেই অধ্যাস বলা যায়। এই অধ্যাসকে সৌত্রান্তিক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ "বাহ্যপদার্থে জ্ঞানগত ধর্ম্মের

আরোপ" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থজাতে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানগত রজতত্ব, সর্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের আরোপই অধ্যাস, এবম্প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন। "যাহাতে যাহার আরোপ, তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানাভাব জনিত ভ্রমই অধ্যাস" অধ্যাসের এই লক্ষণ অপর সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ দৃষ্ট শুক্তিকাদিতে স্মৃত রজতাদির পার্থক্যজ্ঞানাভাব-নিবন্ধন জ্ঞান ও স্মরণের পরস্পর সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশপূর্ব্বক রজতের ব্যবহারকেই 'অধ্যাস' বলিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ, যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহারই বিপরীত ধর্ম্মের কল্পনাকে অধ্যাস বলিয়াছেন; অর্থাৎ যে শুক্তিকাদিতে রজতাদির আরোপ করা হয়, সেই শুক্তিকাতেই বৈপরীত্যরূপে রজতত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনাকে অধ্যাস নামে নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যেপ্রকারই অধ্যাসের লক্ষন নির্ণয় করুন, সেই সমস্ত লক্ষণ দ্বারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থ-ধর্ম্মের অবভাস যে অধ্যাস, এই সাধারণ লক্ষণের ব্যভিচার হইতেছে না; অর্থাৎ এক পদার্থে অন্য ধর্ম্মের কল্পনা যে মিথ্যা এবং অনির্ব্বচনীয়, ইহা সকল পণ্ডিতেরই অভিমত। এই মিথ্যানুভব যে কেবল পরীক্ষকদিগেরই হইয়া থাকে, তাহা নহে, প্রাকৃত মানবদেরও এতাদৃশ মিথ্যানুভব হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেমন লোকে বলিয়া থাকে "এই দৃশ্য শুক্তিকাই আমাদের নিকট এতাবৎকাল রজতের ন্যায় অবভাসিত হইতেছিল"। যদি বল, এক পদার্থে অন্য পদার্থের এইরূপ মিথ্যাবভাস লোকে প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু অভিন্ন একই পদার্থে ভেদ-বিভ্রম কোন স্থানেইত দেখা যায় না; অতএব কিরূপে অভিন্ন এক আত্মারই জীবগণের সহ ভেদ-বিভ্রম ঘটিতে পারে? উত্তরে বলিব, এ আপত্তিও হইতে পারে না, কেননা "একই চন্দ্র দুইএর মত প্রতিভাত হইতেছে" বিভ্রম-মূলক এইরূপ ব্যবহারও অপ্রসিদ্ধ নহে। যদি বল, চিন্ময়বিষয়ী আত্মাতে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অচেতন জড়পদার্থের এবং স্থূলত্ব, কৃশত্ব, কাণত্ব, বধিরত্বাদি জড়গত ধর্ম্মসমূহের কিরূপে অধ্যাস হওয়া সম্ভব? কেননা, দেখা যায়, সকল লোকই সমীপাবস্থিত বিষয়েতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিয়া থাকে; বিশেষতঃ তুমি এই চিৎস্বরূপ আত্মাকে "যুষ্মদ্"—অর্থাৎ ইদং বা এই, এতাদৃশ জ্ঞানের অনধিগম্য এবং বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। অতএব চিন্ময় বিষয়ী আত্মাতে অচেতন দেহাদির অধ্যাস হওয়া কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব, চিন্ময় এই আত্মা কোন অবস্থাতেই বিষয় হন না, একথা আমাদের স্বীকার্য্য নয়, কেননা ব্যবহারদশাতে সংসারাবস্থায় "অস্মদ্" অর্থাৎ অংহ বা আমি, এই জ্ঞানের বিষয় আত্মা হন, একথা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি; বিশেষতঃ চিন্ময় আন্তর জীবাত্মার প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষই হইতেছে। অপর, তুমি যে আপত্তি করিয়াছ, "সমীপাবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে" এই আপত্তিও হইতে পারে না; কেননা এইরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না যে, পুরোবস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিতে হইবে; যেহেতু অবিবেকী মানবগণ অপ্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়-গণের অবিষয় নিরাকার আকাশেও তলত্বা-

মলিনত্বাদি—অর্থাৎ আকাশের তল, আকাশ মলিন, আকাশ নীলবর্ণ, ইত্যাদি নানারূপ অধ্যাস করিয়া থাকে। অতএব আমরা বলিব, চিন্ময় নিরাকার অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় আত্মাতে বিষয়ান্তরের—অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জরা, মরণ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হওয়ায় কোন বিরোধই দেখা যায় না। পণ্ডিতগণ এই অনাদি-সিদ্ধ অধ্যাসকেই অবিদ্যা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই 'অবিদ্যা' হইতে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপাবধারণকে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব অধ্যাসের স্বরূপ বিচার দ্বারা অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা যদি বস্তুতঃ মিথ্যাই নির্ণীত হইল, তবে অনির্ব্বচনীয় মিথ্যাভূত অবিদ্যা-জনিত দোষ দ্বারা বা গুণ দ্বারা চিন্ময় আত্মা অণুমাত্রও সম্বদ্ধ হন না, ইহাই অবিচলিত সিদ্ধান্ত। ৩।

(ক্রমশঃ);

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

—০:০:০—

আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে (হিন্দুপত্রিকায় ১৩০৩ সনের ৩।৪।৫।৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) জীব মাত্রেই অবিদ্যাচ্ছন্ন। অবিদ্যার ধর্ম্ম এই যে, ঐ অবিদ্যা রজ্জু-সর্প-জ্ঞানের ন্যায় প্রকৃত বস্তুর অপ্রকৃতভাবে বোধ বা জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই আত্মা এবং আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই দৃশ্য-জগৎ ব্রহ্মের কল্পিত ভাবের ছায়া মাত্র, এবং ঐ দৃশ্যের ভ্রান্ত দ্রষ্টা ঐ ভাবময় জ্ঞানাভাস—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রতিবিম্ব মাত্র। অবিদ্যা দূর হইলে, যখন ঐ প্রতিবিম্ব স্বরূপের সহিত, এক হইয়া যায়, তখন সর্প মিথ্যা এবং রজ্জু প্রকৃত, এই জ্ঞানের ন্যায় দৃশ্য জগৎ মিথ্যা—আত্মা বা ব্রহ্মই প্রকৃত, এই জ্ঞান হয়; অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। উপনিষদ্—বেদান্ত-প্রণেতা মহর্ষিগণ এবং ভাষ্যকার মহাত্মা শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী অবিদ্যাচ্ছন্ন শিষ্যবর্গের অবিদ্যা দূরীভূত করার জন্য ঐ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

বুদ্ধিতৎস্থ চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানংধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃস্ফুরেৎ॥
ব্রহ্মণ্যাজ্ঞান নাশায় বৃত্তির্ব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ং স্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে॥

বঙ্গানুবাদ—যেমন বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস ঘটে ব্যাপ্ত হওয়ায়, বুদ্ধি অন্তরের জড়তা—অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট করে, তখন চিদাভাস কর্ত্তৃক ঘট দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধি অন্তরের মলিনত্ব—অর্থাৎ ভ্রান্ত-জ্ঞান দূর করিয়া দিলে, স্বয়ং চৈতন্যের বিকাশ হওয়ায়, আভাস তদন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশিত হয়; অতএব ঋষিগণ বিষ দ্বারা বিষ নাশের ন্যায় মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ, প্রতি-বিম্ব প্রভৃতি বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা বাহ্য জগৎ মিথ্যা, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট না হইলে, অপরোক্ষ জ্ঞানের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে আত্ম-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। অগ্রে গুরুর নিকট বেদান্ত-শ্রবণ বা পঠন সমাপ্তি করিয়া, তাহার অর্থ বোধগম্য হইলে, পরোক্ষ-আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; তখন বাহ্যজগৎ

হইতে মন গুটাইয়া লইয়া, একাগ্রতার সহিত ঐ তত্ত্বের অবিচ্ছেদ-চিন্তা দ্বারা অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইতে হয়, এবং অন্তর্জগৎ সম্যক্‌রূপ পরিদর্শন ও তাহা ভেদ করিয়া, কারণ-ক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারিলে অবিদ্যা নষ্ট হয়, এবং মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্ঞান-সূর্য্য সমুদিত হয়। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মলিন প্রতিবিম্ব জলে পতিত হওয়ার পর ঐ মেঘ এবং জল দূরীভূত হইলে, ঐ জলস্থ প্রতিবিম্ব সূর্য্যেই লীন হয়, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হইলে, আত্মা জীব-পদ-বাচ্য হন। ঐ বুদ্ধি কর্ত্তৃক অবিদ্যা দূরীভূত হইলে, আত্মার জ্যোতিতে বুদ্ধির স্বচ্ছতা মিশিয়া যায় এবং ঐ বুদ্ধিস্থ প্রতিবিম্বও আত্মায় লীন হইয়া আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের বিকাশ হয়। * এই দৃষ্টান্ত একদেশ-ব্যাপী হইলেও, প্রকৃত বিষয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের ঐ নিত্য-কল্পনাশক্তিই তাঁহার মায়া; ঐ দর্পণস্থ বা বুদ্ধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্বই ঐ কল্পিত জগৎ দর্শন করেন।

এই দৃশ্য-জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি—কল্পনা বা কল্পিত ভাবের ছায়া মাত্র। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ; ব্রহ্মের ঐ কল্পনা-শক্তির নাম মায়া। ঐ শক্তির প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও অপ্রকাশ, এই ত্রিবিধ গুণ* আছে; শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাদিগের নাম যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণই সচ্চিদানন্দের জ্ঞান-জ্যোতির প্রকাশক দর্পণ স্বরূপ। প্রকাশক দর্পণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ জ্যোতি চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই জ্যোতি চক্ষু-ফলকে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দর্পণকে মহদ্‌ব্রহ্ম—মহান্ আত্মা—মহত্তত্ত্ব বলে। ঐ মহত্তত্ত্বই জগতে সমষ্টি-বুদ্ধি। ঐ সমষ্টি-বুদ্ধিতে জ্ঞানের আভাসময় ভাব-প্রবাহ সৃষ্টি-কল্পনাকারে প্রতিবিম্বিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ঐ মহত্তত্ত্বই ব্রহ্মজ্ঞানের মহদ্দর্পণ স্বরূপ। ঐ মহদ্দর্পণে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান-সূর্য্যের* বিকাশই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকেও চিদ্‌বিম্ব বলা হইয়াছে; ঐ চিদ্বিম্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিম্ব অর্থে আকার বা মূর্ত্তি, এস্থলে সমষ্টি-বুদ্ধিরূপ দর্পণে চৈতন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকল্পনাকারী মহামানসাকারে প্রতিবিম্বিত বা প্রকটিত হন। ঐ মহামনের অন্তরঙ্গ জ্ঞানাভাসময়ী চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গ-ভাবাভাসময়ী জড় শক্তি। অপিচ, যখন ভাবময়ী শক্তির গুণ-ক্ষোভ-হেতু উক্ত মহদ্দর্পণে গুণের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বগুণের সহিত রজস্তমোগুণের সংঘর্ষণ হয় এবং ঐ রজস্তমোগুণের সংস্রবে সত্ত্বগুণ মলিন হয়; সুতরাং ঐ মলিন সত্ত্বগুণস্থ আনন্দ ও জ্ঞানের আভাস ভ্রান্ত ও বিকৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত রজস্তমোগুণের সংঘর্ষণ বা গুণ-ক্ষোভ সমষ্টি-সত্ত্বময় মহদ্দর্পণের বহিরঙ্গস্থিত ও একদেশব্যাপী; আবার উহা গুণের তারতম্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ফুরিত হওয়ায়, ঐ ভ্রান্ত-সুখ ও জ্ঞানাভাসও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ মহদ্বুদ্ধিরূপ দর্পণে যে ভাবটী কল্পিত হয়, ঐ কল্পিত ভাবস্থিত জ্ঞানাভাস তদাকারে বিকাশিত হইয়া, আমিত্বরূপে প্রকটিত বা ঐ ভাবই স্বয়ং আমি, এই অভিমান হয়। এইরূপে অনন্ত-দর্পণে কোটি-কোটি 'আমি' ভাসমান হয়! ঐ মলিন সত্ত্বগুণই ভ্রান্ত-সুখ ও ভ্রান্তজ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা বা জীবের কারণ-শরীর। উহা ঈশ্বরের পক্ষে বহিরঙ্গরূপে কল্পনা বা ভাবময়ী শক্তি হইলেও, জীবপক্ষে অন্তরঙ্গ; উহাই জীবের চিত্ত বা অন্তঃকরণের বীজ-স্বরূপ।

ঐ পৃথক্ পৃথক্ চিত্তস্থ সুখ ও জ্ঞানাভাসই ব্যষ্টি-জীবাত্মা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরের ভাব মহামানস-ক্ষেত্রে সৃষ্টি-কল্পনাকারে প্রকটিত হয়; জীবের চিত্তে ঐ সৃষ্টি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গুণের বৈষম্য ও গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হইলে, সত্ত্ব-দর্পণে রজোগুণ-জনিত প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হওয়ায়, জীবের কার্য্য ও ভোগের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ভাবাংশ তমোগুণাক্রান্ত হইয়া, দৃশ্য-জগতের কারণ-স্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ-তন্মাত্রে কল্পিত এবং ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা এই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিরূপে প্রকটিত হয়, এবং ঐ সকল ভূতের পরস্পর-সংমিশ্রণে পৃথিব্যাদি স্থূল-জগৎ উৎপন্ন হয়। ঐ পঞ্চ মহাভূত, তমোগুণ-প্রধান ভাব হইতে প্রকটিত হইলেও উহাদিগের অভ্যন্তরে সত্ত্ব-রজ-গুণ আছে। বিষয় মাত্রেই ত্রিগুণের বিকার। যেহেতু সত্ত্বগুণই প্রকাশ-স্বভাব; রজোগুণই প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া-স্বভাব এবং তমোগুণই আবরণরূপ স্থূল-বিষয়-স্বভাব হইতেছে। যেমন মহাশক্তি-ক্ষেত্রে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইতে মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি-বুদ্ধি; রজোগুণ হইতে সৃষ্টি (কল্পনা) প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া, তমোগুণ হইতে প্রাপ্ত বিষয়রূপ পঞ্চতন্মাত্রা প্রকটিত ও তাহা পঞ্চভূতরূপে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ঐ পঞ্চ ভূতস্থ সত্ত্বাংশ হইতে জীবাত্মার ভ্রান্ত-জ্ঞান-প্রকাশের দর্পণ স্বরূপ বুদ্ধি ও তাহাতে বিষয়-ভোগ-কল্পনাকারী মন এবং ঐ বিষয়-ভোগের (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণের) দ্বারস্বরূপ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন ও আঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্বের বিকাশ হয়, এবং ঐ পঞ্চভূতস্থ রজোগুণাংশ হইতে ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক (অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক, মল-মূত্র-ত্যাগ, উদ্গার এবং রক্তসঞ্চালনী ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক) পঞ্চপ্রাণ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা (বাগিন্দ্রিয়), শিশ্ন, পায়ু, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়-তত্ত্বের, এবং ঐ পঞ্চভূতের তমোগুণাংশ হইতে সপ্তধাতুময় স্থূল-দেহ-তত্ত্বের বিকাশ হয়। উপরোক্ত বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশতত্ত্বই জীবাত্মার ভোগাশ্রয় স্বরূপ

---

* যেমন সূর্য্য উদয় হইলে, প্রদীপের স্বচ্ছতা থাকে না; সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রদীপের আলোক মিশিয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, বুদ্ধি আত্মার জ্যোতিতে মিশিয়া যায় এবং বুদ্ধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্ব আত্মায় লীন হয়।

* ঐ ত্রিগুণ প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ নহে; একই বস্তুর প্রকাশ (ব্যক্তভাব) অপ্রকাশ (অব্যক্তভাব) প্রভৃতি অবস্থা মাত্র; প্রবৃত্তি ঐ প্রকাশ-অপ্রকাশ-ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক মাত্র। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ অব্যক্ত—অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন হওয়ায়, ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক রজোগুণ কর্ত্তৃক পুনঃ সৃষ্টি-প্রকাশ হইলে, তৎসহ জ্ঞান-দর্পণরূপ সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়।

* কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মতে সূর্য্য স্বয়ং তেজোময় নহে; সূর্য্য তেজ বা জ্যোতির অক্ষ্য (ফোকস্); বিশ্বের সর্ব্বস্থানেই তৈজস বা তাড়িত-তত্ত্ব গুহ্যভাবে আছে; ঐ বিশ্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতি, সূর্য্যরূপ দর্পণে যে প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই সূর্য্য। আমাদের শাস্ত্রের মতে দ্বাদশ প্রকার তেজের অধিষ্ঠাতা দ্বাদশ আদিত্যস্বরূপ "হিরণ্ময় পুরুষ" সূর্য্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন; জগৎ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার তেজোময় রশ্মি সকল সূর্য্যকে বহন করিতেছে, যথা—"জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং"।

লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ, এবং ঐ লিঙ্গদেহস্থিত জীবাত্মার আবার স্থূল-বিষয়-ভোগের নিমিত্ত ভোগাশ্রয়স্বরূপ স্থূল দেহ হইতেছে। উপরোক্ত জীব বহু শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে কতক সূক্ষ্মভাবাপন্ন, কতকগুলি স্থূলভাবাপন্ন; ঐ সূক্ষ্ম ও স্থূল, উভয় শ্রেণীতে জীবের মধ্যে আবার অবান্তর ভাগ আছে, এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি-বিকাশের ও অজ্ঞান-আবরণের তারতম্যানুসারে উচ্চ-নীচ ভেদে তাহাদের অবস্থা, গুণ ও রূপেরও অনেক তারতম্য আছে। ঐ সূক্ষ্ম জীব-শ্রেণীর মধ্যে দেব, সিদ্ধ, পিতৃ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি আরও বহুতর জাতি আছে, এবং তন্মধ্যে প্রায় ঈশ্বরসদৃশ মহাশক্তি ও মহাজ্ঞানসম্পন্ন অত্যুচ্চ দেবতা হইতে অতি নিকৃষ্ট হিংস্র পিশাচের ন্যায় এবং তদপেক্ষাও নিকৃষ্টতম সূক্ষ্ম জীব আছে এবং ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও আবার অবস্থা-ভেদে অবান্তর-ভাগ আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মায়াবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সোঽহম্ ব্রহ্ম।

—০ঃ০ঃ০—

আমার জ্ঞান-গোচরে কেবল আমি আছি; আর আমি ব্যতীত যত কিছু, সবই আমার কল্পিত! সেই কল্পিত পদার্থ সকল যে অন্যে আমার মত কল্পনা করিতে পারে, ইহাও আমার কল্পনার অন্যতর অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা সকলেই আমার কল্পিত; আর আমার কল্পিত তোমরা আমার মত কল্পনা কর কখন? না—আমি যখন কল্পনা করি, যে তোমরা আমার মত কল্পনা করিতেছ! পক্ষান্তরে, আমার কল্পনার সহিত তোমাদের কল্পনা মিলে না কখন? না—যখন আমি ভাবি, যে তোমরা আমার মত ভাবিতেছ না। তোমরা যেমন আমার কল্পিত, তোমাদের কার্য্যগুলিও তেমনই আমার কল্পিত। তোমাদের প্রত্যেক কার্য্য (আমার কার্য্যের সঙ্গে মিলুক আর না'ই মিলুক) আমারই কল্পনা। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত কিছু দেখিতেছি, সকলই আমারই কল্পনা।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্তসি ভাসতে।
রৌপ্যং শুক্তৌ ফণা রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা॥
শরীরং স্বর্গ-নরকৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যংচিদাত্মনঃ॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গাইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীনস্যেব ধাবনম্॥

ব্যবহারিক কল্পিত জগতে শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সৌরকর-তাপিত বায়ুতে যেমন জল-ভ্রম-জনক মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তেমনই আমারই প্রভাময়ী ঈক্ষনীশক্তিতে পারমার্থিক ভাবের অভাব-কালের "আলো-আঁধারিতে" আমিই আমাহইতে পৃথক্‌বৎ বিশ্ব-রূপের কল্পনা করিয়া থাকি। এমন কি, আমার দেহ, স্বর্গ-নরক-ভাবনাগত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ-ভয় ইত্যাদি সকলই আমার কল্পনার লীলা-খেলা; সুতরাং চিদাত্মা আমার পক্ষে এই কল্পিত মায়িক বিশ্বের সম্বন্ধাধীন সাংসারিক কোন কার্য্যেরই বাস্তবিকতা নাই। যেমন "জলের বিম্ব জলে উদয়—লয় হয় সে মিশে জলে" তেমনই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশ্ব আমাতেই উদিত ও বিলীন হয়। এহেন বিশ্বের বাস্তবিকতা-নিরূপণে পণ্ডশ্রম বৃথা। পরমার্থতঃ আমি ছাড়া আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমুদয় পদার্থ এবং সেই সমুদয় পদার্থের যাবতীয় ক্রিয়া আমারই কল্পিত; সুতরাং আমার কল্পিত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সূক্ষ্ম-সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমিই! কি সুখকর কল্পনা!! এতকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে যে, আমি ভিন্ন এই জগতের দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তাই নাই! এ সকল যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই আমার কল্পিত—আমারই সৃষ্ট; সুতরাং আমিই এই সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই (তটস্থ) ব্রহ্মা—(স্বরূপস্থ) ব্রহ্ম!

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তি।"

সোঽহং ব্রহ্ম,—কি সুখকর কল্পনা! এই প্রকার কল্পনা যখন প্রতীতিতে অভ্যস্ত হইবে, তখন কত সুখী হইব! এই প্রকার কল্পনা অভ্যস্ত হইবার পর যখন মনে—মনের মনে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিবে যে, এই বিশ্ব আমার কল্পিত বা সৃজিত, তখনই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া—ব্রহ্মে লীন হইয়া—ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিব!!

(ক্রমশঃ)

ঋগ্বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—০ঃ০ঃ০—

১১—দ্বাদশারং নহি তজ্জরায়
বর্ব্বর্ত্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।

আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র
সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥ ১১

পদপাঠঃ—দ্বাদশারম্। নহি। তৎ। জরায়। বর্ব্বর্ত্তি। চক্রম্। পরি। দ্যাম্। ঋতস্য। আ। পুত্রাঃ। অগ্নে। মিথুনাসঃ। অত্র। সপ্ত। শতানি। বিংশতিঃ। চ। তস্থুঃ।

অন্বয়ঃ—ঋতস্য—দ্বাদশারং চক্রম্ দ্যাম্ পরি আ বর্ব্বর্ত্তি। তৎহি ন জরায় ভবতীতি শেষঃ। হে অগ্নে! অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ মিথুনাসঃ তস্থুঃ।

ব্যাখ্যা—ঋতস্য—সত্যস্বরূপ আদিত্যের। দ্বাদশ অরং—দ্বাদশ রাশি বা দ্বাদশ মাস স্বরূপ অর (চাকার পাকি) যুক্ত, চক্রম্—মণ্ডল, দ্যাম্ পরি—দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে, আ বর্ব্বর্ত্তি—পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে। তৎ—ঐ চক্র, নহি—কখনও, জরায় ভবতি—জীর্ণ হইতেছে না। হে অগ্নে! হে আদিত্য! অত্র—তোমার এই চক্রে, সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ।—সাত শত বিংশতি পুত্র; মিথুনাসঃ—পরস্পর মিথুনরূপে, অর্থাৎ দিবারাত্রিরূপ যুগ্মভাবে তস্থুঃ—অবস্থান করিতেছে।

বঙ্গার্থ—আদিত্যের দ্বাদশ রাশি বা দ্বাদশ মাস স্বরূপ অরযুক্ত চক্র দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে বারম্বার পরিভ্রমণ করিতেছে; ঐ চক্র কখনও জীর্ণ হয় না। হে সূর্য্য! তোমার এই চক্রে অহোরাত্ররূপ সাত শত বিংশতি পুত্র পরস্পর মিথুনভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

টীকা—এই ঋকে রাশি-চক্রের কথা বলা হইতেছে; ঐ এক এক রাশিকে চক্রের এক অর স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে; প্রত্যেক রাশিতে স্থূল গণনায় সূর্য্যের ত্রিশ দিন অবস্থিতি, এবং তাহাতে বৎসরে ৩৬০ দিন; উহার দিন-রাত্রে দুইগুণ

করিলে ৭২০ হয়। এই ঋকেতে অতি প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হইতেছে।

পঞ্চ পাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণং।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতং ॥ ১২

পদপাঠঃ—পঞ্চপাদং। পিতরম্। দ্বাদশাকৃতিম্। দিবঃ। আহুঃ। পরে। অর্দ্ধে। পুরীষিণং। অথ। ইমে। অন্যে। উপরে। বিচক্ষণম্। সপ্তচক্রে। ষট্ অরে। আহুঃ। অর্পিতম্।

অন্বয়—দ্বাদশাকৃতিম্ পঞ্চপাদম্ পিতরং পুরীষিণং দিবঃ পরে অর্দ্ধে অর্পিতং আহুঃ কেচিদিতিশেষঃ। অথ অন্যে ইমে সপ্তচক্রে ষড়রে উপরে বিচক্ষণং অর্পিতং আহুঃ।

ব্যাখ্যা—দ্বাদশাকৃতিম্—দ্বাদশমাসরূপ আকৃতি বিশিষ্ট। পঞ্চপাদং—পঞ্চঋতুযুক্ত (এস্থলে হেমন্ত এবং শিশিরের একত্ব কল্পিত হইয়াছে)। পিতরং—পীতিবিধায়ক। পুরীষিণং—সংবৎসরাখ্য চক্রকে, দিবঃ—দ্যুলোকের, পরে অর্দ্ধে—অন্তরীক্ষে (স্থিতে আদিত্যে ইতি অধ্যাহার্য্যং) অর্পিতং—আয়ত্ত, আহুঃ—বলিয়া থাকেন। অথ ইমে অন্যে—অন্য কোন কোন বেদবাদিগণ; বিচক্ষনং—বিবিধ দ্রষ্টা—সূর্য্যকে সপ্তচক্রে—সূর্য্যের সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট—অথবা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, মুহূর্ত্ত, এই সপ্ত ক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট ষড়রে—ছয় ঋতুরূপ অর যুক্ত, উপরে—সংবৎসরে, অর্পিতম্—আয়ত্ত, আহুঃ—বলিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—কেহ কেহ দ্বাদশমাসরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পঞ্চঋতুযুক্ত প্রীতিপ্রদ সংবৎসরকে অন্তরীক্ষস্থিত সূর্য্যের অধীন বলিয়া থাকেন; আরও অন্য কোন কোন বেদবাদিগণ বিবিধদর্শী সূর্য্যকে, তাঁহার সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট, অথবা অয়ন-ঋতু-মাস-অহোরাত্র-মুহূর্ত্ত, এই সপ্তক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট, এবং ছয়ঋতুরূপ অরযুক্ত সংবৎসরের অধীন বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ কেহ কালকে সূর্য্যের অধীন, কেহবা সূর্য্যকে কালের অধীন বলেন।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

গীতাভাস।

—০:০:০—

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্ঞান।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ
বিদ্যতে।

"ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই"—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। বাস্তবিক জ্ঞানই পবিত্রতার উৎস, জ্ঞান-বারি ব্যতীত মনের মালিন্য আর কিছুতেই সম্যক্ বিধৌত হয় না। ভক্তি অতি পবিত্র সামগ্রী, কিন্তু তাহা জ্ঞান-উৎসেরই একটী প্রবল প্রবাহ। জ্ঞানই মনুষ্যত্ব; জ্ঞান ব্যতীত মানব দ্বিপদ-পশু মাত্র, কদাচ 'মনুষ্য' নামের উপযুক্ত নহে। অতএব জ্ঞানের উন্মেষেই মনুষ্যত্বের প্রারম্ভ; জ্ঞানের ক্রম-বিকাশেই জীবের ক্রমোন্নতি, এবং জ্ঞানের চরমোৎকর্ষেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞানই নর-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য-মুখে অগ্রসর হওয়াই মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেই মানবের পতন হয়। মনুষ্য এই লক্ষ্য পরিত্যাগ করিলে, ক্রমশঃ অবনত হইয়া পশুর তুল্য হইয়া পড়ে।

জীবাত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই শরীর রক্ষার্থ প্রকৃতি-প্রণোদিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কেবলমাত্র তাহাতেই দিবসের কিয়দংশ ব্যয়িত করিয়া, অবশিষ্ট সময় জ্ঞানার্জ্জনে ক্ষেপণ করিলেই মনুষ্য-জীবন যথার্থ যাপন করা হয়। প্রাচীন আর্য্যদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের জীবন-কাল এইরূপেই অতিবাহিত হইত, এবং তাহার ফলেই আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া একদা জগন্মান্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সে নিয়ম, সে আচার, লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; এক্ষণে শুদ্ধ জ্ঞানের জন্য প্রায় কেহ জ্ঞানান্বেষণ করে না; জ্ঞান এখন উদ্দেশ্য নহে, ইতর-অভিপ্রায়-সিদ্ধির উপায় মাত্র। কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; কি চতুষ্পাঠীর অন্তেবাসী, প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য—ক্ষমতা, পদ বা অর্থ-প্রাপ্তি; কাজেই প্রকৃতজ্ঞানের অধিকারী তেমন আর কেহই হইতেছে না; প্রকৃত জ্ঞান, ঐহিক ক্ষমতা, যশ বা অর্থ-লিপ্সার সহচর নহে। যখন জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সামগ্রী ইহজগতে আর কিছুই নাই, তখন অপবিত্র ঐহিক ক্ষমতা বা অর্থ প্রভৃতির সহিত জ্ঞানের সংহতি হইলে, জ্ঞানের পবিত্রতা কিরূপে রক্ষিত হইবে? এই অর্থ ও ক্ষমতা-সংস্পর্শে পবিত্র জ্ঞান যে অনেক স্থলে মলিন হইয়া পড়ে, তাহার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কি আমাদিগের নয়ন-পথে প্রতিপদেই পতিত হইতেছে না?

যথার্থ জ্ঞান কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

"অধ্যাত্মজ্ঞান—অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, তাহাতে নিত্যত্ব—অর্থাৎ নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য যে মোক্ষ, তাহারই যে আলোচনা, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়; আর ইহারই যে অন্যথা, তাহাই অজ্ঞান পদ বাচ্য।" আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই মার্জ্জিত মানব-বুদ্ধির চরম লক্ষ্য, এবং ইহারই ফল দুঃখ হইতে মুক্তি। মনুষ্য সুখ চাহে; মনুষ্য যাহা কিছু কার্য্য করে, তাহা সুখের জন্য; সুখই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সেই সুখের অন্বেষণে মনুষ্য ব্যস্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখ কি এবং কিরূপে তাহা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা না জানিয়া, অজ্ঞান বশতঃ ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে; এবং যাহাকে আপাততঃ সুখ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা পরিণামে দুঃখ রূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানই এরূপ দুঃখের মূল; অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি না; যাহাকে যাহা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, সে তাহা নহে! রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় সমস্ত বিষয়েই আমাদিগের ভ্রম উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞানেই এই ভ্রান্তি, এবং এই ভ্রান্তি বশতই আমাদিগের দুঃখ। এই দুঃখ হইতে মুক্তিই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য, এবং জ্ঞানই সেই মুক্তির উপায়। আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কই—দুঃখ ত ঘুচিতেছে না; বরং চেষ্টার ফলে ঐ দুঃখের উপচয়ই হইতেছে। ভাবিলাম, মান-সম্ভ্রম এবং অর্থ-পরিজনে সুখ আছে; বৈষয়িক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, প্রাণপণে ঐ সকল সামগ্রীর অনুসরণ করিলাম, এবং অধ্যবসায়-বলে উহাদিগকে হস্তগত করিলাম, কিন্তু 'কৃতার্থ' হইতে পারিলাম কই? সুখ ত পাইলামই না, বরং কতকগুলি দুঃখকে ডাকিয়া আনিলাম! বুঝিলাম, প্রকৃত সুখ কি, তাহা জানি না; প্রকৃতপক্ষে আমার কি উপাদেয়, তাহা বুঝি না; বাস্তবিক কোন্

বস্তুটী আমার, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না; কারণ, মূলে 'আমি কে?' আমার তাহারই পরিচয় নাই। আমি যদি জানিতাম আমি কি, যদি আমার সহিত আমার প্রকৃত পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বাস্তবিক অভাব বুঝিতে পারিতাম। আমার কি যথার্থ উপাদেয়, তাহাও জানিতে পারিতাম; ফলতঃ আমাকে দুঃখমুক্ত করিবার প্রকৃত পথও পাইতাম। এখন বুঝিলাম, আত্ম-জ্ঞানই সেই পথের প্রদর্শক; আত্মতত্ত্ব ব্যতীত আমার ভ্রান্তি ঘুচিবে না; আমি আমাকে চিনিতে পারিব না; আমি অজ্ঞানান্ধকারে সুখের আকাঙ্ক্ষায় বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইব; প্রকৃত সুখ-লাভে কখনই অধিকারী হইব না। যদি সেই সুখই আস্বাদন করিতে না পারিলাম, তবে এই জীবন ধারণের সার্থকতা কি? শুদ্ধ কি এই রোগ-শোক-সন্তপ্ত দেহভার বহন করিতে, ভাগ্য-জলধির জোয়ার-ভাটায় হাবুডুবু খাইতে, শিশুর ন্যায় কখন হাস্য ও কখন ক্রন্দন করিতে এই ভব-রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছি? এবং কিছুকাল ক্ষণিক সুখ-দুঃখের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলের ন্যায় রঙ্গ করিয়া, রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইব? এই কি মনুষ্য-জীবনের পরিণাম? কখনই না; বুদ্ধদেবের সহিত সমস্বরে বলিতে হইবে "কখনই না; অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা জানি না বলিয়াই আমার এই দুঃখ; এই দুঃখ হইতে মুক্তি—অর্থাৎ মোক্ষই জীবনের উদ্দেশ্য।" মনু বলিয়াছেন—

তপো বিদ্যাচ বিপ্রস্য নিশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

"তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান, এতদুভয় মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষ-লাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্যা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।"

জ্ঞান ব্যতীত যে যথার্থ সুখ বা শান্তি লাভ করা যাইতে পারে না, তাহা স্থূলতঃ একরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল; এখন দেখিতে হইবে, কিরূপে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায়,—যথার্থ জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তির লক্ষণ কি? গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম সংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

"যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পরহিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাকে "পণ্ডিত" বলেন।" অর্থাৎ যিনি অনাসক্ত হইয়া নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করেন, এজন্য যাঁহার চিত্ত বিমল হইয়া যথার্থ জ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানরূপ বহ্নি দ্বারা যাঁহার কর্ম্ম সকল—অর্থাৎ কর্ম্মফল দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানী আসক্তিশূন্য; কর্ত্তব্যানু-রোধেই তিনি কর্ত্তব্য-প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ফলার্থের প্ররোচনায় কোন কামনা দ্বারা চালিত হন না। ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশে; তিনি কদাচ ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী নহেন; তিনি এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ও অনুচিন্তন দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞান-পথে আরোহণ করিয়া, জগতের আদি কারণ ব্রহ্মের তত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়েন এবং নিত্যানন্দে তৃপ্ত হইয়া অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও অনা-সক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। খ্যাতি বা অর্থের জন্য রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করতঃ তাহাদিগের মর্ম্ম কণ্ঠাগ্রে রাখিয়া তর্কবিশারদ হইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। বিমল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্বেষণ না করিয়া, ধনাদি ইতরা-ভিপ্রায়ে জ্ঞানের অনুসরণ করিলে, কদাচ আত্মোৎকর্ষ সংসাধিত হয় না। আত্মোৎ-কর্ষ-সাধনই জ্ঞানের উদ্দেশ্য, বিষয়-বিভব

জ্ঞানের লক্ষ্য নহে; বরং অনেক স্থলে জ্ঞানের বিরোধী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎই আমা-দিগের জ্ঞান-ক্ষেত্র; ধরাতলস্থিত একটী ক্ষুদ্র তৃণ হইতে গগনস্পর্শী ভূধর পর্য্যন্ত সকল বস্তুই জ্ঞানের উদ্দীপক; শ্যামল তরুশির-বিহারী খদ্যোৎ হইতে অনন্ত-গগন-বক্ষস্থিত শশধর পর্য্যন্ত সকলই সৃষ্টির অতুল বিভবের পরি-চায়ক। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই বাহ্য জগতের সহিত যতই পরিচিত হইতে থাকি, এবং তদভ্যন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় সত্তার অনুভব করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি, ততই আমাদিগের জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া সৃষ্টি-কৌশলের তাৎপর্য্যাবগতি হওয়াতে স্রষ্টার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি। সৃষ্টি হইতেই স্রষ্টার ধারণা; বাহ্যজগৎ হইতেই অন্তর্জগতের উন্মেষ ও উন্নতি। অন্তরিন্দ্রিয় মন, চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সহযোগে বাহ্য জগ-তের সহিত পরিচিত হইয়া, অন্তর-রাজ্যে তাহার সূক্ষ্ম ছায়া সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থূল বা জড়-জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম বা মনোময় জগৎ ক্ষণস্থায়ী নহে। যে জড়-পদার্থের ছায়া মন একবার গ্রহণ করিয়াছে, সেই জড় বস্তু বিধ্বস্ত হইলে বা অপ্রত্যক্ষ থাকিলেও মনোগৃহীত তদীয় ছায়ার নাশ হয় না। এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে উপনীত হইতে থাকিলে, জ্ঞান ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইয়া একমাত্র নিত্য সূক্ষ্মতম বস্তু পরব্রহ্মে পরিসমাপ্ত হওয়ায়, যাঁহার চিত্তে সেই পরব্রহ্মের—সেই সচ্চিদানন্দের আভাস-মাত্রও প্রতিফলিত হইয়াছে, তিনিই বিমল নিত্য সুখ অনুভব করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়েন। তাঁহার নিকট এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত পদার্থই আনন্দকর। তিনি সর্ব্বত্রই সেই পরমাত্মার ছায়া অনুভব করিয়া, সকলই শিবময় দেখিয়া থাকেন; কাজেই তাঁহার অন্তরে সতত বিমল প্রীতির প্রবাহ বহিতে থাকে। যাঁহার চিত্তে এই আনন্দ-প্রবাহ, তাঁহার অন্তর সতত সেই আনন্দ-বারি-বিধৌত হইয়া অতীব নির্ম্মল ও স্বচ্ছ—অতএব বিকারহীন। চিত্ত অবিকৃত থাকিলে, দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কেন না মনের বিকারেই দুঃখের জন্ম; মন বিকৃত হইলেই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়, আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি—আমার স্থল অতি সঙ্কীর্ণ হয়; আমি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব হইয়া অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে স্বার্থ-রজ্জুতে বদ্ধ থাকাতে, জীবনে দুঃখ বই সুখ দেখিতে পাই না। অজ্ঞানের এই বিকার; অতএব অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে, কিছুতেই সুখের সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান; এই জ্ঞান না জন্মিলে মনের বিকার ঘুচে না। এই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে গীতায় যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে; এস্থলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান ব্যতীত যে প্রকৃত সুখের সম্ভাবনা হয় না ও যথার্থ আনন্দ অনুভব করিবার শক্তিই জন্মে না, তাহাই প্রদর্শিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন!
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

"হেভরতর্ষভ অর্জ্জুন! রোগাদি-অভিভূত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী—অর্থাৎ ইহকাল বা পরকালে ভোগ-সাধনভূত-অর্থ-লিপ্সু ও জ্ঞানী, এই চারি

প্রকার সুকৃতিমান্ জনেরা আমাকে উপাসনা করে। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি সেই জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়।" শ্রীকৃষ্ণ, উপাসকদিগের মধ্যে জ্ঞানীরই শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেন। বাস্তবিক যিনি জ্ঞানী, তিনিই নিষ্কাম হইতে সক্ষম। জ্ঞান ব্যতীত আসক্তির নাশ ও সংশয়ের ছেদন হয় না; কাজেই নানা কামনা দ্বারা চালিত হইয়া, ভোগসুখার্থে লোকে ভগবানের কামনাফলদরূপ নানা দেব-দেবীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু যিনি অনাসক্ত জ্ঞানী, যাঁহার কামনা দূর হইয়াছে, যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তিনি একমাত্র ভগবানের মুক্তিদাতৃত্ব-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতেই নিষ্ঠাবান হইতে সক্ষম এবং তাঁহার ভক্তিই অচলা। তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল-লিপ্ত নহেন; অতএব তিনিই মুক্ত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

(নবদ্বীপ)

ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

—০ঃ০ঃ০—

সত্যনিষ্ঠ, সংযতচরিত্র, ভগবানে ভক্তিমান্ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভূষিত হইয়া বিদ্যার্থীরা মাতৃভূমির মঙ্গল-সাধনোপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এতদ্দেশে এরূপ কোন বিদ্যামন্দির না থাকাতে, তদুদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সংস্থাপনের প্রস্তাব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। ১৩০২ সালের হিন্দুপত্রিকার শেষ সংখ্যায় এবং ১৩০৩ সালের প্রথম দুই সংখ্যায় উক্ত আশ্রম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং যে যে নিয়মে উক্ত আশ্রম পরিচালিত হইবে, এস্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ হিন্দুপত্রিকার উক্ত সংখ্যা সমূহে প্রকাশিত আশ্রম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সম্বন্ধীয় আমাদের উদ্দেশ্য সমূহ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ। আপাততঃ আমি ইহার আরম্ভ মাত্র করিতেছি, এবং আরম্ভই নিরতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মচারি-আশ্রমের সুপরিচালন এবং অধ্যাপনার জন্য, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা মাদ্রাজের অন্তর্গত কোম্বাকোনাম-নিবাসী বেদ, উপনিষদ্, এবং হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রে সম্যক্‌প্রকারে অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী মহোদয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও তিন জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত আশ্রমের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আশ্রম নিজের ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে না পারিবে, ততদিন তাঁহারা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া অধ্যাপনাদি করিবেন। ইহা ভিন্ন নব্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রের শিক্ষা-বিধানের জন্য কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদর্শী দুইজন উপাধিধারী মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহারাও আপাততঃ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যত সত্বর সম্ভব হয়, আমি হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের প্রত্যেক বিভাগের এবং কল্পসূত্র, স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র, হিন্দু-গণিত, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

আশ্রমে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা যাইবে, তাহার, এবং অধ্যাপকগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিষয়।	অধ্যাপক।
পাণিনি ব্যাকরণ—নিরুক্ত	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
ঋগ্বেদ ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
সামবেদ (সামগান সহ)	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
অথর্ব্ববেদ ...	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
উপনিষদ্ সমূহ ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
জৈমিনি বা পূর্ব্বমীমাংসা ...	ঐ
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক, (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
বেদান্ত—(বিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ)	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক (বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বিষয়ক)
	পণ্ডিত দ্বারকানাথ বেদান্তরত্ন।
সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, কাণাদ বা বৈশেষিক, ন্যায়, কল্পসূত্র, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।—	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
সংস্কৃত কাব্য এবং অলঙ্কার ...	পণ্ডিত মদনমোহন কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

বিষয়।	অধ্যাপক।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
পালি—(বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা) ...	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু-গণিত, হিন্দু-জ্যোতিষ, সঙ্গীত-বিদ্যা (দেশীয় ও ইউরোপীয়)	এখনও নিযুক্ত হন নাই।

(সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, কল্পসূত্র, পুরাণ প্রভৃতিতেও পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী বিশেষ অভিজ্ঞ, কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের অধ্যাপনা একজনের দুঃসাধ্য বলিয়া, অন্যান্য অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতেছে।)

আয়ুর্ব্বেদ,— ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষাসমূহ, যথা—বাঙ্গালা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, দ্রাবিড়ী ও এসিয়াখণ্ডের আধুনিক ভাষাসমূহ, পারসীক ও আরবিক ইত্যাদি।	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ—ফরাসী, জর্ম্মণ্, ইটালীয় ইত্যাদি ও ইংরাজী।—	বাবু রাধালদাস চক্রবর্ত্তী এম, এ, (ইংরাজী) (অন্যান্য অধ্যাপক এখনও নিযুক্ত হন নাই।)
ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষা—ল্যাটিন-গ্রীক্ প্রভৃতি।—	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
ইতিহাস-ভূগোল ...	বাবু হৃদয়নাথ দত্ত, বি, এ,
নব্য বিজ্ঞান— পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পশু-বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি।	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
পাশ্চাত্য দর্শন ও তর্কশাস্ত্র ...	ঐ
পাশ্চাত্য গণিত (উচ্চ ও নিম্ন) ...	ঐ

অর্থের অসদ্ভাবে আমি আশ্রমের জন্য আপাততঃ পর্ণকুটীর প্রস্তুত করাইতেছি। আশা করি, আশ্রমের কার্য্য সত্বরই নিয়মিতরূপে আরব্ধ হইবে।

যে সমুদয় বিদ্যার্থী চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে ও সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদের ব্যয়-ভার আশ্রম বহন করিবেন, এবং যাঁহারা পাঠ সমাপনান্তে গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্র, তাঁহাদের ব্যয়ও আশ্রম হইতে প্রদত্ত হইবে।

সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীকেই আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন ও দেবার্চ্চনাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আশ্রম-নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে।

প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে অন্ততঃ তিন-মাস কাল পরীক্ষাধীন থাকিতে হইবে। ঐ নিরূপিত সময়ের অন্তে, যদি তিনি আচার্য্যকর্ত্তৃক বিদ্যার্থীরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইবে।

বিদ্যার্থিগণের উপযোগিতা অনুসারে তাঁহাদের অধ্যেতব্য বিষয় স্থিরীকৃত হইবে। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের ব্যতিক্রম করা যাইবে না।

দেবার্চ্চনা, ধ্যান, লঘু ব্যায়াম, স্বল্পভ্রমণ প্রভৃতি প্রত্যহিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া বিদ্যার্থিগণ অধ্যয়নে নিরত হইবেন, এবং অধ্যয়নান্তে স্বতন্ত্রভাবে বা অপরাপর বিদ্যার্থিবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া পাক-ভোজনাদি করিবেন।

সায়ংকালে যথাবিহিত দেবার্চ্চনার পরে বিদ্যার্থিগণ আচার্য্যের নিকট নানাবিষয়ক মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আশ্রমের কার্য্য সম্পাদনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন ; আমি আশা করি, জন্মভূমির হিতাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তিই আশ্রমকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্প হউক না কেন, আশ্রমের উদ্দেশে যিনি যাহা শ্রদ্ধায় প্রদান করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, স্বদেশ-বৎসল মহোদয়গণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবারও ব্রহ্মচারি-আশ্রমকে স্মরণ করিয়া, সাধ্যানুসারে এই সদনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিবেন। বিগত দুই বৎসর যাবৎ আমি বিভিন্ন স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক অনেক পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সমুদয় মহাত্মারা পূর্ব্ব হইতে এই শুভ অনুষ্ঠানের প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য স্ব স্ব সাধ্যানু-সারে সর্ব্বত্র ঘোষিত করেন ; তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রমের পূর্ণতা লাভ হইতে পারিবে। সর্ব্বসাধারণের অনুকম্পা ব্যতীত এতাদৃশ মহদনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই।

আমি স্বল্পারম্ভের পক্ষপাতী—কারণ বহ্বারম্ভে কোন ফল হয় না ; এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া, মৃদুভাবে আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিলাম ; ভগবানের কৃপা হইলে, সুযোগ এবং সুবিধা অনুসারে ক্রমশঃ আশ্র-মের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করা যাইবে।

এই স্থানে ব্রহ্মচারি-আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর, অন্যান্য স্থলেও এতদনুরূপ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নবান্ হইব। আশ্র-মের দেব-মন্দির এবং পুস্তকালয় স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে ; ইতি।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

চিত্তানুশাসন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—— ০:০:০ ——

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ১৯। ২০। ২২ সর্গে বাল্য-যৌবন জরা প্রভৃতি দোষ সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। উহা বহু বিস্তৃত বলিয়া উল্লেখ করিলাম না ; তবে যদি পাঠকগণের শুনিবার আগ্রহ জানিতে পারি, ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

কাম "দুরাপূর"—কামনার তৃপ্তি সাধন করা যায় না, উহা অতি দুর্ঘট। যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্য-শাপে জরাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ জরা শর্ম্মিষ্ঠা-তনয় পুরুকে দান করিয়া, তাঁহার যৌবন গ্রহণ করিয়া, বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি না হইয়া অনুদিন কামনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ! তজ্জন্য তিনি কহিয়াছিলেন, যথা বিষ্ণু-পুরাণে ৪র্থাংশে ১০ম অধ্যায়—

নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৯ ॥

কাম্য দ্রব্যের উপভোগ দ্বারা কখনও কামনা শান্তিলাভ করে না ; ইহা ঘৃতের দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে ৭৫ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে যযাতি-উপাখ্যানে এই শ্লোকই দৃষ্ট হয়।

অপিচ, পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে ১৪৬ শ্লোক ও মনু ২য় অধ্যায়ে ৪ শ্লোক ইহাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত-শতকে যথা—

ভোগেচ্ছা নোপভোগেন ভোগিনাং
জাতু শাম্যতি।
লবণেনাম্বুরালেন তৃষ্ণা প্রত্যুত জায়তে॥

লবণাম্বু দ্বারা যদ্রূপ তৃষ্ণা বর্দ্ধিতই হয়, তদ্রূপ ভোগীদিগের ভোগেচ্ছা উপভোগে কখনও যায় না। তজ্জন্য যযাতি কহিয়া-ছিলেন যে—

যা দুস্ত্যজাদুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভি-
পূর্য্যতে ॥ ১২ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১০ অঃ।)

দুর্ম্মতি-লোক যাহা ত্যাগ করিতে পারে না, জীর্ণ- ব্যক্তির যাহা জীর্ণ হয় না, জ্ঞানী-লোক সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করেন।

তজ্জন্য পুনরায় কহিয়াছিলেন—

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশাচ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অং ১০ অঃ ১৩॥

জীর্ণ ব্যক্তির কেশ জীর্ণ হয়, জীর্ণ ব্যক্তির দন্ত জীর্ণ হয়, কিন্তু ধনাশা ও জীবিতাশা কখনও জীর্ণ হয় না। তজ্জন্য যযাতি বিষয় ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, কারণ তিনি কোনরূপেই কামনার তৃষ্ণা মিটাইতে পারেন নাই। যযাতির ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়-বাসনা ত্যাগ না করিলে, কোনরূপেই সেই বাসনা ভোগীকে ত্যাগ করিবে না। সুতরাং কামনা হইতে মনকে প্রত্যাবর্ত্তিত করাইয়া, যাহাতে সেই বৃন্দাবন-বিহারী রাধারমণ হরির পাদপদ্মে রত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। সেরূপ না করিয়া, মনকে বিষয়াসক্ত করিলে, তাহা হইতে আর মুক্তি-লাভের আশা নাই। তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, বিষ একজন্ম নাশ করে, কিন্তু বিষয় জন্ম-জন্মান্তর নাশ করে।

বিষং বিষয় বৈষম্যং নবিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশহরং বিষম্॥
যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু-প্রকরণে ২৯ সর্গে ১৩।

এইরূপ শান্তি-শতকে তৃতীয় পরিচ্ছেদেও কহিয়াছেন—

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষয়-বিষ-বিমর্দ্দ-ব্যক্ত দুশ্চেষ্টিতানাং।
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নিধানাদমীষাং
সুখকণমণি হেতোঃ সাহসং মাস্মকার্ষীঃ॥ ১৭॥

হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দন্তধারী বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে দূরে থাক; বিষম বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের কুভাব ব্যক্ত করে; সামান্য সুখ-রূপ মণির জন্য চেষ্টা করিও না॥

তজ্জন্য শ্রীশিহ্লনমিশ্র খেদে কহিয়াছিলেন—

ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈকদেশঃ
শয্যা ভুবঃ পরিজনো নিজদেহ ভারঃ॥
বাসশ্চ জীর্ণ-পট-খণ্ড-বিবদ্ধ কন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ নজহাতি চেতঃ॥১৩॥
ঐ ১ম পরিচ্ছেদে।

ভিক্ষাই খাদ্য, কোন গৃহের এক স্থানই ভবন, মৃত্তিকা শয্যা, নিজদেহ-ভারই পরিজন; জীর্ণ বসন সমূহে নিবদ্ধ বস্ত্র ও কন্থাই পরিধেয় ও শীতবস্ত্র; হায়! তথাপি বিষয় পরিত্যাগ করে না।

এবিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য লীলায় ১১শ পরিচ্ছেদে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা প্রতাপরুদ্র রায় মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ রাজা বিষয়ী জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিঞা প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥

তজ্জন্যই মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ম অঙ্কে।)

নিষ্কিঞ্চন, ভগবদ্ভজনে উন্মুখ, ভবসাগর-পারে যাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্ত্রীলোক কিম্বা বিষয়িব্যক্তির দর্শন বিষ-ভক্ষণ হইতেও মন্দ।

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
নমীনোঽপি জ্ঞাত্বাবৃত বড়িশমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
নমুঞ্চামঃ কামান্ হহ গহনো মোহমহিমা
(শান্তিশতকে ১ম পরিচ্ছেদে ৮।)

শলভ দহন-যাতনা না জানিয়া দীপ-দহনে প্রবেশ করে; মীনও না জানিয়া মাংসাবৃত বড়িশ গ্রাস করে; কিন্তু আমরা এই সকল জানিয়াও বিপদসমূহ-ব্যাপ্ত ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিতে পারি না! মোহের মহিমা কি দুর্ব্বোধ!

পতঙ্গ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ভৃঙ্গ মীনাহতাঃ পঞ্চ-
ভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং নহন্যতে যঃ সেবতে
পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

গরুড় পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ১১৫ অং ২১ ও ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ৮ অধ্যায় ৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদধৃত বচনং।

কোগৃহেষু পুমান্সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুং॥৯॥

যদি বল যে যৌবনে গৃহাসক্ত হইলেও পশ্চাৎ বিরক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ হইবে, এরূপ আশা করিও না, যেহেতু একবার গৃহাসক্ত হইলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট; কারণ

কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দৃঢ়-স্নেহ-পাশে বদ্ধ আপনাকে মুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে? ৯॥

[একবার আসক্ত হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না; সুতরাং বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন—"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিতি।" কোমল বৃক্ষকে শীঘ্র নত করা যায়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ককে শীঘ্র নত করা যায় না।] শাস্ত্র কহিতেছেন যে—

"পশ্চমে রাজ্য-সম্বন্ধাদ্বন্ধু ভৃত্যাদি সঙ্গতঃ।
সর্ব্বং তদ্ভজনং লীনং ধিগ্ ধিগ্ মাং যন্নরোদিমি॥
(বৃহদ্ভাগবতামৃতে ৪ অধ্যায়ে ২১।)

ভগবত-প্রধান প্রহ্লাদ নারদ ঋষিকে কহিয়াছিলেন—

দেখুন, রাজ্য-সম্বন্ধে ও বন্ধু-ভৃত্যাদি-সঙ্গে আমার পূর্ব্বের শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সমুদয় লোপ পাইয়াছে, তজ্জন্য আমাকে ধিক্—যে আমি রোদন করিতেছি না!

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ।
(শ্রীভাগবতে ১০ স্কঃ ৪৭ অঃ ৫।)

বন্ধুদিগের স্নেহ-সম্বন্ধ মুনিরাও ত্যাগ করিতে পারেন না। ভরত রাজা রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়াছিলেন। তথায় একটী মাতৃহীন মৃগ-শিশুকে লালন-পালন করেন। ক্রমে তাহাতে এরূপ চিত্তাসক্তি হয় যে, ক্ষণকাল না দেখিলে ব্যাকুল হইতেন। সেই চিত্তাসক্তিতে মৃত্যু-সময়েও হরিণ-শাবককে চিন্তা করার ফলে হরিণী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি দেহের সহিত বিনষ্ট হয় নাই, কারণ তিনি যোগাভ্যাস-রত ছিলেন।

মৃগমেব তদা দ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ॥৩২॥
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ॥৩৩॥
(বিষ্ণু পুরাণ ২ অংশে ১৩ অধ্যায়ে।)

(পরাশর কহিলেন) হে মৈত্রেয়! সেই ভরত প্রাণ-পরিত্যাগ-কালেও মৃগকেই দর্শন করিয়াছেন; মৃগ চিন্তা করিয়া, তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত অন্য কিছুই চিন্তা করেন নাই। ৩২।

তদনন্তর সেই কালকৃত তাদৃশ ভাবনা-প্রাপ্ত হইয়া জম্বুমার্গ নামক মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে, মৃত্যু-সময়ে যে চিন্তা করিয়া দেহী জীবন ত্যাগ করে, সেই ভাবনাময় দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥
(পঞ্চদশী-ধ্যানদীপে ১৩৭।)

দেহী যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করে, তাহার চিত্ত সেই সেই দিকে শাস্ত্রমত যাইয়া সেই জন্মই প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ গীতায়ও ৮ অধ্যায়ে ৬ শ্লোক যথা—
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে—
যতো যতো ধাবতি দৈব চোদিতং
মনোবিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥ ৪২॥

নানা বিকারাত্মক মন নানা ফলাভিমুখ-কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, দেহের পঞ্চত্ব-সময়ে মায়া দ্বারা নানা দেহরূপে রচিত যে যে দেব-তির্য্যক্ আদি দেহের প্রতি ধাবমান হইয়া অভিনিবেশ দ্বারা যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই রূপে দেহী পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। (যদিও মনই কর্ত্তা, তথাপি আমিই সেই মন,

এইরূপ স্থির করিয়া, জীব মনের সহিত উৎপন্ন হয়)।৪২॥

জীবদ্দশায় সৎকার্য্য করিলে, মৃত্যুকালেও সৎবিষয়ের ভাবনা বর্ত্তমান থাকে; তজ্জন্য আমাদের মনকে বিষয়-ব্যাপারে নিযুক্ত না রাখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

বহির্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সংকল্প বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে)

হে রাঘব! বাহিরে কর্ম্মী হইবে, কিন্তু হৃদয়ে সংকল্পশূন্য হইবে; তুমি বাহিরে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া এইরূপে বিচরণ করিবে।

চিত্ত স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইলে, তাহাকে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই বিমোচন করিতে সমর্থ হয় না।

এই জন্যই কহিয়াছেন যে—

ধনেন কিং যন্ন দদাতি যাচকে।
বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে॥
শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরং।
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী॥

(শান্তিপর্ব্বণি ৩২১ অধ্যায়। ৯৩)

যদ্দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও বশী না হওয়া যায়, তাদৃশ আত্মাতে প্রয়োজন কি? সুতরাং জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক; কারণ জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার-তাপাভিভূত হইতে হয় না। সংসারে রমণীয়তা কি আছে? অজ্ঞানীর নিকটেই উহার রমণীয়তা, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সার নাই বলিয়া বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—০:০:০—

বাঙ্গবং ব্যাকরণম্।

বাবু শৈলেন্দ্র বন্ধু রায় বি, এল, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব। প্রাচীন আর্য্য-ভাষার প্রতি তাঁহার এই নিঃস্বার্থ অনুরাগ দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছি। 'নিঃস্বার্থ' বলিলাম এইজন্য যে, আজকাল সংস্কৃত-ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া যশ বা অর্থ লাভের আশা প্রায় অসম্ভব, কেননা দিন দিন সকলেই যেন ভাষাবিষয়িণী ব্যাকরণমূলা-প্রগাঢ়-ব্যুৎপত্তির প্রতি উদাসীন হইয়া ক্রমশঃ সাহিত্য সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহিতারই পক্ষপাতী হইতেছেন; সুতরাং এই নবরচিত সংস্কৃত-ব্যাকরণখানি সাধারণ্যে প্রীতির চক্ষে অবলোকিত হউক বা না হউক, অন্ততঃ যদি একবার পঠিতও হয়, তাহাহইলেও শৈলেন্দ্রবন্ধুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

ব্যাকরণখানির সূত্র-গ্রন্থন-পদ্ধতি বর্ত্তমান দেশ-কালের সম্যক্ উপযোগিনী হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত-সূত্রের দৌর্ব্বোধ্য ও উচ্চারণ-কাঠিন্য-ভয়ে অনেকে সূত্রের আবৃত্তির নামেও আতঙ্কিত হয়েন। আলোচ্য ব্যাকরণ খানি হইতে সে ভয় তিরোহিত হইয়াছে। যতদূর সম্ভব, গ্রন্থকার সূত্র-গুলিকে সুবোধ্য ও সুখোচ্চার্য্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বহুবিষয়-সম্পন্ন সামান্য সূত্রসমূহ ছন্দোবন্ধনে সংযত করিয়া, পাঠার্থিবৃন্দের অল্পায়াসে কণ্ঠস্থ করিবার বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত-সূত্র, তৎপরে বঙ্গভাষায় রচিত বৃত্তি এবং সংস্কৃত দৃষ্টান্তের সন্নিবেশ করিয়া

অতি বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কেননা, এই প্রণালীতে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। অতি দুরূহ 'বৈদিক প্রকরণ' এত সরল ভাবে গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যে, পাঠার্থিগণ অনায়াসেই ঐ প্রকরণ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এই বৈদিক ব্যাকরণাংশ-বিরচনে গ্রন্থকার বিশেষ ধন্যবাদ এবং অভাবনীয়-অভাব-পরিপূরণ-হেতু কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় অন্যান্য সংস্কৃত-ব্যাকরণে এ অংশের অবতারণা নাই।

ছন্দোবদ্ধ সূত্র-নিচয় এতই মনোরম এবং এতই সরল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে যে, উহা আবৃত্তি করিলে, প্রাচীন কারিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলাম,—

সম্মানে নিশ্চয়ে ব্যয়ে ঋণ নির্যাতনে তথা।
উৎক্ষেপণে প্রার্থনেচ সংস্কার প্রাপণেঽপিচ
ভৃত্যেভ্যো ভৃতি দানার্থেঽপনয়ে তঙ্ নিয়োমতঃ॥

তদ্ধিত—২৯৮ পৃষ্ঠায়—

তস্য ধর্ম্ম্যমিদং রাজা বিকারঃ ফলমেব চ।
ঈশ্বরো ভবনং ক্ষেত্রং মূলং পূরণমেবহি॥

তদ্ধিত—৩০০পৃষ্ঠায়—

তদস্মিন্নধিকং সোঽস্য নিবাসোঽভিজনশ্চ বা।
সংখ্যামাত্রেঽস্য তৎপণ্যং শিল্পং শীলং প্রমাণকম্॥

এই সমুদয় শ্লোক সংবলিত প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট সূত্র আবৃত্তি করিবার সময়ে সেই মহাকবি কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত অন্তর্ব্যাকরণ বা নাট্যপরিশিষ্টের, এবং রত্নমালার সুমধুর শ্লোকসম্বদ্ধ সূত্রগুলি স্মৃতি-পটে প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ ব্যাকরণখানির এই অংশ-সমূহ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

অংশান্তরে যে সমুদয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল, আশা করি, পুনঃসংস্করণ-কালে, গ্রন্থকার সে সকল সংশোধিত করিয়া ব্যাকরণখানির সুসম্পন্নতা বিধান করিবেন। কতিপয় স্থল, সূত্র-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির বহির্ভূত হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিলাম, যথা—

১। "জসি দীর্ঘোঽতঃ" (অজন্তপুং ৬০ পৃষ্ঠায়)." এস্থলে বিশেষণীভূত প্রথমান্ত 'দীর্ঘ' শব্দের বিশেষ্য "অত্" এই শব্দে প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেই সমীচীন হইত, ষষ্ঠী বিভক্তি সঙ্গত হয় নাই। সূত্র-নির্ম্মাণ-প্রস্তাবে আছে—"সূত্রে ষষ্ঠী ততঃ স্থান্নে" ইত্যাদি। বিশেষতঃ মনে রাখা উচিত যে, বিশেষণ সর্ব্বদাই বিশেষ্যের সমানাধিকরণ।

২। "স্বর ব্যঞ্জনম্" (সংজ্ঞা-প্রকরণ) এস্থলে স্বর এবং ব্যঞ্জন, এই দুই পদে সমাহার-দ্বন্দ্ব না করিলেই যেন ব্যাকরণের অনুশাসন-সঙ্গত এবং "বর্ণাঃ" এই বিশেষ্যীভূত পূর্ব্বসূত্রের সহিত বিশেষণ-ভাবে সুসমঞ্জস হইত। অথবা "স্বর-ব্যঞ্জনসংজ্ঞকাঃ" এই প্রকার করিলেও অনুবৃত্তি-ক্রমে আগত পূর্ব্বসূত্রের সহিত অন্বয় নির্ব্বাহ পক্ষে কোন বাধা জন্মিত না। এবম্বিধ আরও অনেক স্থল আছে, বাহুল্য ভয়ে প্রদর্শন করিলাম না।

সূত্র এবং সূত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সমালোচ্য গ্রন্থের কতিপয় স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল। শাস্ত্রে আছে—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখং।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥
সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এবচ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্র-লক্ষণং॥

ইহাই হইল সূত্র-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়; কিন্তু বান্ধব-ব্যাকরণের কতিপয় স্থলে এই কারিকাদ্বয়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ভরসা করি, দুস্তর শব্দসাগরে নবাবতীর্ণ গ্রন্থকার বারান্তরে তাঁহার এ ত্রুটি সংশোধিত করিতে যত্নপর হইবেন।

যাহাহউক, অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার "বান্ধবং ব্যাকরণং" এই নামটী অন্বর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গণপাঠাদি কারিকানিবদ্ধ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে যে কিছু ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইল, আশা করি, সংস্করণান্তরে সেই সকল সংশোধিত হইবে, এবং "বান্ধব ব্যাকরণ"ও প্রকৃত বান্ধবের ন্যায় সর্ব্বত্র অকৃত্রিম আদর লাভ করিবে। গ্রন্থকার নানাবিধ জটিল কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণশীল হইয়াও যে এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সফল-মনোরথ হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তদীয় অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান এই উদ্যমশীল গ্রন্থকারকে দীর্ঘজীবী এবং এতাদৃশ সদনুষ্ঠানে উত্তরোত্তর সমধিক উৎসাহী করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দৈত্যেন্দ্র-পরাভব বা বাণ-পরাজয়।

(দৃশ্যকাব্য)

শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল-প্রণীত।

কাব্যখানির রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মনোহর হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি-বিষয়েও নবীন কবি বেশ একটু নবীনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনুশীলন থাকিলে, কালে ইনি একজন সুকবি হইতে পারিবেন। কোন কোন স্থলের রচনা অতি মধুর ও ভাব-বিস্পষ্ট হইয়াছে; একটী স্থলে শচীর উক্তি—

পতির সুখেতে সুখ,
পতির দুখেতে দুখ,
পতির জীবনে জীয়ে—সতী যে রমণী।

দেবেন্দ্র-মহিষীর মুখে কি এরূপ কথা না হইলে শোভা পায়? অপর, বাণের বীরদর্পে কবি বেশ সজীব বীর-রস-প্রবাহ বহাইয়াছেন। স্থলান্তরে, শিব-কৃষ্ণের যুদ্ধোদ্যমে দেবগণ শশব্যস্তে সমাগত হইলে, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শিবের প্রতি সেই—

জয় জয় গিরিবালা-মানস-রঞ্জন!
ত্রিপুর-নাশন-হর! মহাদেব-মহেশ্বর!
কুমার-জনক! জয় মদন-মথন!
জয়তি ভয়-ভঞ্জন! যোগীশ্বর! পঞ্চানন!
ভুজগ-ভূষণ-ভূতনাথ-ত্রিনয়ন!
জয় জয় পুরহর! বিঘ্ন-বিনাশন!

ইত্যাদি স্তব সুন্দর লাগিয়াছে। পুস্তক-খানি অভিনয়-পক্ষেও বেশ উপযোগী হইয়াছে, বোধ হইল।

আশা করি, গ্রন্থকার উত্তরকালে কাব্যাদি প্রণয়ন-সময়ে কাব্যের জীবন অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রতি একটু সমাহিত-দৃষ্টি হইবেন; তাহা হইলেই, আলোচ্য পুস্তকের স্থানে ২ চরিত্র-চিত্র ও ভাব-সঙ্গতি বিষয়ে যে একটু শবলতা দৃষ্ট হইল, তাহা সংশোধিত হইবে।

দার্শনিক-মীমাংসা।

হিন্দু-পত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। হিন্দু-পত্রিকার পাঠকমাত্রেই ইঁহার লেখার সারবত্তা অবগত আছেন; এই গ্রন্থের সমালোচনাস্থলে তদ্বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। চিন্তাশীল দার্শনিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের নিকট এ গ্রন্থে বিশেষ আদরণীয় হইবে, আশা করি। এই গ্রন্থ মানবের প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহার সাধন ও পরিণাম-ফল কি, তাহাই বিবিধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্র, প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী—অর্থাৎ ধর্ম্মার্থী—মনুষ্যত্ব-প্রার্থী এতৎপাঠে স্বীয় সাধন-পথে বিশেষ সাহায্য পাইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(১)

ওঁ ব্রহ্ম-বাদিনো বদন্তি।
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১

অন্বয়ঃ—কিং ব্রহ্ম কারণম্? স্ম (বয়ং) কুতঃ জাতাঃ? কেন (বা) জীবাম? (জীবাঃ) ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ (স্মঃ), অথবা (বয়ং) ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ স্থাম। (বয়ং) কেন অধিষ্ঠিতাঃ (সন্তঃ) সুখেতরেষু বর্ত্তামহে? হে ব্রহ্মবিদঃ! ব্যবস্থাম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ—প্রলয়কালে স্থিতাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ—নিয়মিতাঃ, ব্যবস্থাম্—(ছান্দসং) (বি+অব+অস+বিধিলিঙ্ যাম) অনুবর্ত্তামহে।

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনশীল পণ্ডিতগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য সমবেত হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিতেছেন যে—হে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ! ব্রহ্মই কি এই বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ? না কারণ ব্যতিরেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে? আমরা কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং কেনই বা জীবিত রহিয়াছি? প্রলয়কালে এই জগতের জীববৃন্দ কোথায় অবস্থান করিয়াছিল, এবং কোথাই বা অবস্থান করিবে? অথবা প্রলয়কালে আমরা কোথায় ছিলাম এবং কোথাই বা থাকিব? কি জন্য বা কাহার কর্ত্তৃক আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছি? ব্রহ্মই কি এই সমুদয় ব্যাপারের কারণ? না আপনা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে?

(২)

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা—
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাঽপ্যনীশঃ-সুখ-দুঃখ-হেতোঃ॥

অন্বয়ঃ—কিংকালঃ যোনিঃ? উতঃ স্বভাবো যোনিঃ? বা নিয়তির্যোনিঃ? অথবা যদৃচ্ছা যোনিঃ? কিংবা ভূতানি যোনিঃ? উতঃ পুরুষঃ যোনিঃ? ইতি চিন্ত্যা তত্ত্বানুসন্ধিৎসুভিঃ। আত্মভাবাৎ এষাং সংযোগঃ ন তু যোনিঃ, তথা সুখ-দুঃখ-হেতোঃ আত্মা অপি অনীশঃ।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—যোনিঃ—কারণম্। (কেহ কেহ বলেন "যোনিঃ প্রকৃতিঃ" তাঁহাদের মতে পূর্ব্ব শ্লোক হইতে "কারণ" পদ অনুষক্ত হইবে—অর্থাৎ যোনিঃ কারণং কিং?) আত্মভাবাৎ আত্মনঃ বিদ্যমানত্বাৎ আত্মা অপি অনীশঃ—জগৎকারণত্বেন অঙ্গীকর্ত্তুং অশক্যঃ।

বঙ্গার্থ—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিপরিণামের হেতু—অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আধার কালই কি জগদুৎপত্তির কারণ? না পদার্থের প্রতিনিয়ত-শক্তি-স্বভাব হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে? অর্থাৎ স্ব স্ব প্রাকৃতিক শক্তি-হেতুই কি পদার্থ সমূহ আপনা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে? অথবা প্রাক্তন-পুণ্য-পাপের ফলানুসারে, নিয়তি কর্ত্তৃক কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? কিংবা কোন কারণ ব্যতীত, অকস্মাৎ এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে? অথবা আকাশাদি-পঞ্চ-ভূত, কিংবা বিজ্ঞানময় আত্মাইকি এই অনন্ত জগদুৎপত্তির কারণ, ইহা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। দেশ, কাল এবং নিমিত্ত প্রভৃতি সংহত না হইলে, অর্থাৎ দেশ, কাল ও কারণ সম্যক্-রূপে একত্রীভূত না হইলে যখন কোন পদার্থই সমুদ্ভূত হয় না, তখন কালাদিকে পৃথগ্‌ভাবে জগদুৎপত্তির কারণ বলা যায় না। পুনশ্চ, আকাশাদি-পঞ্চভূতের বিনাশ হইলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন আকাশাদি-পঞ্চভূত এবং আত্মা, ইহাদের সংযোগকেও বিশ্ব-সৃষ্টির উৎপাদক বলা যাইতে পারে না; কেবল জীবাত্মাকেও জগদুৎপাদনের হেতু বলা যায় না, কেন না—জীবাত্মা সর্ব্বদাই পুণ্য এবং পাপ-কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখের অধীন; কর্ম্মানুসারে জীবাত্মাকে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব কর্ম্মাধীন জীবাত্মা কখনও বিশ্ব-বিধানের হেতু হইতে পারে না।

(৩)

তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্ম-যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ—যঃ একঃ (পরমাত্মা), কালাত্ম-যুক্তানি তানি (পূর্ব্বকথিতানি "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা" ইতি সূত্রোক্তানি) কারণানি অধিতিষ্ঠতি। তে ব্রহ্মবাদিনঃ ধ্যানযোগানুগতা সন্তঃ তস্য পরমাত্মনঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং দেবাত্মশক্তিং অপশ্যন্।

বঙ্গার্থ—জগদুৎপত্তির বিবিধ হেতু বর্ণনান্তর সেই ব্রহ্মবাদী বিদ্বদ্‌বৃন্দ ধ্যান-যোগাবহিত-চিত্ত হইয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা, কাল, জীবাত্মা, নিয়তি, স্বভাব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন—অর্থাৎ প্রাগ্‌বর্ণিত কাল-স্বভাব-আকাশাদি ভূতসমূহ যাঁহার আয়ত্তীভূত, সেই পরাৎপর পরমাত্মার প্রকৃতি-সংবৃত আত্মশক্তিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জননিত্রী। অর্থাৎ পরমপুরুষ যখন পরমা প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়েন, তখন তাঁহার সেই মিলন-সম্ভূত কোন অবর্ণনীয় চিন্তার অতীত শক্তিই এই বিশ্ব-বিধান করিয়া থাকেন। নতুবা পূর্ব্বকথিত কারণসমূহের কোন একটি স্বতন্ত্রভাবে জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না; কেন না, ঐ সমস্ত কারণই সেই পরমপুরুষের অধীন; তিনিই ঐ সকল কারণের একমাত্র পরিচালক। তাঁহার পরিচালনা ব্যতীত ঐ সকল কারণের কোনই কারণতা থাকে না। "স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং"—এই পদের এইপ্রকার ব্যাখ্যাও করা যাইতে

পারে, স্বগুণ—অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিজের গুণ সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত যে আত্মশক্তি, অথবা স্বগুণ-সত্ত্বরজস্তম-এই ত্রিগুণাবৃতা যে আত্মশক্তি,—অর্থাৎ সত্ত্বগুণে ব্রহ্মা, রজোগুণে বিষ্ণু, এবং তমোগুণে রুদ্র-রূপে যাঁহার স্বকীয় শক্তি—এই জগতের উদয়, স্থিতি এবং লয়ের হেতু হইয়া থাকে, তাদৃশ যে আত্মশক্তি, কিংবা স্বগুণ—ব্রহ্মপরতন্ত্র প্রকৃত্যাদি-উপাধি দ্বারা নিগূঢ় অন্যের অজ্ঞেয় যে আত্মশক্তি, প্রত্যেক পদার্থেই তাঁহার সেই আত্ম-শক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে।—ইহার কিছু পরেই কথিত হইবে যে, "একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" এক পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এতাদৃশী আত্মশক্তিকেই বিশ্ববিধায়িনী বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, বিস্তৃতি-শঙ্কায় বিরত হইলাম।

(৪)

তমেক-নেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গ-ভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্।

অন্বয়ঃ—যঃ একঃ সন্ নিখিলানি অধিতিষ্ঠতি ইত্থম্ভূতং তম্ অপশ্যন্———ইতি সম্বধ্যতে———এক নেমিং, ত্রিবৃতং, ষোড়শান্তং, শতার্দ্ধারং, বিংশতি প্রত্যরাভিঃ, তথা ষড়্‌ভিঃ অষ্টকৈশ্চ যুক্তং, বিশ্বরূপৈকপাশং, ত্রিমার্গভেদং, দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ তম্, (নিখিলেষু কারণেষু অধিতিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং অপশ্যন্) অথবা অধীমঃ ইতি পরস্থিত ক্রিয়াপদেন অন্বয়ঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—ত্রিবৃতং—সত্ত্বরজস্তম, এই প্রাকৃতিক গুণত্রয় কর্ত্তৃক আবৃত। ষোড়শান্তং ষোড়শ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি-ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি ইতি ষোড়শ-প্রকারাঃ অন্তাঃ—অন্তভাগাঃ যস্য তথোক্তং,—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়—পঞ্চভূত এবং ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ), এই ষোড়শ প্রান্তভাগ বিশিষ্ট।

বঙ্গার্থ—তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্ম-চক্রকে বিশ্বোৎপত্তির হেতুরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন, অধুনা সেই ব্রহ্ম-চক্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

অনাদি অনন্ত আকাশ এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচক্রের নেমি—অর্থাৎ চক্রধারা স্বরূপ। এই মহাচক্রের অবধি মহান্ ব্যোম।

সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিবিধ গুণ ঐ ব্রহ্ম-চক্রকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ) এবং পঞ্চভূত, এই ষোড়শবিধ পদার্থ ঐ চক্রের অন্তভাগ। ঐ চক্রে পঞ্চাশৎ অর (চক্রশলাকা) আছে। অর (চক্র-শলাকা) দ্বারা যেমন চক্র সুসংযত হয়, তদ্রূপ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চবিধ বিকার। অষ্ট-বিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্টপ্রকার সিদ্ধি, সর্ব্বসমেত এই পঞ্চাশৎ প্রকার চক্রশলাকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ ব্রহ্ম-চক্র সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। চক্র-শলাকার দৃঢ়তা বিধানের জন্য যেমন নেমি এবং চক্র-শলাকা এতদুভয়ের সংযোগস্থলে কীলক প্রোথিত করা হয়, সেই প্রকার ঐ উপরি বর্ণিত ব্রহ্ম-চক্রের অর—(চক্র-শলাকা সমূহকে) সুদৃঢ় করিবার জন্য, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই দশবিধ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ, এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সর্ব্বসমেত এই বিংশতিটি প্রত্যর—

(কীলক) প্রোথিত আছে। এই চক্রে ছয়টি অষ্টক আছে—যথা—

১। প্রকৃত্যষ্টক—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

২। ধাত্বষ্টক—চর্ম্ম, মাংস, রস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

৩। ঐশ্বর্য্যাষ্টক—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, ব্যাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা।

৪। ভাবাষ্টক—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য।

৫। দেবাষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ ও পিশাচ।

৬। গুণাষ্টক—দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

এই ষড়্‌বিধ অষ্টক। এই সমুদয়ও ঐ ব্রহ্ম-চক্রের অন্তর্ভূত। স্বর্গ, পুত্রাদি ও অন্নাদি-বিষয়ের ইচ্ছা, এই চক্রের পাশ স্বরূপ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ পন্থা ঐ চক্রের বিচরণ-ভূমি—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি পথ দিয়া ঐ মহাচক্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ব্যতীত ঐ চক্রের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পাপ এবং পুণ্যের হেতুভূত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থে আত্মাভিমানই এই মহাচক্রের নিমিত্ত। অভিমান বশতই এই চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ সুমহৎ ব্রহ্ম-চক্র হইতে এই নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন, ইহাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

(৫)

পঞ্চ স্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চ প্রাণোর্ম্মিংপঞ্চবুদ্ধ্যাদি মূলাম্।
পঞ্চবর্ত্তাংপঞ্চ দুঃখৌঘ বেগাম্
পঞ্চাশদ্ভেদাংপঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥

অন্বয়—(পূর্ব্বং চক্ররূপেণ দর্শিতং, অধুনা নদীরূপেণ দর্শয়তি।)

বয়ং (পূর্ব্বোক্তাঃ ভত্ত্বজ্ঞাঃ) পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাম্ পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদি মূলাং পঞ্চবর্ত্তাং পঞ্চ দুঃখৌঘবেগাম্ পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বাং নদীং (নদীরূপেণ পরিণতং প্রাগুক্তং ব্রহ্মচক্রং) অধীমঃ (জানীমঃ)

বিষম পদ ব্যাখ্যা—পঞ্চস্রোতাংসি (চক্ষুরাদিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) অম্বুস্থানানি যস্যাঃ—তাম্। চক্ষুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ জল-বিশিষ্ট। পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পঞ্চ যোনিভিঃ ক্ষিত্যাদিভির্হেতুভূতৈঃ উগ্রা, তথা বক্রা——তাম্——জগদুৎপত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ-ভূত দ্বারা বর্ণনীয় নদী নিরতিশয় ভীতিপ্রদা এবং বক্রভাবাপন্না হইয়াছে। পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চপ্রাণা উর্ম্ময়ো যস্যাঃ তাম্—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বিধ বায়ু অথবা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় ঐ তটিনীর তরঙ্গ সদৃশ। পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূলাম্——পঞ্চ বুদ্ধীনাং (চক্ষুরাদি-জন্যানাং জ্ঞানানাং) আদি (কারণং) মনঃ মূলং যস্যাঃ তাম্——চক্ষুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের নিদান মন মূল স্বরূপ যার, তাদৃশী নদী। পঞ্চবর্ত্তাং পঞ্চবিষয়াঃ (শব্দাদয়ঃ) আবর্ত্তাঃ (জলভ্রমিস্থানীয়াঃ) যস্যাঃ তাদৃশীম্—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয় আবর্ত্ত স্বরূপ যাহার, তাদৃশী নদী।

পঞ্চ দুঃখৌঘবেগাম্—পঞ্চ দুঃখৌঘানি (গর্ভজং জন্মজং জরাজং ব্যাধিজং মরণজঞ্চ ইতি পঞ্চবিধং দুঃখং) বেগাঃ যস্যাঃ তাম্—

গর্ভজ, জন্মজ, জরাজ, ব্যাধিজ, এবং মরণজ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ বেগস্বরূপ যাহার, তাদৃশী নদী। পঞ্চাশৎ ভেদাঃ যস্যাঃ তাম্—পঞ্চ-বিকার, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি এবং অষ্টপ্রকার সিদ্ধি, এই পঞ্চাশৎ ভেদ যাহার, তাদৃশী। পঞ্চপর্ব্বাম্—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ পর্ব্ব—অর্থাৎ স্তর যাহার, তাদৃশী নদী।

বঙ্গার্থ—সম্প্রতি প্রাগ্‌বর্ণিত ব্রহ্মচক্রকে নদীরূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে।

চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই নদীর সলিল। বিশ্বোৎপত্তির মুখ্য কারণ ক্ষিত্যাদি-ভূত-পঞ্চক কর্ত্তৃক এই তটিনী নিরতিশয় ভীতি-প্রদা এবং বক্রভাবাপন্না হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বিতাড়নে এই স্রোতস্বিনী নিরন্তর তরঙ্গায়িতা। (অথবা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় এই প্রবাহিণীর তরঙ্গ)। মন এই তরঙ্গিণীর মূল উৎস স্বরূপ। যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র হেতুই মন; এই সর্ব্বজ্ঞান-নিদান মন হইতেই এই প্রবাহিণীর উদ্ভব হইয়াছে; আবার মন যখন সর্ব্ববিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র অতুলানন্দে বিভোর ও প্রশান্ত হয়, তখন এই তটিনী সেই প্রশান্ত সাগরে মিলিয়া যায়। তখন আর দ্বৈতাদ্বৈতভেদ থাকে না। যত দিন মনের মনোভাব দূরীভূত না হয়, ততদিনই এই জগৎ-প্রপঞ্চ, ততদিনই ভেদ-বুদ্ধি; সেই জন্যই মনকে এই মহানদীর মূল বলা হইয়াছে। মনের সর্ব্বহেতুত্ব-দর্শন-কল্পে শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে যে "মনোবিজৃম্ভিতং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্। মনসোঽহমনোভাবে দ্বৈতং ভিন্নোপলভ্যতে" মনের প্রভুত্ব সর্ব্বত্রই; এই মনের উপর যাঁহারা প্রভুত্ব করিতে সমর্থ, তাঁহাদের আর দ্বৈতা-দ্বৈত-ভেদ থাকে না। তখন প্রকৃত তথ্য তাঁহাদের বিবেক-মুকুরে প্রতিনিয়ত প্রতি-বিম্বিত হইতে থাকে; তাঁহাদের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ মনই যাবতীয় বোধের নিদান, সেই জন্যই মনকে এই সংসার-তরঙ্গিণীর মূল—অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পঞ্চ প্রকার ইন্দ্রিয়াধি-গম্য বিষয় এই নদীর আবর্ত্ত, অর্থাৎ জল-ভ্রমি স্বরূপ। কেন না, এই সংসার-তরঙ্গিণীর মহান্ জল-ভ্রমি-প্রতিম শব্দাদি-পঞ্চবিধ বিষয়ে প্রাণিবৃন্দ নিমগ্ন হইয়া, গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইতে অক্ষম হয়। কোন জল-যাত্রী যেমন অকস্মাৎ জল-পাকে পতিত হইলে আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারে না, প্রত্যুত, প্রবল স্রোতোবেগে শিথিলাঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতে থাকে, তদ্রূপ এই দুস্তর-তরঙ্গ-সঙ্কুল-সংসার-জলধির অনুত্তরণীয় শব্দাদি-মহাবর্ত্তে প্রাণিনিকর পতিত হইলে, আর নিস্তার লাভ করিতে পারে না; ধীরে ধীরে অতলস্পর্শ অজ্ঞান-গর্ভে নিলীন হইতে থাকে। তাই শব্দাদি এই নদীর ভ্রমিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গর্ভ-বাস-জনিত দুঃখ, জন্ম-জনিত দুঃখ, জরা-জনিত দুঃখ, ব্যাধি-জনিত দুঃখ এবং মরণ-জনিত দুঃখ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ এই তটিনীর প্রবল বেগস্বরূপ, অর্থাৎ গর্ভ-যাতনা, জন্ম-যাতনা, জরা-যাতনা, ব্যাধি-যাতনা ও মৃত্যু-যাতনা, এই পঞ্চ প্রকার যাতনা অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বদা সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তটিনী যেমন বেগ-প্রাচুর্য্য বশতঃ নিতান্ত ভয়ঙ্করাকৃতি ধারণ করে, সেই প্রকার এই সংসাররূপা মহা-তটিনী, প্রাগুক্ত যাতনা-পঞ্চকের অপ্রতি-

বিধেয়তা নিবন্ধন নিরতিশয় ভীতি-প্রদা হইয়াছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশ দ্বারা সংসার-প্রবাহিণী পরিপূর্ণ; অর্থাৎ উক্ত ক্লেশ-পঞ্চক নিয়ত সংসার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতিক্ষণ সংসারিগণের হৃদয়ে অরুন্তুদ যাতনা প্রদান করিতেছে। যাবতীয় দুঃখেরই একমাত্র নিদান ঐ পঞ্চ ক্লেশ। চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মচক্ররূপে এবং পঞ্চম সূত্রে নদীরূপে কার্য্য-কারণাত্মক সমগ্রপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় অভিহিত হইল।

(৬)

সর্ব্বা জীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসোভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥

অন্বয়ঃ—হংসঃ সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ ব্রহ্মচক্রে, আত্মানং প্রেরিতারঞ্চঃপৃথক্ মত্বা ভ্রাম্যতে, ততঃ তেন জুষ্টঃ সন্ অমৃতত্বম্ এতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—সর্ব্বাজীবে—সর্ব্বেষাং আজীবনং অস্মিন্নিতি, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের জীবন-ভূমি। সর্ব্বসংস্থে—সর্ব্বেষাং সংস্থা (সমাপ্তিঃ প্রলয়ো বা) যস্মিন্নিতি,—সমস্ত পদার্থের সমাপ্তি—অর্থাৎ প্রলয়ক্ষেত্র। বৃহন্তে (বৈদিকঃ প্রয়োগঃ, বৃহতি ইতি বোধ্যঃ) অতি বৃহৎ, ব্রহ্মচক্রে—প্রাগ্‌বর্ণিত ব্রহ্মচক্র-রূপে অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে। হংসঃ—(হন্তি গচ্ছতি অধ্বানং ইতি হংসঃ, হন গতি হিংসয়োরিতি গত্যর্থত্বং) জীবঃ, যে গমন করে—জীব। আত্মানং-জীবাত্মানং-জীবাত্মাকে। প্রেরিতারং—প্রেরণকর্ত্তারং ঈশ্বরং, প্রেরণ-কর্ত্তা ঈশ্বরকে। পৃথক্—ভেদেন—জীবেশ্বর-ভেদ দর্শনেন—ইতি তাৎপর্য্যং। ভিন্ন ভাবে জানিয়া। ভ্রাম্যতে—সংসারে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্ততে—সংসারে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণায়মান হয়। তেন—ঈশ্বরেন—ঈশ্বরের দ্বারা। জুষ্টঃ সেবিতঃ—(পূর্ণানন্দ ব্রহ্মরূপেণ আত্মানং অবগতঃ সন্ ইতিভাবঃ) পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে আত্মাকে অবগত হইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর এবং আত্মা, এতদুভয়কে অপৃথগ্‌ভাবে জ্ঞাত হইয়া। অমৃতত্বং—মোক্ষং—মোক্ষ—এতি-প্রাপ্নোতি, প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থ—এই ব্রহ্মচক্ররূপ অতীব বৃহদ্-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের জীবন-ভূমি, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেই প্রাণি-নিবহ উজ্জীবিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। আত্মা এবং ঈশ্বর, এতদুভয়কে পৃথক্‌ভাবে জ্ঞাত হইয়া, জীব পুনঃপুনঃ এই সংসার-ক্ষেত্রে গমনাগমন করে। যখন সে ভাব তিরোহিত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মা, এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হয়, এবং এতদুভয়ের একীভাব সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—জীবাত্মা এবং ঈশ্বর, এই উভয়ের ভেদজ্ঞানই সংসারে পুনরাবৃত্তির কারণ। যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই দ্বৈতভাব জীবের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাকে বারংবার দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে গতিবিধি করিতে হয়। অনাত্মভূত দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ জীবাত্মা এবং ঈশ্বরকে ভিন্নভাবে জ্ঞাত হইয়া, মোহান্ধ জীব, সুর-নর-তির্য্যগাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে; অনন্তকাল গর্ভজ এবং জন্মজ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া, সংসারের অসংখ্য ক্লেশ রাশিতে জীর্ণ হইতে থাকে; পরে যখন সে ভাব চলিয়া যায়, সদ্‌গুরু-

পদেশ বশতঃ এবং চিত্ত-পরিকর্ম্মাদি দ্বারা হৃদয়ের সে বিষময় সংস্কার বিনষ্ট হয়, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং আত্মাকে এক বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ "ব্রহ্মই আমি" এতাদৃশ জ্ঞান জন্মে, তখন আর জীবের বন্ধন-যাতনা ভোগ করিতে হয় না; তখন সে আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার সকল যাতনা তিরোহিত হইয়া যায়। ফলকথা এই যে, যিনি আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন; আর যিনি আত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপে জ্ঞাত হয়েন, তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে পুনঃ পুনঃ সংযত হইতে হয়। আত্মা এবং পরমাত্মার এবম্বিধ ভেদ-দর্শনই সংসারাবৃত্তির মুখ্যতম হেতু; এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে—য এব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি। তস্যহ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতাংউপাস্তে, অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামিতি।

বিষ্ণু-ধর্ম্মেও কথিত হইয়াছে যে—

পশ্যত্যাত্মানমন্যন্তু যাবদ্বৈ পরমাত্মনঃ।
তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ম্মণা
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ॥

ইহার অর্থ এই যে, জীব যত কাল পর্য্যন্ত আত্মাকে পরমাত্মা হইতে অন্য বলিয়া—অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করে, যাবৎ কাল তাহার এই ভেদ-বুদ্ধি দূরীভূত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের দুর্ব্বিপাক কর্ম্ম-কলাপে মোহিত হইয়া বার বার এই সংসার-ভূমিতে ভ্রমণ করিতে হয়। তদনন্তর যখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়, ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হয়, পরব্রহ্মকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার পরিশুদ্ধতা জন্মে, এবং পরিশুদ্ধতা নিবন্ধন দুর্ব্বার ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। তাহার হৃদয়ের সমস্ত সংশয় মীমাংসিত হইয়া যায়। তাহার মানস অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

চিত্তানুশাসন।

—০:০:০—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোঽর্থ তৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য
ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো
বণিক্॥১০॥

যে অর্থতৃষ্ণা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, সেই অর্থতৃষ্ণা কে ত্যাগ করিতে পারে? এই যে অর্থ, ইহাকে তস্কর, ভৃত্য ও বণিক্ প্রিয় প্রাণ দ্বারাও ক্রয় করিয়া থাকে।১০॥

প্রাণৈঃ ক্রীণাতি—প্রাণ দ্বারা ক্রয় করে, অর্থাৎ প্রাণ-হানি অঙ্গীকার করিয়াও লাভ করিতে যত্নবান হইয়া থাকে; কারণ, তস্কর দ্রব্য জন্য বিবিধ বিপদ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও ধনীর বাটীতে প্রবেশ করে, রাজকীয় সেবক জীবনান্তকর যুদ্ধাভিমুখে গমন করে; বণিক দুর্গম ভয়াবহ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে।

তজ্জন্যই অর্থকে দোষ দিয়াছেন—

অতি ক্লেশেনযেঽর্থাঃ স্যুর্ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ।

অরের্বা প্রণিপাতেন মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ॥
মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বণি ৩৮ অধ্যায়ে ৭৬॥

অতি ক্লেশে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা ধর্ম্মহানি করিয়া, যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিম্বা শত্রুর প্রণিপাত দ্বারা যে অর্থ লাভ করা যায়, সেরূপ ধনে মন করিবেনা।

এইরূপ গরুড়পুরাণ পূর্ব্বভাগে ১০৯
অধ্যায়ে ২৮।

অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণচ।
অরের্বা প্রণিপাতেন মাভূবংস্তেকদাচন।

উৎখাতং নিধি শঙ্কয়া ক্ষিতিতলং
ধ্যাতা গিরের্ধাতবো।
নিস্তীর্ণং সরিতাং পতির্নৃপতয়ো
যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধন তৎপরেণ মনসা
নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণ বরাট কোঽপি ন ময়া
তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্ ॥৫॥
বৈরাগ্য-শতকে।

নিধিলাভার্থ পৃথিবী খনন করিয়াছি; পর্ব্বতের ধাতুর বিষয়ও চিন্তা করিয়াছি, অর্থাৎ আনয়নার্থ গমন করিয়াছি; সমুদ্রও পার হইয়াছি; রাজাকে যত্নে সন্তুষ্ট করিয়াছি, মন্ত্রারাধনাতৎপর মন দ্বারা শ্মশানেও রাত্রি-যাপন করিয়াছি, তথাপি এককড়া কাণা-কড়ীও প্রাপ্ত হই নাই! হে তৃষ্ণে! এখন আমায় পরিত্যাগ কর॥

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

ভোগানভুক্তাবয়মেব ভুক্তা-
স্তপোনতপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা নজীর্ণা বয়মেবজীর্ণা।

আমাদের বিষয়-ভোগ ভুক্ত হয় নাই, কিন্তু আমরাই কাল দ্বারা ভুক্ত হইয়াছি; আমরা তপস্যা (চান্দ্রায়ণাদি) করি নাই, কিন্তু আমরা সন্তপ্ত হইয়াছি; কাল গত হয় নাই, কিন্তু আমরাই জীবনান্তে গমন করিয়াছি; তৃষ্ণা জীর্ণা অথবা ক্ষীণা হয় নাই, আমরাই জীর্ণ অর্থাৎ জরাপ্রাপ্ত হইয়াছি।

ভিন্নত্তি হৃদয়ং পুংসাং মায়াময়বিধায়িনী।
দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণাকৃষ্ণেব রাক্ষসী॥
(যোগবাশিষ্ঠে-মুমুক্ষু-প্রকরণে ১৭ সর্গে ১৮।-)

ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলং।
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্ম-ষট্‌পদী॥
॥৩১॥

মায়া ও রোগ-বিধায়িনী, দুর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কালরাক্ষসীর ন্যায় পুরুষের হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ১৮।

ক্ষণকাল পাতালে গমন করে; ক্ষণকাল শূন্যে গমন করে; ক্ষণকাল দিক্‌রূপ কুঞ্জে ভ্রমণ করে, তৃষ্ণা হৃদয়-পদ্মের ভ্রমরীর তুল্য॥৩০

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে তৃষ্ণা ত্যাগ করিলেই সুখ—

যাদুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা নজীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যো সৌ প্রাণান্তিকোরোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ
সুখম্॥
(বনপর্ব্বণি ২ অধ্যায়ে ৩৩। শান্তিপর্ব্বণি ১৭৪ অধ্যায়ে ৫৮ ও ২৭৫ অধ্যায়ে ১২।)

তজ্জন্য কহিয়াছেন—

সত্যং বক্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যো
জলম্।
পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমলঃ স্বাধ্যায় যজ্ঞঃ পরং
ক্ষুদ্ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং ক্লেশাত্মকৈঃ
কিং ধনৈঃ॥
(শান্তিশতকে ৩ পরিচ্ছেদে)

সত্য বলিবার জন্য অশেষ-মনোহারিণী সুলভা বাণী আছে; শরণাগত ব্যক্তিকে অভয়-দানরূপ মহাদান আছে; পিতৃ-লোককে জল দিবার জন্য নির্ম্মল জল আছে; পর-মেশ্বরের পূজার জন্য বিশুদ্ধ বেদাধ্যয়নরূপ পর্য্যাপ্ত যজ্ঞ আছে; ক্ষুৎব্যাধির শান্তির জন্য ফল-মূল আছে; যদি এরূপ হইল, তবে আর ক্লেশাত্মক ধনে প্রয়োজন কি?

তজ্জন্য অর্থকে পদধূলির সমান বর্ণন করিয়াছেন,—

"অর্থাঃপাদরজোপমাঃ" (হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে) কিন্তু বিষয়ী সেই ধনকে নিজ জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকে;—

ধনাশা জীবিতাশাচ গুর্ব্বী প্রাণভৃতাং সদা।
(হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে।)

ধনাশা ও জীবিতাশা জীবের পক্ষে গুরুতরা।

সেবকের জীবন ক্লেশকর—

সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে
শ্ববৃত্তিং বিদুঃ।
(মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে।)

জ্ঞানী ব্যক্তি লঘুকারিণী সেবাকে কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়া জানেন। যিনি কখনও রাজ-সেবা না করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য!

অসেবিতেশ্বর-দ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথং।
অনুক্ত ক্লীব-বচনং ধন্যং কস্যাপি জীবনম্॥
(হিতোপদেশ।)

যিনি কখনও রাজদ্বার-সেবা করেন নাই, যিনি কখনও আত্মীয়-স্বজনের বিরহব্যথা সহ্য করেন নাই, যিনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, এরূপ ব্যক্তিরই জীবন ধন্য।

সেবার অন্যান্য প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ১৩৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে দেওয়া গিয়াছে।

বণিক্-জীবনও ক্লেশকর—

"কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্" জগতের দূর-দূরান্তরে—দিগ্‌দিগন্তরে, দুস্তর সাগরে, দুর্গম বনে, দুরারোহ পর্ব্বতে অর্থার্জ্জনের জন্য নানা বিপদ-বিভ্রাট ও দুঃখ-দুর্ভোগ সহিয়া যাহাদের অবস্থিতি, তাহাদের জীবন ক্লেশময়, সন্দেহ নাই। ফলিতার্থে সকাম-সংসারীর পক্ষে সংসারের যাদু-মন্ত্রিত অর্থাদি সাপেক্ষ-সুখের সেতু, কিন্তু নিরপেক্ষ-দুঃখের হেতু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মায়াবাদ।

—০:০:০—

(জগতের কাল্পনিকতা)

এই দৃশ্যমান জগতের কোন কিছু পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত দূর সত্য, তাহা আরও একটু ভাল করিয়া আলোচিত হউক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন পদার্থকেই যে তাহার প্রকৃত অবস্থায় জানিতে পারি না, ইহা পূর্ব্বে যত দূর সম্ভব, পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। এখন দেখাইতে চাহি যে, কোন পদার্থের কোন অবস্থা দূরে থাকুক, কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্বই আমরা বুঝিতে পারি না। মনে কর, আমার সম্মুখে একটী পক্ক আম্র রহিয়াছে। এই আম্রটী যে রহিয়াছে, ইহা আমি কি করিয়া জানি? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা উহার অস্তিত্ব কি আমি জানিতে পারিতেছি? কখনই না। বুঝিতেছি যে, আমি বড় জোর রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছি এবং ইহার অধিক আর কিছুই অনুভব করিতেছি না; অথচ ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি একটী বাহ্য বস্তুতে আছে। রূপ-রসাদি কোন বাহ্য বস্তুতে আছে, ইহা ধরিয়া লইবার আমার কি

যুক্তি আছে? রূপাদিকে আমি বাহ্য বস্তুর গুণ বলিতেছি, অথচ বাহ্য পদার্থকে রূপাদি-গুণ ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানিতে পারা যায় না। দ্রব্য ও দ্রব্যের গুণ, ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, দ্রব্য ও গুণ, এ উভয়কেই পৃথক্ ও একত্র, এতদুভয় প্রকারেই জানা উচিত; কিন্তু যখন দ্রব্য ও গুণকে পৃথক্ করা যায় না, অর্থাৎ গুণহীন দ্রব্যকে কিছুতেই অনুভবে আনিবার সম্ভাবনা নাই, তখন দ্রব্য (গুণী) ও গুণ একই পদার্থ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বাস্তবিকও আমি আম্র-ফলের অস্তিত্ব কিছুই জানিতেছি না, জানিতেছি কেবল রূপ-রসাদির অস্তিত্ব, এবং ভাল করিয়া না বুঝিয়াই ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি পঞ্চগুণ মদিতর একই স্থানে বা দ্রব্যে আছে। আমার রূপ-জ্ঞান হইল; আমি মানিয়া লইলাম যে, ঐ রূপ-আমার সম্মুখস্থিত একটী দ্রব্য হইতে আসিল। আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, ধরিয়া লইলাম যে, ঐ গন্ধ আমার সম্মুখস্থিত সেই দ্রব্যটী হইতেই আসিল। আমি প্রথমে একটী কল্পনা করিলাম, পরে দ্বিতীয় কল্পনাটীকে প্রথমটীর সঙ্গে যুক্ত করিলাম। হস্ত-চালনা করিয়া স্পর্শানুভব করিলাম, এবং তৃতীয় বার কল্পনা করিলাম যে, সেই রূপ-গন্ধের সংযোগ-স্থানেই এই স্পর্শ মিলিত হইয়াছে। তাহার পর একটী শব্দ শুনিলাম, আর অমনি ধরিয়া লইলাম যে, শব্দটীও রূপ-গন্ধ-স্পর্শের সন্ধিস্থান হইতেই আসিল। ইহার পর কল্পিত সন্ধিস্থান হইতে রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ তুলিয়া আনিয়া মুখে দিয়া রস অনুভব করিলাম, এবং ধরিয়া লইলাম যে, রূপ-রসাদি পঞ্চ অনুভাব্য বিষয় সমুদয়ই একত্র একই দ্রব্যে থাকে, এবং সেই দ্রব্যটী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপাদিও স্থানান্তরিত হয়। এ সকলই কল্পনার কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আম্রটীর অস্তিত্বই কাল্পনিক। আমি আমার কয়েকটী কল্পনাকে একত্র গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যে একটী কল্পনা-কেন্দ্র রচনা করিয়াছি, তাহাই আম্র! কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সম্বন্ধীয় কল্পনাকে একটী কেন্দ্র-নিবিষ্ট কল্পনা করায় আম্রের উৎপত্তি। আমার একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-গ্রন্থির নাম আম্র; ইহা ব্যতীত আম্রের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই।

কথাগুলি একবার অন্য রকমেও আলোচনা করা যাউক। আমি একটী রূপ দেখিতেছি; অসতর্কভাবে যাহাকে আম্রের রূপ বলি, আমি তাহাই অনুভব করিতেছি। কিন্তু আম্রের রূপ অনুভব করিতেছি বলিয়াই কি আম্রের বাহ্য-দ্রব্য-ধাতু-বিশিষ্ট অস্তিত্ব আছে? যদি দ্রব্য-ধাতুগত-আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, তবে চক্ষুর্দ্বয়ের অন্য প্রকার বিন্যাস জন্য যখন একটী আম্রকে দুইটী বলিয়া চাক্ষুষ অনুভবে বুঝি, তখন কি পূর্ব্বানুভূত একটী বাস্তব আম্র পরের অনুভূতিমত বাস্তবিক দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল? অর্থাৎ একটী আম্র আবার সময়ান্তরে দুইটী হইয়া দাঁড়াইল? যুগল নেত্রের যে প্রকার বিন্যাসে সাধারণতঃ স্বীকৃত একটী বাস্তব পদার্থকে দুইটী বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকারে মানব-চক্ষু চিরবিন্যস্ত থাকিলে, এখনকার চির-একটী-বস্তু তখন চির-দুইটী-বস্তুরূপে সত্য বলিয়া অনুভূত হইত না কি? কিন্তু আমি কি মনে ধারণা করিতে পারি যে, যেই আমি ভ্রূ-কুঞ্চনে চক্ষুর্দ্বয়কে পৃথক্ করিলাম, আর অমনি একটী বস্তু বাস্তবিকই দুইটী হইয়া দুই স্থানে শোভা

পাইতে লাগিল? অবশ্য আমি যেরূপ ধারণা না করিয়া অন্ততঃ একটী আম্রকে অবাস্তবিক জ্ঞান করি, কিন্তু যেখানে দুইটীর মধ্যে একটী বস্তু আর একটী অবস্তু বলিয়া আমার জ্ঞান হইবে, সে স্থানে আমি কোন্‌টীকে বস্তু আর কোন্‌টীকে অবস্তু বলিব? চক্ষু আমার এ সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না; হস্ত দ্বারা কি সংশয় ভঞ্জন করিতে পারি? আচ্ছা—একবার হস্ত প্রসারণ করিয়া আম্রটীকে স্পর্শ করিয়া দেখি। একি! আমার হস্তও যে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল!! আমার কোন্ হস্ত বাস্তবিক, আর কোন্ খানি অবাস্তবিক? হস্ত দ্বারা দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্র দ্বয়ের কোন্‌টী মিথ্যা স্থির করিবার পূর্ব্বে আমার হস্ত-যুগলের কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কিকরিয়া আমি এ সন্দেহ ঘুচাইব? দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রটীতে আমার দ্বিত্ব-প্রাপ্ত হস্ত সংলগ্ন হইয়া, আমার স্পর্শ-জ্ঞানকেও যেন দ্বিত্বপ্রাপ্ত করাইয়াছে। যদি স্বীকারও করি যে, আমি স্পর্শ করিয়া কিছু দুইটী আম্র অনুভব করিতেছি না; দৃষ্টিতে আম্র ও হস্তকে দ্বিত্বপ্রাপ্ত বোধ হইলেও স্পর্শ-জ্ঞান একই হইতেছে; কিন্তু সেই স্পর্শের একত্বে কি দ্বিত্ব-প্রাপ্ত আম্রের বা হস্তের কোন্‌টী বাস্তবিক, তাহা বুঝিতে পারিলাম? যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তবে স্পর্শে আমার সন্দেহ দূর করিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবেই হইল, স্পর্শ দ্বারা বাস্তবিক রূপের বা অবাস্তবিক রূপের সত্তা অনুভব করিতে পারা যায় না। আর এক কথা, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি রূপ, হস্ত দ্বারা অনুভব করিতেছি স্পর্শ; সুতরাং চক্ষু যাহা অনুভব করিতেছে, হস্ত তদিতর অন্য কিছু অনুভব করিতেছে, কাজেই উভয়ের সাক্ষ্যের একতাই মূলে নাই। বস্তু-তত্ত্ব-বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ-বিড়ম্বনা এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্য দর্শন।

(ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত কারিকা)

——০ঃ০ঃ০——

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদব-
ঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ত
তোঽভাবাৎ॥ ১

পদপাঠঃ—দুঃখ, ত্রয়, অভিঘাতাৎ, জিজ্ঞাসা, তদ্ অবঘাতকে, হেতৌ। দৃষ্টে সা অপার্থা, চেৎ, ন, একান্ত, অত্যন্ততঃ, অভাবাৎ॥

ব্যাখ্যা—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—দুঃখত্রয়ের অভিঘাত হইতে; দুঃখত্রয় যথা—

অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক—বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রভৃতির বৈষম্য-জনিত যে দুঃখ; মানসিক—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয়, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি জনিত যে দুঃখ।

আধিভৌতিক—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্পাদি-জনিত যে দুঃখ।

আধিদৈবিক—যক্ষ-রক্ষঃ এবং গ্রহাদির আবেশজনিত যে দুঃখ, অথবা—বিদ্যুৎ-মেঘ-বজ্র ইত্যাদি দৈবদুর্ব্বিপাকজনিত যে দুঃখ। জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা। তদব-ঘাতকে হেতৌ—ঐ ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশক হেতুবিষয়ে। দৃষ্টে—ঐ দুঃখ-নাশের হেতু দৃষ্ট হওয়ায়; সা—ঐ জিজ্ঞাসা। অপার্থা চেৎ যদি নিষ্প্রয়োজন বল। ন—তাহা নহে।

একান্তাত্যন্ততঃ—একান্ত এবং অত্যন্তের-একান্ত-দুঃখনিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা। অত্যন্ত-নিবৃত্ত দুঃখের পুনরনাগমন। অভাবাৎ—অভাবহেতু।

বঙ্গার্থ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ থাকাতেই, ঐ দুঃখত্রয়ের কিসে নাশ হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা জন্মে। যদি বল যে ঔষধ-মন্ত্রাদি দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আছে, সেই সমুদয় দ্বারাই এই দুঃখ নষ্ট করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে এই দুঃখত্রয় বিনাশের ইচ্ছা নিষ্প্রয়োজন; তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ঐ জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন নহে; কারণ দুঃখ-নাশের দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আছে, সেই সমুদয়ে দুঃখ-নাশের অবশ্যম্ভাবিতা নাই, এবং দুঃখ একবার নষ্ট হইলে, তাহা যে পুনরায় উপস্থিত হইবে না, এরূপও নহে।

বিশেষ ব্যাখ্যা—এই সংসারে যে দুঃখ আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ঐ দুঃখ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কি উপায়ে এই দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য মনুষ্যগণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শারীরিক কোন রোগ জন্মিলে, ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকে; ঐরূপ মানসিক কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, যাহাতে ঐ দুঃখের প্রতিকার হয়, তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে; ঐ প্রকার আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যে সমুদয় দুঃখ, তাহার প্রতিবিধানার্থও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য মানব যতই চেষ্টা করুক না কেন, দুঃখ একান্ত নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। ঔষধাদি দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আমরা অবলম্বন করি, তাহারা সকল সময়েই অব্যর্থ নহে। হয়তো কোন সময়ে এক ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইয়া ঔষধ দ্বারা প্রতিকার লাভ করিল, কিন্তু আবার অনেক সময়ে ঔষধের দ্বারাও রোগীর রোগমুক্তি হইল না। অন্যান্য দুঃখ নিবারণের লৌকিক উপায় সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের অবলম্বনে যে দুঃখ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, এবং বিনষ্ট হইলে পর, সেই দুঃখ যে আর আসিবে না, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং এই সমুদয় দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে এই দোষ পরিলক্ষিত হয় যে, তাহাদের দুঃখ-নিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা এবং পুনরনুৎপাদনের অভাব রহিয়াছে। সূত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, ঐ সমুদয় উপায় একান্তও নয়, অত্যন্তও নয়। তাই ভগবান্ কপিল বলিতেছেন যে, লৌকিক যে সমুদয় উপায়, তাহা দুঃখ-নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়াতেই অন্য উপায় জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং এই প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন নহে। কপিলদেব যে দুঃখ-নিবারণের একান্ত এবং অত্যন্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

কেহ যদি আপত্তি করেন যে, লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখত্রয়ের একান্ত বা অত্যন্ত নাশ না হইতে পারে, কিন্তু যে সমুদয় বৈদিক উপায় আদিষ্ট আছে, তাহা অবলম্বন করিলে ত দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশ হইতে পারে। কেননা শ্রুতি বলেন যে, "স্বর্গকামো যজেত ইতি" অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন। স্বর্গ কাহাকে বলা যায়—"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্" যাহা বর্ত্তমানে দুঃখ-মিশ্রিত নহে, এবং উত্তর-কালেও দুঃখগ্রস্ত হইবে না, এতাদৃশ ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত যে সুখ, তাহাই 'স্বর্গ' পদবাচ্য। অর্থাৎ দুঃখ-বিরহিত যে সুখ, তাহাই স্বর্গ। সুতরাং যখন শ্রুতি বলিতেছেন যে—"স্বর্গ—অর্থাৎ দুঃখ-বিরহিত-সুখ-লিপ্সু ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন" এতদ্দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারাই দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশ হইয়া সুখ লাভ হইবে। অতএব দুঃখ-নাশের লৌকিক উপায় না থাকিলেও, তাহার বৈদিক উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; কাজেকাজেই সূত্রকারের "জিজ্ঞাসা" "অপার্থা" অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইতেছে। শ্রুতিতে ইহাও দেখা যায় যে "অপাম সোমমমৃতা অভূম" সোমপান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিব। কিন্তু দুঃখ নাশ না হইলে, অমৃতত্বের লাভ হয় না; ইহা দ্বারাও দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশের উপায় সূচিত হইতেছে। এই সমুদয় পূর্ব্ব-পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া সূত্রকার ভগবান কপিল দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়-
যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-
বিজ্ঞানাৎ॥ ২

পদপাঠঃ—দৃষ্টবৎ। আনুশ্রবিকঃ। সঃ। হি। অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ। তদ্‌বিপরীতঃ শ্রেয়ান্। ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ।

ব্যাখ্যা—দৃষ্টবৎ—আনুশ্রবিক—শ্রৌত বা বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় তুল্য। সঃ—ঐ শ্রৌত বা বৈদিক উপায়। হি-নিশ্চয়। অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ—অপবিত্রতা—ধ্বংস বা অনিত্যতা ও অসমতা-বিশিষ্ট। তদ্বিপরীতঃ—তাহার বিপরীত। শ্রেয়ান্—শ্রেয়ঃ। ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ—ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞাতা, এই তিনের পরিজ্ঞান হেতু।

বঙ্গার্থ—অবিশুদ্ধি, হিংসা এবং অসমতা প্রযুক্ত শ্রৌত উপায় সমূহও দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় দোষাবহ। ইহার বিপরীত উপায়ই প্রশস্যতর; এবং ব্যক্ত (অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্ত বা বিকাশভাব) অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি) জ্ঞ-(জ্ঞাতা পুরুষ), এই তিনের সম্যক্ জ্ঞানই সেই উপায়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান কপিলদেব বলিতেছেন যে, বৈদিক উপায় সমূহও লৌকিক উপায়ের ন্যায় দোষাবহ, কেন না বৈদিক যাগাদিতে জীব-হিংসাদি করিতে হয়, সুতরাং যজ্ঞাদির দ্বারা যেরূপ একটি অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হয়, সেইরূপ পশ্বাদির হিংসার দ্বারাও পাপ জন্মে। সুতরাং শ্রুতি অনুসারেও যাগাদি দ্বারা দুঃখশূন্য সুখ লাভ হয় না। যদি বল যে, বেদাদিতে হিংসার নিষেধ হইয়াছে—যথা—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"—তাহাও বলা যায় না, কেন না—বেদেই বিহিত হইয়াছে যে "অগ্নি-সোমীয়ং পশুমালভেত" অর্থাৎ অগ্নিসোমের অঙ্গীভূত পশু বধ করিবে; যদি আবার বল যে, ইহাতে বেদ-বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং পূর্ব্ব-বিধির দ্বারা আবার পরবিধি বাধিত হইল; তাহাও বলিতে পার না—কারণ এই বিধিদ্বয়ের প্রয়োগস্থল বিভিন্ন; প্রথম বিধির দ্বারা হিংসার নিষেধ করা হইতেছে, এবং দ্বিতীয় বিধির দ্বারা বিশেষভাবে হিংসার যজ্ঞোপযোগিতা বিহিত হইয়াছে। এতাবতা অবিশুদ্ধিহেতু বৈদিক উপায়ও লৌকিক উপায়ের ন্যায় দোষাবহ স্থিরীকৃত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদিক উপায় অনিত্য, কেন না

যজ্ঞাদি দ্বারা উপলব্ধ যে স্বর্গ, তাহা অনিত্য। তৃতীয়তঃ, অসমতা-দোষও প্রসক্ত হইতেছে; কেন না—বেদ-বাক্যানুসারে জ্যোতিষ্টোমাদি দ্বারা স্বর্গ-সাধন হয়, এবং বাজপেয়াদি দ্বারা 'স্বারাজ্য' পদ লাভ হয়; সুতরাং যাহাদের বাজপেয়াদি যজ্ঞের সাধনোপযোগী ধনাদি নাই, তাহাদের দুঃখ-বিরহিত-সুখ-লাভ হইতে পারে না; কারণ স্বর্গাদির অনিত্যতা-নিবন্ধন তাহাদিগকে পুনরায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। শ্রুতির স্থলবিশেষে যজ্ঞাদি অমৃতত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, (১) অপর কোনস্থলে তদ্বিপরীত—অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। (২) এই সমুদয় দেখিয়া ভগবান কপিল বলিয়াছেন যে—"তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্" অর্থাৎ শুদ্ধতা, নিত্যতা এবং সমতাযুক্ত উপায়ই প্রশস্যতর, এবং সেই উপায়ই ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞাতা পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান। জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাকেই ব্যক্ত বলা যায়, এবং ইহারা সকলেই কার্য্য,—সুতরাং অনিত্য। কার্য্য হইতে অনুমান দ্বারা আমরা কারণে উপনীত হই। বিশেষ প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হয় যে, কারণগুলিও ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়, এবং ক্রমে কারণ হইতে কারণান্তরে গমন করিয়া আমরা জগতের একটি মূল (আদি) কারণে উপস্থিত হই। এই মূল কারণকেই ভগবান্ কপিল "অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি" বলিতেছেন, এবং ঐ অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্বাসমূহকে "ব্যক্ত" বলিতেছেন। এতদুভয় কার্য্য-কারণরূপে বিভিন্ন হইলেও একজাতীয়; এই উভয়ের সহিত পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞান সম্যক্প্রকারে জন্মিলেই, ভগবান্ কপিলের মতে দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এ বিষয় পরবর্ত্তী সূত্র-সমূহ দ্বারা বিশদীকৃত হইবে।

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-
বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ
পুরুষঃ। ৩

পদপাঠঃ—মূলপ্রকৃতিঃ। অবিকৃতিঃ। মহদাদ্যাঃ। প্রকৃতি। বিকৃতয়ঃ। সপ্ত। ষোড়শকঃ। তু। বিকারঃ। ন। প্রকৃতিঃ। ন। বিকৃতিঃ। পুরুষঃ।

ব্যাখ্যা—মূলপ্রকৃতি—(প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ) যিনি প্রকৃষ্টভাবে করেন—অর্থাৎ এই বিশ্ব উৎপাদন করেন, তিনি প্রকৃতি। তিনি এই জগতের মূল হওয়াতে তাঁহাকে মূল-প্রকৃতি বলা যায়। অবিকৃতিঃ—অর্থাৎ উৎপন্ন হয়েন না। (তাবৎ বিশ্বই মূল-প্রকৃতির বিকার, কিন্তু প্রকৃতি কাহারও বিকার নহেন, এই জন্যই তিনি অবিকৃতি। মহদাদ্যাঃ সপ্ত-মহদাদি সপ্ত—অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ—ইহারা মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতি বা বিকার, এবং অন্যান্য "তত্ত্বের" উৎপাদক বলিয়া প্রকৃতি বা উৎপাদক। ষোড়শকঃ তু——পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই ষোড়শতত্ত্ব। বিকারঃ—উৎপন্ন। ন প্রকৃতিঃ—উৎপাদক নহে। ন বিকৃতিঃ—উৎপন্ন নহে। পুরুষঃ—পুরুষ।

(১) অপাম সোমমমৃতা অভূম।

(২) ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেন
নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।

বঙ্গার্থ—মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি—অর্থাৎ অনুৎপন্না, মহৎ আদি (মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র) সপ্ত তত্ত্ব উৎপন্নও বটে এবং উৎপাদকও বটে, অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন; আবার পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত, এই ষোড়শ তত্ত্ব উৎপন্ন—অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ উৎপন্ন; পুরুষ উৎপন্নও নহেন—উৎপাদকও নহেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—সাঙ্খ্যকারের মতে জগতের মূল কারণ নিত্য; জগতের কারণ-শৃঙ্খল ধারণ করিয়া আমাদিগকে একটি মূল-কারণে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয় এবং অনবস্থা-দোষ পরিহার করিবার জন্য, আমরা আর ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারি না; অর্থাৎ যাহাকে আমরা শেষ কারণ বলিলাম, যদি কেহ তর্কচ্ছলে বলেন যে, সেই শেষ কারণেরও কারণ আছে, এবং ক্রমে সকল কারণ গুলিরই কারণ আছে, তাহা হইলে আমরা কোন স্থলে যাইয়াই স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি না, ইহাতে অনবস্থা-দোষের প্রসক্তি হয়।

অতএব অনবস্থা-দোষ পরিহারের জন্য আমরা যেটিকে জগতের শেষ কারণ বলিয়া স্থির করি, ভগবান্ কপিলের মতে তাহাই মূল-প্রকৃতি। পুরুষ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পুরুষও মূলপ্রকৃতির ন্যায় অনাদি। কিন্তু জগতের কর্ত্তৃত্বে পুরুষের কোন হাত নাই, প্রকৃতি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়; সাঙ্খ্যমতে পুরুষ কেবল সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। মহৎ বা বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। এই মহৎ বা বুদ্ধির সাহায্যেই পুরুষের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান জন্মে। পুরুষ অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ, কিন্তু বাহ্য বস্তু জ্ঞাত হইবার জন্য, তাঁহার নিজের কোন উপকরণ নাই, প্রকৃতি-জাত মহৎ বা বুদ্ধিই সেই উপকরণ, কিন্তু এই মহৎ বা বুদ্ধি পুরুষের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংসৃষ্ট। ইহাও জড়াত্মক। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ কপিল কিংবা অপরাপর হিন্দু-দার্শনিকগণের মতে জড়জগৎ এবং মনো-জগতে কোন প্রভেদ নাই। মনোজগৎ বা জড়জগৎ একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিকাশ মাত্র। বস্তু হইতে বস্তুর জ্ঞানের কোন প্রভেদ নাই——অর্থাৎ বস্তুও যাহা, বস্তুর জ্ঞানও তাহাই। বিকাশোন্মুখী প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি; বুদ্ধিও যাহা, বুদ্ধির বিষয়ীভূত বস্তুও তাহা। এই বুদ্ধি হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি, এই অহঙ্কার বা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানও যাহা, অহঙ্কারের বিষয়ীভূত পৃথক্ পৃথক্ বস্তুও তাহাই। এই সমুদয়ই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) অর্থাৎ এই ভৌতিক জগতের আদি পঞ্চ সূক্ষ্মাবস্থা উৎপন্ন হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, উহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কোন না কোন অবস্থা ব্যতীত, অন্য কোন অবস্থায় দৃষ্ট হয় না। সুতরাং জগতের যাবতীয় পদার্থ বিভক্ত করিলে, তাহারা পঞ্চাতি-রিক্ত ভাগে বিভক্ত হয় না। কেননা—জগতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই। জগতের এই যে

পঞ্চ পদার্থ, এই পঞ্চ পদার্থের আদি সূক্ষ্মাবস্থারই নামই পঞ্চতন্মাত্র। এদিকে দেখুন, পৃথক্ জ্ঞানের সত্তা বশতই পৃথক্ বস্তুর সত্তা। পার্থিব বস্তু সমূহকে আমি যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হইত না,—সমুদয়ই এক ভাবে দৃষ্ট হইত। বুদ্ধির সত্তা হেতুই অহঙ্কারের সত্তা, এবং অহঙ্কারের সত্তা হেতুই বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান। যখন কেবল বুদ্ধি আছে, তখন বস্তুর পৃথক্ জ্ঞান থাকেনা; ঐ বুদ্ধিই যখন অহঙ্কারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখন বস্তুরও পৃথক্ জ্ঞান জন্মে। এই সমুদয় বস্তুর আদিম সূক্ষ্ম অবস্থাই পঞ্চতন্মাত্র। পুরুষের সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। কপিল, যদি জগৎ কেবল প্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি একভাবে অদ্বৈতবাদী হইতেন; কিন্তু তিনি পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া, দ্বৈতবাদী হইয়াছেন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়—নিশ্চেষ্টভাবে আছেন। তিনি—কিছুই করেন না, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তাবৎই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে; বুদ্ধির সন্নিকর্ষহেতু কেবল পুরুষের জ্ঞান মাত্র হয়।

এই পঞ্চতন্মাত্র জগতের সূক্ষ্মাবস্থা, ইহা হইতে পঞ্চসূক্ষ্ম মহাভূতের উৎপত্তি হয়—যথা,—শব্দ হইতে আকাশ বা ব্যোম, স্পর্শ হইতে বায়ু বা মরুৎ, রূপ হইতে তেজ বা অগ্নি, রস হইতে জল বা অপ্, এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী বা ক্ষিতি। ইহারা সমুদয়ই ভৌতিক সূক্ষ্মাবস্থা; স্থূল-মহাভূতের বিবরণ উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে।

এক দিকে যেমন অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আমাদের বিভিন্নপ্রকার পৃথক্ জ্ঞানের সাধারণ নাম অহঙ্কার। এই সমুদয় পৃথক্ জ্ঞানই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ-সম্ভূত। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিকা; কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যবস্তুর সংস্রবে আসিলে, মনই সেই সমুদয় জ্ঞান ধারণ করিয়া, উহাদিগকে স্বতন্ত্র করে। মন এই সমুদয় জ্ঞান অহঙ্কারের নিকট উপস্থিত করেন; অহঙ্কার বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করেন; তখন পুরুষ বুদ্ধি-রূপ দর্পণের সহায়তায় বাহ্যজগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা যে বাহ্য-জগৎ দেখিতে পাই, ইহা ব্যক্ত, এবং এই ব্যক্ত অবস্থা দৃষ্টি করিয়াই, আমরা অনুমানের দ্বারা, "ইহার একটি অব্যক্ত অবস্থা আছে" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ব্যক্ত অবস্থা অস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ইহার একটি স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনশীল কারণ না থাকিলে, ইহা কখনও হইতে পারিত না। জগতের এই স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনশীল অবস্থাই অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি, এবং ইহাই জগতের বীজ স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

জনন-সূক্ত।

শিষ্য—কিমর্থং জননং কার্য্যং?

অর্থ—জননের প্রয়োজনীয়তা কি?

১। গুরু—সৃষ্টি-সংরক্ষণায় তৎ।

অর্থ—সৃষ্টি-সংরক্ষণের জন্যই জননের প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সৃষ্টির মুহুর্মুহু যে অপচয় হইতেছে, একমাত্র জননই তাহার পরিপূরক। প্রতিক্ষণ অসংখ্য পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই বিচিত্র বিশ্বের ক্ষতি হইতেছে না; এত ক্ষয়—এত পদার্থাপচয় সত্ত্বেও যে বিশ্ব পদার্থহীন হইতেছে না, একমাত্র জননই তাহার মুখ্য কারণ। জনন যদি প্রতিপলে পৃথিবীর অভাব পূরণ না করিত, যদি অনুক্ষণ বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরুৎপাদন করিয়া অঙ্গ অক্ষত না রাখিত, তবে হয়ত এতদিন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হইত!

"বিশ্ব" শব্দের অর্থ "সমগ্র"—অর্থাৎ পদার্থ-সমূহের সমষ্টি। পদার্থ বাদ দিলে, বিশ্বের আর কিছুই থাকে না। পদার্থ-নিচয়ই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদার্থ-সমষ্টিই বিশ্ব। জনন-নিবন্ধন এই পদার্থ-রাশি প্রতিনিয়ত উপচীয়মান হইয়া, বিশ্বের বিশ্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য শিষ্যের সংশয়-নিরাস-মানসে বলিতেছেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র কারণ জনন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসূন যেমন সূত্র দ্বারা গ্রথিত হইয়া, একগাছি মালার আকার ধারণপূর্ব্বক একত্রনিবদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নানাবিধ পদার্থ-নিচয়, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলে সৃষ্ট হইয়া, বিচিত্রভাব ধারণ করতঃ নয়ন-মুকুরে বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই বিচিত্র বিশ্বের পদার্থ-নিচয় যে সৃষ্টিরূপ তন্তু দ্বারা গ্রথিত হইয়া মালার ন্যায় সমষ্টিভাবে আভাসমান হইতেছে, জননই ইহার হেতু। ছিন্নতন্তু মালা যেমন অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিশ্বও যদি জননশূন্য হয়, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই অস্তিত্বহারা হইয়া, কাল-সমুদ্রের অনন্ত বেলায় বিলীন হইয়া যায়।

কি উদ্ভিদ-জগৎ, কি প্রাণি-জগৎ, সমস্তই স্ত্রী ও পুরুষ-শক্তি-সমুদ্ভূত। যখন পুংজাতীয় কুসুমের রেণু বায়ু বা ভ্রমরাদি-কর্ত্তৃক স্ত্রীজাতীয় কুসুমের কেশরে আনীত হয়, তখন তাহা হইতে ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অধুনা পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি পুং-কুসুমের পরাগ অন্য কোন ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-কুসুমের কেশরে নিহিত করিলে, সেই স্ত্রী-কুসুম হইতে একটি ভিন্নতম শঙ্কর-কুসুমের উৎপত্তি হয়। এ সমুদয় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। মনুষ্যাদি প্রাণীর উৎপত্তি যে নিয়মের অধীন, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উৎপত্তিও মূলতঃ সেই নিয়মের অধীন; তবে কোন স্থলে উহা প্রস্ফুট, কোনস্থলেবা অপ্রস্ফুট। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই স্ত্রী-পুং-সংযোগে সমুৎপন্ন। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমরা যে কিছু পদার্থ অবলোকন করি, তৎ সমস্তই স্ত্রী-পুং-শক্তি-সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি আরও একটু অভিনিবিষ্ট হই, তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, জগতের আদি কারণই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ, তখন এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পদার্থনিচয়ের নিদান যে স্ত্রী এবং পুরুষ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? জনন ব্যতীত সৃষ্টি-রক্ষা হয় না; অতএব জননই যে বিশ্বের একমাত্র রক্ষক, ইহার আর প্রমাণান্তর অনাবশ্যক। তাই আচার্য্য বলিতেছেন যে, বিশ্বের মূল জননক্রিয়া। ইহা সর্ব্বত্রই অব্যভিচারী। তবে কিনা, ঐ ক্রিয়া মানবাদির পক্ষে স্বীয় ইচ্ছা-

সাপেক্ষ, আর পশ্বাদির পক্ষে স্বাভাবিক পাশবিক বৃত্তি-সাপেক্ষ এবং জড়-জগতের পক্ষে বিশ্ব-নিয়ন্তার সুসম্বদ্ধ নিয়ম-সাপেক্ষ। কোথাওবা দৃশ্যভাবে, কোথাওবা অদৃশ্য-ভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়।

সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টি-রক্ষাই তাঁহার জনন-ক্রিয়ার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-মানসে যাঁহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলেই বিরত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ত্তব্য-পরায়ণ; আর যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে উদাসীন, অথচ ক্রিয়া-তৎপর, তাঁহারা ঘোর অকর্ত্তব্যতা-জনিত মহাপাতকগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ও নিতান্ত নিন্দনীয়। প্রবৃত্তির উপর যাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই, নিবৃত্তি-জনিত দিব্য শান্তি-সৌরভে কখনও তাঁহাদের চিত্ত আমোদিত হয় না; তাঁহারা পদে পদে প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হইয়া দুষ্পরিহার্য্য কুকর্ম্মে মলিন হইয়া পড়েন। তাই আচার্য্যের বচন-ভঙ্গি-ক্রমে উপলব্ধি হইতেছে যে, সৃষ্টি-পুষ্টিই যখন জনন-ক্রিয়ার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য, তখন ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত, কথিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কেবল অনর্থই সংঘটিত হয় মাত্র; অতএব নিরুদ্দেশ্য-ব্যক্তির প্রস্তাব্য বিষয় হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পশ্বাদি ইতর প্রাণিগণের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা কোন প্রকার হিতকর উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া প্রাগুক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা প্রকৃতির দাস, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে যে মহাশক্তির প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগের নাই; তাহারা প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইয়া, তাহারই চরিতার্থতা সাধন করিতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতির জ্ঞান বা প্রয়োজন তাহাদের নাই; তাই বলিতেছিলাম, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তবে তাহাদিগের মধ্যেও প্রায়স্থলেই অপত্যোৎ-পাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না।

মানবগণের প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা আছে; ইচ্ছা করিলে, তাহারা চিরকাল নিবৃত্তিশীল হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিতে পারে। মানবের ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তের উপরই লক্ষ্য আছে; হিতাহিত জ্ঞান আছে; তাই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—প্রাণি-জগতে মানবের উচ্চাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। এ হেন মানব যদি উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, মাত্র ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতে উদ্যত হয়, পশ্বাদির ন্যায় কামোন্মত্ত হইয়া প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে, মানবের চিরউপাস্য নিবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দানে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নরাকার জীব এবং পশু, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি? অতএব প্রাগ্‌বর্ণিত উদ্দেশ্য—সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনেচ্ছা ব্যতীত কেবল মাত্র অকিঞ্চিৎকর বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য এবং প্রবৃত্তির প্রসার বৃদ্ধির জন্য জনন-সম্ভাবনাশূন্য জনন-ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত গর্হিত।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য-শৃঙ্খলেই উহা সংযত। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না। যদি কার্য্যের মূলে

উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে জগতের কার্য্যাবলীর কোন প্রকার শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সুব্যবস্থা থাকিত না; তাবৎ কার্য্যই নিতান্ত অব্যবস্থিত হইয়া পড়িত, পৃথিবী অনন্ত অশান্তির আকর হইত। যাহারা ক্রিয়ার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ক্রিয়া-সাধনে সমুদ্যত হয়, তাহারা কার্য্য-সাফল্য জনিত অনুপম আনন্দভোগের অধিকারী হয় না; সুতরাং যখন যে কার্য্যই করা যাউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি এবং সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত উচিত; নতুবা পদে পদে লাঞ্ছনা-প্রাপ্তি অনিবার্য্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন—"কেবা নস্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ"। পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, প্রবৃত্তিকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে, তাহা উত্তরোত্তর ততই পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া কেহ কখনও তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই; বরঞ্চ আরও অধিকতর প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাই শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন যে "ন জাতু কামঃ কামানা-মুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনও কামনা প্রশমিত হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাক্ত অনলের ন্যায় অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি যে শত-সহস্রগুণে শুভকরী, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অতএব যেস্থলে সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তথায় ব্যর্থ-জননক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উত্তম বিকল্প। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তের্নিবৃত্তিরেব সাধীয়সী"। বৃথা ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে যত নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল; মনু বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু নপ্রসজ্যেত কামতঃ" কাম-পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত হইওনা। কাম-প্রসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিলে, অতি অল্প কালের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদিও শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদ্বারা সেই ইন্দ্রিয়-জনিত বাহ্য সুখেরও ব্যাঘাত ঘটে। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ হয় বটে, কিন্তু ঐ সুখই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভোজন-ক্রিয়ায় সুখ আছে, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা; ভোজন-ক্রিয়া যদি দুঃখজনক হইত, তাহা হইলে শরীর-রক্ষণে অবহেলাও হইতে পারিত। অতএব ভোজন-জনিত যে সুখ, তাহা শরীর-রক্ষার প্ররোচক মাত্র; তাই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা, গৌণ উদ্দেশ্য অশন-সুখ। শরীর-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি ভোজন-সুখের জন্যই কেবল ভোজন করে, সে অচিরাৎ রোগাদি-জনিত অমঙ্গল-ভাগী হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার মুখ্য উদ্দেশ্য অপত্য-উৎপাদন। যে ব্যক্তি সেই মুখ্য উদ্দেশ্য পরিহার পূর্ব্বক গৌণ-উদ্দেশ্য শারীর-সুখেরই অনুসরণ করে, সেও অচিরাৎ সেই সুখ হইতে বঞ্চিত ও বিবিধ অমঙ্গল-ভাগী হয়। ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত শারীর সুখ অপত্য-উৎপাদনের প্ররোচক মাত্র। অপত্যোৎপাদন-ক্রিয়া দুঃখজনক হইলে, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থ প্রবৃত্তির অভাব হইত। ইন্দ্রিয়-সুখ সেই অভাবের অপসারণ করিয়াছে মাত্র; নতুবা উহাই উদ্দেশ্য নহে, এবং উহাকেই উদ্দেশ্য করিলে, কদাচ অভ্যুদয়ভাগী হওয়া যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ।

শিষ্য—কেনাধিকারিণস্তস্মিন্?

অর্থ—সেই জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী কাহারা ? অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিগণ জগতের হিতার্থে সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জীবোৎপাদন-কর্ম্মে বৈধভাবে সমর্থ, এবং কাহারাই বা অসমর্থ, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু—শক্তিরুৎপাদিকা যেষাং ইন্দ্রিয়েষু ন বর্ত্ততে।

অর্থ—যাহাদের শুক্রে উৎপাদিকাশক্তি নাই, তাহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ শুক্র; যথা রত্নকোষে——"নৃ-বীজমিন্দ্রদৈবত্যং তস্মাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে"। প্রথম সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্যই জনন-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অধুনা তাহার অধিকারি-নির্ণয়-মানসে অনধিকারিগণের উল্লেখ করা যাইতেছে; কারণ অনধিকারী ব্যতীত সকলেই অধিকারী। যাহাদের রেতঃ উৎপাদিকাশক্তিবিহীন, অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষার অনুকূল জীবোৎপাদন-কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে না, তাহারা উল্লিখিত ক্রিয়ার অনধিকারী। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্যই জনন-কার্য্য; যাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার পক্ষে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিই শ্রেয়সী। ইন্দ্রিয়-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর; সুখই যদি ইন্দ্রিয়-সেবকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তি-মার্গে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করিতে পারেন। তিনি যদি ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী না হইয়া, নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকারের জন্য অপর কোন সামাজিক—দৈশিক ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন, তাহাহইলে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী অন্যভাবে প্রভূত উপকার-প্রাপ্ত হইতে পারে; আপ্রলয় তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকে, এবং তিনিও অপরিমিত আনন্দ ভোগ করেন; সে আনন্দের নিকট ইন্দ্রিয়-সুখ অতি তুচ্ছ। প্রাচীন ঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলের-জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীতে কর্ত্তব্যের পরিসীমা নাই; যিনি যতই কর্ত্তব্য-সাধন করুন না কেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আরও কিছু কর্ত্তব্য তাঁহার থাকিবেই থাকিবে। সৃষ্টি-রক্ষারূপ কর্ত্তব্য-পালনের জন্য যাঁহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালন করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে তাহা বিধেয়; কিন্তু যে সমুদয় ব্যক্তি উক্তরূপে সৃষ্টি-পোষণের অনুকূল কার্য্য-সাধনে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা গর্হিত। জগতের কোন উপকারই নাই, অথচ বৃথা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় শিথিল-শক্তি হইয়া ভারময় জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা প্রবৃত্তি-প্রশমনপূর্ব্বক সুস্থ ও সবলকায় হইয়া জগতের হিতকর অনুষ্ঠানে নিরত থাকাই কি নিরুদ্দেশ্যভাবে অকার্য্যা-নুষ্ঠান হইতে প্রশস্যতর ব্রত নয়? পশ্বাদির ন্যায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অপেক্ষা নিবৃত্তির অনুসরণই শ্রেয়স্কর।

৩। যে দীনা নিতরাং নিস্বাঃ।

অর্থ—যাহারা দীন, নিতান্ত নিঃস্ব, তাহারাও অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—"পৃথিব্যাং যানি দুঃখানি নরাণামাপতন্তি হি। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পুত্রদর্শনজাৎ সুখাৎ॥"

এই দুঃখ বহুল অবনীমণ্ডলে মানবের যত প্রকার দুঃখই থাকুক না কেন, একমাত্র পুত্র-মুখদর্শনেই তাবৎ দুঃখ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এহেন প্রাণপ্রিয় অপত্যকে যাহারা, (মনের সাধে খাওয়ান পরান দূরের কথা) অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারাও জীবিত রাখিতে অক্ষম, তাদৃশ নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পক্ষে জীবোৎপাদন অনুচিত; ইহাতে জগতের উপকার না হইয়া তদ্বিনিময়ে বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে, এবং উৎপাদকগণও সন্তানের ক্ষুৎ-কাতর পরিম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করেন। অতএব যাহারা কোন প্রকারে কোন উপায়ে অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্তও নির্ব্বাহিত করিতে অশক্ত, তাদৃশ উপজীবিকাশূন্য উপায়ান্তরবিহীন ভিক্ষুকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনধিকারী। কেন না—দয়ালুর সংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাতে দয়ার প্রয়োগস্থল—অর্থাৎ দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। যে দেশে দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, সে দেশ তত নিস্তেজ, নিরবলম্ব ও নিঃস্ব; যে দেশে স্বাধীনজীবিক লোকের সংখ্যা যত অল্প, সে দেশ তত অনুন্নত। অতএব পৃথিবীতে কতগুলি নিঃস্ব নিরুপায় দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া, কতগুলি পরভাগ্যোপজীবী দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দেশের অপকার করা অপেক্ষা, তাহা হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়; তবে যাহারা কোন মতে কায়ক্লেশেও সন্ততি-পালনে পারক, তাহাদের এ বিধি প্রসক্ত হইবে না।

দীনহীন কৃতদার ব্যক্তিকে ... নিঃসম্বলতা-নিবন্ধন কেবল দারোপ... বিরত করাই সূক্ষ্মদর্শী পরিব্রা... লক্ষ্য নহে, পরন্তু তাদৃশ ব্যক্তির দারপরিগ্রহই অনুচিত, ইহাও ... স্মা- ... ব্রহ্মচর্য্য- ... ধিকারী ... বীর পক্ষে ... । ইহাতে পরিচ্ছেয়। মানব যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোন বৈধ উপায়ে পরিজন-পালনক্ষম না হয়, তাবৎকাল তাহার দার-গ্রহণ করাই অসঙ্গত। পরিণীত হইয়া কতগুলি পরিবারের কষ্টের কারণ হইয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছার সংযম-সাধন পূর্ব্বক কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। অস্মদ্দেশে প্রায়শই এ নীতির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়; পরের গলগ্রহ হওয়া যেন আমাদের কতকটা স্বভাব-সিদ্ধ। নতুবা যদি "স্বোপার্জ্জিত বা বৈধোপায়লব্ধ অর্থের দ্বারা পরিবার পালন করিতে হইবে" এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষ এত দুর্দ্দশাপন্ন হইত না। যতদিন পরিবার পালনের ক্ষমতা না জন্মে, ততদিন পরিবার-রূপ দুষ্পরিহর বাগুরায় আবদ্ধ হওয়া কদাচ আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থেই জননের প্রয়োজন। জাত সন্তানের সুপরি-পালন—সুপরিরক্ষণ না হইলে, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না, সুতরাং দুঃখের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত ... প্রাচীন আর্য্য-জন্মিল বটে, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি সর্ব্বথা অনশনে- তবে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য হইল ... না করেন, তাঁহাদের পক্ষে ...চর্য্যের অবসানে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক অপত্যোৎপাদনে কোন বাধা নাই।

৭।—বৃদ্ধা বা জীর্ণবীর্য্যা চ।

অর্থ—যাঁহারা বৃদ্ধ বা জীর্ণবীর্য্য, তাঁহারাও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা বার্দ্ধক্য বা অন্য কারণে নিতান্ত জীর্ণবীর্য্য, তাঁহাদের পক্ষেও প্রাগুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসঙ্গত। জীর্ণ-বীর্য্যোৎপাদিত সন্ততি নিতান্ত জীর্ণ-মস্তিষ্ক

মৃত্যু-সংখ্যাও ইংলণ্ডের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা হইতে অধিক। এদেশে পিতা-মাতার দরিদ্রতাই উহার এক প্রধান কারণ। যদি বল, সমাজের ধনী ব্যক্তিরাই দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জগতে অনিবার্য্য দুঃখ এতই রহিয়াছে যে, তাহা মোচন করাই পরোপকারী ধনিবৃন্দের পক্ষে সুকঠিন; সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জগতের দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া, তন্মোচনার্থ ধনী-দিগকে বাধ্য করিলে, জগতের দুঃখমোচনের প্রতিকূলতাই করা হয়।

৪। কুষ্ঠাদ্যৈশ্চ মহারোগৈঃ পীড়িতা যে চ মানবাঃ।

অর্থ—। যাহারা কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগ-গ্রস্ত, তাহারাও কথিত উপগমন-কার্য্যে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—। কুষ্ঠ—যক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিও যে পিতৃ-রোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রায়শই কর্ম্মক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পিতৃরোগ কেবল যে অধ-ক্রিয়ার অনাধিক্যগামী হয়, তাহা নহে, উহা জন্যই জনন-কার্য্য; বংশগত প্রায় তাবৎকেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না. তাহার এবং এইরূপে অপেক্ষা নিবৃত্তিই শ্রেয়সী। ইন্দ্রিয়-সুখ সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর; সুখই যদি ইন্দ্রিয়-সেবকের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তি-মার্গে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করিতে পারেন। তিনি যদি ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী না হইয়া, নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকারের জন্য অপর কোন সামাজিক—দৈশিক ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন, তাহাহইলে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী অন্যভাবে প্রভূত উপকার-প্রাপ্ত হইতে পারে;

কাহারও সুখ হয় না; প্রত্যুত নিরতিশয় দুঃখই হইয়া থাকে। অতএব কতগুলি জীব সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে আজন্ম যন্ত্রণা এবং সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র করা অপেক্ষা, জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ান্। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে—"যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্" স্ত্রী যে প্রকৃতির পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়, তাহার গর্ভে সেই প্রকৃতির সন্তান উৎপাদিত হয়। যদি কেহ বলেন যে, ইহার দ্বারাও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয়, তদুত্তরে বলা যায় যে, ইহাদ্বারা আদর্শ-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয় না। যে মানবের দ্বারা মানবের বিবিধ কর্ত্তব্য সংসাধিত না হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব কর্ত্তৃক মান-বাস্তিত্ব-প্রবাহ রক্ষিত হয়, ইহা বলা যায় না।

৫। অপক্করেতসো বা যে—

অর্থ—অপক্করেত-ব্যক্তিগণও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী,

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না, এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য প্রকার রোগে প্রপীড়িত হইয়া পরিশেষে সুহৃদগণের অশেষ দুঃখের কারণ হয়। ইহাতে কাহারই সুখের সম্ভাবনা নাই; অতএব অপক্কবীর্য্য-ব্যক্তির প্রাগুক্ত ক্রিয়ায় অধিকার নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ভূয়ঃ-

রাও ... লনে দেশের এবং সমাজের যে কি অনিষ্ট
ব্যাং ... ছ, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহাতে
মাপতন্তি ... ং বীজোৎপন্ন অঙ্কুর, উভয়েই অকালে
দর্শনজাং সুং ... পতিত হয়। ইহাদের দ্বারা সমাজের
এই দুঃখ ... পকার সাধিত হয় না। ইহারা ঘোর
প্রকার দুঃখই ... গাকরণ-জনিত মহাপাপে মগ্ন
মুখদর্শনেই ত ... নের কার্য্যকর মধ্যাহ্নেই ইহধাম

পরিত্যাগ করে; ইহাতে সৃষ্টির কোনই অনুকূলতা হয় না, বরঞ্চ প্রকারান্তরে অপকারই সংঘটিত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"পুমান্ বিংশতি বর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া। স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি। অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতং।" বিংশতিবর্ষীয় পুরুষ যদি পূর্ণ-ষোড়শবর্ষীয়া রমণীর সহিত যথাকালে সঙ্গত হয়েন, তবে তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তানই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্কের সহযোগে অপূর্ণ-ষোড়শী রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অধম হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে অপরিপক্ক বীজোদ্ভূত সন্তান জন্মিতে থাকিলে, কালে মনুষ্য-বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদও ... বলিয়াছেন "ঊনষোড়শ-বর্ষায়ামপ্রাপ্ত-পঞ্চবিংশতিঃ, যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্ত-বালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ।

পঞ্চবিংশবর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ, ষোড়শ-বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করিলে, গর্ভেতেই উৎপন্ন সন্তান বিপন্ন হয়; ঐ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে অধিক দিন জীবিত থাকে না; এবং যদিওবা অধিকদিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়; অতএব অতিবালাস্ত্রীতে কখনও গর্ভাধান করিবেনা।

৬।—বানপ্রস্থা ভিক্ষবো বা ব্রহ্ম-চর্য্যরতাশ্চ যে।

অর্থ—যাহারা বানপ্রস্থ, ভিক্ষু বা ব্রহ্মচর্য্য-রত, তাহারাও উপগমন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থেতর আশ্রমত্রয়-সেবীর পক্ষে প্রাগ্বর্ণিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনুচিত। ইহাতে তাঁহাদের গন্তব্য পথ অপ্রাপ্য হয়। ইহা তাঁহা-দিগের সাধনের বিশেষ অন্তরায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব আশ্রমানুকূল ধর্ম্মে সমধিক আস্থাবান হইয়া আদর্শ-জীবন-সাধনে সমর্থ হউন, ইহাই একান্ত অভিপ্রেত। যাঁহারা এখনও প্রবৃত্তির কঠোর শৃঙ্খলে অনাবদ্ধ কিংবা একবার সেই দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, এবং নিবৃত্তির স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুধা উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, তাঁহারা যেন নিবৃত্তির নির্ভয় ক্রোড় পরিহার পূর্ব্বক, আর প্রবৃত্তির করাল কবলে প্রবিষ্ট হইয়া অশান্তি-পেষণে নিষ্পেষিত না হয়েন, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। প্রবৃত্তির প্রসার যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জীবন ততই দুঃখময় হইয়া দাঁড়াইবে; আবার নিবৃত্তির কৌমুদী-প্রভায় হৃদয় যতই আলোকিত হইবে, জীবন ততই শান্তির নিকেতন হইয়া উঠিবে। অতএব যিনি যত নিবৃত্তিশীল, তাঁহার সুখের পথ তত বিস্তৃত পক্ষান্তরে, যিনি যত প্রবৃত্তিমান্, তাঁহার দুঃখের জলধি তত অনন্ত। তাই প্রাচীন আর্য্য-গণ বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি সর্ব্বথা শ্রেয়সী। তবে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক অপত্যোৎপাদনে কোন বাধা নাই।

৭।—বৃদ্ধা বা জীর্ণবীর্য্যা চ।

অর্থ—যাঁহারা বৃদ্ধ বা জীর্ণবীর্য্য, তাঁহারাও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা বার্দ্ধক্য বা অন্য কারণে নিতান্ত জীর্ণবীর্য্য, তাঁহাদের পক্ষেও প্রাগুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসঙ্গত। জীর্ণ-বীর্য্যোৎপাদিত সন্ততি নিতান্ত জীর্ণ-মস্তিষ্ক

ও ক্ষীণকলেবর হয়; শরীরে বলাধান মাত্র হয় না; নিরতিশয় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হয়; যদিওবা জীবিত থাকে, কিন্তু এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দ্বারা জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকেনা; সে নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া সংসারে জীবিত-যাতনা ভোগ করিতে থাকে মাত্র। সেই সন্ততি হইতে যদি কোন বংশ সমুৎপন্ন হয়, তবে সে বংশের তাবৎকেই পূর্ব্বপুরুষের ঐ ঘোর অপকর্ম্মর ফলভোগ স্বরূপ নানাপ্রকার রোগে ও দৌর্ব্বল্যাদিতে সমাজে নগণ্য হইয়া থাকিতে হয়; পৃথিবী তাহাদের ভারই বহন করেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত রোগী এবং দীনের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, অশেষবিধ অপকারই ভোগ করেন মাত্র। অতএব ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কতগুলি অকর্ম্মণ্য, অলস, আময়গ্রস্ত জীবের প্রসার বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, নিবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এতাদৃশ ক্ষেত্রে, যাঁহারা এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, নিজের কর্ম্মের পরিণাম-ফলের দুরবস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও, নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণতি-বিরস ইন্দ্রিয়-সুখের বশবর্ত্তী হয়েন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের জীবন্মৃত বংশীয়গণকে নানাবিধ অশান্তি ও সামাজিক অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয়। যে যে কারণে অপরিপক্ক বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান অপ্রশস্ত, সেই সেই কারণে জীর্ণবীর্য্যোৎপন্ন সন্তানও অপ্রশস্ত। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে সময়ে মানুষের বলী—অর্থাৎ চর্ম্ম শিথিল হয়, কেশ পলিত হয়, কিংবা পৌত্র-মুখ দর্শন হয়, সে সময়ে অরণ্য-প্রবেশ—অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম বিশিষ্ট গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বর্জ্জিত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন বিধেয়। তাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, "পঞ্চশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ এই সময়ে সন্তান-উৎপাদনাদি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, বানপ্রস্থাদি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের উপকার-সাধনে নিরত হইতে হইবে।

৮। শিষ্য—কিমাধারঞ্চ তদ্বদ।

অর্থ—তাহার—অর্থাৎ প্রাগুক্ত জনন-ক্রিয়ার কীদৃশ আধার হিতকর এবং শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন। বীর্য্যাধানের ক্ষেত্র কি প্রকার হওয়া উচিত, ইহাই এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য।

গুরু——

৯।—যোষিৎ রোগবিহীনা যা।

অর্থ—যোষিৎ—স্ত্রী—অর্থাৎ যে পরিণীতা নারী রোগবিহীনা, অপত্য-উৎপাদনে তিনি শ্রেষ্ঠ আধার।

ব্যাখ্যা—রোগিনী-সমাগমে সমুৎপন্ন সন্ততির শরীরও রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং সঙ্গতি-কর্ত্তাও রোগযুক্ত হয়েন; ইহাতে উভয়কেই অনর্থ ভোগ করিতে হয়; সুতরাং এতাদৃশ ক্ষেত্র জননক্রিয়ার অনুপযোগী। ইহার অনুষ্ঠানে আরও যে কত অবর্ণনীয় রোগাদির এবং অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা ভাষার অতীত। বিবেচকগণ একটু প্রণিধান করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১২—স্বগুণৈরবিরোধিনী।

অর্থ—প্রাগুক্ত গুণবিশিষ্টা যে পরিণীতা ভার্য্যা স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক গুণের অবিরোধিনী, তিনিই জনন-ক্রিয়ার উপযুক্ত পাত্রী।

ব্যাখ্যা—পতি এবং পত্নী, এতদুভয়ের

যদি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রভৃতি গুণগত প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে এতদুভয়ের সংযোগ-সমুৎপন্ন সন্ততিই সৃষ্টির অলঙ্কার-রূপে পরিণত হয়; অন্যথা বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন দারোপগমনে নানাবিধ কুসন্তান জন্মিয়া সৃষ্টি কলঙ্কিত করে, এবং তদ্ধেতু পতি ও ভার্য্যা, উভয়কেই শারীরিক ও মানসিক অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয় ইহাতে উভয়ের মধ্যে কাহারই সুখ-লাভের আশা থাকেনা; পরন্তু নিরতিশয় দুঃখই ভোগ করিতে হয় মাত্র।

যে স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়েরই গুণের সমতা থাকে, তথায় তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তান আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয়। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন "উভয়ং তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে"।

১১—নাতিবালা ন বৃদ্ধা বা।

অর্থ—প্রাগ্‌বর্ণিত গুণবত্তা সত্ত্বে যে রমণী অতি বালা বা বৃদ্ধা নয়, তাদৃশী পরিণীতা ভার্য্যাই জনন-ক্রিয়ায় সমধিক প্রশস্তা।

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য বা জীর্ণবীর্য্য-সমুৎপন্ন সন্তান যেমন ক্ষীণায়ুঃ এবং অশেষ প্রকার অকল্যাণভাগী হয়, অপ্রস্ফুটবৃত্তি অপরিণত-বয়স্কা কিংবা গলিতযৌবনা রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তানও তদ্রূপ। ইহাতেও স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়কেই নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ৫ম সূত্রেই দৃষ্ট হইবে যে, শাস্ত্রে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান অকর্ত্তব্য বলিয়া বিধান আছে।

১২—বয়সাচ কনীয়সী।

অর্থ—উল্লিখিত লক্ষণ সমন্বিতা পরিণীতা ভার্য্যা যদি বয়ঃকনিষ্ঠা হয়, তবে সেই জনন-

ব্যাখ্যা—বয়োধিকারমণী-সহযোগে সন্তান-সন্ততিও প্রাগুক্ত বহুল দোষভাক্ হইয়া থাকে, এবং এই বিসদৃশ-সংস্পর্শে সংস্পর্শকর্ত্তার নানাপ্রকার রোগ ও আয়ু-ক্ষয় ঘটে। তাই আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র এ বিষয়ের ভয়ঙ্কর অপকারিতা প্রদর্শনপুরঃসর ইহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু শারীরিক নহে, মানসিক শক্তিক্ষয়ও অনিবার্য্য। ফলতঃ ইহ-পারলৌকিক ক্ষেমকামী ব্যক্তিবৃন্দের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, বয়োধিকা রমণীর সংযোগ অত্যন্ত অপকারপ্রদ এবং অপ্রীতিজনক,—ইহার পরিণামফল বিষম বিষময়;—ইহার অনিষ্টকারিতা বর্ণনারও অতীত।

১৩—পরিণীতা পতিপ্রাণা প্রহৃষ্টা গৃহ-ধর্ম্মসু। সা প্রশস্তা সিসৃক্ষূণাং প্রজোৎপাদন-কর্ম্মণি॥

অর্থ—উপরিলিখিত গুণবিশিষ্টা পতিব্রতা সাধ্বী ও সংসার-ধর্ম্মে সতত উৎসাহ-প্রফুল্লা পরিণীতা রমণীই সৃষ্টি-লিপ্সুগণের প্রজা-সৃষ্টি-বিষয়ে প্রশস্যতম আধার। ৯ম হইতে ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত তাবৎ বিশেষণ-পদই ৯ম সূত্রস্থ বিশেষ্য 'যোষিৎ' পদের সহিত অন্বিত।

ব্যাখ্যা—আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে যাহা কিছু বলা হইল, তৎসমস্তই সম্পূর্ণভাবে যে রমণীতে বিদ্যমান আছে, তিনিই সন্তান-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠপাত্রী; তাদৃশী রমণীর গর্ভজাত সন্ততি ইহলোক এবং পরলোক, উভয়ত্রই শুভফলহেতু হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, সংসার অলঙ্কৃত হয়, জগৎ নানা প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হয়। তাদৃশী লোক-ললামভূতা

ললনার শুভগর্ভ-সমুদ্ভূত-সন্তান যথার্থই 'সন্তান' পদবাচ্য; তাহার দ্বারাই সৃষ্টির সন্তান—অর্থাৎ বৃদ্ধি যথার্থ সুসাধিত হয়। সে সবল এবং সর্ব্ববিষয়ে সামর্থ্যশালী হইয়া অলোকসামান্য দিব্য প্রতিভা প্রকাশে বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করে। তাদৃশ একটি সন্তান দ্বারা যে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, দুর্ব্বল ক্ষীণমস্তিষ্ক বিবিধ-ব্যাধি-মন্দির অন্য শত-সহস্র তথা-কথিত সন্তান দ্বারা তাহা কদাচ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই পরিব্রাজক, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্য দারোপগমনকারী ব্যক্তি-গণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত নিদানস্বরূপ প্রজা-সৃষ্টির আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে, নারী-জাতির গর্ভ-গ্রহণোপযোগিতার বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; যাঁহারা সৎ-অপত্য-লাভপ্রয়াসী, তাঁহারা যেন এ বিধির ব্যভিচারী না হয়েন, ইহাই একান্ত নিবেদন। যে জন্মিলে বংশ পতিত হয় না, সেই ত অপত্য; সেই অপত্য শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির সার্থক পাত্র (ন পততি বংশো অনেন)। প্রাগ্‌বর্ণিত সুলক্ষণা-ন্বিতা সাধ্বীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই "পুত্র" শব্দের যথার্থ প্রতিপাদ্য।

১৬—যস্মাৎ প্রজাবিবৃদ্ধিস্তৎ মতং রতমনুত্তমং।

অর্থ—"ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ স" ইত্যমরঃ,—যে রত, অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম—জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে প্রজা-বিবৃদ্ধি হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-প্রবাহ-পরিপালন হেতুই উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অতএব সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত রততৎপর হওয়া অনুচিত। কেননা, তাহাতে সৃষ্টির কোনই লাভ নাই, প্রত্যুত ব্যর্থ-বীর্য নিষেক-নিবন্ধন

রূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, সন্তান-উৎপাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্ম-পরিচর্য্যা অকর্ত্তব্য। উহাতে সৃষ্টির ক্ষতি বই বিন্দুমাত্রও লাভ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা বন্ধন—অর্থাৎ নিয়ম থাকা উচিত; যে কার্য্য কোন প্রকার নিয়ম-রজ্জুতে সংযত নহে, তাহাতে পদে পদে বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রায়শঃ পরিণাম-বিফলতা উপস্থিত হয়; অতএব তাবৎ কার্য্যেরই একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। উল্লিখিত রতক্রিয়াও যদি এই প্রকার সন্তান-জনন-সীমায় আবদ্ধ থাকার নিয়মে সংযত না করা যায়, তাহাহইলে সমাজে মহতী বিপত্তির আবির্ভাব হয়;—অধুনা হই-তেছেও তাই। সংযম-ভ্রষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তা নিবন্ধন, অন্যান্য অশেষ কর্ত্তব্য অবহেলাপূর্ব্বক, অনেকে হয়ত উহাতেই সমর্পিতজীবন হইয়া থাকেন; সুতরাং প্রবৃত্তির পঙ্কিল-প্রবাহে শান্তিময়ী নিবৃত্তির অস্তিত্ব ভাসিয়া যায়। নানা প্রকার অনর্থ ভারে আক্রান্ত হইয়া, সমাজ চিরদিনের মত উন্নতির উত্তুঙ্গ আশামঞ্চ হইতে নিপতিত হয়। অতএব যাহাতে উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রসার বর্দ্ধিত না হয়, তজ্জন্য একটা নিয়ম থাকা প্রয়োজন; তাই পরিণামদর্শী আচার্য্য জনন-ক্রিয়ার বিষয়ে একটী বিশ্বজনীন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া, শিষ্যকে কর্ত্তব্য শিক্ষাদান-চ্ছলে জগতের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন।

১৭—অন্যৎ নিরয়দং বিদ্ধি দুষ্কাম-কলুষীকৃতম্॥

অর্থ—প্রজা-প্রাপ্তি-বাসনা ও সম্ভাবনা ব্যতীত যে জনন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নরকজনক বলিয়া জানিবে; কেননা তাহা দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত।

ব্যাখ্যা—কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা অপত্যেচ্ছা ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ার

নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে নরক-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সন্তানেচ্ছায় উদাসীন থাকিয়া জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যে কি মহান্ অনর্থপাত সংঘটিত হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বস্থ সূত্র সমূহে উক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অতঃপর মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৃষ্টি-রক্ষার উদ্দেশ্যশূন্য উপগমন-ক্রিয়া কথঞ্চিৎ আপাত-সুখদ হইলেও পরিণাম-নিরয়দ, অশেষ অকল্যাণকর ও অবর্ণনীয় অশান্তিজনক। দুষ্কাম-কলুষিত রতানুষ্ঠানে যে সৃষ্টির কি মহৎ অনিষ্ট হয়, তাহা কেবল সুহৃদয়-সংবেদ্য, উহার প্রকাশো-পযোগিনী ভাষা নাই। ইহাতে সমাজের বলক্ষয়, দেশের অবনতি ও জগতের মহতী ক্ষতি হয়।

১৮—ভার্য্যায়াং হি প্রজা কার্য্যা সৈব ক্ষেমঙ্করী ভবেৎ।

অর্থ—ভার্য্যাতেই প্রজা (সন্ততি) উৎপন্ন করা উচিত। কেননা সাধ্বী সদৃশী ভার্য্যা-সম্ভূত অপত্য ইহজগৎ এবং পরজগৎ, উভয়ত্রই মঙ্গলের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা—নাস্তি পাপকরং কিঞ্চিৎ পরদারাভিমর্ষণাৎ। ভার্য্যেতরসঙ্গমাচ্চ সর্ব্ব-লোকবিগর্হিতাৎ॥ শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পরস্ত্রী-গমন বা সর্ব্বলোক নিন্দিত পণ্য-রমণী-(বারাঙ্গনা) অভিমর্ষণ অপেক্ষা অধিক পাপ-জনক কার্য্য আর কিছুই নাই। এই কুকার্য্যের ফল অসহ্য লোকনিন্দা, অপরিমিত আত্মগ্লানি, অনন্ত অবমাননা, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আধ্যা-ত্মিক অধোগতি ইত্যাদি। আর পরত্রে উৎকট নরক-ভোগের অনিবার্য্যতা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট বর্ণিত। এহেন কুক্রিয়াজাত সন্ততি দ্বারা পিতৃকুলের কোনই প্রীতি সাধিত হয় না; পরন্তু জগতের মহান্ অপকার হয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণিহত্যার (নর-হত্যাই বলা যায়) উৎকট পাপে আক্রান্ত হইতে হয়। তাই ভার্য্যা ব্যতীত ক্ষেত্রান্তরে সন্তান জনন নিতান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাধ্বী ভার্য্যার গর্ভসম্ভূত সন্তান বংশের এবং জগতের বিভূষণরূপে শোভা পায়। সূর্য্য-কুলপতি মহারাজ দিলীপ সন্তানকামী হইয়া বলিয়াছেন যে—"সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে।" সৎকুল-সমুৎপন্ন অপত্য ইহ-পর উভয় লোকেই অশেষ মঙ্গলের নিদান। বাস্তবচক্ষে দৃষ্টি করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।" পুত্রের নিমিত্তেই ভার্য্যা-গ্রহণ, কেননা পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডপ্রাপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরস্ত্রী-গর্ভসম্ভূত অসদপত্যে সে আশা থাকেনা। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা, আয়ুষ্কামেন বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি" প্রাজ্ঞ বিনয়-ভূষিত জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ আয়ুষ্কাম-ব্যক্তি যেন কদাচ পরস্ত্রীতে বীজ-বপন না করেন। এসম্বন্ধে বিবিধ নিষেধশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আত্মপক্ষে পরভার্য্যা-নিষিক্ত-বীজের ব্যর্থতা প্রদর্শন-কল্পে ভগবান্ মনু আরও বলিয়াছেন যে, "নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ ক্ষে বিদ্ধমনুবিদ্ধ্যতঃ। তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পর-পরিগ্রহে" অন্য কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ কৃষ্ণসারের ক্ষতস্থলে বাণবেধ করিলে যেমন সেই পশ্চাৎ-বেধকারীর ক্ষিপ্ত শর নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ পরক্ষেত্রে বপিত উক্ত বীজও নিষ্ফল হইয়া যায়; বপন-কর্ত্তার কোনই লাভ হয় না,—পরন্তু ক্ষতিই হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার্থ জননকর্ত্তার পক্ষে স্বভার্য্যেতর-রমণী-স্পর্শ শাস্ত্রতঃ এবং ব্যবহারতঃ, উভয়স্থলেই অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অপত্যলিপ্সুর এতাদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়। পরিণীতা ভার্য্যাই সংসারে লক্ষ্মী-রূপিণী। সংসারাশ্রমে বাস করিতে হইলে, যাহাতে দাম্পত্য বিরোধ না ঘটে, তৎপক্ষে সমধিক দৃষ্টি রাখা পতির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে সংসারে দম্পতীর মানসিক অকৌশল বিদ্যমান, তাহা নিত্য অশান্তির নিলয় স্বরূপ। একেই ত সংসার নানা দুঃখের আকর, তাহাতে আবার যদি দাম্পত্য প্রণয়জনিত অপার্থিব সুখটুকুও পৃথিবীতে না মিলে, তবে মানুষের সংসার-ধর্ম্ম বিষম বিড়ম্বনাময় হয়। তাই একজন, প্রসিদ্ধ

কবি বলিয়াছেন—"পান্থাশ্রমেঽস্মিন্ সংসারে নানাতাপ-পিপাসুভিঃ। পতিভিঃ সর্ব্বদা লভ্যা শান্তির্ভার্য্যাবিনোদনাৎ।" এই পান্থাশ্রম-স্বরূপ সংসার-ক্ষেত্রে নানাতাপ-ক্লিষ্ট শান্তি-তৃষ্ণা-কাতর পতিগণের সাধ্বী পতিপ্রাণা ভার্য্যাকৃত মনোবিনোদন-সম্ভূত অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করা উচিত। মনুও বলিয়াছেন——"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ।" অপত্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, আত্মপরিচর্য্যা, উত্তমা রতি, পিতৃপুরুষ এবং আত্মার স্বর্গ, এ সমস্তই সাধ্বী ভার্য্যার অধীন। অতএব যাহাতে সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যার প্রতি অসদ্ব্যবহার না করা হয়, তাঁহার অবমাননা না করা হয়, তাঁহার মনে বেদনা না দেওয়া হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি-কশ্চন॥" সন্তানলাভের জন্য মহোপকারিণী বহুকল্যাণ-ভাজনরূপিণী গৃহের শোভা-সংবর্দ্ধিনী স্ত্রী সর্ব্বদা প্রেমাদর-প্রাপ্তির যোগ্যা; কেননা গৃহীর গৃহে স্ত্রী এবং শ্রী-(লক্ষ্মী) এতদুভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী। এতাদৃশ-মঙ্গলময়ী প্রেমামৃত-প্রবাহিনী পতিপ্রাণা রমণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহারা ঘৃণিত পরদারা-ভিমর্ষণকার্য্যে উদ্যত হয়, তাহাদের ন্যায় পাপাচার, বিশ্বাসঘাতক, আত্মদ্রোহী অভাগা জীব এ জগতে আর নাই। নারীজাতি প্রায়শই পতি-পথবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন; পতির হৃদয়ের গুণ-গরিমা প্রচ্ছন্নভাবে ললনা-হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে তাদৃশ গুণসম্পন্না করিয়া তুলে; সুতরাং পতি যখন কল্যাণকরী ভার্য্যার প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক উৎপথবর্ত্তী হন, তখন তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ন্যায় আচরণ করিতে পারেন। তিনিই তাঁহার অজ্ঞাত-পরপুরুষতত্ত্বা সরলা ভার্য্যাকে বিষম বীভৎস পাপের অভিনয় দেখাইতেছেন; এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীও উৎকুলগামিনী হইলে, তাহাতে স্ত্রীর দোষ অপেক্ষা পথ-প্রদর্শক (রক্ষাকর্ত্তা?) ভর্ত্তার দোষই অধিকতর। স্ত্রী স্বামীর গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎপক্ষে উদাসীন থাকা সর্ব্বথা অবিধেয়। এই উদাসীনতার ফল বংশের এবং জগতের অকল্যাণে পরিণত হয়। আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্রে উক্ত আছে—"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥" সমুদ্র-সঙ্গতা তটিনীর ন্যায় ভার্য্যা স্বামীর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্যভিচার কালে স্বামীর মনে করা উচিত যে, তাঁহার এই দুষ্কার্য্যের পরিণাম সঙ্গ-সংক্রমণের অপরিহার্য্য ফলে তদীয় ভার্য্যার চরিত্রে সংসক্ত হইতে পারে; অতএব সংসার-সুখলিপ্সু সন্তানচিকীর্ষু আত্মার এবং পিতৃপুরুষের স্বর্গকামী ব্যক্তির ভার্য্যেতর-নারীসঙ্গ নিতান্ত অনুচিত। ভার্য্যেতর-সমুৎপন্ন পুত্র "পুত্র" পদবাচ্যই নয়;—তাহাতে উৎপাদনকর্ত্তার কোন প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির আশা নাই; তাই বিচক্ষণ পরিব্রাজক পুত্রোৎপাদনের বৈধাবৈধতার বর্ণনচ্ছলে অবশ্যজ্ঞেয় দায়-ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। স্বভার্য্যা-গর্ভ সম্ভূত পুত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন মানসে মনু আরও বলিয়াছেন যে, "স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতং॥" বিবাহাদি-সংস্কার-পূত স্বক্ষেত্র-সমুৎপন্ন ঔরস-পুত্রই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অপত্য। ভার্য্যেতর-রমণী-গমনে অশান্তি এবং বিপদ এতই জাজ্জ্বল্যমান যে, তাহা বাগাড়ম্বরে বুঝাইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ ব্যভিচারোৎপন্ন সঙ্কর-সন্তান যে সমাজের কত অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গীতার অর্জ্জুনোক্তিতে উহা সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কর-সৃষ্টিতে মানব-সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার সাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সুরক্ষিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

——০ঃ০ঃ০——

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯—ন বাহুল্যমপত্যানাং সৃষ্টি-শ্রেয়স্করং ভবেৎ।

অর্থ—বহুঅপত্য কখনও সৃষ্টির শ্রেয়স্কর হয় না।

ব্যাখ্যা—বহু অপত্য দারিদ্র্যের নিদান। সংসারে দরিদ্রতার প্রসার বৃদ্ধির এমন সহজ উপায় আর নাই। দরিদ্রতা জনিত যাবতীয় অশান্তিই এই বহু-অপত্য-জনন হইতে উৎপন্ন হয়। জগতে দারিদ্র্যের ভাগ যত অল্প হইবে, জগৎ তত সমুন্নত হইবে। এক দরিদ্রতা হইতে সৃষ্টি ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে পারে। দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, সৃষ্টির বৃদ্ধি অপেক্ষা নাশের সম্ভাবনা অধিক। দারিদ্র্যের ন্যায় সর্ব্ববিষয়িনী অবনতির এরূপ কারণ আর দ্বিতীয় নাই। মানব-সমাজে দরিদ্রতাই যে যাবতীয় অনর্থের হেতু, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহারাজ শূদ্রক একদা অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"

"দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি হ্রী-পরিগতঃ প্রভ্রশ্যতে তেজসঃ
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবাৎ নির্ব্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোক-পিহিতো বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে।
নির্ব্বুদ্ধিঃক্ষয়মেত্যহো! নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্।

দরিদ্রতা নিবন্ধন মানবের লজ্জা উপস্থিত হয়। লজ্জিত হইলে পর তাহাকে স্বতেজো-ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র নিস্তেজা বলিয়া নিতান্ত অবমাননা ভোগ করিতে হয়। অবমাননা হইতে আত্মগ্লানি জন্মে; আত্মগ্লানি জন্মিলে, শোকে কাতর হইয়া পড়িতে হয়। শোক-কাতরতা হেতু বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত হয়। বুদ্ধিবিহীন হইলেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; অতএব হায়! একমাত্র দরিদ্রতাই যাবতীয় আপদের নিদান। এতাদৃশ সৃষ্টি-বিপ্লবকারিণী দরিদ্রতা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে না পারে, সৃষ্টি-হিতাকাঙ্ক্ষীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

অপত্য-উৎপাদন-প্রয়োজনের মূল লক্ষ্য করিলে আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তদনুসারে বহুঅপত্য-জনন যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেখিতে পাই, শাস্ত্রে তিন প্রকার ঋণের উল্লেখ আছে যথা—

দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ; এই ঋণত্রয়ে মানব আবদ্ধ; ঐ ঋণ পরিশোধের উপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—যথা যাগাদি দ্বারা দেব-ঋণ, স্বাধ্যায়াদি দ্বারা ঋষিঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। অতএব এই বিধি অনুসারে দুস্তর পিতৃঋণের পরিশুদ্ধির একমাত্র উপায়ই যে সন্ততি, ইহা আমরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। সন্ততি উৎপাদনের প্রধান কারণই হইল পিতৃ-ঋণ পরিশোধন—সৃষ্টি-সংরক্ষণ। যখন একটী মাত্র অপত্যের দ্বারাই প্রাগুক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে, তখন আর একাধিক সন্তান-জননের আবশ্যকতা কি? ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি" জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্রই মানব 'পুত্রী' পদবাচ্য এবং পিতৃ-ঋণ-বিমুক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ পুত্র-পদ-প্রতিপাদ্য; অতএব জ্যেষ্ঠই তাবৎ ধনের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রথম পুত্রের জন্ম হইলেই যখন মানবের পিতৃঋণ পরিশোধিত হইল, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রহিল, তখন পুত্রান্তর-উৎপাদন করিবার আর প্রকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। প্রথম পুত্রই পুং-নাম-নরক-ত্রাতা, সুতরাং যথার্থ পুত্র, তদিতর কামবৃত্তির কদর্য্য ফল স্বরূপ। এসম্বন্ধেও মনুর আদেশ স্মরণ করুন—"সম্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে। স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ" যাহার জন্মপরিগ্রহে ঋণ পরিশোধিত হয়, পিতৃলোক অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই পিতার ধর্ম্মসঙ্গত পুত্র, তদিতর কামজ—অর্থাৎ কামবশ্যতা-নিবন্ধন সমুৎপন্ন। অতএব যখন একটি মাত্র পুত্র কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অক্ষত রাখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তখন বহুপুত্রের উৎপাদনের কারণতা কি? যদিও এই উচ্চাদর্শ সকলের পক্ষে সংরক্ষণীয় হইতে পারে না, কিন্তু যতদূর সাধ্য, ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এস্থলে সূত্রের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, প্রত্যেক পিতা স্বীয় সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া, যে কয়েকটি সন্তানের সুপরিপালন তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তদতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন প্রশস্ত নহে, ইহাই অবধারণ করিবেন। বিশেষতঃ অপত্য-বাহুল্যে গর্ভধারিণীর শরীরও মন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বহু অপত্য-প্রসবে, বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই যৌবনে বৃদ্ধা হইয়া পড়েন, ইহা আমাদের নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। সৃষ্টিকে পুষ্ট করা না বলিয়া বরঞ্চ ভারময় করাই বহু-অপত্য-জননের ফল বলা যায়; তাই মন্বাদিমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃকার্য্যের মুখ্য অধিকারী। যেহেতু জ্যেষ্ঠই প্রকৃত পুত্র, তদিতর কামনাস্রোতের বুদ্বুদ্ স্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ঋণমস্মিন্ সমুৎপন্নমত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চে-জ্জীবতো সুখং॥" এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে, অপত্যের বাহুল্য যে অশেষ উদ্বেগ-প্রদ, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

২০। ন রমণাধিকৃতির্নাস্তি জননাধিকৃতিং বিনা।

অর্থ—জননাধিকার ব্যতীত রমণাধিকার নাই।

ব্যাখ্যা—এই সূত্র দ্বারা আচার্য্য বলিতেছেন যে, যে পুরুষের জননাধিকার নাই, তাহার রমণাধিকারও নাই;—যে স্ত্রীতে

জননাধিকার নাই, সে স্ত্রীতে রমণাধিকারও নাই; যে পুরুষের জননাধিকার আছে, তাহারও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই, এবং যে স্ত্রীতে জননাধিকার আছে, সে স্ত্রীতেও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই; জনন এবং রমণ সতত সমানাধিকরণ হওয়া উচিত। জনন (সন্তান-উৎপাদন) এবং রমণ যে স্বতঃই সমানাধিকরণ হইবে, এমত নহে; অর্থাৎ রমণ করিলেই যে সন্তান-উৎপাদন হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই; কিন্তু আচার্য্যের উদ্দেশ্য এই যে, জননেচ্ছা ব্যতীত কখনও রমণে লিপ্ত হইবে না।

মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক একটি উদ্দেশ্য সংসাধন করে। যথাকালে যথোপযুক্তরূপে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় নিয়োজিত হইলেই, তাহার স্বাভাবিক সার্থকতা জনিত শান্তি অব্যাহত থাকে; অন্যথা উহা হইতে অশেষ অমঙ্গল উদ্ভূত হয়। ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার জনিত যে সুখ, তাহা আদৌ তাহার উদ্দেশ্যই নহে। যদি ইন্দ্রিয়-সুখই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে, যখনই সুখেচ্ছা হইবে, তখনই ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে হয়, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয় সম্ভোগের বিবৃদ্ধিহেতু ইন্দ্রিয় শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায়, সেই ঈপ্সিত ইন্দ্রিয়-সুখই শেষে দুর্লভ হইয়া পড়ে। যদি বল যে, তুমি এমন কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এই সুখ সম্ভোগ করিবে যে, তাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি হইতে পারে? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবায় নিয়মের অধীন থাকা আবশ্যক। আরও দেখ, ইন্দ্রিয়-সুখই যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার কৃত নিয়মের দ্বারাই তোমার সেই অভিপ্রেত ইন্দ্রিয়-সুখের অল্পতা-বিধান হইল। আরও একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিয়া যে নিয়ম করিবে, তাহা কখনও সুপরিপালিত হইবে না; কারণ ইন্দ্রিয়-সুখই যে স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে পরিণাম-চিন্তার অভাব সততই বিদ্যমান। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে যে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এরূপ চিন্তা ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হয় না, বা হইলেও তাহার স্থায়িত্ব জন্মে না। এই সুখলিপ্সু ব্যক্তি-দিগের আপাত-সুখই অনুসরণীয় হয়, এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিক্রান্তি হওয়ায়, উহার অতি-পরিচর্য্যাজনিত অশেষ অমঙ্গল মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?—আত্ম-বিকাশ; যাহার যে অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে, তাহারই পূর্ণ-বিকাশে মানব-জীবন সার্থক ও সফল হয়। সুতরাং মানবের প্রত্যেক কার্য্য বা চিন্তা, প্রতিকূল না হইয়া, যাহাতে সেই বিকাশের অনুকূল হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রযত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ ব্যবহারে সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের আনুকূল্য হয়, সেইরূপ ব্যবহারই বিধেয়। এক্ষণে দেখ যে,

ইন্দ্রিয়-সুখোদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে, মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। উহার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই প্রসার বৃদ্ধি হয়; মনুষ্য-জীবনের বিশিষ্টত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ প্রজননের প্ররোচক মাত্র, এবং প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যত্র উহা দুর্লভ হইয়া উঠে। প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলে, কাম-লিপ্সার জন্য কখনও চিত্তবৃত্তি উদ্বেজিত হয় না,—হৃদয়ের শাম্য বিচলিত হয় না,—কদাচও শান্তির অভাব হয় না। শুদ্ধ কর্ত্তব্য-পথোন্মুখ হইলে, উহাতে নিষ্কাম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে, এবং মানবের মানবত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক অঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আছে; তন্মধ্যে কতিপয় অঙ্গের পরিচালনা না করিলে, আদৌ জীবন রক্ষাই হয় না; সুতরাং জীবন-রক্ষার জন্য সেই সমুদয় অঙ্গের যতদূর ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহা করিতেই হইবে। তদতিরিক্ত স্থলে, সেই সমুদয় অঙ্গের পরিচালনা অমঙ্গলজনক। মুখের দ্বারা আহার করিতে হইবে, আহারের প্রয়োজন শরীর রক্ষা; শরীর-রক্ষা-উদ্দেশ্য-ব্যতীত আহার-গ্রহণে অমঙ্গল অনিবার্য্য। যাহা অমঙ্গলজনক, তাহাই পাপ এবং তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্তরায়। শরীরের যে পরিমাণে ক্ষয়, সেই পরিমাণে ক্ষুধা, তৎপরিমিত আহারই প্রশস্ত; তদতিরিক্ত আহার শরীর-রক্ষারও বিরোধী। এই শরীর-রক্ষার জন্য জননেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তা নাই; কারণ তদ্বিরহিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তৎপরিচর্য্যা ব্যতীত জীবন সংরক্ষণের কোন বাধা হয় না; সুতরাং শরীর রক্ষার্থ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই; পরন্তু উহাতে শরীরের ক্ষয়ই হইয়া থাকে; উহা বরং শরীর রক্ষার বিরোধী। যাহা শরীর রক্ষার বিরোধী, তাহা ভৌতিক জীবনের সুখ-নিদান হইতে পারে না। বিন্দু-রক্ষণই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একমাত্র সোপান, এবং বিন্দুত্যাগই তত্তাবতের সংপূর্ণ অন্তরায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন "মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ"। যদি বল যে, এরূপ অনিষ্টজনক ব্যাপারে সুখের বিদ্যমানতা কেন? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, সৃষ্টি-প্রবাহের নিয়মই এই যে, একের ক্ষয়, অপরের বৃদ্ধি। মাতা-পিতার শরীর ক্ষয় না হইলে পুত্র উৎপন্ন হয় না। ইতর-প্রাণি-জগতে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, অপত্য-জননে জনয়িত্রীর বিনাশ অপরিহার্য্য। কর্কটী-অশ্বতরী প্রভৃতি ইহার নিদর্শনস্থল। উদ্ভিদ-জগতেও এই নিয়ম অপরিদৃষ্ট নহে। ফলবান হইয়াই ওষধিগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, আত্মশরীর কিছু অধিক স্থায়ী করা অপেক্ষা সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর। আত্মত্যাগ ভিন্ন জগতের উপকার সংসাধিত হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা, শরীর-ক্ষয়ের কথঞ্চিৎ কারণ হইলেও, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার্থ, উহা অপরিহার্য্য। কিন্তু বিবেক সর্ব্বত্র সুলভ নহে, এই জন্যই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় সুখের বিধান। উহাতে ঐ সুখ না থাকিলে, কিংবা উহা দুঃখজনক হইলে, শুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞানে সৃষ্টি-সংরক্ষণে প্রবৃত্তির

অভাব হইত। এই জন্যই, ইন্দ্রিয়-সুখ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার প্ররোচক মাত্র; এবং যে ইন্দ্রিয় যে উদ্দেশ্যে সংগঠিত, সেই উদ্দেশ্যে তাহা পরিচালিত না হইলে, অমঙ্গল অনিবার্য্য। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, জনন-অধিকার ব্যতীত রমণ-অধিকার নাই। এস্থলে ইন্দ্রিয়-সুখের তাৎপর্য্য স্পর্শ-সুখ বলা যাইতে পারে; এই স্পর্শ সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণতি-বিরস। ঐ সুখ-সম্ভোগ জননেন্দ্রিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অপত্য-উৎপাদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সূত্র দ্বারা পরিব্রাজকাচার্য্য অবশ্য ইঙ্গিতে আরও কতকগুলি উপদেশ করিয়া গেলেন—যথা, যে স্থলে জননাধিকার নাই, সে স্থলে রমণাধিকার না থাকায়, গর্ভিণী রজস্বলা প্রভৃতিও রমণ বিষয়ে নিষিদ্ধা হইল; কারণ ঐরূপ আধারে জননের সম্ভাবনা নাই; তাহাতে কেবল রমণ মাত্র হয়। ভার্য্যোতর-রমণীতে জননাধিকার না থাকায় রমণাধিকারও নিষিদ্ধ হইল, এবং ইহা দ্বারা অঋতুমতী-ভার্য্যাতেও রমণাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল; কেননা তদ্রূপ গমনে সন্তান-জননের সম্ভাবনা নাই। তবে নিম্নাধিকারীদিগের পক্ষে স্বীয় স্বীয় ভার্য্যায় ঋতু-ভিন্ন কালেও গমন একেবারে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এরূপ ব্যবহার আদর্শ হইতে পারে না, কেননা উহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভিন্ন অন্য কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এই সমুদয় আদর্শ অতি উচ্চ, সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে; কিন্তু আদর্শ মহান্, উচ্চ ও সংপূর্ণ হওয়াই প্রয়োজনীয়। কেননা এ প্রকার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, জীব একেবারে অধঃপতিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বৃক্ষের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তাহার সেই বাণ বৃক্ষের শিরোদেশ ভেদ করিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশ হইতে উচ্চতর কোন না কোন প্রদেশ বিদ্ধ করিবেই করিবে। অতএব উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে, কোন না কোন সময়ে আমরা অভীষ্ট স্থলে উপনীত হইতে পারিবই পারিব।

ইতি পারিব্রাজক-সূক্তমালায়াং জনন-সূক্তনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম,
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনি-মুক্তাঃ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ উদ্গীতং (বেদান্তৈরিতি-শেষঃ), ব্রহ্ম পরমং তু (ভবতি), তস্মিন্ ত্রয়ং (প্রতিষ্ঠিতং), তৎ সুপ্রতিষ্ঠা, অক্ষরং চ (ভবতি)। ব্রহ্মবিদো অত্র অন্তরং বিদিত্বা তৎপরাঃ (সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (ভূত্বা) যোনিমুক্তাঃ ভবন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা——উদ্গীতং——গীতং উপদিষ্টং,—বেদান্তাদিতে উপদিষ্ট। তু-এব—নিশ্চয় অবধারণে। ত্রয়ং—ভোক্তৃ,

ভোগ্য, প্রেরিতা, ইতি ত্রিবিধং,—ভোক্তা ভোগ্য এবং প্রেরিতা,—এই তিন। সুপ্রতিষ্ঠা-শোভন প্রতিষ্ঠা,—উত্তম প্রতিষ্ঠার স্থল. অর্থাৎ আধার। অক্ষরং—ন ক্ষরতি-বিনশ্যতি ইতি অক্ষরং—অবিনাশী,—অবিনশ্বর, নিত্য। চ এব—নিশ্চয়ে। অন্তরং—অসংস্পৃষ্টং—অযুক্ত। তৎপরা,—"তৎ" ব্রহ্ম এব "পরং" পরমধ্যেয়ং যেষাং তে—ব্রহ্মধ্যানরতাঃ; ব্রহ্ম-চিন্তনরত। যোনি-মুক্তাঃ—গর্ভ-জন্ম-জরা-মরণ-সংসার-ভয়াৎ মুক্তাঃ—গর্ভাদিজনিত যাতনা হইতে মুক্ত।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব সূত্র সমূহে কার্য্য-কারণাত্মক সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ মায়া-সম্বলিত ব্রহ্মই যে জগতুৎপত্তির নিদান, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের অবিভেদ-বুদ্ধিই যে মুক্তির কারণ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু "তং যথোপাসতে তদেব ভবতি" তাঁহাকে যে প্রকারে উপাসনা করা যায়, (উপাসক) "তৎপ্রকার হয়" অর্থাৎ যে ভাবে ব্রহ্মের চিন্তা করা যায়, উপাসক সেই ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন; এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা মায়াময় ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষপদ-প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ৬ষ্ঠ সূত্রের শেষ চরণ "জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" এই বাক্য বিহিত মোক্ষোপদেশ অনুপপন্ন হইয়া দাঁড়ায়; ইত্যাদি বিরোধ পরিহার বাসনায় বক্ষ্যমাণ সপ্তম সূত্রের অবতরণা করা হইয়াছে যে, মায়া-সম্বলিত সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই যে বিশ্ব-বিধানের কর্ত্তা, তাহা সত্য, বেদান্তাদিতে এ বিষয়ের নির্বিরোধ মীমাংসা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি হইলেও, ব্রহ্মের মননাদি সময়ে তাঁহার সেই গুণাতীত পরমাবস্থারই চিন্তা করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রপঞ্চ-ধর্ম্মরহিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের আরাধনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই "তং যথা উপাসতে তদেব ভবতি" এই প্রাগ্‌বর্ণিত শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের পরিচর্য্যার ফলে উৎকৃষ্টতম ফল মুক্তি লাভ হইবে। এস্থলে আর এক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন গুণান্বিত ও গুণাতীত এই দ্বিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইল, তখন "অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিন্তনে মুক্তি হয়" এই পূর্ব্বব্যাখ্যাত বাক্যের সার্থকতা থাকে কৈ? কেননা উপরিতন বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা খণ্ডন পূর্ব্বক, তাঁহাকে দ্বিবিধ ভাবে অভিহিত করা গিয়াছে। এই প্রশ্ন নিরাসের জন্যই সূত্রের দ্বিতীয় চরণের অবতারণা হইয়াছে যে, প্রপঞ্চাতীত এবং সপ্রপঞ্চ, এই উভয়বিধ অবস্থার অর্থ অন্য প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রপঞ্চ হইতে সর্ব্বদাই অসংস্পৃষ্ট, কিন্তু মায়াদি প্রপঞ্চ তাঁহা হইতে বিমুক্ত নহে; কেননা ভোক্তা, ভোগ্য, এবং প্রেরিতা, এতত্রয় সেই ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিছু পরেই এই সম্বন্ধে উক্ত হইবে যে, "অজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থ-প্রযুক্তা।" তিনি মায়াতীত বটে, কিন্তু মায়া প্রভৃতির তিনি ভিন্ন অন্য আধার নাই। তাঁহার মায়াময় বিকৃত অবস্থাবিশেষ হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ জাগতিক তাবৎ ব্যাপার হইতেই পৃথক্। জগতের কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি নাই। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই গুণাতীত পরব্রহ্মে অতি শোভনভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার বিকারাদি যদিও প্রপঞ্চাশ্রয় নিবন্ধন ক্ষর-পরিণামী, কিন্তু তিনি স্বয়ং অক্ষর, অর্থাৎ অক্ষয়, নিত্য, অবিনাশী; কেননা তদীয় বিকারই মায়াত্মক, কিন্তু তিনি মায়াত্মক নহেন। তিনি বিকারাশ্রয়ী হইলেও সর্ব্বদাই কূটস্থ, অচল, নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত। ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলন তৎপর পণ্ডিতগণ, তাঁহার এই মায়াদি হইতে অসংস্পৃষ্ট নির্গুণ নির্বিকল্প 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাতে লীন হয়েন, এবং সেই মহাসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক জন্ম-মরণাদি যাবতীয় দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও সংসার-ভয়-বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। আত্মার সহিত গুণাতীত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানের অন্যতর আখ্যা সমাধি; এই সমাধি হইতেই পরমাত্মদর্শন পুরঃসর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

যদর্থমিদমদ্বৈতং অরূপং সর্ব্বকারণং।
আনন্দমমৃতং নিত্যং সর্ব্বভূতেষবস্থিতং॥
তদেব নাম্নধীঃ প্রাপ্য পরমাত্মানমাত্মনা।
তস্মিন্ প্রলীয়তে ত্বাত্মা সমাধিঃ স উদাহৃতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য মনাদিগুণ-সংযুতঃ।
আত্মমধ্যে মনঃ কুর্য্যাদাত্মানং পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা স্বয়ং ভূত্বা ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েত্ততঃ।
তদাতু লীয়তে তস্মিন্ প্রত্যগাত্মান্যখণ্ডিতে।
প্রত্যগাত্মা স এব স্যাদিত্যুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।

৮

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

অন্বয়—ঈশঃ ব্যক্তাব্যক্তং ক্ষরং অক্ষরঞ্চ সংযুক্তং এতৎ বিশ্বং ভরতে। অনীশঃ চ আত্মা ভোক্তৃভাবাৎ বধ্যতে, দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা—সংযুক্তং পরস্পরসংযুক্ত। ক্ষরং—বিনাশী। অক্ষরং অবিনাশী। ব্যক্তং বিকারজাতং, বিকার হইতে সমুৎপন্ন। অব্যক্তং অবিকারজং, যাহা বিকার হইতে উৎপন্ন নহে। ভরতে—বিভর্ত্তি, ভরণ করিয়া থাকেন। অনীশঃ—প্রতিবিধাতুমশক্তঃ প্রতিবিধানে অসমর্থ। ভোক্তৃভাবাৎ—ভোক্তৃত্বনিবন্ধনাৎ (হেতোঃ) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন। বধ্যতে—অবিদ্যয়া তৎকার্য্যভূত দেহেন্দ্রিয়াদিভিশ্চ আকৃষ্যতে, অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। দেবং নিরুপাধিকং পরমপুরুষং, উপাধিরহিত পরমপুরুষকে। সর্ব্বপাশৈঃ—সমস্ত পাশ কর্ত্তৃক। মুচ্যতে—মুক্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বতন সূত্র নিচয়ে পরব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা, এবং জীবাত্মার অবিভেদ-বুদ্ধির মুক্তি-হেতুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাময়িক উপাধিগত ভেদ ব্যতীত যে প্রকৃত কোনই প্রভেদ নাই, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

বিশ্বের কার্য্য-কারণ দ্বিবিধ ভাবাপন্ন, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত; যাহা বিকার-সম্ভূত, তাহাই ব্যক্ত, এবং যাহা বিকারজাত নহে, তাহাই অব্যক্ত। যাহা কোনপ্রকার বিকৃত ভাব হইতে উদ্ভূত, তাহাই বিনাশী (ক্ষর) এবং যাহা—বিকৃতভাবোৎপন্ন নহে, তাহা অবিনাশী (অক্ষর)। এই অব্যক্ত—অর্থাৎ অবিকারজাত, নিত্য কারণই ভগবান্ কপিলের মতে "মূল প্রকৃতি," তাই তিনি বলিয়াছেন "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ"। অব্যক্ত কারণ, সময়বিশেষে ব্যক্তভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক বিকৃত হইয়া থাকে। উহা অব্যক্তেরই অংশ। উপাধিভেদে ব্যক্তরূপে আভাসমান হয় মাত্র। অব্যক্তের ঐ উপাধিগ্রস্ত ব্যক্ত ভাব হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কেননা,

অব্যক্ত অবিকৃত অতীন্দ্রিয় কারণ হইতে ব্যক্ত—অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বের সৃষ্টি অসম্ভব। সেই জন্যই অব্যক্তের ঐ ব্যক্তীভূত অবস্থাকেই ব্যক্তীভূত জগতের কারণরূপে অভিধান করা হইয়াছে। অতএব প্রণিধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জগতের প্রযুজ্য কারণ ব্যক্তভাব যখন প্রয়োজক কারণ অব্যক্তেরই অধীন, তখন পরম্পরাসূত্রে প্রয়োজক অব্যক্ত কারণই জগৎসৃষ্টির অন্যতর হেতু। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বের কার্য্য কারণ দ্বিবিধ ভাবাপন্ন—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। পরমেশ্বর এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কারণদ্বয়াত্মক কার্য্যরূপ বিশ্বের ভরণ করিতেছেন। উপাধি-গ্রস্ত সাময়িক ভেদ ব্যতীত, তাঁহার সহিত জীবাত্মার প্রকৃত কোনই ভেদ নাই। উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা সেই নিরুপাধিক পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব মাত্র। এক বস্তু জলই যেমন সময়ভেদে তুষারে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরিণতি জলব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ এক পরমাত্মাই সৃষ্টি-চিকীর্ষার বশবর্ত্তিতা নিবন্ধন, জীবাত্মারূপে উপাহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই উপাধিগত জীবাত্মার পরিণতি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মাই যখন উপাধিমুক্ত হয়েন, তখন তাঁহাতে এবং পরমাত্মাতে আর কোনই প্রভেদ থাকে না। ইহারা ক্ষেত্রবিশেষে কার্য্য-ভেদে পৃথগ্রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এক। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, জীবাত্মা অনীশ—অর্থাৎ অবস্থাবিশেষের অধীন, আর পরমাত্মা ঈশ—অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায়ই স্বাধীন। অধীন জীবাত্মা কর্ম্মের শুভাশুভফল ভোগ করিয়া থাকেন; স্বাধীন পরমাত্মা কর্ম্ম বা কর্ম্মজনিত ফলের কোনই ধার ধারেন না। ফলভোগ করিতে হয় বলিয়াই, জীবাত্মাকে মুক্তির অপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্য দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুশ্ছেদ্য পাশে সংযত থাকিতে হয়। পরমাত্মার ফলভোক্তৃত্বও নাই, তাঁহাকে অবিদ্যাগ্রস্তও হইতে হয় না। এতাদৃশ কূটস্থ, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী উত্তম পুরুষই পরমাত্মা পদবাচ্য। এই অব্যয় পুরুষই লোকত্রয় ভরণ করিতেছেন; একমাত্র ইনিই সত্য, ইনিই সনাতন; অন্যান্য সমগ্র ভূতনিচয় অনিত্য। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

উপাধি-বিকৃত জীব যখন এতাদৃশ নিরুপাধিক পরমাত্মাকে উপাধিগত জীবাত্মা হইতে অপৃথক্‌ভাবে জ্ঞাত হয়, তখন তাহার সর্ব্বপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায়, তাহারও ভেদ চলিয়া যায়, সে পরম পুরুষের সাযুজ্য লাভ করে। পরমপুরুষের এই সমুদয় উপাধিগ্রস্ত ভেদ যে তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, এই জ্ঞান যখন জন্মে, তখন জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বরূপো-পলব্ধি হয়, এবং বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান—অর্থাৎ ধর্ম্ম-জ্ঞান-নিবন্ধন সেই সমুদয় অভিজ্ঞাত পদার্থের নশ্বরতা, ভঙ্গুরতা প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অন্তঃকরণ হইতে বৃথা-বস্তু-সংসক্ত আসক্তি দূরীভূত হয়; অনাসক্তিপ্রযুক্ত লাভ বা ক্ষতি জনিত হর্ষ বা বিষাদ মানস উদ্বেলিত করিতে পারে না; চিত্তের অস্থায়ী চঞ্চল ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, অতুল অনন্ত

ব্রহ্মানন্দ-রসে মনঃপ্রাণ মজিয়া থাকে।

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই যে উপাধি-গ্রস্ত আত্মারূপে বহু পদার্থে বিরাজ করিতেছেন, তৎপ্রদর্শনকল্পে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন——

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥

একমাত্র মহা আকাশ যেমন ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাধিসমূহে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা মহাকাশ হইতে স্বতন্ত্র নহে; কেননা ঘটাদির বিনাশের পর আর উহার কোনই অস্তিত্ব থাকেনা; ঐ ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়; কিম্বা একমাত্র অংশুমালী সূর্য্য যেমন জলাধারসমূহে অসংখ্যভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে, সত্ত্বগত একাতিরিক্ত নহেন, তদ্রূপ এক মাত্র আত্মাই উপাধিভেদে অনেকরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি এক।

আত্মা যাবৎকাল প্রাকৃত-গুণ-সংযুক্ত থাকেন, তাবৎ পর্য্যন্ত পৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান হন সত্য, কিন্তু যখন সেই সকল গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধি লাভ করেন, তখন আবার পরমাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আত্মা অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া, স্ব-নিহিত পরব্রহ্মতত্ত্বকে, ভিন্নভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। অবিদ্যামুক্ত হইলে, সে ভাব তিরোহিত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে এসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ সঙ্গোঽয়ং সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে॥ অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়মবিদ্যয়া। যুক্তঃ পশ্যতি ভেদেন ব্রহ্মত্বাত্মনি সংস্থিতম্॥

তবে এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃত গুণ-সংসর্গ বশতঃ আত্মপুরুষে কোনপ্রকার মালিন্য-আসক্তি হয় কি না? গুণীভূত অবস্থার অপগম হইলে, গুণ-ধর্ম্মাশ্রয়-জনিত বিকারে অবিকৃত পুরুষ কোন-প্রকার বিকার-স্পৃষ্ট হয়েন কি না? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধূম, অভ্র, ধূলি প্রভৃতি দ্বারা বর্ণান্তরিত দৃষ্ট হইলেও যেমন আকাশ প্রকৃত পক্ষে কোনপ্রকার মালিন্যপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ পুরুষ প্রাকৃত গুণ-সংযুক্ত হইয়া জীবাত্মারূপে নানাধারে বিরাজ করিয়া, যখন গুণ-বিমুক্ত হইয়া স্বকীয় মূল অবস্থাপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাতেও কোন প্রকার বিকার বা মলিনতা সংযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মপুরাণে এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "ধূমাভ্রধূলির্ভির্য্যোম যথা ন মলিনীয়তে। প্রাকৃতৈরপরামৃষ্টো বিকারৈঃ পুরুষস্তথা।" শুক-শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্যও বলিয়াছেন——"যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে। ন সর্ব্বে সংপ্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥" অতএব অদ্বিতীয় পরমাত্মায় উপাধিগ্রস্ততা প্রযুক্ত জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ ব্যবস্থা-সিদ্ধ হইল। সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র কর্ত্তা সেই উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা, নতুবা বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি-পরমাত্মাকে উপাধি-সাহিত্য-নিবন্ধন সুখ-দুঃখ-মোহ-মায়াদি কিছুই ভোগ করিতে হয় না। এতাবতা ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, উপাধি-বিমুক্ত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন পার্থক্য নাই। জীবাত্মার উপাধিবিরহিত অবস্থারই অন্যতর আখ্যা পরমাত্মসাযুজ্য।

৯

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

অন্বয়—ঈশানীশৌদ্বৌজ্ঞাজ্ঞৌ অজৌচ ভবতঃ। হি (যস্মাৎ) এক অজা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থপ্রযুক্তা ভবতি। আত্মা অনন্তঃ চ ভবতি। হি (যস্মাৎ) (অয়ং আত্মা) বিশ্বরূপঃ অকর্ত্তা (চ) ভবতি। এতৎ ত্রয়ং (ত্রিবিধ লক্ষণাত্মকং) ব্রহ্মং যদা বিন্দতে, তদা মুচ্যতে ইতি শেষঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—জ্ঞাজ্ঞৌ-জানাতীতি জ্ঞঃ (জ্ঞাধাতোর্ডঃ) ঈশ্বর, যিনি সমস্ত জানেন। অজ্ঞঃ—জীব। জ্ঞশ্চ অজ্ঞশ্চ তৌ জ্ঞাজ্ঞৌ সর্ব্বজ্ঞাসর্ব্বজ্ঞৌ—সর্ব্বজ্ঞ এবং অসর্ব্বজ্ঞ। অজৌ-নজায়েতে ইতি অজৌ-জাতাদিরহিতৌ, জন্মাদি রহিত। ঈশানীশৌ (অত্র ছান্দসং হ্রস্বত্বম্ ঈশানীশৌ ইতি প্রকৃতপদং) ঈশশ্চ অনীশশ্চ তৌ—ঈশ্বরজীবৌ, ঈশ্বর এবং জীব। অজা—নজায়তে ইতি অজা প্রকৃতিঃ, পরমা মায়া বা, প্রকৃতি বা পরমা মায়া। ভোক্তৃভোগ্যার্থ প্রযুক্তা—ভোক্তৃ—ভোগ্য-অর্থাঃ, তৈঃ প্রযুক্তা, ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্যার্থাঃ—ভোগ্যবস্তুনি, তৈঃ—প্রযুক্তা—বিশিষ্টা। ভোক্তা জীবাত্মা এবং ভোগ্য পদার্থনিবহ কর্ত্তৃক যুক্ত। অথবা ভোক্তৃ-ভোগার্থ প্রযুক্তা ইত্যত্র "বাহিতাগ্ন্যাদিষু" ইতি সূত্রেণ প্রযুক্ত ভোক্তৃ ভোগার্থা ইতি পদং স্বীকর্ত্তব্যং, এতৎপক্ষে সমাসঃ যথা—প্রযুক্তাঃ (প্রেরিতাঃ প্ররোচিতাঃ বা,) ভোক্তা (আত্মা) ভোগ্যার্থাঃ (ইন্দ্রিয়াদি তদ্গ্রাহ্যপদার্থনিবহাশ্চ) যয়া সা প্রযুক্ত ভোক্তৃভোগ্যার্থা, প্রাগুক্ত সমাসবিধিনা প্রযুক্তেতি বিশেষণ পদস্য পরনিপাতো ন দোষমাবহতীতি সুসমঞ্জসম্। আত্মা এবং আত্মগ্রাহ্য পদার্থ নিচয়ের প্ররোচিকা। বিশ্বরূপঃ—বিশ্বমেব রূপং যস্য তাদৃশঃ—নিখিলজগৎস্বরূপঃ, বিশ্বই তাঁহার রূপ। চ অবধারণে। অকর্ত্তা—কর্ত্তৃত্ববিহীন। ত্রয়ং পরমাত্মা, অজা বা পরমা প্রকৃতিঃ, ভোক্তা বা জীবঃ ইতি ত্রিবিধং, পরমাত্মা, পরমা প্রকৃতি এবং জীব, এই তিন। ব্রহ্মম্—(মকারান্তত্বং ছান্দসম্) ব্রহ্ম।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বতন সূত্রে, পরমেশ্বর যে ব্যক্তাব্যক্ত কার্য্যকারণাত্মক বিশ্ব-ভরণের কর্ত্তা, এবং প্রকৃতি-বশবর্ত্তী জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদি ও তদ্গ্রাহ্য পদার্থনিবহের অধীন, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা এতদুভয়ের অপর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যও প্রকটিত করা যাইতেছে। পরমাত্মা, সমগ্র বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের অতীত কিছুই নাই; জীবাত্মা সর্ব্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ, জীবাত্মার নিকট সকলই অজ্ঞের। পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ জীবাত্মা শক্তিবিহীন। প্রকৃতির শক্তি ব্যতীত জীবাভিধেয় আত্মার নিজের কোনই শক্তি নাই। কিন্তু এই উভয়ই অনাদি। কেননা জন্মাদি সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত আত্মা অদ্বিতীয়া সনাতনী পরমাপ্রকৃতি কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া, "জীব" এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সংসার-ভোগের কর্ত্তা হইয়া থাকেন। উপাধিগ্রস্ত হইলেই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়েন। নতুবা তাঁহার নিজের জন্মাদির কোন বাস্তবতা নাই, তিনিও পরমাত্মবৎ অজন্মা। তাঁহার নিজের কোন পৃথক্ শক্তি নাই, পরমা প্রকৃতি বা পরমা মায়ার শক্তিতেই তিনি পরিচালিত হইয়া, প্রকৃতির বিকার-জাত ভোগ্য পদার্থ সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মায়া বা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাতে "জীব"

ই উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। তিনি ভোগকর্ত্তারূপে শুভাশুভ, দ্বেষ্য সম্মত ব্যাপার ভোগ করেন। নতুবা তিনি অর্থাৎ আত্মা কদাচও সংসার-ধর্ম্মভাগী নহেন। আত্মা প্রকৃতির প্রশ্রয়ে জীবরূপে ভোগ করেন মাত্র। আত্মা অকর্ত্তা—অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় সংসার-ধর্ম্মে অসংসৃষ্ট। তিনি অনন্ত, এই চরাচরবিশ্ব তাঁহারই স্বরূপ। প্রকৃতির আশ্রয় প্রযুক্ত তিনি জীবোপাধি গ্রহণপুরঃসর সুখদুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, প্রকৃতি-আশ্রিত জীবাত্মা ও প্রকৃতি, এই দুরভিজ্ঞেয় তত্ত্বত্রয়ের যথাযথ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তিনিই পরম ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য অধিকারী; তিনি সর্ব্বপ্রকার পাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া শাশ্বতী গতি লাভ করেন।

১০

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধানাদ্যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তিঃ॥

অন্বয়—(ইদং জগৎ) ক্ষরং, প্রধানং (তু) অমৃতাক্ষরং, হরশ্চ ভবতি। (স) একো দেবঃ ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে (ঈষ্টে); ভূয়ঃ তস্য অভিধানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাচ্চ অন্তে (সতি) বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ (স্যাৎ)

বিষম পদব্যাখ্যা—ক্ষরং—ক্ষরতি ইতি ক্ষরং—বিনশ্বর। প্রধানং—পরমাত্মা। অমৃতাক্ষরং—অমৃতঃচ তৎ অক্ষরঃচ ইতি অমৃতাক্ষরং (বিশেষণসমাসঃ) অমৃত এবং অবিনশ্বর। হরঃ—হরতি—অবিদ্যাং অপনয়তি ইতি হরঃ—অবিদ্যার হরণকর্ত্তা। (হর ইত্যত্র বিধেয় প্রাধান্যাৎ পুংস্ত্বম্)।

অভিধানাৎ—অভিধ্যানাৎ——মননাদ্বা, অভিধ্যান বা মনন হেতু। যোজনাৎ—বিশ্বানাং পরমাত্মসংযোজনাৎ, পরমাত্মাতে বিশ্বের সংযোগ সম্পাদন হেতু। তত্ত্বভাবাৎ—অহংব্রহ্ম অস্মীতি সকৃৎ চিন্তনাৎ, আমি সেই পরমব্রহ্মের অংশ, এই প্রকার তত্ত্বনিশ্চয় দ্বারা। অন্তে—সর্ব্বস্মিন্ ব্যাপারে "অন্তে" সমাপ্তে সতি—সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া। বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ—সুখদুঃখ মোহাত্মকাশেষপ্রপঞ্চরূপমায়াবিরহঃ——সুখ-দুঃখ-মোহ প্রভৃতি অশেষবিধ মায়াকৃত—বিকারের বিনাশ।

বঙ্গার্থ—এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড "ক্ষর" অর্থাৎ বিনশ্বর। একমাত্র সেই পরমাত্মাই অমৃত এবং অক্ষর—অর্থাৎ অবিনাশী। তিনি জীবের অবিদ্যা হরণ করেন, তাই তাঁহার অন্য নাম হর। সেই সর্ব্বপ্রধান অদ্বিতীয় পুরুষ, জীবকে বিনাশশীল ভোগ্য-পদার্থে প্ররোচিত বা রুচিমান্ করিয়া থাকেন; অথবা তাঁহার আশ্রয় নিবন্ধনই জীবাত্মা নশ্বর ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে সমর্থ হন।

পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্ররোচিত জীবাত্মার বিশ্বভোগ কার্য্য প্রদর্শন কল্পে শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ। স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ॥" সেই নিরাকার পরম পুরুষ হইতে বিরাট্—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল, এবং সেই বিরাট দেহের উপরে—অর্থাৎ বিরাট দেহ আশ্রয় করিয়া, দেহাভিমানী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-বেদ্য পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী

জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন, তখন দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিলেন, এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্ট হইল। এতাদৃশ—সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বপ্রভু সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরমাত্মার নামোচ্চারণ—অর্থাৎ তদভিধায়ক প্রণব-কীর্ত্তন, বিশ্বস্ত তাবৎ পদার্থে তাঁহার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-ব্যাপক, বিশ্ব অনুরূপ তাঁহার সংযোগ-সূত্রে দৃঢ়নিবদ্ধ, এবং আমি সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার একটি অংশ, জগতের যাবতীয় পদার্থই তাঁহার অংশ, এবম্প্রকারে তত্ত্বনিরূপণ প্রভৃতি দ্বারা মানববৃন্দ দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ-পূর্ব্বক, সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অশেষ-বিধ প্রপঞ্চরূপ মায়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বদা আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদচিন্তা, বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহার বিভূতি-দর্শন এবং প্রণব-কীর্ত্তন হইতেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রই জীব মুক্তি লাভ করে, ইহাই এই সূত্রের ফলিতার্থ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মায়াবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্পর্শ-জ্ঞানের সমালোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, স্পর্শ জ্ঞানের বিষয়টী বাহ্য বস্তু নহে; প্রত্যুত আমাদের শরীরেই একপ্রকার চেতনাবস্থার কার্য্য, যাহা বাহ্যবস্তুতে সম্ভব নহে, অথবা সম্ভব হইলেও আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কেননা, বাহ্যজগৎবাদীরা নিজেই স্বীকার করেন যে, কোন এক পদার্থ অন্য এক পদার্থকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করিতে পারে না; এমন কি, কোন এক জাতীয় পরমাণুকেও স্পর্শ করিতে পারে না। কোন দুইটী পরমাণু, কোন দুইটী অণু, কোন দুইটী পদার্থ, যতই ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকুক না কেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে অল্প বিস্তর কিছু না কিছু অন্তর বা ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং আমার দেহের কোন এক বস্তুর সহিত সংসৃষ্ট হইতে পারা দূরের কথা, আমার দেহেরই এক অংশ অন্য অংশকে স্পর্শ করিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এমন অবস্থায় দেহ অন্য বস্তুর সহিত সংসৃষ্ট বা সম্বদ্ধ হইল বিবেচনা করিলেও, আমার দেহ ও সেই বস্তু, এতদুভয়ের মধ্যে অন্তর থাকিবে, এবং সেই অন্তর বা শূন্য স্থানটী আমাদের দেহের নিকটতর, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং স্পর্শ দ্বারা বাহ্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করা সম্ভবপর হইলে, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বক্ষণে সেই একমাত্র শূন্যের ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করার সম্ভাবনাই নাই।

আর স্পর্শই কি অভ্রান্ত? স্পর্শ করিয়া স্থলবিশেষে অনেককে এক বলিয়া বোধ হয় এবং এক স্পর্শকে অন্য স্পর্শ বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে। একখানি চিরুণীর দন্ত সমুদয় গাত্রে স্পর্শ করাইলে, দন্তের সংখ্যানুসারে অনেক-স্পর্শ-জ্ঞান না হইয়া একই অবিচ্ছিন্ন স্পর্শজ্ঞান হয়; একটী স্পর্শপদতলে একরূপ, কক্ষ-তলে (বগলে) অন্যরূপ সুড়সুড়ীর অনুভব জন্মায়, এবং মস্তকে বা পৃষ্ঠে তৃতীয়রূপ অনুভব জন্মায়, তবে ভ্রান্ত স্পর্শকে জানিয়া শুনিয়া কিসে অভ্রান্ত বোধ করিবে? আম্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী রসনেন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করিতে চাও? আচ্ছা দেখ দেখি সেই বা এসম্বন্ধে কি বলে। রসাস্বাদন করিয়া কি তুমি বলিতে পার যে, সেই দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রদ্বয়ের কোন্‌টীর রস তুমি অনুভব করিলে? অপর, রসনেন্দ্রিয় কি কোন বস্তুর সংখ্যা বা বাস্তবিক সত্তার সাক্ষ্য দিতে পারে? রসনেন্দ্রিয় পরের রসানুভূতির ক্ষণিক বর্ত্তমানতায় সাক্ষ্য দিবে। সেই অনুভূতি কোথা-হইতে কেমন করিয়া হয়, রসনেন্দ্রিয় তাহা বলিতে পারে না। রসানুভূতি এক কথা, আর রস যাহাতে থাকে বল, তাহা অন্য কথা। জিহ্বায় আম্র রাখিয়া বলত তাহারা কি রস? যাহাকে তুমি বাস্তবিক আম্র বল, তাহার রূপ দেখিলে, বাহ্যাংশের স্পর্শ করিলে, বাহ্যাংশ-রসানুভব করার সময় সে অংশ গ্রহণ না করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ একটী অংশ গ্রহণ করিলে, সুতরাং যাহার রূপ দেখিলে, তাহার রস অনুভব করিলে, এ কথাই বা কি করিয়া বল? পূর্ব্বদৃষ্ট যে আম্রটী চিবাইয়া রস অনুভব করিয়াছে, এখন সেই আম্রটীর রূপ দর্শন করিয়া বলত ইহা পূর্ব্বের মত দেখায় কি না। ফলতঃ রসানুভব দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সাক্ষীর স্থলে দাঁড় করাইবে; সেও ত বাহ্য পদার্থের কোন কথা বলিতে পারে না। গন্ধ কি, সে তাই জানে না! মনে কর, ঐ আম্র দশ হাত দূরে রহিয়াছে, উহা হইতে অদৃষ্ট, অস্পৃষ্ট, অশ্রুত, অনাস্বাদিত যেন কি আসিয়া তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া ঘ্রাণানুভূতি জন্মায়, একথা বলিবার কি হেতু আছে? গন্ধই কিছু আম্র নহে; গন্ধ আম্র হইতে একটা স্বতন্ত্র কিছু, যাহা আম্র দর্শন করিয়া কি স্পর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া কি রসানুভব করিয়া স্থির করিবার উপায় নাই। সুতরাং গন্ধ যে তোমার সম্বন্ধে বাহ্য কোন পদার্থ, তাহাই তোমার জানা নাই; অথচ তুমি সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল সাক্ষীর একরূপ সাক্ষ্যকে অন্যরূপ কেন বুঝিয়া লও? তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিল যে, সে একটা গন্ধানুভব করিতেছে; কিন্তু তুমি বলিলে সেই গন্ধটা দূরস্থিত কোন দ্রব্য হইতে আসিতেছে, এবং যাহা হইতে আসিতেছে, সে পীত বসন পরিয়াছে, তাহার শরীর কোমল এবং তাহাকে মুখ-গহ্বরে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিলে রস পাইবে। তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাক্ষী যতটুকু বলে নাই বা যতটুকু বলিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই, কেন তুমি নিজে নিজে ততটুকু ধরিয়া লও? আম্রের বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য লও, তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিবে না; কেননা শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে সে একটা শব্দ শুনিতেছে; সে শব্দটি কোথা হইতে আসিল, সে তাহা বলিতে পারে না। তুমি ধরিয়া লইলে যে, ঐ দশহস্ত-দূরস্থিত আম্র-যুগল হইতেই শব্দ আসিল। শব্দ রূপ-রসাদির অপরিচিত, সুতরাং তাহাদের বলিবার অধিকার নাই যে সে শব্দ কি, এবং তাহা কোথা হইতে আসে।

যাহাহউক, এই আম্র-যুগলের বাস্তবাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন কথা বলে না।

চক্ষু কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা রূপ অনুভব করিতেছে; স্পর্শ এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা স্পর্শানুভব করিতেছে; নাসিকা কহিতেছে যে, সে একটা গন্ধ পাইতেছে; রসনেন্দ্রিয় বলিতেছে যে, সে একটা রস অনুভব করিতেছে, এবং কর্ণ বলিতেছে যে, সে একটা শব্দ শুনিতেছে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম সাক্ষ্য দিল, এবং কোন এক সাক্ষীও অন্যের অনুভূত বিষয় বুঝিতে পারে নাই, এরূপ স্থলে পাঁচজনে একই কথা বলিতেছে. কি করিয়া বল? আবার উক্ত আম্র-যুগলের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, আর কোন্‌টি বা অপ্রকৃত, এত প্রমাণ লইয়াও কি একটা মীমাংসা করিতে পারিতেছ? দেখ, একবার ভাবিয়া দেখ, কি সঙ্কটে উপনীত হইয়াছ! সম্মুখে আম্র-যুগল রহিয়াছে, ইহার একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা, কিন্তু কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা জানিতে পারিতেছ না; অথচ বলিবে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, ইহা কতদূর অসঙ্গত!

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্ম্মের আবশ্যকতা।

—:০:—

প্রকৃতি-প্রসূত এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও হৃদয় ধারণ করিয়া প্রকৃতিবশে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে; কোন কর্ম্ম না করিয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ র্গুণৈঃ॥

"কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতি বা সত্ত্বাদি গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।" কর্ম্ম করাও নিতান্ত আবশ্যক; কর্ম্ম না করিলে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। প্রকৃতি-প্রবর্ত্তিত এই সংসার-চক্র প্রতিনিয়তই আবর্ত্তিত হইতেছে; আবর্ত্তনেই ইহার স্থিতি; প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বৃক্ষ-লতা, এমনকি—প্রত্যেক পরমাণু সংসার-যন্ত্রের সেই আবর্ত্তনের সাহায্য করিতেছে। এরূপ স্থলে যন্ত্রের একটী ক্ষুদ্র অংশও যদি স্বকার্য্যে নিরস্ত থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী; অতএব সংসার-যন্ত্রের কার্য্যের সহায়তা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ", তাহার একটী প্রধান যুক্তি এই,—কর্ম্মে জ্ঞানের পরিপাক হয়; তুমি পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞান পাইলে, কার্য্যতঃ যদি তাহার অনুষ্ঠান না কর, তাহাহইলে সে জ্ঞান কদাচ বদ্ধমূল হইবে না, তাহা প্রবৃত্তি-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে! জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানাভ্যাস সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়; শুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনে বিশেষ উপকার নাই, বরং অপকারেরই সম্ভাবনা; কেননা উহাতে দাম্ভিকতা ও তার্কিকতা মাত্র প্রসব করিয়া থাকে। জ্ঞানাভ্যাস ব্যতীত কদাচ আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়না, এবং অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করার নামান্তর মাত্র।

অতএব কর্ম্মেই জ্ঞানের বৃদ্ধি ও পরিপাক হইয়া আত্মার উন্নতি হইতে থাকে।

"সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

"হে পার্থ! জ্ঞানেতেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি।"

কর্ম্মের আবশ্যকতা চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। কর্ম্ম না করিলে, চিত্তের মালিন্য ঘুচেনা। দান, ধ্যান, বন্দনা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম দ্বারা চিত্তক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব প্রীতির উদ্ভব হইয়া থাকে; ঐ প্রীতিরূপ পূতবারি ধারায় ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য ধৌত হইয়া যায়। কুপ্রবৃত্তিজনিত কলুষকলাপে চিত্ত প্রায়ই সমল; চিত্তের এরূপ অপরিস্কৃতাবস্থায় জ্ঞানোপদেশে কি ফল ফলিবে? উহা কদাচ তথায় প্রতিফলিত হইতে পারে না। চুম্বকের লৌহাকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু কর্দ্দমপ্রলিপ্ত চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না; কাচের আলোক প্রতিফলিত করিবার শক্তি আছে, কিন্তু সমল কাচখণ্ডে কি কখনও জ্যোতি বিম্বিত হইয়া থাকে? সেইরূপ চিত্তমুকুর যতদিন সমল থাকিবে, ততদিন জ্ঞানালোক তথায় প্রতিবিম্বিত হইবে না; অতএব চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অন্তঃকরণ মলিন থাকিলে সংসারই মালিন্যময় হইয়া উঠে। মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি; অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে, মন ও বুদ্ধিও তদবস্থাপন্ন হইবে। মন অন্তরিন্দ্রিয়, মনের বশে দশ বাহ্যেন্দ্রিয়; মন ইহাদিগের চালক, অতএব মন যদি মালিন্যযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইতরেন্দ্রিয়গণও তাহার সহবাসে মলিন হইবে; এবং তদবস্থ ইন্দ্রিয়গণের সংস্পর্শে সমস্ত বাহ্যজগৎই অপ্রীতিকর মলিন ভাব ধারণ করিবে। এখন, ভাবিয়া দেখ, চিত্ত-শুদ্ধির কতদূর প্রয়োজনীয়তা; চিত্ত শুদ্ধ না থাকিলে, সকলই অসুখের হইয়া পড়ে; অতএব কর্ম্মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি-বিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

যাহার যেরূপ চিত্তের অবস্থা, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তাহার তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। চিত্তের অবস্থানুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা। কর্ম্ম শব্দে এখানে পূজা-ধ্যানাদি বুঝিতে হইবে। আর্য্যশাস্ত্রে নানারূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। অধিকারী-ভেদে—অর্থাৎ মানসিক অবস্থানুসারে তন্মধ্য হইতে আত্মাধিকারানুরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাচিত করিয়া ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা অনুষ্ঠেয়। উপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মে সর্ব্বসাধারণের জন্য এক নিয়ম প্রচলিত হইতে পারেনা; যে যে দেশে সাধারণের জন্য ব্যক্তি বা সমাজ-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মাচরণের একই নিয়ম প্রচলিত, সেই সেই স্থলে—অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের কোনই ধর্ম্ম নাই; উচ্চপ্রকৃতির ধর্ম্ম তাহাদিগের হৃদয় কখনই স্পর্শ করিতে পারে না; কাজেই তাহারা ধর্ম্মহীনতা জন্য অতিশয় দুর্বৃত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। সেই জন্য শাস্ত্রে সদ্‌গুরূপদেশের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মাকে নমস্কার দ্বারা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদ্বারা এবং সেবা দ্বারা জ্ঞানলাভ কর; তাঁহারা তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।" সদ্‌গুরুই অধিকার বিচার করিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তদনুসারী হইয়া কর্ম্ম করিলে, ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। গুরূপদেশ গ্রহণ করা সাধারণ নিয়ম; কিন্তু সুকৃতিসম্পন্ন উচ্চচেতা

ব্যক্তিগণের তাদৃশ গুরূপদেশের আবশ্যকতা হয় না। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎস! তোমার গুরু যলিতেছেন —তোমাকে তিনি এরূপ উপদেশ দেন নাই,তবে কে তোমাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছে, বল। প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদিস্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানংতাত কঃ কেন শাম্যতে॥

"পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি জগৎবাসী জীবমাত্রেরই হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তিনিই আমার উপদেষ্টা। সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় উপদেষ্টা কাহার কে আছে?" বাস্তবিক নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির স্বসত্ত্ব-প্রত্যয় যেরূপ আপনা হইতে পুনরাগমন করে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশাদি ব্যতিরেকেও সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতে প্রকাশিত হয়।

কেহ কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-সংন্যাস অবলম্বন করেন; কিন্তু বলপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করিলে কি হইবে? যতক্ষণ মনে মনে বিষয় চিন্তা করা নিবৃত্ত হয় নাই, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ার্থের বিষয় মনে উদয় হইয়া থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সার্থকতা কোথায়? সেরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসী অতীব মূঢ়। যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, যাহার মন হইতে আসক্তি তিরোহিত হয় নাই, তাহার কখনই কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে পারে না; সে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, মনে মনে সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। যিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল কামনা করেন না, তিনিই যথার্থ ত্যাগী, তিনি কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত নহেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সহজ নহে; যাঁহার চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারই কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে॥

"যিনি কেবল আত্মাতে প্রীত ও আত্মাতে তৃপ্ত, অর্থাৎ আত্মানন্দ-অনুভবে সুখী এবং অন্য ভোগাপেক্ষা না করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই।" কেন নাই? যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে কর্ম্মের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ওরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না; কর্ম্মই জ্ঞান-মার্গের প্রথম সোপান ও প্রথমাবস্থা; প্রকৃতির উত্তেজনায় সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্ম করিতে করিতে বুদ্ধির পরিপাকসহকারে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, সকাম-কর্ম্মে সুখ-শান্তি নাই। বিষয়াসক্তি কেবল দুঃখ ও অশান্তির কারণ; এইরূপ বুদ্ধিই নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। নিষ্কাম-কর্ম্মাভ্যাসই দ্বিতীয়াবস্থা। কামনা পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইলে, চিত্তশুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাই তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থাতেই ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ; এই অবস্থায় যে কর্ম্মই করা যায়, তাহাতে পাপ-স্পর্শ হয়না, কেন না,

ব্রহ্মণ্যাধায়কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অনাসক্ত রহেন, তিনি জলে অলিপ্ত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত নহেন। তাহার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ; ইহাই চতুর্থ এবং চরমাবস্থা; এই অবস্থা নিত্যানন্দময়, এই অবস্থায় ভেদাভেদ নাই, এই অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই, এই অবস্থা হইতেই মুক্তি।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

জাতীয় উৎসব জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান উপাদান। যে জাতির সার্ব্বজনীন কোন উৎসব নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময়। বিশুদ্ধ উৎসবাদিতে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণভাব তিরোহিত হয়, আত্মপর-দেভজ্ঞান নষ্ট হয়; ধন, পদ বা বংশজনিত আত্মাভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, রাজা, প্রজা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এক অভূতপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়।

বঙ্গদেশের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে, সে পর্য্যন্ত নির্জ্জীব নিস্তেজ হইলেও বঙ্গবাসীর অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইবে না।

এই উৎসবে হিন্দু-বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; এবং প্রাণের সেই আবেগময় ভাব বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও মাতাইয়া তুলে। এই জাতীয় উৎসবে এতদ্দেশবাসীরা সকলেই যেন, অশেষবিধ ধর্ম্ম, আচার ও ব্যবহারগত পার্থক্য সত্ত্বেও, একতা-সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া, ভবিষ্যদ্-জাতীয় অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাভাস প্রদান করে। ইংরাজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই মহাশক্তি-পূজার নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত নহেন বলিয়া, এই জাতীয় উৎসবের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, যখনই কোন জাতি বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই তাহার পৃষ্ঠভাগে শৌর্য্য, বীর্য্য, ধন, বিদ্যা, গভীর চিন্তাশীলতা এবং সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি দণ্ডায়মান হইয়া, সেই জাতির গৌরব সংরক্ষণ করিয়াছে। কোন জাতিই কেবল কেশরি-সদৃশ পাশব বলের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু উন্নতি বিধানের জন্য শারীরিক বলেরও প্রয়োজন বটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইয়াও গ্রীক্‌জাতি এক সময়ে রোমীয়দিগের পাশব বলের নিকট পরাভূত হইয়াছিল; এবং কালে ঐ রোমীয়েরাও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াও, গথ্ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সিংহ-পরাক্রমের নিকট স্থির থাকিতে পারে নাই। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"শতং বিজ্ঞানবতাং একো বলবান্ আকম্পয়তে, বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেন অন্তরীক্ষং, বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতাঃ, বলেন দেব-মনুষ্যা, বলেন পশবশ্চ বয়াংসিচ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গ পিপীলকং, বলেন লোকস্তিষ্ঠতি" অর্থাৎ 'এক জন বলবানব্যক্তি বলহীন শত বিজ্ঞানবান ব্যক্তিকে কম্পান্বিত করেন। বলের দ্বারাই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলের দ্বারাই দ্যুলোক এবং পর্ব্বতরাজি অবস্থান করিতেছে; দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদ, অধিক কি—কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই বলের দ্বারা অবস্থিত রহিয়াছে; বলের দ্বারাই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত। অতএব বলই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রথম এবং প্রধান উপাদান। এই জন্যই শক্তি পশুশ্রেষ্ঠ সিংহোপরি

আরূঢ়া। হে বঙ্গবাসিন্! তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই বিভূষিত হও না কেন, তোমার বলের উপাসনা প্রয়োজন। সে উপাসনা না থাকাতেই তুমি দুর্ব্বল, নিস্তেজ, ও নির্জ্জীব, এবং তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাসনাও নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ এবং দৃঢ়তা-বিহীন; উহা অন্তরেই আবদ্ধ, কার্য্যক্ষেত্রে অপ্রকাশিত।

একটু প্রণিধান করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন ধনের প্রয়োজন, তেমন বিদ্যারও প্রয়োজন; যে দেশে বিদ্যা নাই, সে দেশে ধন নাই; যে দেশে ধন নাই, সে দেশে বিদ্যা নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ধন ও বিদ্যার একত্র অবস্থান বিরল হইলেও জাতীয় জীবনে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব কখনও পরিদৃষ্ট হয় না। মিশর, বেবিলন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস এবং ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি আধুনিক দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই এই সত্যের উপলব্ধি হইবে। এই জন্যই কমলা ও বীণাপাণি উভয়েই অভ্যুদয়াভিলাষী ব্যক্তির আরাধ্য দেবতা। প্রাচীন ঋষিগণ অতি অপূর্ব্ব কৌশলে এই জাতীয় উৎসবে জাতীয় উন্নতির যাবৎ উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন। শক্তির পদতলে যেমন সিংহ অবস্থিত, তদ্রূপ উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মানা।

জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন বল, বীর্য্য, উদ্যম, অধ্যবসায়ের আবশ্যক, তদ্রূপ স্থিরবুদ্ধি এবং চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন। এইজন্য শক্তির উভয় পার্শ্বে বীরবর দেবসেনাপতি ও চিন্তাশীল সিদ্ধিদাতা গণপতি বিরাজমান। মধ্যস্থলে সর্ব্বতোমুখী-দৃষ্টি-সম্পন্না মহাশক্তি দশ দিকে দশ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও তাহার অভ্যুদয়ের পরিচালন করিতেছেন! যে জাতির উন্নতির উপাদান এবম্বিধ, তাহার অন্তরায় অসুর সদৃশ প্রবল হইলেও অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেই হইবে।

অন্যভাবে দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, দুর্গা-পূজার মধ্যে একটী সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। দুর্গাপূজা দেবাসুর-সংগ্রামের প্রকট মূর্ত্তি বিশেষ। আমাদিগের সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহ দেবতা, এবং তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহই অসুর; অনাদি কাল হইতে, প্রতি দেহেই এই দেবাসুর-সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। এই তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ অসুরের পরাভবের জন্য পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন; কিন্তু তিনি গুণাতীত হওয়ায়, তাঁহার শক্তির আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এইজন্য আদ্যাশক্তি এবং আদ্যাশক্তি-সম্ভূত যাবৎ শক্তির আধার স্বরূপ অপরাপর যাবৎ দেবতাও এই মহাপূজায় আরাধ্য দেবতা স্বরূপ হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার সাত্ত্বিকী শক্তির সুসমঞ্জস-পরিচালন হইলেই অসদ্-ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ অসুর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাই দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক উপদেশ; অলমতি বিস্তরেণ।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য)

পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব।

—•:০:•—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিষ্ণুপুরাণের মতে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর দেব-লোকের স্থান; উহা সপ্তভাগে বিভক্ত। ঐ সপ্ত স্বর্লোকস্থ জ্যোতির্ম্ময় দেবতাগণ উচ্চ হইতে উচ্চ-

তর শ্রেণীস্থ, তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ও উচ্চতম মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্য-লোক আছে। ঐ সকল লোক সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। পৃথিবী হইতে সূর্য্য-লোক পর্য্যন্ত স্থলকে ভূর্লোক বা অন্তরীক্ষ কহে। ঐ অন্তরীক্ষে কতিপয় শ্রেণীর উপ-কারক বায়ুময়, তেজোময়, দ্রবময় সূক্ষ্ম দেবতা আছেন, এবং অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপকারক সূক্ষ্ম জীবও আছে।

এতদ্ভিন্ন চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থান-বিশেষে পিতৃলোক আছেন।* পূর্ব্বে সূক্ষ্ম জীবের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে স্থূল জীবের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পৃথিবীতে মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর জীব আছে; তদ্ভিন্ন উদ্ভিদ, আকরজ ধাতু, প্রস্তর, এমন কি, মরুভূমিস্থ বালুকা-কণার পর্য্যন্ত জীবন আছে; কিন্তু যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, তাহাতে বাহ্যতঃ জীবত্বের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই; তাহাতে জীবত্ব গুহ্য—অর্থাৎ অপ্রকাশ (হাঁড়ি-চাপা আলোর ন্যায়) আমাদের বেদ, উপনিষৎ ও অধিকাংশ পুরাণে "ঈশ্বর সর্ব্বভূতে স্থিত, অথবা সর্ব্বভূত ঈশ্বরে স্থিত" বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে বালুকা-কণায়—এমন কি, প্রত্যেক পরমাণুতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

তাহা হইলে, বালুকা-কণারও জীবত্ব অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবে দৃষ্টি করিলে, ঐ মতের বিশেষ সার আছে, প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মহদ্দর্পণ সদৃশ সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে ত্রিগুণের সংঘর্ষ বা গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ ত্রিবিধ ভাবরূপ সৃষ্ট্যভিমান প্রকটিত হয়,—যথা—আমি সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া, তাহার অভিজ্ঞতা ও সুখ অনুভব করিব; আমি সৃষ্টি-ক্রিয়া করিয়া, তাহার বিষয় ভোগ করিব; আমি সৃষ্টির বিষয় হইয়া ভুক্ত-ভোগাশ্রয় হইব। শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ ভাবত্রয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার নামে অভিহিত হয়।* ঐ ত্রিবিধ ভাবময় জ্ঞানাভাসই তিনটী আমি, অথবা তিনের সমষ্টি মহা-আমি। প্রথমতঃ সৃষ্টির বিষয় ব্যতীত সৃষ্টি-প্রকাশ বা সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে পারে না, এজন্য সৃষ্টির প্রথমে সর্ব্বাগ্রেই তামসিক অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতে বিবর্ত্তিত হয়*। ঐ পঞ্চ-ভূতস্থ সত্ত্বাংশ হইতে বুদ্ধি ও মন, রাজসাংশ হইতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব এবং তামসাংশ হইতে দেহ-তত্ত্বের যে বিকাশ হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষৎ, পঞ্চদশী, মনুর সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং ভাগবত প্রমুখ পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে।

---

* চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থান জীবের পরলোক বা পিতৃলোক। ইহার বৈজ্ঞানিক রহস্য সৃষ্টি-তত্ত্বে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত দেখিবেন, আশা করি। যে সকল জীব পুণ্যফলে স্বর্লোক ভোগ করেন, তাঁহাদের এই পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে চন্দ্রলোকে আসিতে হয়। ইহা অতিশয় গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

* সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি-প্রকাশ হয়, তাহার নাম বৈকারিক সৃষ্টি ও উহা মানস ব্যাপার বা অন্তর্বিকাশ এবং রাজসিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি-ক্রিয়া হয়, তাহা সূক্ষ্ম বৈষয়িক ও তামসিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহা স্থূল বৈষয়িক ব্যাপার।

*প্রথমে শব্দ ও গতি, তাহা হইতে জ্যোতিঃ এবং তেজের বিকাশ হয়; ঐ তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। উহা প্রথম সূক্ষ্ম, পরে স্থূলভাবে বিকাশিত হয়। সূক্ষ্ম ও শব্দ হইতে যে জ্যোতির্ম্ময় রূপ বিকাশিত হয়, তাহার বিজ্ঞান-সঙ্গত তত্ত্ব মৎকৃত—"সৃষ্টিতত্ত্ব—ত্রিমূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (হিন্দু-পত্রিকা ৩য় খণ্ড। ১ম, ২য় সংখ্যা। ২৫ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ষে, হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি-জীব-স্বরূপ মহাপুরুষের সূক্ষ্ম দেহই সমষ্টি-বুদ্ধি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব, এবং স্থূল দেহই সূক্ষ্ম বিষয়রূপ পঞ্চমহাভূত হইতেছে। উক্ত সূক্ষ্ম মহাভূতের এক একটী সূক্ষ্ম ভূত হইতে বহুবিধ তত্ত্বের বিকাশ না হইলে, এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন সমষ্টি-মহৎ-ক্ষেত্রে ভাবময় মহাপুরুষের দেহরূপ সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্র-কল্পিত ও তাহা পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ এক একটী তন্মাত্র বা মহাভূত তাঁহার অংশস্বরূপে এক একটী ভাবময় দেবতার দেহরূপে গণ্য হয়। যেমত মহৎ-ক্ষেত্রে সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্রের অধিষ্ঠাতা মনোময় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ, সেইরূপ তাঁহার এক এক স্বরূপ এক একটী তন্মাত্রের (অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র ইত্যাদি) অভিমানী অহংতত্ত্ব বা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী এক একটী মনোময় সূক্ষ্ম দেবতা হইতেছেন। ঐ এক একটী তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতই উক্ত দেবতার শরীর।* এক একটী ভাব হইতে ক্ষুদ্র ২ বহুভাব কল্পিত হয়; আবার ঐ কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবসমূহ সম্মিলিত ও কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটী ভাবে পরিণত হয়; যথা—রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ, জ্যোতি, তড়িৎ, অগ্নি প্রভৃতি বহুতর তৈজস তত্ত্ব কল্পিত হয়। স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় বায়বীয় তত্ত্ব, রস-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় দ্রব-তত্ত্ব; গন্ধ-তন্মাত্র হইতে বহুতর ক্ষিতিজাতীয় (কঠিন) বস্তু-তত্ত্ব কল্পিত হয়। ঐ ঐ তত্ত্বস্থ অধিষ্ঠাতৃদেব—দ্বাদশ আদিত্য, উনপঞ্চাশৎ পবন, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। আবার ঐ সকল তত্ত্ব পরস্পর সম্মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীরূপে বিবর্ত্তিত হয়। ঐ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্য-চন্দ্র পৃথিব্যাদির উপাদানের নির্ম্মলতা, মলিনতা, সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার পরিমাণ অনুসারে তদভ্যন্তরস্থ সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও রজোগুণের ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক হয়; তন্নিবন্ধন চিদাভাসরূপ জীবের বিকাশ বা অবিকাশ হয়। জীবগণ মন-বুদ্ধিরূপ দর্পণের উজ্জ্বলতা-মলিনতা নিবন্ধন দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি বহুতর শ্রেণীতে পরিণত হয়; এবং যে স্থলে তমোগুণোৎপন্ন স্থূল জড়পদার্থের আবরণ-হেতু বুদ্ধিরূপ দর্পণের আদৌ বিকাশ না হয়, সে স্থলে তাহার দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিরও বিকাশ হয় না; সুতরাং যে পদার্থে আদৌ চেতনার বিকাশ নাই, তাহাকে আমরা অচেতন জড়পদার্থ বলি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবতারতত্ত্ব।

(১৩০৪ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের হিন্দু-পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার পর)

পাঠকগণ ন, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে যদি আমরা বলি যে, ঐ সূর্য্য ও চন্দ্রোপাসক সম্প্রদায়ই (অর্থাৎ যাঁহাদের কুল-দেবতা সূর্য্য ও চন্দ্র ছিলেন) সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত, তবে সে উত্তরে পাঠকগণ কখনই

* বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ৫২১ পৃঃ হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ও বায়ু-প্রকৃতি যে দেবতাদিগের শরীর, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সন্তুষ্ট হইবেন না; তাঁহারা বলিবেন যে যদি সূর্য্য ও চন্দ্র-উপাসকগণের বংশধরগণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজা হইলেন, তবে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেব-উপাসকগণের বংশধরবৃন্দের আর কোন উল্লেখ নাই কেন? বা তাঁহারাই একেবারে উল্লেখযোগ্য হইলেন না কেন?* বিশেষতঃ সমাজনেতা প্রধান উপাসক ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্রের বংশধর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন, ঐ প্রকার কোন উপাস্যদেবের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হন নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতীব কঠিন। ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই, এবং অনেকের তাহা ধারণা করিবারও শক্তি নাই; উহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বা মানস-ব্যাপার। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাষা দ্বারা বর্ণন করা অতীব কঠিন; যেহেতু উহা বাক্যাতীত, কিন্তু মনাতীত নহে। যদি কোন পাঠক-মহাশয় বাক্য দ্বারা উহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় চিন্তা ও মানসোপলব্ধি দ্বারা কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন, এইজন্য উহার তাৎপর্য্য আমরা যতটুকু বুঝিতে ও ব্যক্ত করিতে পারি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। এইপ্রবন্ধের প্রথম ভাগোল্লিখিত প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্ব্বসামঞ্জস্যসূচক ত্রিগুণাত্মক যে সর্ব্বন্যায় ও সর্ব্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা আছেন, ঐ প্রজ্ঞা হইতে সত্ত্ব, রজ, তম—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার, ত্রি-শক্তিতে বিভক্ত হয়েন। ইহার মধ্যে সত্ত্বগুণই স্থিতি-শক্তি, রজোগুণই ইচ্ছা বা মনোময় সৃষ্টি-শক্তি। সৃষ্টিকারী রজোগুণই ব্রহ্মা। প্রকৃতির যে নিয়মানুসারে কারণ হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা যেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিরাকার* মহাপ্রজ্ঞা বা মহাশক্তির একটী মানস ব্যাপার। ঐ সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থে ঐ শক্তির কিছু না কিছু আভাস বিদ্যমান আছে। কিন্তু ঐ বাহ্যজগতে তাঁহারই আভাস-অনুভূতির নিমিত্ত তাঁহারই মানসপুত্ররূপ মানসাণু বা 'মনু' বিকাশিত হওয়ায়, অনন্তজগৎ জ্ঞাতা-জ্ঞাত বা দ্রষ্টা-দৃষ্ট, এই দুইভাগে পরিণত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ভাবাংশই জড়, স্বরূপাংশই চিৎ। জীব জড়-চৈতন্য মিশ্রিত। এই জড়-জীব-রাজ্য তাঁহারই বিভূতি স্বরূপ। বাহ্যজগতে সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণের অস্তিত্ব প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভাবে আছে, উহাই জড়-জগৎ হইতে ক্রমে বিকাশিত হইয়া, নিম্ন হইতে উচ্চতর জীব-জগতে পরিণত হইয়াছে। উপরোক্ত গুণত্রয়ের সংযোগ হইতেই জড়দেহে চৈতন্য বিকাশিত হয়। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই চিদ্বিকাশিনী শক্তি। রজোগুণ বাসনা-উদ্দীপনী ও কার্য্যকারিণী শক্তি, তমোগুণ জ্ঞানাবরণী বা বিক্ষেপণী শক্তি। পূর্ব্ববর্ণিতমত জীবের ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপ ঐ মানসাণু বা মনু বিকাশিত হওয়ায়, ঐ মানস-পুত্র মনুই মানবের আদি-

*পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিমালয়ের শিখরবাসী সুরগণই ঐন্দ্র, বায়বীয় ও বারুণীতত্ত্ব বা শক্তিসাধন করিয়া, অর্থাৎ স্ব-স্ব উপাস্যদেব বা স্তুতি সাধন করিয়া, সেই সেই নামে অভিহিত হইতেন, তাহাদেরই বংশধরগণের কথা এই স্থলে হইতেছে।

*প্রকৃত পক্ষে মহাপ্রজ্ঞা বা মহাশক্তি নিরাকার নহে, উহা মহা মানসাকারেই অবস্থিত আছেন; তবে আমাদের ন্যায় স্থূল দেহধারী নহেন বলিয়া নিরাকার বর্ণিত হইয়াছেন।

পুরুষ বলিয়া বর্ণিত ও পরিগণিত। ঐ মনু পাশ্চাত্য প্রদেশে 'নু' বা 'নোয়া' নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু এই স্থানে পুরাণের সহিত তত্ত্ব শাস্ত্রের আপাততঃ অসামঞ্জস্য বোধ হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত মানসপুত্র বশিষ্ঠাদি সপ্তজন আদ্যঋষি. তাঁহারাই ব্রাহ্মণদিগের আদি-পুরুষ। ব্রহ্মার অন্য মানস পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ; কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভজাত পুত্র ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি আদিত্য বা দেবগণ, এবং দিতির গর্ভজাত পুত্র দৈত্য বা অসুর-গণ বলিয়া বর্ণিত আছে; ঐ অদিতির গর্ভজাত পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যেরই পুত্র বৈবস্বত মনু ও চন্দ্রের পুত্র বুধ; ঐ বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, কন্যা ইলা। ঐ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণই সূর্য্যবংশীয় ও ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে জাত পুত্রের বংশধরগণই চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছেন। এক্ষণে তত্ত্ব-শাস্ত্রের সহিত পৌরাণিক মতের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হইলেই উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইবে।

বিশুদ্ধ রজোগুণময় সৃষ্টিকরী শক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় স্থিতি-শক্তিতে অধিষ্ঠিত। যেহেতু কোন বিষয়ের স্থিতি-শক্তি-সম্ভাবনা ব্যতীত কখনই সৃষ্টিকারী শক্তি-তত্ত্বের বিকাশই হইতে পারেনা। ঐ স্থিতি-শক্তিই অনন্ত প্রজ্ঞা; অতএব ঐ প্রজ্ঞা বা মহৎ-বুদ্ধিতেই সৃষ্টি-কল্পনাকারী মহামানস স্থিত আছে। অন্য কথায় বলিতে হইলে, ঐ সৃষ্টি-কারিণী রজ-শক্তিই পূর্ব্ববর্ণিত কারণ-বারিতত্ত্ব ওসত্ত্ব তাহার বীজস্বরূপ*ঐ কারণ বারিতে পূর্ব্বোক্ত তেজের যে জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই মরীচি; ঐ মরীচি হইতে জীবন্ময় তড়িতের বিকাশ হয়*ঐ তড়িৎ মরীচির পুত্রস্বরূপ, উহাই পৌরাণিক কশ্যপ; ঐ তড়িতের দুইপ্রকার শক্তি আছে। সত্ত্বগুণময়ী জৈবীশক্তি (Inteligent life principal) ইহাই অদিতি ও তমোগুণময়ী জৈবীশক্তি, (Blind life principal) ইহাই দিতি। ঐ জীবন্ময় তড়িৎই রজোগুণের বা তৈজস তত্ত্বের বিকাশ। ইহা বলা বাহুল্য যে, ঐ রজোগুণ হইতেই প্রবৃত্তি-উদ্দীপনী বা কার্য্য-কারিণী শক্তির (active force) সত্ত্বগুণ হইতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ও তমোগুণ হইতে জড়তত্ত্ব—অর্থাৎ পঞ্চভূত ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম বিকাশিত হয়। ঐ দিতি ও অদিতি ভিন্ন কশ্যপের আর দুইটী পত্নী ছিল,—যথা কদ্রু ও বিনতা; উহারাই যথাক্রমে যৌগিক ও বিযৌগিক তড়িৎ। কদ্রুর গর্ভ-সম্ভূত পুত্র জগতের বন্ধন শেষ নাগরূপ সংশ্লেষণী শক্তি * ও বিনতার গর্ভসম্ভূত পুত্র গরুড়রূপ বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশ হয়। ঐ সংশ্লেষণী শক্তি-প্রভাবে ঐ তেজময় দ্রবীভূত অনন্তব্যাপী আকাশের বিস্তীর্ণ তৈজসাণু সকল ঘনীভূত হইয়া প্রকাণ্ড গোলকাকার বাষ্পময় পদার্থে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প মধ্যস্থ গরুড়রূপী বিশ্লেষণী শক্তি প্রভাবে ঐ বাষ্প অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইতে না পারায়, অর্থাৎ উহার স্থিতিস্থাপকতা-গুণ থাকায়, ঐ বাষ্পস্থ তৈজসাণুসকল ঐ প্রকাণ্ড গোলকাকার বাষ্প প্রতিবিম্বিত করিয়া, জগতে অজস্র কিরণ-জাল বিতরণ করিতেছে; উহাই জগতের প্রাণদাতা সূর্য্য, সৌরজগতের ক্রিয়াকারী শক্তিতত্ত্ব, উহাই দেবাংশ, এবং দিতিগর্ভজাত সংশ্লেষণী বা আকর্ষণীশক্তিই অসুরাংশ; ঐ আকর্ষণী শক্তিই জগতের বন্ধন স্বরূপ। এইরূপ পঞ্চভূতে, তড়িৎ, ম্যাগনেট্ প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্ব মৃত জড়ের ন্যায় হইলেও তদভ্যন্তরস্থ সত্ত্বাংশ হইতে মনোময় জ্যোতিঃ ও রাজসাংশ হইতে প্রাণময়ী কার্য্যকরী শক্তি বিকাশিত হইতে পারে। ইহা আর্য্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত; এই জন্য প্রত্যেক ভূতের, প্রত্যেক তত্ত্বের, প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্রাদির, এমন কি—মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, শারীরিক প্রত্যেক ক্রিয়া-শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। মানব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি; ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার তত্ত্ব আছে, মানবে তাহার অংশ আছে, অতএব বাহ্যজগতে যে সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, মানবের অন্তরেও তাহা আছে; কিন্তু অন্তর ও বাহ্য, উভয় জগতেই ঐ সকল দেবতা গুহ্যভাবে (Latent) আছেন, উহা যোগ-সাধন-বলে বিকাশিত হইতে পারে। যেমন আপনি মন ও বুদ্ধির বাহ্য সাধন দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া, তাহার গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্তাধীন করিতে পারেন, সেইরূপ যদি আপনি মন-বুদ্ধির অন্তঃসাধন দ্বারা মনের অধিষ্ঠাতৃদেব হিরণ্ময় অক্ষিপুরুষকে জাগরিত করিতে পারেন, তবে সেই অক্ষি পুরুষরূপের আত্মজ্ঞান-জ্যোতি দ্বারা সৌরাধিষ্ঠাতা হিরণ্ময় পুরুষের গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্তাধীন করিতে পারিবেন না কেন? ঐ হিরণ্ময় পুরুষের বর্ণনা সূর্য্য-অর্ঘ্যের মন্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তিনি ব্রহ্মার ভাস ও বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ; তিনি জগৎপ্রসবিতা এবং অর্থপ্রদাতা; অতএব উহাতে জাগতিক প্রজ্ঞা ও সমস্ত কার্য্যকরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। অন্যান্য দেবতা এক এক প্রকার শক্তির বা তত্ত্বের বিকাশ মাত্র, কিন্তু সূর্য্য সমস্ত শক্তির ও তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেব। ঐ সূর্য্যের নাম বিবস্বান্ এবং ব্রহ্মার মানসপুত্রের নাম মনু বা মানসাণু। ব্রহ্মার ঐ মানসাণুই মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাস্বরূপ। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে, যিনি মানব-মনের অন্তঃসাধন দ্বারা মানসাধিষ্ঠাতৃদেবকে জাগরিত করিয়া ঐ অপরোক্ষ মানসোপলব্ধি দ্বারা সৌরাধিষ্ঠাতা হিরণ্ময় পুরুষের সমগ্র গুণ ও সমগ্র কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্তাধীন পূর্ব্বক সৌরী শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত হইতে পারেন কি না? সূর্য্যের ঔরসে বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে মনুর উৎপত্তি পুরাণে বর্ণিত আছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমে বিবৃত হইবে।* এই স্থানে

*রজোগুণ হইতেই তেজ বা তাপের বিকাশ হয়; ঐ তাপ হইতে মহাভূত দ্রবীভূত হইয়া একার্ণবীভূত হয়; ঐ একার্ণবমধ্যস্থ মহত্তেজ বা তৈজস কেন্দ্রই লোক পিতামহ ব্রহ্মা।

*এ জীবন্ময় তড়িৎকে ইংরাজিতে Animal magnatism কহে; বঙ্গভাষায় জীবন্ময় বা জীবোৎপাদক তড়িতের পরিবর্ত্তে উষ্মা শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

*পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণু অনন্ত-নাগ-শয্যায় শয়িত ছিলেন, ঐ অনন্ত নাগই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ (universal attraction) আকর্ষণের গতি (motion) সর্পের ন্যায় বক্র। পৃথিবীর কৈন্দ্রিকাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণরূপ বাসুকি ঐ বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের অন্তর্গত।

*বিশ্বকর্ম্মা অর্থে বিশ্বের ক্রিয়ার শক্তি; ঐ ক্রিয়া-শক্তি হইতে সংজ্ঞা—অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধশক্তির বিকাশ হয়। কোন কোন বিজ্ঞানের মতে জলজ চুম্বক (Loonar magnatism) হইতে বোধশক্তি বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হয়; ঐ ম্যাগনেটই জগতের ক্রিয়া-শক্তি; উহা হইতে সংজ্ঞার উদ্ভব হয়; সংজ্ঞাই আদি মানবকুলের মাতৃস্বরূপা।

পাঠক মহাশয় একবার ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক স্মরণ করুন।

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনু রিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥"

বঙ্গানুবাদ—আমি (কৃষ্ণ) এই যোগ সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; সূর্য্য মনুকে, মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; এই-রূপে ঐ যোগ রাজর্ষিগণ বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ কাল বশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কবিতার আবরণ ভেদ করিলে বুঝা যায়, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় অনন্তশক্তিমান হইতে সূর্য্য পূর্ব্বোক্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সূর্য্য সাধন-যোগবলে কেবল বৈবস্বতমনু বংশ-পরম্পরাক্রমে উহা লাভ করিয়াছিলেন; দীর্ঘকালে যে উহা কেন নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণন দ্বারা বিশদ ও পরিস্কৃত হইবে। এখন পাঠক বুঝিলেন যে, সূর্য্যবংশ কি? চন্দ্রে যে সৌরকর পতিত হয়, উহাকে সূর্য্যবংশীয় কন্যা কল্পনা করা নিতান্ত অদার্শনিক নহে। ফলিতজ্যোতিষানুসারে চন্দ্র জীবের ভাণ্ডার স্বরূপ। তন্ত্রে বর্ণিত আছে, ষট্‌চক্রের ষষ্ঠ বা ললাটে আজ্ঞা চক্রই চন্দ্রের স্থান; ঐ আজ্ঞাচক্রই মনের উচ্চাঙ্গ; ঐ আজ্ঞাচক্রে জৈবীশক্তি স্থির করিতে পারিলে মানব যোগ-সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মনের উচ্চাঙ্গের বিকাশ হয়। পৌরাণিক মতেও মানবাত্মা পরলোক-ভোগান্তে চন্দ্রলোকে অবস্থানান্তর তথায় পুনঃ সূক্ষ্ম-শরীর (জৈব ও মানসোপাদান) আকর্ষণ-পূর্ব্বক পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে দর্শন, জ্যোতিষ ও কয়েকখানি পুরাণের বিশেষ-রূপ আলোচনা আবশ্যক; তাহা হইলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, এজন্য তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম; ভরসা করি, সূর্য্যবংশ বর্ণন দ্বারা চন্দ্রবংশের তাৎপর্য্য পাঠকগণ কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে যিনি অন্তঃসাধন দ্বারা চান্দ্রিকী শক্তি অর্থাৎ জলজ চুম্বক (Loonar magnatism) আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বুধ (পণ্ডিত); বুধ সূর্য্যবংশীয়া কন্যা ইলাকে বিবাহ করেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ইলা পুরুষ ও স্ত্রীরূপী; অতএব ইলা সৌর তেজ ও জ্যোতি বলিয়াই অনুমান হয়। তদ্ভিন্ন বুধের প্রকৃত-প্রস্তাবে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলাকে বিবাহ করাও অসম্ভব নহে; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রূপকের কোন হানি হয় না; অতএব সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশীয় রাজগণই যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রাজবংশ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এখন পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বশিষ্ঠাদি সপ্ত আদ্যঋষি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মাসপুত্র বা উত্তমাঙ্গ-নির্গত বলিয়া বর্ণিত আছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ব্রাহ্মণগণ কি সূর্য্য-সাধন করেন নাই? পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সূর্য্য বিষ্ণুতেজ হইলেও জগৎপ্রসবিতা প্রাণময় ক্রিয়াশক্তি। প্রকৃত-পক্ষে সূর্য্য সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের বা ক্রিয়াশক্তির আধার, অতএব শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বল-বীর্য্য লাভ দ্বারা পৃথিবীর উপর সর্ব্বপ্রকারে আধিপত্য সংস্থাপনই সৌরী-শক্তি সাধনের উদ্দেশ্য। মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ উহার সাক্ষাৎ ফল নহে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সূর্য্য-চন্দ্র প্রভৃতি জাগতিক শক্তি অবলম্বন

অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা প্রকৃতির অন্তরের অন্তরালে প্রবেশ করিয়া, সেই সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা সাক্ষাৎভাবে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মজ্ঞান-বলে মূল সত্য (পরব্রহ্ম) অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ মহর্ষিগণই ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান সত্ত্বগুণ, সমাজের স্থিতি-শক্তি*, এইজন্য তাঁহারা সত্ত্বময় শুক্লবর্ণ ও ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ নিঃসৃত। ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গই যে প্রজ্ঞা বা সত্ত্বময় স্থিতি-শক্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় হিমালয়ের শিখরস্থিত যে সপ্তজন আর্য্যগুরু সমাজের মঙ্গলার্থে সত্য-জ্ঞানানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণই ব্রাহ্মণ; এইজন্য উক্ত সপ্ত ঋষিই সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির আদি পুরুষ। বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ যতদিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, ততদিন যিনি যে বংশের প্রধান থাকিতেন, তিনিই আদি পুরুষের উপাধি ধারণ করিতেন; এই জন্যই বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে ৫৩ পুরুষ পরে রামচন্দ্রের কুলগুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। * যাহাহউক আমরা এক্ষণে সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশের বংশাবলীর কুলচিনামা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের তাৎকালিক সমাজিক অবস্থা ও তাঁহাদের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বর্ণন করিব।

*এই স্থিতি অর্থে সমাজের পালন শক্তি।

*এই স্থলে আর একটী আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। যথা— তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু। মনু কোন বিশেষ মানব নহেন; এক একটী প্রলয়ান্তে সেই কল্পের মানব কুলের বীজ মহৎ ব্রহ্মে লুক্কায়িত হয় ও ব্রহ্মা নিদ্রিত হন। ঐ নিদ্রান্তে ঐ বীজ প্রথমে সূর্য্য-বংশের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র পৃথুরাজকে সম্রাট বা পৃথ্বীশ্বর নামে খ্যাত দেখিতে পাই; তৎসময় অন্য কোন বংশীয় রাজপুরুষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। ঐ পৃথুরাজের পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা রাজগণের নাম পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, এবং তাঁহাদের নামানুসারে সূর্য্যবংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণের বংশোপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা সম্রাট বা পৃথিবীপতি বলিয়া কোথাও বর্ণিত হন নাই। বিশেষতঃ বেদ হইতে পুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এই বেদ সকলের মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৯ম সূক্তে পৃথুর পরিচয় (অর্থাৎ তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ) আমরা প্রথম প্রাপ্ত হই; তৎপরে দশম মণ্ডলের ১৪৮ সূক্তে তাঁহার বিবরণ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উহাতে পৃথু বেদের সূত্রের রচয়িতা ঋষি বলিয়া বর্ণিত আছেন। এক্ষণে ঐ রাজা-পৃথু ও ঋষি-পৃথু যে এক,

অঙ্কুরিত হইয়া প্রথমে যে বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হয়, তাহা মনু। ঐ মনু কর্ত্তৃক যখন পৃথিবীর মানব সৃষ্টি-ক্রিয়ার আরম্ভ হয়; অর্থাৎ মানবকুলের প্রথম বিকাশ হয়, তখন ব্রহ্মার প্রাতঃকাল; পরে এই পৃথিবীর মানব সৃষ্টি-ক্রিয়া যখন স্থগিত হয়, তখন সন্ধ্যা হয়। এই হিসাবে প্রত্যেক সৃষ্টির আবর্ত্তনে দুইটী মনু গণনীয়, যথা—মূল-মনু ও বীজ-মনু; অতএব সপ্ত গ্রহের সপ্ত আবর্ত্তনে চতুর্দ্দশ মনু গণনীয়। তত্ত্বজ্ঞদিগের মতে বর্ত্তমান মনুন্তর পৃথিবীর চতুর্থ আবর্ত্তন; অতএব তৃতীয় আবর্ত্তনের ষষ্ঠ মনুর অন্তে চতুর্থ আবর্ত্তন বা চতুর্থ মনুন্তরের প্রারম্ভে সপ্তম বৈবস্বত মনুর কাল গণনীয়; তজ্জন্যই সূর্য্য-সাধক বা সূর্য্যবংশের আদিপুরুষের নাম উপরোক্ত আধ্যাত্মিক নামানুসারে বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত হওয়াও বিচিত্র নহে।

তাহাও ঐ সূত্রের পঞ্চম ঋকে স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। কিন্তু ঐ ঋকে পৃথু বেন-তনয় বলিয়া প্রথিত। যে পৃথুর বিষয় আমরা বর্ণন করিব, ঐ পৃথু বেন-তনয় বলিয়া পুরাণেও বর্ণিত। আবার টড্-প্রণীত রাজস্থানের সূর্য্যবংশীয় তালিকায় এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু ইক্ষ্বাকুর প্রপৌত্র অনরণ্যের পুত্র এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু পৃথিবীর আদিরাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পৃথুই পৃথিবীকে দোহন করিয়া পৃথিবীর অন্তর্নিহিত বলকর অন্ন ও রত্নাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; এই ইতিবৃত্তের রূপক বা আবরণাংশ পরিত্যাগ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়-মান হইবে যে, পৃথুরাজই হিমালয় হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশ ও আর্য্যাবর্ত্তের বনভূমি পরিষ্কারপূর্ব্বক নগর, গ্রাম ও রাজধানী প্রভৃতি সংস্থাপন ও ভূমি-কর্ষণ দ্বারা বলকর অন্নাদি, নানাবিধ ওষধি ও শস্য প্রভৃতি উৎপাদন, পর্ব্বত আকরাদির আবিষ্কার ও খনন দ্বারা মণি-মাণিক্য-রত্নাদি ও স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতের বৈষয়িক উন্নতির প্রথম ও প্রধান যুগ। এই স্থান হইতেই আর্য্যদিগের পার্থিব উন্নতির প্রথম সূত্রপাত। একদিকে অনার্য্য দস্যুগণ ক্ষত্রিয়-দিগের তেজ ও পরাক্রম দ্বারা ভস্মীভূত—পরাজিত ও বিতাড়িত হওয়ায়, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যদিগের রাজত্ব দৃঢ় এবং তাঁহাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়াছিল, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক যাগ-যজ্ঞ, ভূমি-কর্ষণ এবং অন্তর্বাণিজ্য প্রভাবে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও অতুলনীয় ধন-সম্পদ ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আবার একপক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের তত্ত্বশাস্ত্র-জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, পরাক্রম, ক্ষমতা প্রভৃতি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে অধিরোহিত হওয়ায়, এবং পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণদিগেরও বংশ বিস্তৃত ও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়া আসায়, ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপনের বা ব্রাহ্মণদিগের পদে উন্নীত হওয়ার আশাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ হিমালয় অঞ্চলে বাস কালে সোম-যাগ প্রভাবে দেবোপাধি ধারণপূর্ব্বক যখন অসুর উপাধিধারী ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, হিমালয়ের শিখরে সুরপুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সৌরীশক্তি সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুগণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতি-সম্প্রদায় বিভাগ না হওয়ায়, একতা নষ্ট বা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ উপস্থিত হয় নাই। ঐ আর্য্যগণই দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। যে আর্য্যগণ এক সময় বলবীর্য্য-অনুশীলন দ্বারা অনার্য্যগণকে পরাজয়, জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ধনার্জ্জন দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি সাধন এবং সমাজে জ্ঞান, ধন ও বল-বীর্য্য রক্ষণ ইত্যাদি প্রয়োজনের নিমিত্ত সমাজ বিভাগ করিয়া প্রাকৃতিক গুণানুসারে ব্রাহ্মণগণকে নেতাস্বরূপে শীর্ষদেশে স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই আর্য্যগণের মধ্যে বল-বীর্য্যের নেতা ক্ষত্রিয়গণ,

আর্য্যগুরু ও সমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণকে অধঃপাতিত করিয়া সমাজের শীর্ষদেশে উত্থিত হইতে অভিলাষী হইয়া ছিলেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় বহিঃশত্রুশূন্য হওয়ায় আর্য্যগণের তাত্ত্বিক ও বৈষয়িক জ্ঞান ও ক্ষমতা, সমাজের কর্ত্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব লইয়া যে অন্তর্বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা কামধেনু লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যুদ্ধ, বিশ্বামিত্র রাজার ব্রাহ্মণত্ব-পদ লাভের চেষ্টা, ক্ষত্রিয়গণের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ, রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক ঋষিগণের শাস্ত্র-পরাজয় ইত্যাদিই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই বিবাদের কারণ যে কেবল বহিঃশত্রুর অভাব ও ক্ষত্রিয়গণের অবাধিত বল, বীর্য্য, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব, ইহা কেহ মনে করিবেন না। ব্রাহ্মণগণের পদস্খলন, কর্ত্তৃত্বের ত্রুটি ও স্থানবিশেষে সমাজে আধিপত্যের অপব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ। অধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ বৈষয়িক জ্ঞান ও শক্তির ন্যায় প্রায় নিশ্চিতরূপে বংশানুক্রমিক (Hereditory law) নিয়মাধীন নহে; উহা বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধিবিশিষ্ট উন্নত সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানানুশীলন যেরূপ সহজ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলন সেরূপ সহজ নহে। যে সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা থাকে, সেই সমাজে পিতৃ-মাতৃ দৃষ্টান্ত ও গুরূপদেশে সহজেই জ্ঞানোপার্জ্জন হয়। কিন্তু সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চ্চা থাকিলেও পূর্ব্বোক্তমত দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা সহজে ঐ জ্ঞানার্জ্জন হয় না। যেহেতু দৃষ্টান্ত ও উপদেশ বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ অতি অল্প। প্রকৃতির বিশেষ অনুকূলতা ব্যতীত বাহ্য-শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হওয়া অতীব কঠিন। ভারতের সমতল-ভূমির এক যোজন ঊর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর প্রদেশস্থ প্রকৃতি (স্বভাব) হইতে আর্য্যগুরুদিগের যে অধ্যাত্মিক জ্ঞানশিক্ষা ও শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, সমতল ভূমিস্থ প্রকৃতি হইতে তদ্রূপ শিক্ষা হয় নাই; তদ্ধেতু তাঁহাদের বংশধরগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলন তদ্রূপ হইতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলনের প্রধান উপাদান অন্তর্সাধন, যথা—ধ্যান, ধারণা ও সমাধি; কিন্তু অন্তর্সাধনের পূর্ব্বে বাহ্যসাধন—অর্থাৎ দেহের ও মনের বাহ্যাঙ্গের ক্রিয়া সাধন, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ব্যতীত অন্তর্সাধন অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত যোজনৈক ঊর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর-দেশের প্রকৃতি যে উপরোক্ত বহিঃসাধনের শিক্ষাগুরুর যোগ্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। উক্ত শিখরদেশ সাধারণ মানবের দুর্গম্য। তথাকার বায়ু স্বভাবতঃ, এরূপ সূক্ষ্ম যে উহা প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ অনুকূল। তথায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া—শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ ও রস, সমস্তই আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর কঠোর। তথাকার প্রকৃতি হইতেই অধ্যাত্মিক শক্তি-বিকাশক সোমরস প্রভৃতি উদ্ভূত হওয়াই সম্ভব। এইজন্য হিমালয়ের শিখরদেশ যোগের যেরূপ অনুকূল, সমতল ক্ষেত্র সেরূপ নহে। তদ্ধেতু সাধারণ জনগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ক্রমেই মন্দীভূত হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কঠোরানুষ্ঠানে মানবের মন প্রধাবিত

হয় না। এজন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের হ্রাস হওয়ায় ক্রমেই উহা অতিপ্রাকৃত ও অমানুষিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। যদিও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-শক্তি অনেকে হারাইয়াছিলেন, তথাচ সমাজে আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ঐ আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুষ্ঠানের নামে সমাজে বহুল কঠোরতর যজ্ঞ, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কঠোরতর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা সাধারণ জনগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালেও ঋষিগণ অবশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান হারান নাই। আত্মঋষিগণের প্রধান বংশধরগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি না থাকিলে উহার পুনর্বিকাশ হইতনা। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে অনেক স্তর নিম্নে নামিয়াছিলেন। এমন কি, সমগ্র বেদানুষ্ঠানে তৎকালে প্রায় কেহই শক্ত না থাকায়, এক এক ব্রাহ্মণ-বংশে বেদের এক একটী শাখা মাত্র অধ্যয়ন প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ শাখার নামানুসারে ব্রাহ্মণগণ এক একটী শাখা অনুসারে কঠ-কুথুমাদি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণের অতিরিক্ত আধিপত্য ক্ষত্রিয়গণের অসহ্য হওয়ায়, ক্ষত্রিয়গণও পূর্ব্বোল্লিখিতমতে অত্যন্ত অভিমানী ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণেও ক্ষান্ত হন নাই। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের উপর কীদৃশ দৌরাত্ম্য ও ব্রাহ্মণগণকে কি প্রকার নিগৃহীত করিয়াছিলেন, রাজা নহুষের উপাখ্যান পাঠ করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ নহুষ রাজা যে অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণকে রথে যোজনা করিয়া দিয়া রথ টানাইতেন, তাহা বঙ্গীয় অনেক পাঠক অবগত আছেন। ক্ষত্রিয়দিগের এই সকল অত্যাচারের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে মহাবীর পরশুরামের অভ্যুদয় হয়। এই জন্যই পরশুরাম দশাবতারের মধ্যে একটী আংশিক অবতার-গণ্য। নহুষ প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজগণের, ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নহেতু ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত হওয়ায়, পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্র ও নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণের অন্তরের বেদনা, ক্লেশ, দুঃখ, অভাব ও আবশ্যকতার বেগ বা স্রোত অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছিয়া ছিল ও তথায় তাঁহাদের আবেদন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তথাকার সর্ব্বন্যায়ানুমোদিত সর্ব্বমাঙ্গলিক ঐশ্বরিক নিয়ম হইতেই ক্ষত্রিয়দিগের দমনের জন্য সেই সর্ব্বশক্তিময়ের শক্তি বা বলের মূর্ত্তিমান আভাসস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ পরশুরাম যে সামান্য আংশিক অবতার, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; যদিও উক্ত পরশুরাম-অবতার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল সংঘটিত হয় নাই বটে, তথাচ পরশুরাম সেই সর্ব্বন্যায়-মঙ্গলময়ের অবতারের অগ্রসূচী আংশিক অবতার-গণনীয়। আশুদৃষ্টিতে পরশুরাম মঙ্গলের অবতার না হইয়া বরং অমঙ্গলের অবতার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন; কারণ ক্ষত্রিয়গণই ভারতের রক্ষক ও পালক ছিলেন, তাঁহাদের ধ্বংসে সমাজ বিশৃঙ্খল ও ভারতের প্রভূত বলহানি হইয়াছিল। আর্য্যগণের বলহানি ও দুর্দ্দৈবকালে পূর্ব্ব-বিতাড়িত দাক্ষিণাত্যের প্রান্তবাসী ও দ্বীপনিবাসী নরমাংসভোজী অনার্য্যগণ (রাক্ষস) যে পুনরুত্থিত ও ভয়ঙ্কর বলশালী হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও আর্য্যাবর্ত্তের স্থানে স্থানে বনভূমিতে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক আর্য্যভূমি কর্ষণকারী, বিশ্বস্ত ও আর্য্যজাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকির অমৃতনিস্যন্দিনী-লেখনী-নির্গত পুণ্যময় রামায়ণই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

সাংখ্যদর্শন।

(গত আশ্বিনের পত্রিকার ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ। ত্রিবিধম্প্রমাণামিষ্টম্প্রমেয়সিদ্ধিঃপ্রমাণাদ্ধি ॥ ৪।

পদপাঠঃ—দৃষ্টম্। অনুমানম্। আপ্তবচনম্। চ। সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ। ত্রিবিধম্। প্রমাণম্। ইষ্টম্। প্রমেয়সিদ্ধিঃ। প্রমাণাৎ। হি।

ব্যাখ্যা—দৃষ্টম্—প্রত্যক্ষ। অনুমানম্—অনুমান। আপ্তবচনম্—ঋষিবাক্য। চ—সমুচ্চয়ে। সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ—সকল প্রকার প্রমাণই এই ত্রিবিধ প্রকারে সিদ্ধ হয় বলিয়া। ত্রিবিধম্—তিন প্রকার। প্রমাণং—প্রমাণ। ইষ্টম্—পর্য্যাপ্ত। হি—কেননা। প্রমেয়-সিদ্ধিঃ—যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ। প্রমাণাৎ—প্রমাণ হইতেই হয়।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্ত-বচন (ঋষিবাক্য), এই ত্রিবিধ প্রমাণই পর্য্যাপ্ত, কেননা যাবতীয় প্রমাণই এই তিনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রমাণ দ্বারাই প্রমেয়-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রতি বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্। তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্ত বচনন্তু ॥৫

পদপাঠঃ—প্রতি-বিষয়-অধ্যবসায়ঃ। দৃষ্টং। ত্রিবিধং। অনুমানং। আখ্যাতম্। তৎ। লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বকং। আপ্তশ্রুতিঃ। আপ্তবচনং। তু।

ব্যাখ্যা—প্রতিবিষয়-অধ্যবসায়ঃ—প্রতি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষহেতু যে জ্ঞান। দৃষ্টং—তাহাই দৃষ্ট। ত্রিবিধং—তিন প্রকার। অনুমানম্—অনুমান। আখ্যাতম্—কথিত হইতেছে। তৎ—সেই অনুমান। লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বকং—যাহার পূর্ব্বে লক্ষণ এবং লক্ষণ-যুক্ত পদার্থ আছে। আপ্ত-শ্রুতিঃ—ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-শূন্য যে বাক্য। আপ্তবচনং—তাহাকে আপ্তবচন বলে। তু—ও।

বঙ্গার্থ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়াতে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, এবং সামান্যতঃ দৃষ্ট। ঐ অনুমানের পূর্ব্বে লিঙ্গ এবং লিঙ্গী থাকে। প্রথমে সামান্য লক্ষণের জ্ঞান, তৎপরে, ঐ সামান্য লক্ষণ যে বিশেষস্থলে প্রযোজ্য, তাহার জ্ঞান, এবং এই দুই জ্ঞানের সংযোগের দ্বারাই অনুমান হয়। ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষশূন্য শ্রুতি-বচনই আপ্তবচন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অনুমান ত্রিবিধ ; প্রথমতঃ পূর্ব্ববৎ, যথা আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, আমার এই জ্ঞান আছে, তৎপরে মেঘ দেখিতেছি, অতএব বৃষ্টির অনুমান করিতে পারি ; এস্থলে কারণ-মেঘ হইতে কার্য্য-বৃষ্টির অনুমান করা হইল ; শেষবৎ—যথা—জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান ; এস্থলে কার্য্য জলবৃদ্ধি হইতে কারণ-বৃষ্টির অনুমান করা হইল ; সামান্যতঃ দৃষ্ট যথা—এক পদার্থ পূর্ব্বে অবগত আছি, সেই পদার্থের ন্যায় অন্য পদার্থ দেখিয়া, শেষে যে পদার্থ দেখিলাম, তাহা যে প্রথমে যে পদার্থ দেখিয়াছি, তাহার সহিত এক জাতীয়, এইরূপ অনুমানকে সামান্যতঃ দৃষ্ট কহে। গুণের সামান্য দৃষ্টি করিয়া এই অনুমান হয়।

প্রত্যেক অনুমানে পঞ্চ অবয়ব থাকে—যথা (১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু বা অপদেশ, (৩) উদাহরণ বা নিদর্শন (৪) উপনয় (৫) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বত বহ্নিমান।

হেতু—পর্ব্বত ধূমবান।

নিদর্শন—যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি।

উপনয়—পর্ব্বত ধূমবান।

নিগমন—অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে অবয়ব তিনটিও হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথম তিনটি অথবা শেষ তিনটি। ধূম দেখিতেছি মাত্র, ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে হইবে, কিন্তু ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান কিরূপে হইবে? যে স্থলেই আমি ধূম দেখিয়া থাকি, সেই স্থলেই যদি বহ্নি দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা যায় ; সুতরাং যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি, এই পূর্ব্বজ্ঞান থাকাতে, পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অনুমান করিলাম, উহা বহ্নিমান ; পর্ব্বতের বহ্নিমত্তা প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, উহা ধূম দর্শনে অনুমিত হয়। পঞ্চ অবয়ব নিষ্প্রয়োজন, কারণ দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম দুইটি এবং শেষ দুইটি অবয়ব একই। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রেও তিনটি মাত্র অবয়ব প্রচলিত। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অনুমানের পূর্ব্বে লিঙ্গ এবং লিঙ্গী থাকে ; এই লিঙ্গ এবং লিঙ্গী কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য—মর্ত্ত্য বা মরণশীল।

রাম—মনুষ্য।

অতএব—রাম মর্ত্ত্য।

এস্থলে প্রথমে ভূয়োদর্শনের দ্বারা আমি স্থির করিয়াছি যে, মনুষ্য মর্ত্ত্য ; যদি কেহ অমর মনুষ্য দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার অনুমান ভ্রমাত্মক হইবে। কিন্তু যদি সকল মনুষ্যই মরণধর্ম্মশীল, একথা ঠিক হয়, এবং কুত্রাপি তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট না হয়, তাহাহইলে রাম নামক ব্যক্তিরও অবশ্য মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়। এখানে আমি অনুমান করিতে চাই যে—রাম মর্ত্ত্য। কিসের দ্বারা আমি এ অনুমান করি? না যেহেতু রাম মনুষ্য। রাম মনুষ্য বলিয়া যে মরিবে, এ সিদ্ধান্ত আমি কোথায় পাইলাম? না মনুষ্যমাত্রেই মরিয়া থাকে। সুতরাং রাম মর্ত্ত্য, এই হইল আমার প্রতিজ্ঞা (proposition) ; রাম মনুষ্য, এই হইল আমার হেতু, (reason) মনুষ্য মর্ত্ত্য, এই হইল আমার উদাহরণ বা নিদর্শন। (instance or example)

রাম মর্ত্ত্য (প্রতিজ্ঞা)

রাম মনুষ্য (হেতু)

মনুষ্য মর্ত্ত্য (উদাহরণ)

এইক্ষণ যদি উদাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে যাই, তাহা হইলে—

মনুষ্য মর্ত্ত্য—(উদাহরণ)

রাম মনুষ্য—উপনয় (application of the reason.)

(অতএব) রাম মর্ত্ত্য—নিগমন (conclusion.)

মনুষ্য মর্ত্ত্য (Major premiss)

রাম মনুষ্য (Minor premiss)

(অতএব) রাম মর্ত্ত্য (conclusion)

এইক্ষণে দেখুন "মর্ত্ত্য" "মনুষ্য" অপেক্ষা বৃহত্তর, অর্থাৎ মনুষ্য ব্যতীত জগতে মর্ত্ত্য আরও অনেক আছে, সুতরাং "মনুষ্য" "মর্ত্ত্যের" অন্তর্ভুক্ত। এ "মর্ত্ত্য" ন্যায়ের "ব্যাপক" এবং "মনুষ্য" "ব্যাপ্য"—অর্থাৎ "মর্ত্ত্য" "মনুষ্যকে" ব্যাপ্ত করিয়াছে, এবং "মনুষ্য" "মর্ত্ত্য" দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ব্যাপ্যের আর এক নাম "সাধ্য"। মনুষ্য রামের মর্ত্ত্যতাই আমার প্রমাণ করিতে হইবে বা উহাই আমার "সাধ্য", কিন্তু কি উপায় দ্বারা প্রমাণ করিব? না "রাম" "মনুষ্য" ; অতএব "ব্যাপ্য" "মনুষ্য" হইল "সাধন" বা উপায় বা "হেতু"। এই "হেতু"কে লিঙ্গও বলা যায়, কারণ "রামেতে" "মনুষ্য"-রূপ "লিঙ্গ" বা লক্ষণ থাকাতেই, আমি তাহার "মর্ত্ত্যতা" সিদ্ধ করিলাম ; অতএব "লিঙ্গ" "হেতু", "ব্যাপ্য", "সাধন", একই কথা, আর "মর্ত্ত্য" "লিঙ্গী", কারণ "মর্ত্ত্যে" লিঙ্গ আছে, অর্থাৎ "মর্ত্ত্যের" অন্তর্ভুক্তই "মনুষ্য" রূপ "লিঙ্গ"।

যে পাঠক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্র (Logic) পড়িয়াছেন, তিনি জানেন যে, প্রত্যেক Syllogismএ Major term (predicate of the conclusion) Minor term (subject of the conclusion) middle term (the term connecting the major and minor terms) আমাদের ন্যায়শাস্ত্র Major termকে সাধ্য, ব্যাপক বা লিঙ্গী বলে, এবং Minor termকে "পক্ষ" (সংদিগ্ধ সাধ্যবান) এবং middle term কে লিঙ্গ, হেতু, ব্যাপ্য বা সাধন বলে। মনুষ্য মর্ত্ত্য, রাম মনুষ্য, অতএব রাম মর্ত্ত্য ; এস্থলে মর্ত্ত্য সাধ্য লিঙ্গী বা ব্যাপক Major trem; সাধন, হেতু বা লিঙ্গ middle trem, এবং রাম পক্ষ minor trem. সাধ্য বা ব্যাপক সাধন বা হেতু অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং সাধন বা হেতু পক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর। উপরোক্ত উদাহরণে সাধ্য মর্ত্ত্য হেতু-মনুষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং হেতু-মনুষ্য পক্ষ-রাম হইতে বৃহত্তর। মর্ত্ত্য মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিক, মনুষ্যও রাম অপেক্ষা অনেক অধিক। অনুমানকে "লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূর্ব্বকং" বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা দ্বারাই "পক্ষ"ও বুঝাইতেছে।

যে স্থলে ধূম, সেইস্থলে বহ্নি,—

পর্ব্বত ধূমবান,—

অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্।

এস্থলে বহ্নি সাধ্য Major trem, ধূম—হেতু Middle trem, এবং পর্ব্বত পক্ষ minor trem. ন্যায়ের মতে প্রমাণ চতুর্ব্বিধ—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) শাব্দ। বেদান্তের মতে ঐ চারিটি ব্যতীত "অর্থাপত্তি" ও "অভাব" প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। দেবদত্ত দিনে খান না, অথচ তাঁহাকে পুষ্ট দেখা যায়, সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে, তিনি রাত্রিতে খান। এই হইল "অর্থাপত্তি" ; আকাশে কুসুম থাকিতে পারে না, এই হইল "অভাব"। উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, এগুলি বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের

অন্তর্ভুক্ত। কপিলের মতে প্রমাণ ত্রিবিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন বা শ্রুতি। কপিল কখনও শ্রুতির অবমাননা করেন নাই।

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতির-
নুমানাৎ।

তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ
সিদ্ধম্ ॥৬

পদপাঠঃ—সামান্যতঃ। তু। দৃষ্টাৎ। অতীন্দ্রিয়াণাং। প্রতীতিঃ। অনুমানাৎ। তস্মাৎ। অপি। চ। অসিদ্ধং। পরোক্ষং। আপ্ত। আগমাৎ। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা—সামান্যতঃ—সামান্যের—অর্থাৎ ভৌতিক জগতের। দৃষ্টাৎ—দর্শন—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইবে। অতীন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সমূহের। প্রতীতিঃ—জ্ঞান। অনুমানাৎ—অনুমান হইতে। তস্মাদপি—তাহা হইতেও। অসিদ্ধং—অনির্দ্ধারিত। পরোক্ষং—যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আপ্তাগমাৎ—আপ্ত আগম হইতে। সিদ্ধম্—সিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ দ্বারা ভৌতিক জগতের জ্ঞান হয়, অনুমান দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান হয়, এবং অপ্রত্যক্ষ যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান এবম্প্রকারে সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্তবচন দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অতীন্দ্রিয় বলিতে কেবল ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য বস্তু বুঝায় না; যাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে রহিয়াছে, অর্থাৎ কোন কারণে প্রত্যক্ষ হইতেছে না, (যেরূপ পর্ব্বতের বহ্নি) তাহাও বুঝায়।)

অতি দূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোহ-
নবস্থানাৎ।

সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভি-
হারাচ্চ ॥৭

পদপাঠঃ—অতি দূরাৎ। সামীপ্যাৎ। ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ। মনসঃ। অনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ। ব্যবধানাৎ। অভিভবাৎ। সমানাভিহারাৎ। চ।

বঙ্গার্থ—অত্যন্ত দূরত্ব, অত্যন্ত নিকটত্ব, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, (অন্ধত্ব, বধিরত্ব, ইত্যাদি), মনের অনবস্থান বা অমনোযোগ, পদার্থের সূক্ষ্মতা, অন্য পদার্থের ব্যবধান, (অন্য পদার্থের যদি মধ্যে অবস্থিতি হয়) অন্য পদার্থের প্রাবল্য, এবং সমান বস্তুর সহিত মিশ্রণ, এই সকল হেতুতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে।

বিশেষ ব্যাখ্যা—যে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষীকৃত করা যায় না, তাহা অনুমানের দ্বারা, এবং অনুমানের দ্বারা যাহার প্রতীতি হয় না, তাহা আপ্তবচনের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। কিরূপস্থলে পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এখানে তাহাই বলা হইতেছে। দূরে পর্ব্বত রহিয়াছে, এবং ঐ পর্ব্বতে দাবাগ্নি হইয়াছে, দূরত্ববশতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না; কিন্তু ঐ অগ্নিসম্ভূত ধূম দ্বারা তাহার অনুমিতি হইতেছে। আকাশমণ্ডলে পক্ষী উড্ডীন হইল, ক্রমে উহা এত ঊর্দ্ধে উঠিল, যে উহাকে আর দেখা গেল না। কিছুকাল পরেই পক্ষী যখন অবতরণ করিতে লাগিল, তখন আবার উহাকে দেখা যাইতে লাগিল। পক্ষী যে অদৃশ্য হইল, সে কেবল দূরত্বহেতু এবং এই অদৃশ্য অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অতি দূরত্বহেতু পদার্থ যেরূপ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ অত্যন্ত নৈকট্যতাও পদার্থ অদৃশ্য হইয়া থাকে; যেমন লোচনস্থ অঞ্জন দেখা যায় না। অন্ধতা, বধিরতা প্রভৃতি কারণে পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। মনের চাঞ্চল্য বা অমনোযোগ

প্রভৃতি কারণে সন্নিকটবর্ত্তী পদার্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুর সূক্ষ্মত্ব-হেতুও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেমন আকাশ-মণ্ডলে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা সকল দৃষ্টি-গোচর হয় না; সূক্ষ্মত্ব হেতু পরমাণু দেখা যায় না। অন্য কোন পদার্থ মধ্যে থাকিলেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হয়। সূর্য্যরশ্মির প্রাবল্য হেতু দিবসে নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হয় না। জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলে, জলের স্বতন্ত্র সত্তা দৃষ্ট হয় না। এই সমুদায় স্থলে অনুমানের দ্বারা বস্তুর সত্তা সিদ্ধ করিতে হয়।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্ত-
দুপলব্ধেঃ।

মহদাদি তচ্চ কার্য্যংপ্রকৃতি সরূপং বিরূপং
চ ॥৮।

পদপাঠঃ—সৌক্ষ্ম্যাৎ। তৎ। অনুপলব্ধিঃ। ন। অভাবাৎ। কার্য্যতঃ। তৎ। উপলব্ধেঃ। মহৎ। আদি। তৎ। চ। কার্য্যম্। প্রকৃতি সরূপং। বিরূপং। চ।

ব্যাখ্যা—সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্মত্বহেতু। তৎ অনুপলব্ধিঃ—প্রধান বা প্রকৃতির অনুপলব্ধি হয়। ন অভাবাৎ—অভাব বা অনস্তিত্ব হেতু নহে। কার্য্যতঃ—কার্য্য হইতে। তৎ উপলব্ধেঃ—প্রধান বা প্রকৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়া। মহদাদি—বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি। তৎ কার্য্যম্—সেই কার্য্য। প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ—এই কার্য্য প্রকৃতির সরূপ ও বিরূপ, উভয়ই।

বঙ্গার্থ—সূক্ষ্মত্ব বশতঃ প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না। প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া যে উপলব্ধি হয় না, তাহা নহে; কারণ ইহার কার্য্য দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। বুদ্ধি আদি ইহার কার্য্য, এবং ইহারা প্রকৃতির সদৃশও বটে, বিসদৃশও বটে।

বিশেষ ব্যাখ্যা তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মূল-প্রকৃতি অনুৎপন্না এবং মহৎ বা বুদ্ধি—অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা ঐ মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ মহৎ মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অহঙ্কার মহৎ হইতে উৎপন্ন এবং পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। ভগবান্ কপিল বলিতেছেন যে, সূক্ষ্মত্বহেতুই এই প্রধানের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের অসম্পূর্ণতা এবং অন্যান্য কারণে আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অনুমানের সাহায্যেই আমরা সেই সমুদয় বস্তুর সত্তা নিরূপণ করিতে পারিয়া থাকি। আমরা যে বাহ্য জগৎ দেখিতে পাই, উহা ব্যক্ত অবস্থা, এবং এই ব্যক্ত অবস্থা হইতে যুক্তি দ্বারা আমরা উহার অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হই,—অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণে উপনীত হই। কপিল এই জগতের আদি অবস্থাকে প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করেন। তাঁহার মতে, যেমন বৃক্ষ বীজে নিহিত আছে, তদ্রূপ এই জগৎ মূল-প্রকৃতিতে নিহিত আছে। এক পক্ষে বীজে ও বৃক্ষে কোন প্রভেদ নাই, অর্থাৎ কার্য্যে ও কারণে কোন প্রভেদ নাই, কারণ বৃক্ষ বীজের পরিণাম মাত্র; অন্য পক্ষে দেখিলে, বীজ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ভবিষ্য-বৃক্ষ বীজে নিহিত থাকিলেও বীজ বৃক্ষ নহে। কপিল নিমিত্ত-কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মৃত্তিকা হইতে কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, তদ্রূপ এই জগৎ কেহ নির্ম্মাণ করেন নাই। কপিলের

মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হয়; মন সেই জ্ঞান অহঙ্কারের নিকট উপস্থিত করে; অহঙ্কার তাহাকে বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে; বুদ্ধি উহাকে পুরুষের নিকট উপস্থিত করে। পুরুষ তখন বুদ্ধি-দর্পণের সাহায্যে বাহ্য জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন; পুরুষ তখন প্রকৃতির সহিত স্বীয় বৈষম্য দেখিতে পাইয়া, এই জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, উপলব্ধি করিয়া, মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

গীতাভাস।

পঞ্চম অধ্যায়।

জাতিভেদ।

সাধারণতঃ কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত; প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম করিবার কাহারও সাধ্য নাই; "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে"। এই প্রকৃতি-বিচার দ্বারা শাস্ত্রে কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং কর্ত্তব্যানুসারেই জাতিভেদের উৎপত্তি; অতএব জাতিভেদ স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

"আমি গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" ভগবান্ চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, তিনি মানব-সমাজে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, কালসহকারে সেই শক্তি-প্রভাবে সমাজকে চারিবর্ণে বিভক্ত হইতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজেরও বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা আছে। সমাজের যখন বাল্যাবস্থা, তখন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হয় না; তখন শ্রম ও কর্ত্তব্যের বিভাগ থাকে না; যে যাহা করিতে ইচ্ছা করে বা করিতে সক্ষম হয়, সে তাহাই করে; তখন সমাজ-শক্তির কেবল মাত্র অস্ফুটভাবে বিকাশ হইতে থাকে। সমাজের যখন যৌবনাবস্থা, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; তখন আপনাহইতে শ্রম ও কর্ত্তব্যের বিভাগ হইয়া বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই নিয়মানুসারেই হিন্দু-সমাজের যৌবনাবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের উৎপত্তি; এবং অন্যান্য সমাজেও শ্রম-বিভাগের সহিত শ্রেণী-বিভাগের উদ্ভব। এমন উন্নত সমাজ নাই, যেখানে সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের শ্রেণী-বিভাগ নাই; শ্রেণী-বিভাগ ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই,—সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চারি বর্ণের উদ্ভব, ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটী গুণ, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তম; এই তিন গুণে জগতের সৃষ্টি। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যাহা কিছু প্রসব করেন, তাহাতেই এই ত্রিগুণের অংশ থাকে; বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থই বিশ্বমাতা প্রকৃতির এই তিনটী গুণ উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব গুণত্রয় মনুষ্যেও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সকলেই সমানাংশে ইহার অধিকারী নহে; অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেতেই একই পরিমাণে

এই গুণত্রয় পরিদৃষ্ট হয় না। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণ ইহা হইতেই উদ্ভূত; রজোগুণ মধ্যম, যশোলিপ্সা, ধনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এই গুণের কার্য্য; তমোগুণ নিকৃষ্ট, পরাপকার, অসদুপায়ে ধনার্জ্জন, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি তমোগুণ-প্রসূত। এই তিনটী গুণ সমানাংশে কোন সাবয়ব পদার্থেই অবস্থান করে না; কোন না কোনটীর বা কোন দুইটীর প্রাবল্য ঘটিয়াই থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রে এই গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য বিচার করিয়াই চারি বর্ণের উৎপত্তি; যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা সত্ত্বরজঃ-প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; যাঁহারা রজস্তমঃ-প্রধান, তাঁহারা বৈশ্য; আর যাহারা তমঃপ্রধান, তাহারা শূদ্র।

যাহার প্রকৃতিতে যে যে গুণের প্রাবল্য, তাহার তদনুরূপ হৃদয়-বৃত্তি; যাহার যেরূপ বৃত্তি, প্রকৃতিবশে তাহাকে তদনুরূপ কর্ম্মই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, অতএব ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, পরোপকার, ধন প্রভৃতি পার্থিব বিভবে বিতৃষ্ণা, সামান্য অশন-বসনে পরিতৃপ্তি, এবং শম দম প্রভৃতি গুণানুশীলন। ক্ষত্রিয় রজঃ ও সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজ্যভোগ, বীরত্ব-প্রকাশ, শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ-রক্ষা, যশোলিপ্সা এবং প্রভুতা। বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, বৈশ্যের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, কৃষি-বাণিজ্য ও অর্থাহরণ ইত্যাদি। শূদ্র তমঃপ্রধান, শূদ্রের কর্ত্তব্য দ্বিজাতির সেবা, কৃষি প্রভৃতির সাহায্যেই দাসত্ব-স্বীকার। গুণানুসারে শূদ্র শিশুর ন্যায় রক্ষণীয়। শূদ্র স্বাধীনভাবে চলিতে অক্ষম; উচ্চ শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীত শূদ্রের প্রতিপদেই পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্যই দ্বিজাতির সেবাই শূদ্রের এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে অবধারিত। সমাজে শূদ্রকে এরূপ নিম্নস্থান অর্পণ করাতে অনেকেই এখন ভাবিয়া থাকেন, শূদ্রের প্রতি অযথা আচরণ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শূদ্রের প্রকৃতি অনুসারে উক্ত প্রাচীন ব্যবস্থাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর। এইরূপে ত্রিগুণানুসারে প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যগুলি যতদিন বিধিমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ততদিন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলি অক্ষুণ্ণ ছিল,—ততদিন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সমাজের উন্নতির জন্য উক্ত চারি বর্ণের চতুর্ব্বর্ণোচিত কর্ম্মের নিতান্ত প্রয়োজন; ইহার যে কোনটী বিলুপ্ত হইলে, সমাজ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব বর্ণ-বিভেদ সামাজিক মঙ্গলের কারণ, এবং ইহা স্বাভাবিক নিয়ম; অধুনা হিন্দুসমাজে এ নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই জন্য সমাজের দুরবস্থাও ঘটিয়াছে, ইহাও স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত। হিন্দু-সমাজের এখন বৃদ্ধাবস্থা, বাল্যাবস্থার ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই বর্ণগত বিভ্রাট্ সমুপস্থিত। গুণ ভেদেই বর্ণভেদ, এবং বর্ণভেদেই কর্ত্তব্য-ভেদ; অতএব স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্যেই ব্যক্তিমাত্রেরই অধিকার, এবং তদনুষ্ঠানেই ব্যক্তিগত উন্নতি; ইহার অন্যথা করিলেই অবনতি অনিবার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

"উত্তম অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে সদোষ

স্বধর্ম্মও শ্রেয়। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" যাহার যে কার্য্য, সে তাহাই করিবে; ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, অহিংসাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; যুদ্ধে জীবহত্যা—নরহত্যা করিতে হয় বলিয়া ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণোচিত অহিংসা-পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য-বিমুখতা-নিবন্ধন নরকগামী হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক-বৃন্দের নিকট জাতিভেদ-প্রথা নিতান্ত ন্যায়-বিগর্হিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এ প্রথা সামাজিক শক্তির বিকাশে সমুদ্ভূত, কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য নহে। প্রথাটীও বস্তুতঃ কুফল-প্রসবিনী নহে; তাহা হইলে প্রাচীন আর্য্যেরা কদাচ তাদৃশ সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইতেন না। জাতিভেদ-প্রথা আর্য্য-সমাজের উৎকর্ষের মূলে অবস্থিত; কিন্তু প্রথাটী অধুনা বিলক্ষণ ভ্রষ্ট হইয়াছে,—ইহার আর সেরূপ সদুদ্দেশ্য নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাতিভেদ গুণগত; গুণোৎকর্ষেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কেননা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ-গুণ আছে,—ব্রাহ্মণ সত্ত্ব-গুণে মণ্ডিত। ব্রাহ্মণ যদি রজস্তমোগুণাভিভূত হয়েন, তবে আর তিনি ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য নহেন। এখন আর সে অবস্থা নাই; এখন অনেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই শুদ্ধ যজ্ঞোপবীতের বলে আপনাদিগের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহা-দিগের আর ব্রাহ্মণ-বৃত্তি দেখা যায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ, আর যিনি সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই সাধন-পথে সত্ত্বগুণাবলম্বনে অগ্রসর, তিনিও গৌণতঃ ব্রাহ্মণ, কিন্তু তদ্ভিন্ন শুধু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। গৌতম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

'শান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং
জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষা শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-নির্দ্দেশ-স্থলে ভূরি২ শাস্ত্রে এই জাতীয় ভূরি২ উক্তি রহিয়াছে;—অধিক উদ্ধৃতির আড়ম্বর অনাবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মজ্ঞান।

আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। আমি কি? এই প্রশ্ন-মূলে আত্মজ্ঞানের আরম্ভ। 'আমি আছি' এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, আমার অস্তিত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস! কিন্তু 'আমি কি থাকিব?' এই প্রশ্নের উত্তরে অসন্দিগ্ধচিত্তে কাহাকেও 'হাঁ' বা 'না' বলিতে শুনা যায় না। প্রশ্নটী—অতি দুরূহ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য্য-দর্শনের সূক্ষ্ম গবেষণায় এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্র বলিতেছেন—"হাঁ, তুমি থাকিবে"। তুমি বলিতে পার "আমি কেমন করিয়া এ কথা বিশ্বাস করিব? আমি যদি থাকিব, তবে আমি মরিয়া যাই কেন? এ সংসারে কেহ ত চিরদিন থাকেনা,—সকলকেই মরিতে হয়; তবে আমি থাকিব কিরূপে?" সত্য কথা, জন্মের পর মরণ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারাতেই 'আমি মরি' এই মহাভ্রম উপস্থিত হইয়াছে! আমি কে? আমি কি আমার দেহকে 'আমি' বলিব? সাধারণ-বুদ্ধিতে আমার দেহকে 'আমি' শব্দে বাচ্য করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমার দেহ আমার আশ্রয়-গৃহ মাত্র, আমি অবিনশ্বর আত্মা। আমি মরি না, আমার দেহ মরে, আমার গৃহ নষ্ট হইয়া যায়; আমি আবার নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে থাকি। শ্রীকৃষ্ণ অতি উত্তম উপমায় মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা (দেহী) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়।"

আত্মা সত্য বস্তু, ইহার জন্ম-মৃত্যু নাই। আত্মা অস্ত্রে ছিঁড়ে না, অগ্নিতে পোড়ে না, জলে পচে না, বায়ুতে শুকায় না, আত্মার অবস্থান্তর নাই। এই অবিনাশী আত্মাই আমি; অতএব আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, নতুবা আসিলাম কোথা হইতে? আবার নিশ্চয়ই চিরদিন এ দেহে রহিব না,—অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে হইবে; কিন্তু কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা এখন আমি জানি না, তাহা আমার সম্পূর্ণ অগোচর। গীতায় উক্ত হইয়াছে——

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

হে ভারত, ভূত সকল অব্যক্তাদি—অর্থাৎ উৎপত্তির পর প্রকাশ্য, এবং অব্যক্ত-নিধন—অর্থাৎ মৃত্যুর পরও অপ্রকাশ্য হয়; অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? অর্থাৎ ইহা কদাচ শোকের বিষয় নহে। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত নহেন, যাঁহারা আত্মার নিত্যত্ব ধারণা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ মৃত্যুতে শোক করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মৃত্যু শোকের বিষয় নহে; ইহা কৌমার, যৌবন ও জরার ন্যায় দেহের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। তত্ত্ব-দর্শীগণ যাহা সৎ—অর্থাৎ যাহা সত্য, যাহার রূপান্তর নাই, ও যাহা অসৎ—অর্থাৎ যাহা অনিত্য, যাহা চিরকাল এক ভাবে অবস্থিত নহে, এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিয়া ও আত্মার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া, মৃত্যু প্রভৃতি লৌকিক পরিবর্ত্তনে দুঃখ বা শোকপ্রাপ্ত হয়েন না।

আত্মতত্ত্ব, জ্ঞান-জলধি-নিহিত সারতত্ত্ব। ইহার আহরণ করা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। যিনি সেই জলধিতে সন্তরণ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার সে রত্ন অন্বেষণের মাত্র অধিকার জন্মিয়াছে; আর যিনি সেই জলধি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস নিগ্রহ করতঃ তদবস্থ হইয়া কিছুকাল থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই সেই রত্ন প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন; আর যাঁহারা কেবল মাত্র সেই জলধি-তীরে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা এখনও সে রত্নের অস্তিত্বেরও সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন নাই! যাঁহারা তত্ত্বান্বেষণে জ্ঞান-জলধিতে সন্তরণ দিতেছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নাবলির উদয় হয়,—"আমি কে? কেন এই ধরাধামে আসিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি? যদি আসিলাম, তবে ইহা পরিত্যাগ করিয়া আবার যাই কেন, এবং কোথায় যাই?" মানব-জীবনের

ইহাই অতি গূঢ় রহস্য; এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু জ্ঞান ও যুক্তিবলে আর্য্যশাস্ত্র ইহার যেরূপ সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সেরূপ আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং', জগতের মূল-কারণ ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের অংশ জীবরূপে প্রত্যেক দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তা-রূপে বর্ত্তমান আছেন। দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাংশ বা আত্মা লইয়া 'আমি'। প্রথমের নাম ক্ষেত্র ও দ্বিতীয়ের নাম ক্ষেত্রজ্ঞ; এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার নাম বিবেক। দেহ ক্ষেত্র নামে কেন অভিহিত হইয়াছে? দেহ হইতেই সংসারের প্ররোহত্ব—অর্থাৎ দেহ হইতে উৎপত্তিজন্য সংসারের স্থিতি, এ নিমিত্ত দেহের নাম ক্ষেত্র। অহঙ্কার বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, ও ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূত, ইহাদিগের সমবায়ে দেহ গঠিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। অতএব ক্ষেত্রের—অর্থাৎ দেহের স্বরূপ কি, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞ কি? ক্ষেত্রজ্ঞ চিদংশ, ইহা দেহাবিষ্ঠিত জীবাত্মা। ইনি কৃষিবলের ন্যায় ক্ষেত্রোৎপন্ন সুখ-দুঃখরূপ ফলের ভোক্তা বলিয়া ইহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন। অমানিত্ব (স্বগুণ-শ্লাঘারাহিত্য), অদাম্ভিত্ব, অহিংসা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ আত্মার। এখন আভাস পাইলাম, আমি কে; ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অংশ পুরুষ বা আত্মা উভয়ে মিলিত হইয়া যে পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহাই "আমি" শব্দের বাচ্য। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ও তাহাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত; প্রকৃতিই তাহাদিগের কর্ত্রী। প্রকৃতি স্বয়ং-জড় হইলেও পুরুষের বা চিদংশের সান্নিধ্য-বশতঃ তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব হইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি-কৃত কর্ম্মের ভোক্তা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, পুরুষ যখন ঈশ্বরের অংশ, আত্মা যখন নির্লিপ্ত ও অবিকারী, তখন কিরূপে সুখ-দুঃখরূপ বিকার তাঁহাকে অধিকার করিবে? কিরূপে পুরুষ তাহাদিগের ভোক্তা হইবেন? সত্য, আত্মা স্বয়ং অবিকারী ও স্বচ্ছ, তাঁহাতে কিছুমাত্র মলিনতা নাই; কিন্তু প্রকৃতির সান্নিধ্য-হেতু আত্মাকে মালিন্য বা বিকার স্পর্শ করিতে পারে। যেরূপ শ্বেত ও স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে জবা পুষ্প রাখিলে, স্ফটিকও জবা পুষ্পের লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির বিকার পুরুষকেও বিকৃতবৎ করিতে পারে। অতএব পুরুষের ভোক্তৃত্ব ইহাতেই সম্ভব।

মন সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া আপাততঃ ধারণা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেন না, সূক্ষ্ম দেহের সহিত মনের ধ্বংস হয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি যাহা কিছু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, তাহার বিনাশ আছে, অর্থাৎ তাহা আর তদ্রূপে চির অবস্থিতি করে না; বিনাশের ইহাই অর্থ। জগতে যাহা কিছু আছে, প্রকৃতি যাহা কিছু প্রসূত করিয়াছেন, তাহার একেবারে ধ্বংস নাই; কেন না প্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরের শক্তি; অতএব প্রকৃতিও অনন্ত! পরিদৃশ্যমান বস্তুজাত সেই প্রকৃতিরই বিকার; অতএব তাহাদিগের অবস্থান্তর

ঘটিতে পারে, কিন্তু বিধ্বংস অসম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, "Matter is indestructible" অতএব মনের যখন বিনাশ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে সুখ দুঃখ কে ভোগ করে? অবিনাশী আত্মা বা পুরুষই সেই সুখ-দুঃখের ভোক্তা। মনকে বড়-জোর তাঁহার সুখ দুঃখ-ভোগের যন্ত্র বলা যায়। এক্ষণে কর্ম্ম সূত্রের কথা আসিয়া উপস্থিত হইল। গীতায় উক্ত হইয়াছে——

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি-জন্মসু॥

"পুরুষ প্রকৃতিতে—অর্থাৎ তৎকার্য্য দেহে অবস্থিত হওয়াতে, প্রকৃতিজনিত সুখ-দুঃখাদি গুণ সকল ভোগ করেন; আর এই পুরুষের দেবাদি সৎ যোনি ও তির্য্যগাদি অসৎ-যোনিতে যে জন্ম হয়, শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়রূপ গুণের সংসর্গই তাহার কারণ" ইন্দ্রিয় সকল করণ, ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা শুভাশুভ ও সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কর্ম্ম মাত্রেরই ফল অবশ্যম্ভাবী; আমি যেমন কর্ম্ম করিব, আমাকে তেমনই ফল ভোগ করিতে হইবে এ নিয়মের অন্যথা হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ও প্রকৃতিস্থ পুরুষ, উভয়ে মিলিয়া আমি; আমি যাহা করি, তাহা আমার প্রকৃতিতে করে, এবং সেই কর্ম্মের ফল যাহা আমি ভোগ করিয়া থাকি, তাহা আমার প্রকৃতিস্থ পুরুষ ভোগ করিয়া থাকেন; সংক্ষেপে প্রকৃতি কর্ত্রী ও পুরুষ ভোক্তা। শুভাশুভ-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য আমরা—অর্থাৎ পুরুষের সৎ বা অসৎ-যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য আমি বর্ত্তমান জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং এই জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিতেছি, তাহার ফল ভোগের জন্য আমাকে আবার তদনুরূপ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া পুরুষকে বারংবার যাতায়াত করিতে হইতেছে এবং কর্ম্মানুসারে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। কর্ম্মই জন্ম-জন্মান্তরের প্রবর্ত্তক; যতদিন সেই কর্ম্ম ক্ষয় না হইবে, ততদিন জীবাত্মার মুক্তি নাই;—ততদিন তাঁহাকে এই প্রাকৃতিক বন্ধনে বদ্ধ থাকিতেই হইবে। ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের মীমাংসা; এই মীমাংসা-ভূমির উপর দণ্ডায়-মান না হইলে, জগতে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এবং উহা বুঝিতে না পারাতেই অসন্তোষ ও নাস্তিকতা আসিয়া নর-হৃদয়কে পঙ্কিল করিয়া তুলে। তুমি ধনাঢ্যের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিতল-অট্টালিকায় নানা বহুমূল্য দ্রব্য উপভোগ করতঃ সুখে বাস করিতেছ, আর আমি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে উদরান্নের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি! এ মর্ম্মভেদী বৈষম্য জগতে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র নিস্তব্ধ। প্রসিদ্ধ ইংরাজ-মহিলা আনি বেস্যাণ্ট বাইবেল হইতে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া নাস্তিক হইয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার একটী শিশু কন্য পীড়ার যন্ত্রণায় অতিশয় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, জননী কন্যাটীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন,

"এই এক বৎসরের শিশু -- এখনও পাপ-পুণ্য কিছুই করে নাই, তবে ইহার এ যন্ত্রণা কেন?" বেস্যাণ্ট্ খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকের কন্যা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকের পত্নী, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস, তাই বাইবেলে এই প্রশ্নের সদুত্তর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহা পাইলেন না। সেই দিন হইতে বেস্যাণ্টের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিচলিত হইল, তিনি ক্রমশঃ নাস্তিকতা গ্রহণ করিলেন। অধুনা হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের সেই বিষম সন্দেহ দূর করিয়াছে! হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছে—"অজ্ঞান শিশুর পীড়ার যন্ত্রণা তাহার প্রাক্তন-কর্ম্মের ফল"।

হিন্দুরা অদৃষ্টবাদী; অদৃষ্টে—অর্থাৎ প্রাক্তন-পৌরুষে হিন্দুর অটল বিশ্বাস; তাই হিন্দুসমাজের ঈদৃশ নৈতিক উৎকর্ষ; তাই হিন্দুর ন্যায় শান্ত, ধীর ও সহিষ্ণু জাতি অবনীতলে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই প্রকৃত হিন্দুর হৃদয় শান্তি ও সন্তোষের বাসগৃহ। হিন্দু অতি শোচনীয় দুরবস্থায় পতিত হইলে মনে করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের ফের; আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, তদনুরূপ ফলভোগ করিতেছি; কর্ম্মের ফল কোথায় যাইবে? ইহজন্মের সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে প্রাক্তনের উপর নির্ভর করে; অতএব বৃথা কাতর হইয়া কেন পরমার্থ হারাইব? যাহাতে পরকালে ভাল হয়, তাহার চেষ্টা করি; যাহাতে জন্মান্তরে আবার এরূপ ক্লেশ পাইতে না হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি"। এইরূপ ধারণাই হিন্দুর ধীরতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার কারণ।

"আমি কে?" এখন সে তত্ত্বের ভাব বুঝিলাম; ইহজন্মে আমি কেন সুখ-দুঃখ ভোগ করি, সে রহস্যও বুঝিলাম; ধরাধামে আসিয়া, কিছুদিন যাবৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া, অবার যাই কেন, তাহাও একরূপ বুঝিলাম; বুঝিলাম, প্রকৃতির কার্য্য এই দেহ ও তদধিষ্ঠিত চিদংশ বা পুরুষ আমি; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্ম্মফলে ইহজন্মে আমাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্ম্মফলের ভোগ হইলে, ইহজন্মে পুরুষকার বশতঃ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাই আগামী জন্মের প্রাক্তন, এবং তাহারই ফল-ভোগার্থ তদনুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আমার মৃত্যু বা দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি এ।

মণিরত্নমালা।

—০:০:০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১)--দিব্য ব্রত কি?

গুরুর উত্তর—সমস্তদৈন্য—অর্থাৎ সম্পূর্ণ-দীনতা বা সমস্ত বিষয়ে দীনতা (অকিঞ্চনতা) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রত।

ব্রত—পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম্ম।

"ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধার্থমুপায়গ্রহণং ব্রতং" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য) ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম ব্রত; যথা—চান্দ্রায়ণাদি। —কিন্তু দৈন্য দ্বারা চতুর্ব্বর্গ-শিরোমণি যে মোক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণ দৈন্যকে 'দিব্য ব্রত' বলিয়াছেন।

(ক) দৈন্য—দরিদ্রতা বা অকিঞ্চনতা (ধনৈশ্বর্য্যবিহীনতা)। অর্থ বা ঐশ্বর্য্য

বিষম অনর্থের হেতু বলিয়া প্রায়শঃ নিন্দিত হইয়াছে।

অর্থ।

প্রায়েনার্থাঃ কদর্য্যানাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায়চ॥
অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে
নাশোপভোগআয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তাভ্রমো নৃণাং॥ (১)
স্তেয়ংহিংসানৃতংদম্ভঃকামঃক্রোধঃস্ময়োমদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানিচ॥
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থ মূলা মতা নৃণাং।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োর্থী দূরতস্ত্যজেৎ॥

(ভাগবত ১১।২৩ অধ্যায়)

কদর্য্য লোকদিগের ধন-সম্পত্তি প্রায় সুখের নিমিত্ত হয় না; উহা ইহলোকে অনুতাপের ও পরলোকে নরক-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। অর্থ প্রায়ই কষ্টদায়ক, যেহেতু তাহার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয়ে—উপভোগে ত্রাস, এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। চৌর্য্য, মিথ্যা, হিংসা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য, এই পনরটী মনুষ্যের অর্থ-ঘটিত অনর্থ। অতএব শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ প্রকৃত উপদেশ এই যে, অর্থে অনাসক্ত হইবে।

শ্রী বা ঐশ্বর্য্য (১)।

ইয়মস্মিন্ স্থিতো দারা সংসারে পরিকল্পিতা।
শ্রীর্মুনে পরিমোহায় সাপি নূনং কদর্থদা॥
হিমং বৈরাগ্য বন্দীনাং বিকারো লূক যামিনী।
রাহুদ্রংষ্ট্রা বিবেকেন্দোর্মোহ কৈরব চন্দ্রিকা॥

হে মুনে! এই সংসারে শ্রী কেবল অনর্থদায়িনী ও মোহের হেতুভূতা। মূঢ়-জনেরা উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। বিষয়-শ্রী বৈরাগ্যরূপ বন্দীগণের হিমানী স্বরূপ, বিকাররূপ পেচকের যামিনী-স্বরূপ, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহু-দ্রংষ্ট্রা স্বরূপ, এবং মোহ-কৈরবের চন্দ্রিকাস্বরূপ। (যোগ-বাশিষ্ঠ ১।১৩ অধ্যায়)।

দৈন্যের প্রশংসা।

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনং।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃপরীক্ষতে॥
যথাকণ্টক-বিদ্ধাঙ্গোজন্তোর্নেচ্ছতিতাংব্যথাং।
জীব সাম্যং গতো লিঙ্গৈর্নতথাহবিদ্ধকণ্টকঃ॥
দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥
নিত্যং ক্ষুৎক্ষাম দেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে॥
দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাচ্চ সিধ্যতি॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাং।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ॥

নারদ কহিলেন—"এই কারণ আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, শ্রী-মদে অন্ধ মূঢ় লোকদিগের কেবল দরিদ্রতাই শ্রেষ্ঠ অঞ্জন। কারণ দরিদ্র লোক আপনার দৃষ্টান্তে অন্য সকলকে দেখিয়া থাকে; সুতরাং কাহারও দ্রোহ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ যে ব্যক্তির অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই মুখের মলিনতাদি চিহ্ন দ্বারা সকল জীবেরই সুখ-

---

(১) "অর্থানামর্জ্জনেদুঃখমর্জ্জিতানাঞ্চরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থংদুঃখভাজনং॥"

(১) "ঐশ্বর্য্যংবিপদাংবীজংজ্ঞানপ্রচ্ছন্নে কারণং।
মুক্তিমার্গার্গলং দৃঢ়ং হরিভক্তিব্যবায়কং॥
জন্ম মৃত্যু জরারোগ শোকভীতাঙ্কুরং পরং।
সম্পত্তি তিমিরান্ধশ্চ মুক্তিমার্গং ন পশ্যতি।
সম্পন্মদ-প্রমত্তশ্চ বিষয়াক্তশ্চ বিহ্বলঃ।
মহাকামী রাজসিকঃ সত্ত্বমার্গং ন পশ্যতি॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ২।৩৩ অধ্যায়)

দুঃখ সমান, ইহা জানিতে পারে। সুতরাং সকল জীবকে সমান বোধ করাতে সেই ব্যক্তি যেমন অন্য প্রাণীর কণ্টক-বেধ-জন্য ব্যথা ইচ্ছা করে না, যাহার অঙ্গে কথনও কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তাহার তেমন ইচ্ছা হয় না। দরিদ্রতা যে ভাল, তাহার অন্য কারণ এই—দরিদ্রতা হইতে মুক্তিও সাধিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহা[illegible] হইতে অহঙ্কাররূপ গর্ব্ব নির্গত হইয়া যায়, এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মদশূন্য হয়, এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কষ্ট পায়, তাহাই তাহার পরম তপস্যা। অধিকন্তু অন্নাকাঙ্ক্ষী দরিদ্র পুরুষের দেহ নিত্য ক্ষুধায় ক্ষীণ হইতে থাকে, অতএব তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবিলম্বে শোষিত হয়, এবং তাহা হইতে পরহিংসাও নিবৃত্ত হয়, অপিচ, সমদর্শী সাধু পুরুষেরা দরিদ্র সঙ্গেই সঙ্গত হইয়া থাকেন। সেই সাধু পুরুষদিগের দ্বারা দরিদ্র পুরুষদিগের তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই তাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে গুহ্যক-সন্তানগণ! ধনিগণই সাধুগণের প্রিয়, দরিদ্রজন প্রিয় নহে, এরূপ মনে করিও না। সাধুগণ সমচিত্ত, ভগবান্ মুকুন্দের চরণ মাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ান; ধনগর্ব্বিত অসদাশয় অসৎলোককে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অনুবাদ) ফল-কথা, ভোগ-বিলাসের অভাবে দরিদ্রের চিত্ত ও ইন্দ্রিয় অনুত্তেজিত থাকায়, ধর্ম্ম-সাধনে তাহারই অধিকতর সুবিধা হয়।

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকং॥
আকিঞ্চন্যেচ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ং।
নিত্যোদ্বিগ্নোহি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতোযথা॥
নৈবস্যাগ্নির্নচাদিত্যো নমৃত্যুর্নচ দস্যবঃ।
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্বিমুক্তস্য নিরামিষঃ॥

(মহাভারত, মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়)

"রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা, এই উভয়কে তুলা-দণ্ডের উভয়দিকে স্থাপন করিলে দেখা যায় যে, রাজ্যৈশ্বর্য্য অপেক্ষা অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ এতদুভয়ের এই এক মহা বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজা বা ধনবান্ ব্যক্তি কাল-গ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন, কিন্তু অকিঞ্চন মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ-নিবন্ধন অগ্নি, সূর্য্য, মৃত্যু, দস্যু বা অন্য কোন বস্তু হইতে ভয় বা দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না।" অতএব—

"স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি॥" (১)

(ভাগবত ১১।২৩।২৩)

স্বর্গ ও অপবর্গ-দ্বারস্বরূপ এই মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া অনর্থমূল অর্থে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? অর্থাৎ কাহারও আসক্ত হওয়া উচিত নহে।

শান্তিশতকে বলিয়াছেন:—

"সত্যং বক্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী,
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যাং জলং।

(১) "মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং
কুরুতনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তিততঃ সুখলেশঃসত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥" (মোহ-মুদ্গার)
"জনয়ন্ত্যর্জ্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিয়োগতঃ॥"
মোহোহতীব চ সম্পত্তেঃ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ॥"
(নীতিশাস্ত্র)

পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমল-স্বাধ্যায়যজ্ঞঃ পরং,
ক্ষুদ্ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং দোষাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ॥"

সত্য—অথচ সুলভ এবং মনোহর নানা প্রকার কথা আছে, বল; শরণাগত ব্যক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে অভয়দান, তাহা দ্বারা তুষ্ট কর; নদ্যাদিতে নির্ম্মল জল আছে, তদ্দ্বারা তর্পণ করিয়া পিতৃলোকের প্রীতিবিধান কর; বেদাধ্যয়নরূপ পবিত্র যজ্ঞ (ব্রহ্মযজ্ঞ) দ্বারা (ও ফল-জল-পত্র-পুষ্প দ্বারা) পরমেশ্বরের উপাসনা কর; ক্ষুধারূপ ব্যাধির উপশমার্থে নানাবিধ ফল-মূল রহিয়াছে, ভক্ষণ কর। ধন না থাকিলেও যখন দান-ধ্যান, তর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, তখন দোষাত্মক অর্থে প্রয়োজন কি? কিন্তু পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণাদিরূপ লৌকিক ও অবশ্যকরণীয় যাগ-যজ্ঞাদিরূপ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের নিত্য অনুষ্ঠান গৃহাশ্রমীর পরম ধর্ম্ম। "ধনাৎ ধর্ম্মং ততঃ সুখং"—ধন হইতে ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম হইতে মনুষ্য সুখ লাভ করে। এ নিমিত্ত গৃহীর দৈন্য অত্যন্ত ক্লেশের কারণ (১)। পোষ্যবর্গের ভরণ এবং যাগযজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে, নরক ভোগ হয়।

(১) দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। (কবিবাক্য)
দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্য চ।
কালে শ্রুত্বা হিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে"॥
(গরুড় পুরাণ)
"মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে।
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাচ নালিঙ্গ্যতে॥
অর্থ প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপ মাত্রং সুহৃৎ।
তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরুসখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ"॥
(কবিবাক্য)
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো নকস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥
(ভীষ্মবাক্য)
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ সপুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ সচ পণ্ডিতঃ॥
(গরুড়পুরাণ)

"অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃসর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা"॥

"অর্থহীন ক্ষুদ্রচিত্ত পুরুষের সমস্ত কার্য্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।"

ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যত্নস্তস্যার্জ্জনে মতঃ।
রক্ষণংবর্দ্ধনংভোগইতিতত্র বিধিঃ ক্রমাৎ"॥

ধন (গৃহস্থের) সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের মূল, অতএব ধনোপার্জ্জনে যত্ন করা বিধেয়, এবং অর্জ্জিত ধনের সংরক্ষণ, বর্দ্ধন এবং ভোগ বিহিত।

"প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মং অর্থঞ্চাস্যা বিরোধিনং
অপীড়য়াতয়োঃ কামং উভয়োরপি চিন্তয়েৎ"॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম-চিন্তা করিবে, পরে ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থ চিন্তা করিবে, এবং ধর্ম্ম ও অর্থের কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া কাম্য বিষয় চিন্তা করিবে।

"যেঽর্থাধর্ম্মেণতেসত্যা যেধর্ম্মেণগতাঃশ্রিয়ঃ"

ধর্ম্ম পালন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ (সদর্থ); আর যাঁহারা ধর্ম্ম পালন করিয়া সম্পদ লাভ করেন, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য (সৎপুরুষ)।

"অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ।
অরের্ব্বা প্রণিপাতেন মাভূবংস্তে কদাচন"॥

অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, ধর্ম্ম অতিক্রম বা নষ্ট করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, অথবা শত্রুর উপাসনা করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায় সে অর্থে প্রয়োজন নাই।

"নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বিষয়োন্নতি

লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম-পথে অবস্থানপূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। (তদিতর অনর্থ) ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য ধন; অনিত্য ধন-লাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অধর্ম্ম-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে।" (জ্ঞানাম্বুধি)

—০—

মায়াবাদ।

—০ঃ০ঃ০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আম্রের অস্তিত্ব যে বাস্তব নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, বলতো আম্রের রূপ কি? কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন, কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন আম্রের আছে কি? কোনটি সিন্দূরে, কোনটি হলুদে, কোনটি পীতাভ-সবুজ;—আম্র নানা রঙ্গের হইতে পারে। কোন আম্র নমনীয়; কোনটি স্থিতিস্থাপক, কোনটি কোমল, কোনটি কঠিন, কোনটি শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন আম্র বর্ত্তুল, কোনটি দীর্ঘল, কোনটি ঠুটি, কোনটি চেপ্‌টা; তাই বলিতেছি যে, তোমার দ্রব্য-ধাতুবিশিষ্ট বাস্তব আম্রের প্রকৃত কোন রূপ নাই। একটি নির্দ্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটি মধুটুকি, কোনটি গোপাল ভোগ, কোনটি নিভাঁজ টক, কোনটি "পান্‌সা," কোনটি অম্ল-মধুর। গন্ধও অবশ্য সকলের এক রকম নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তুমি কাহাকে আম্র বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি স্পর্শ, এই নানা প্রকার গুণ-কল্পনার সংমিশ্রণে তোমার ইচ্ছানুসারে একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ না কি? একটি বস্তু হইতে অপর একটি বস্তু রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও তাহাদিগকে একই 'আম্র' নামে অভিহিত করিতেছ।

আবার দেখ, আজ যে আম্রটিকে দেখিলে, এক মাসের পর তাহাকে দেখিয়া, তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আম্রই বলিতে চাহিতেছ! ভিন্ন সময়ে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের এত বাস্তব বিভিন্নতা দেখিয়া, দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি রহিল, বল দেখি? বস্তুতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা তদিতর বাহ্য কোন কিছুর দ্রব্য-ধাতুনির্ভ বাস্তব সত্ত্বা অনুভব করা যায় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব জানা না গেলেও আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন এবং সেই সঞ্চালনের প্রতিরোধক জ্ঞানের দ্বারা আমরা বাহ্য-জগতের বাস্তব অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। কিন্তু কথাটা কি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নহে? আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া সময়ে সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু বাধার কারণ যে তদিতর বাহ্য পদার্থ, তাহা কি করিয়া বলি? মনে কর, এক জন জন্মাবধি চতুরিন্দ্রিয়বিহীন, তুমি তাহার গাত্রে একটা ধাক্কা দিলে, এই ধাক্কা যে যে বাহির হইতে পাইল, এ জ্ঞান কি তাহার স্পর্শজ জ্ঞান? মনে কর, তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস করিতেছ, তোমার বক্ষদেশ একবার প্রসারিত ও একবার কুঞ্চিত হইতেছে, সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর সহিত ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছ, কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা কি তুমি বায়ু-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছ? দেহাবরকের অন্তর্দ্দিকে অভ্যন্তরস্থ পদার্থ-রাশির বিস্তরণ-চেষ্টা এবং বহির্দ্দিকে বহিঃস্থ ভূ-বায়ুর চাপ সাধারণ চাপ নহে। প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১৪॥; সুতরাং সমুদায় দেহের ক্ষেত্রফল ২০০০ বর্গ ইঞ্চিতে ৩৭৫ মণ ভার! ইহার কি কিছু অনুভব কর? কখনই না,—কর কেবল অনুমান, কর কেবল কল্পনা। বস্তুতঃ এই বাধা-উৎপাদক ইন্দ্রিয়-দল আদপেই বাহ্য জগতের কোন খবর বলে না; বলে কেবল আপনার নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা; কিন্তু তুমি তাহা হইতে ধরিয়া লইতেছ যে, তোমার এই বাধা-জ্ঞানটি বাহ্য কোন পদার্থের সঙ্গে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকলের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে হইল। একটি বস্তুকে হস্ত দ্বারা তুলিতে আমার হস্তস্থ পেশীতে একটা টান পড়িল; এই টান যখন বেশি হয়, তখন দ্রব্যটাকে গুরু বলি, এবং টান যখন কম হয়, তখন দ্রব্যটাকে লঘু বলি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, দ্রব্যের অস্তিত্ব আর একটা টান-জ্ঞান, দুইই স্বতন্ত্র বিষয়। কলেরায় সনয় যখন হাত পা টাঁসিয়া ধরে, তখন তো আমাদের একটা টান-জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহাতে কি কোন বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি?

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার দুর্ব্বল অবস্থায় যে পদার্থকে যত ভার জ্ঞান হইবে,—অর্থাৎ যে টানকে যত বড় টান বোধ হইবে, সবল অবস্থায় সে পদার্থকে তত ভার কিম্বা সে টানকে তত বড় টান জ্ঞান হইবে না। আবার সেই একই দ্রব্য আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিতে আমি যে ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব, বাহু দ্বারা আকর্ষণাদি করিতে তেমন ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব না। আম্রটাকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া ঝুলাইলে যে ক্লান্তি অনুভব করিব, বাহু-মূলে ঝুলাইলে, তাহা হইতে অন্যরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব। মল-মূত্রাদি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে, একপ্রকার অননুভূত অনুভূতি জন্মায়, কিন্তু স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া বহির্গত হইলে, গুরু, লঘু, কঠিন, কোমল, স্থির, চলিষ্ণু, ইত্যাদি বিসদৃশ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। অন্নরাশি উদর-প্রাচীরের অঙ্গে এবং অভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়া কেমন বিসদৃশ অনুভূতি উৎপাদন করে! ফলতঃ টান বা বাধা-জ্ঞানের প্রতি কারণ যদি বাস্তব বাহ্য বস্তু হইবে, তবে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই অপরিবর্ত্তিত একই বাহ্য বস্তুকে বিভিন্নমত বোধ হইবে কেন?

এখন একবার স্বপ্নসময়ের পৈশিক জ্ঞানের অবস্থাটিও ভাবা উচিত। আমি স্বপ্ন সময়ে কাগজ—কলম—কালী লইয়া লেখা-পড়া করিলাম। অবশ্যই আমার পৈশিক ইন্দ্রিয় বাহ্য কাগজ—কলমের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আমি কাগজ—কলমের তদানীন্তন বাস্তব অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই!! অথবা স্বপ্নে আমি একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া খরতর করবাল করে কত শত শত্রু সংহার করিয়া বহুবিধ বাধা ও ঘাত-

প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সেই যুদ্ধ-ব্যাপারকে আদ্যন্তই অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। আবার যখন ঘুমাইয়া থাকি, তখন কতবার কতপ্রকারে হস্ত-পদাদি বিক্ষেপণ করিয়া কত রকমে কত কত বাধা পাই, কিন্তু এ সকল বাধার কোন জ্ঞানই আমার হয় না। পুনরপি স্বপ্ন-সঞ্চরণ কালেও কতপ্রকারে হস্ত-পদ সঞ্চালন করিয়া সত্যসত্যই কত কার্য্য করি, এবং তৎকালে তাহাতে আমার বাধার জ্ঞান হইলেও, স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সে সকল বাধার বিন্দুমাত্রও আমি স্মরণে আনিতে পারি না! পুনশ্চ, সম্পূর্ণ জাগ্রত-কালেও কত সময় 'মনোহনবস্থানাৎ' কতপ্রকার বাধা পাইয়াও সে বাধা অনুভব করিতে পারিনা। এমন কি, আমার একটী অঙ্গ ছিন্ন হইলেও তাহা না জানিতে পারি! কত সময় দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে কত প্রকার ধারাল কাচ-কঙ্করাদি পদার্থে আহত হইয়া চরণ ক্ষত হইয়াছে, স্রোতো-বেগে শোণিত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎকালে আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুভব করিতে পারি নাই! ফলতঃ আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, যেমন এক সময়ে বাহ্য বস্তুর সংঘর্ষে আমার বাধা-জ্ঞান হয়, তেমনি অন্য সময়ে বাহ্য বস্তুর অবর্ত্তমানেও আমার বাধা-জ্ঞান হয়। যদি আমার বাধা-জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে কোন কোন সময়ে বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব অনাবশ্যক হয়, এবং কখনও বাহ্য বস্তুর বাধার বর্ত্তমানেও আমি তাহা অনুভব করিতে না পারি, তাহাহইলে বাহ্য বস্তুর সহিত বাধা-জ্ঞানের কার্য্য-কারণরূপ অবশ্যম্ভাবী নিত্য সম্বন্ধ থাকে কৈ?

আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব যে আমার ভ্রান্তি, তাহা বিবেচনা করিবার পক্ষে আরো কারণ আছে। আম্রটী দূরে রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতে নানা আকারে বর্ণ-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার যে কিছু অংশ আমার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল ইন্দ্রিয়ে সমান ঘা মারিলেও, কেবল তাহার ক্ষুদ্রতম দুইটী স্বতন্ত্র অনুমান তরঙ্গের এক একটী একএক চক্ষে গৃহীত হইল। আম্র যত বড়ই হউক না কেন, আমার চক্ষু দুইটীর অত ক্ষুদ্র স্থানে সেই বর্ণ-তরঙ্গের কতকটা চক্ষুগত পদার্থে আলোচিত হইয়া অবশিষ্টাংশ সমতল ক্ষেত্রবৎ ক্ষুদ্র ও বিপর্য্যস্ত চিত্রে অঙ্কিত হইল। সেই চিত্রদ্বয় হইতে আবার তরঙ্গ উঠিয়া তরঙ্গাকারে আমার দর্শন-স্নায়ুদ্বয়কে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে স্পন্দিত করিল, এবং সেই স্পন্দন আমার মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইয়া কখনও একটী—কখনও দুইটী সমবর্ণের অবিপর্য্যস্ত বৃহৎ ঘন-ক্ষেত্রের রূপ-জ্ঞান জন্মাইল!! কিন্তু আমার দর্শন-স্নায়ুর স্পন্দন কি আমি কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছি? আম্র হইতে তরঙ্গ আসিয়া আমার চক্ষে ঘা পড়িল, তাই কি-আমি বুঝিতে পারিলাম? যে সকল ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আমি আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাইতেছি, সেই সকল ক্রিয়াই যখন মূলে আমার বুঝিবার উপায় নাই, তখন সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত আম্রের বাস্তবাস্তিত্বের নিত্য সম্বন্ধ কি করিয়া স্বীকার করি? পুনশ্চ, এখন জাগ্রত অবস্থায় যে ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাই, স্বপ্নকালেও ঠিক সেই সকল ক্রিয়া হইলেও তথাদৃষ্ট আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিনা!!

আমি শব্দ শুনিলাম—আম্রে কোন পদার্থ সংঘর্ষিত হইয়া তাহার পরমাণুরাশি বহুরূপে স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন বায়ু-সাগরে সঞ্চালিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তাহারই অল্পাংশ আবার সকল ইন্দ্রিয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রতিঘাত হইলেও, কেবল দুইটি তরঙ্গ আমার দুইটি কর্ণের পটহে (অবশ্য অগ্র-পশ্চাৎ-ভাবে) প্রতিহত হইল, আর তাহা হইতে নাকি আবার একই প্রকারের দুইটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ-স্নায়ুদ্বয় দ্বারা অগ্র-পশ্চাতে মস্তিষ্কে নীত হইয়া জন্মাইল কি না শব্দ!! আমি শ্রবণ স্নায়ুর কোন আন্দোলন অনুভব করিতে পারিলাম না—কর্ণ-পটহের স্পন্দন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত শব্দের অস্তিত্ব সুধু নহে—শব্দাধারের বাস্তবাস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলাম!!

আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, তাহাই বা কিরূপে? আম্র হইতে কি একটা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ছড়াইয়া পড়িলেও, এবং অন্য সকল ইন্দ্রিয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, কেবল নাসিকাই তাহার কিছু গ্রহণ করিল, আর তাহা তরঙ্গাকারে আঘ্রাণ-স্নায়ুযোগে রূপান্তরিত ও মস্তিকে নীত হইয়া—জন্মাইল গন্ধ। আমি রস অনুভব করিলাম; আম্রটী আমার সর্ব্বাঙ্গে স্পৃষ্ট হইলেও কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার রসানুভব করিল না, কেবল জিহ্বাই নাকি কি একটা তরঙ্গকে রসন-স্নায়ু-যোগে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিয়া রসের জ্ঞান জন্মাইল!! স্পর্শ দ্বারাও আমি আম্রের বাস্তব অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না; আম্রকে স্পর্শ করিয়া, টানিয়া বা ঠেলিয়া গুরুত্বাব-বোধকতাদি যে কয়প্রকার পৈশিক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহাতেও আম্রের বাহ্য অস্তিত্ব জানিবার কোন কথা নাই। স্পর্শ-দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না; গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান দ্বারাও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জানা যায় না। গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নহে; তাহা চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু যখন চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞান বাহ্য বস্তুর পদার্থগত অস্তিত্বের কোন কথা বলিতে পারে না, এবং পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের সাহায্যে অনুমান-লব্ধ গতি বা স্থিতির জ্ঞান দ্বারা বাহ্য জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা কোথায়?

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাধা-জ্ঞানের প্রতি কারণ কোন বাস্তব বাহ্য পদার্থ নহে। বাধা-জ্ঞান প্রতিকূল গতি দ্বারা নিজ গতির রোধে জন্মে; সুতরাং বাধা-জ্ঞানের মূলে যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা গতি বা স্থিতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্ধ, সম্পূর্ণরূপে দর্শন-শক্তিহীন, এখন যদি আমি চলিতে থাকি, তবে আমার গতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির গতি-জ্ঞান হইতে অনেকটা অন্য প্রকার। আমি গতি দ্বারা যে স্থান অতিক্রম করিতেছি, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া, কেবল পর্য্যায়ক্রমে (চরণের পৈশিক আকুঞ্চন-প্রসারণ জন্য) এক প্রকার ক্লান্তি এবং (ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত জন্য) এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইতে থাকিবে। এইরূপে আমি চলিয়া যাইতেছি, ইতিমধ্যে একখানি স্থির শকটে স্পৃষ্ট হওয়াতে আমার আবার

অন্যরূপ স্পর্শ জ্ঞান জন্মিল; তাহার পর একটু বল-প্রয়োগ করিলে, সেই স্পর্শ ক্রমে দূর হইয়া গেল, এবং শকটও আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে আরম্ভ করিলে, আমার বাধার জ্ঞান দূর হইয়া কেবল স্পর্শ-জ্ঞানই থাকিল; এই অবস্থায় শকট অশ্ব-যোজিত হইয়া বেগে সুমুখে চালিত হইলে, যদি আমি রজ্জু দ্বারা তাহার সঙ্গে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে পূর্ব্বানুভূত বাধা-জ্ঞান দূরে থাকুক, স্থির থাকিবার চেষ্টায় অক্ষমতারূপ একটা স্বতন্ত্র নূতন প্রকারের স্পর্শ-জ্ঞান আমার হইবে; তবেই দেখ, একই বস্তুর সহিত সংস্পর্শে আমার কখনও বাধা-জ্ঞান, কখন স্থিতি-জ্ঞান, আবার কখনও স্থিতি-ক্ষমতার অভাব-জ্ঞান হয়। এমতস্থলে কোন অপরিবর্ত্তনশীল বাস্তব-পদার্থকে আমার গতি বা স্থিতি-রোধের কারণ জ্ঞান করা কি সঙ্গত?

গতি বা স্থিতি-রোধ দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারি। তুমি যখন উল্লম্ফন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চাও, তখন একটু উপরে উঠিয়া তোমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয়; ক্ষণকাল পরেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ঊর্দ্ধ-গতির বিপরীত গতি লাভ কর, এবং সেই গতি প্রতিরুদ্ধ না হইলে, তোমাকে তোমার পূর্ব্বাধিকৃত স্থান হইতেও নীচে পাতিত করে। তুমি একটী উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গভীর গহ্বরে পড়িয়া গেলে; এখানে প্রথমতঃ তোমার ঊর্দ্ধ-গতি হইল, তাহার পর কোন বাস্তব পদার্থকে স্পর্শ না করিয়া তোমার গতি-রোধ হইল, তৎপরে তোমার নিম্নগতি, তার-পর সেই গতি-রোধ, এবং এইবার গতি-রোধের সহিত তোমার পদাদিতে এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইল। এখন এই যে তোমার কয়েক রকমে গতি ও গতি-রোধ হইল, ইহার অধিকাংশই—অধিকাংশ কেন—কোনটীই তুমি অনুভব করিতে পার নাই। তুমি কেবল তোমার গতি-রোধ অনুমান করিতেছ, কল্পনা করিতেছ। এই স্পর্শসহকৃত বাধা-জ্ঞানে সেই স্পর্শ বা বাধার কারণ যে বাহ্য বস্তু, তাহা আমি কিসে বুঝি? তোমার পদ প্রকৃতপক্ষে ধরণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ধরণী এবং তোমার পদ, এতদুভয়ের মধ্যে যে অন্তর বা শূন্য স্থান আছে, তোমার পদ বড় জোর তাহাই স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং তোমার স্পর্শ বা বাধা-জ্ঞানের কারণ যদি কোন বাহ্য পদার্থ হয়, তবে তাহা সেই শূন্য-ময় অবস্থ।

আরো বিবেচনা কর, হস্ত-পদাদি সঞ্চালনে যে গতি হয়, সেই গতির প্রতিরোধ কোন প্রতিকূল গতি ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইবার নহে; কিন্তু গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া কোন সচেতন পদার্থ ভিন্ন জড় বস্তুতে সম্ভবে না। গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া চিৎশক্তির লীলা খেলা, এবং চিৎশক্তির এই লীলা খেলার বিচিত্রতার বহুলতাই সর্ব্ব-প্রকার বাধা-জ্ঞানের জননী। চিৎশক্তির এক প্রকার ক্রিয়াবশে হস্ত যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি তাহার বিপরীত ক্রিয়াবশে সঙ্কুচিত হয়, এবং এই দুই প্রকার লীলা-খেলার রঙ্গ-ভূমিতে বিপরীত ক্রিয়ার শুভ সম্মিলনে বাধা-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। চিৎশক্তির লীলা-বৈপরীত্য জন্য যে প্রতিনিয়ত আমাদের বাধাজ্ঞান জন্মিতেছে, তাহা নিষ্ক্রিয় বস্তুর উৎপন্ন করা সম্ভবপর নহে। যাহার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, যে নিজ ইচ্ছায় চলিতে—বা চালিতে হইলেও—থাকিতে পারে না, এবং

যাহার সহিত আমার দেহের স্পর্শ হইতে পারে না, সে কি করিয়া আমার গতির প্রতি-রোধ করিবে? যদি বলি যে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল পদার্থই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট, এবং সেই আকর্ষণ জন্য সকল পদা-র্থেরই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে গতি হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই গতি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সেই নিরুদ্ধ গতিই প্রতিকূল ক্রিয়ার দ্বারা আমার হস্তকে বারিত করে, তাহাই বা কি করিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে? পৃথিবী কিছু সচেতন পদার্থ নহে। উহাও নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ, সুতরাং জড়া নিষ্ক্রিয়া পৃথিবী আর সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহা কি সম্ভবপর? পৃথিবীকেই আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিনা, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ দ্বারা আমি পৃথিবীকে কিম্বা পৃথিবীর আক-র্ষণী ক্রিয়া জানিতে পারিতেছি না, কেবল মায়াবশে কতকগুলি কল্পনাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, সেই সকল কল্পনার সহিত মাধ্যাকর্ষণের কল্পনার একতা কল্পনা করিতেছি মাত্র। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়? বরং মানসিক ব্যাপারে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করায় কাল্পনিক অস্তিত্বই স্বীকার করা উচিত। পৃথিবী যে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা কি আমি স্বয়ং সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি? কখনই নহে। মাধ্যাকর্ষণের না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে গন্ধ, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ! পৃথিবীর কল্পনা হওয়ার পর কত কাল গেল, কত শত সহস্র লোকের জন্ম-মৃত্যু কল্পনা হওয়ার পর আমি নিউটন নামা এক ব্যক্তির কল্পনা করিতেছি, এবং সেই কল্পিত ব্যক্তির দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের কল্পনা করাইতেছি। পৃথিবী তাঁহাকে প্রতি-নিয়ত মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট করিল. কিন্তু তিনি তাহা টের পাইলেন না; কোথায় গাছ হইতে একটা আতা ফলকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি থাকা এবং তৎপর জাগতিক প্রত্যেক পদার্থেরই অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিবার শক্তি থাকার বিষয় অনুমান করিলেন। এ সকলই কল্পনার লীলাখেলা নয়ত কি?

কেহ বলিতে পারেন, আমের বাহ্য অস্তিত্ব যেন নাই থাকিল, রূপ-রসাদি গুণের অস্তিত্ব তো আর অজ্ঞেয় নহে, সুতরাং তাহাদের গুণগত বাহ্য অস্তিত্ব থাকিতেছে; অতএব তাহাদিগকে বাহ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করার বাধা কি? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে, রূপাদির বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিনা। রূপাদি আমার ইন্দ্রিয় বা কল্পনা-সাপেক্ষ ভিন্ন ইন্দ্রিয় বা কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য পদার্থ নহে; যাহা আমার কল্পনার সাপেক্ষ, তাহাতে আমার কল্প-নার নিরপেক্ষ বাহ্য অস্তিত্ব অসম্ভব। যখন রূপ থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তির অভাবে তাহা দৃষ্ট হয় না; পক্ষান্তরে, রূপ না থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তি রূপ গড়াইয়া লইতে পারে; তখন রূপ দর্শন হইল বলিয়াই তাহার বাহ্য অস্তিত্ব কেন স্বীকার করিব? মদাতঙ্কিত ব্যক্তি কত কল্পিত বিভীষিকা দেখে; আমরা যে স্থলে কিছুই দেখিতে পাই না, সেস্থলেই যে সে কত কি দেখে বা শুনে! পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ই সে অন্যরূপ অনুভব করে, ইহা কি রূপাদির বাহ্য সত্তা আছে বলিয়া, না তাহার উত্তেজিত কল্পনায় তাহাকে ঐ প্রকার অনন্যসাধারণ কল্পনা করায় বলিয়া? যদি রূপাদির জ্ঞান হইতে তাহার

বাহ্য অস্তিত্ব অবশ্য গ্রাহ্য হয়, তাহাহইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন বা বিভীষিকা-দর্শনকালেও রূপাদির বাহ্য অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু এ কথা কেহ স্বীকার করে না এবং করিতেও পারে না; সুতরাং তাহার বাহ্য অস্তিত্ব না থাকাই সঙ্গত।

তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, স্বপ্নাদি দর্শন কালে আমরা অবস্তুতে বস্তু দর্শন করি না, বস্তুতেই বস্তু দর্শন করিয়া থাকি; তবে যে সে সকল বস্তু অন্যে দেখিতে পায় না, তাহার অন্য কারণ আছে। আমার জাগ্রতাবস্থা হইতে সুপ্তাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি অনেকাংশে অন্যরূপ ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় বাহ্য রূপাদিরও সময়২ রূপান্তর হয়। রূপান্তরিত সূক্ষ্ম রূপাদি রূপান্তরিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত পাদর জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিত রূপ জাগ্রত-অবস্থায় অবিকৃত স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেরূপ স্থূল জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। স্থূলে স্থূলে যে সম্বন্ধ, সূক্ষ্মে সূক্ষ্মেও সেই সম্বন্ধ, কিন্তু স্থূলে সূক্ষ্মে বা সূক্ষ্মে স্থূলে—মিলিত হইলে, কোন জ্ঞানই হয়না। আজকালকার "স্পিরিচুয়ালিজমের" বাড়াবাড়ির দিনে এ সকল কথা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ না হইলেও, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝা যায়। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম, সুপ্তাবস্থায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়, এবং জাগ্রত-অবস্থায় স্থূল দৃষ্টি হয়; স্বীকার করিলাম, রূপাদি সময়ে সূক্ষ্ম—সময়ে স্থূল ভাব ধারণ করে, এবং যখন সূক্ষ্ম রূপাদি সূক্ষ্ম দৃষ্ট্যাদির সহিত মিলিত হয়, তখন স্থূল—ইন্দ্রিয়াদির সহিত স্থূল বিষয়ের মিলনের ন্যায় স্পষ্ট রূপাদি-জ্ঞান লাভ হয়; তদ্বৈপরীত্যে স্থূল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রূপাদি অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় স্থূল রূপাদি অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু এসকল মানিয়া লইলেও একটী অলঙ্ঘনীয় সঙ্কটে উপস্থিত হইতে হইবে, যাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই। মনে কর, আমি যে সময়ে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, তুমি অন্য ঘরে শুইয়া স্বপ্নাবস্থায় সেই সময় আমাকে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিতেছ; এখন বিবেচনা কর দেখি, এইযে একই সময় আমাকে দুইটী স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রকাশ পাইল, ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা? যদি এমন মনে কর যে, আমি স্থূলরূপে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, আর সূক্ষ্ম-রূপে তোমার কাছে বসিয়া আলাপ করিতেছি, তাহা হইলে এই অতি জ্ঞাতব্য বিষয়টী আমার অজ্ঞাত থাকা কেমন অসঙ্গত!! আমার স্থূলরূপ এক স্থানে থাকিল, আর সূক্ষ্ম রূপ অন্যস্থানে থাকিল, অথচ আমার কি স্থূল রূপ, কি সূক্ষ্ম রূপ, কি উভয়ের সমষ্টিগত প্রকৃত রূপ, এবিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলনা! ইহা বলিতে পারিলেও হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম রূপ অনন্ত পূর্ণভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর আমি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না! এ প্রকার মীমাংসা বরং কল্পনাতেই শোভা পায়, জ্ঞেয় পদার্থের বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্বে শোভা পায়না। বস্তুতঃ স্বপ্নাদি কালে আমরা অবিদ্যমান বস্তুতেই বস্তু কল্পনা করি; সূক্ষ্ম বস্তুতে স্থূল দর্শন করিনা। আর স্বপ্ন কালে যদি অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে পারি, তাহা হইলে স্বপ্নেতর সময়েইবা অবস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে না পারিব কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্যান্য বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব যেন অস্বীকার্য্য হইল, আমার এই প্রত্যক্ষ দেহাদির সত্তা কি স্বীকার্য্য নহে? প্রশ্নটী নিতান্ত সঙ্গত এবং উত্তরটিও বড় সোজা নহে! যাহাহউক, এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু দেহাদির বাস্তব সত্তা আছে কি না, এ সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতে গেলে, "আমি কি" সে আলোচনাটি অতি প্রয়োজনীয় হয়; অতএব "আমি কি" এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে, আমার সঙ্গে দেহাদির কি সম্বন্ধ।

(ক্রমশঃ)

অবতারতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচীন ভারতের দুর্দ্দান্ত অনার্য্যদিগের ভয়ে ক্ষত্রিয় রাজগণও সর্ব্বদা কম্পিত কলেবর ছিলেন, এইজন্যই পরশুরামের অবতারত্ব আপাততঃ প্রাচীন আর্য্যকুলের জাতীয় অভ্যুদয়ের অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু ব্রাহ্মণগণের উপর ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচার নিবারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে আপ্ত-প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশু-রাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ হীনবল হওয়ায়, তাহাদের বল ও বীর্য্যাভাবেও ব্রাহ্মণগণ, অনার্য্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিকতর উৎপীড়িত হইয়া ছিলেন, সুতরাং সেপক্ষে তাঁহাদের মঙ্গলাপেক্ষা অমঙ্গলই বহুগুণে সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম এইযে, দুষ্কৃতগণ কর্ত্তৃক সমাজ ঘোরতররূপে উৎপীড়িত এবং অত্যাচার চরমসীমা প্রাপ্ত না হইলে যে তৎপ্রতিকার-প্রসবিনী ঐশী শক্তির বিকাশ হয় না, তাহা পূর্ব্বে বিশদরূপে প্রমাণিত ও দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পাপাত্মা নরমাংসভোজী অনার্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, তথাচ সেই পাপ-বীজের মূল ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উচ্ছেদিত হয় নাই। উহারা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বনে ও ভারতের প্রান্তস্থিত লঙ্কাদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদের মূল উচ্ছেদিত না হইলে, সমগ্র ভারত আর্য্যদিগের করতলস্থ ও আর্য্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু পাপ বা অত্যাচার চরমসীমা প্রাপ্ত না হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পাপী বা অত্যাচারীর মূল উচ্ছেদ অসম্ভব। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যে ঐ প্রদীপ অধিকতর উজ্জ্বল হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যাহাহউক, আর্য্যগণের সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও বলহানি ব্যতীত অনার্য্যদিগের পাপ পরিপূর্ণ হইতে পারেনা, এবং আর্য্যদিগের বল-বীর্য্য পুনঃ সঙ্কুচিত ও তেজ প্রজ্বলিত হইতে পারে না। এই জন্যই পরশুরাম-অবতার "বিষস্য বিষমৌষধম্" স্বরূপ। বিষের উপর বিষ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ রোগীর ভয়ঙ্কর অবস্থা সংঘটিত হয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত বিষ পূর্ব্ব বিষকে নষ্ট

করিয়া আপনিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঐ উভয় বিষ নষ্ট হইলে, রোগী ক্রমে সতেজ ও বলবান হইয়া উঠে। পরশুরামের অবতার উপরোক্তমত বিষের উপর বিষ-প্রয়োগ ভিন্ন কিছুই নহে।

এক পক্ষে ব্রাহ্মণগণ শারীরিক বলে বলবান ও ক্ষত্রিয়গণের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় ও প্রান্তবাসী রাক্ষসগণ মস্তক উত্তোলন করায়, ক্ষত্রিয়গণের বল-বীর্য্য ও সামর্থ্যের পরিবর্দ্ধন, অস্ত্রাদির সংস্করণ ও রণ-পাণ্ডিত্য এবং ধনাগারের পূর্ণতা, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা, ঐশ্বর্য্যের পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি পার্থিব উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি লাভ করায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন হেতু ব্রাহ্মণ ঋষিগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি লাভের যত্ন অতীব প্রবল হইয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাই উন্নতির মূল। ঐ প্রতিযোগিতাই আবশ্যকতা হইতে উৎপন্ন হয়। একদিকে পরশুরাম প্রমুখ পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণগণের,—অন্যদিকে দশানন প্রমুখ পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভগীরথ, দিলিপ, রঘু, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রমুখ রাজগণ অতীব পরাক্রান্ত এবং ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন; আবার বিশ্বামিত্র, শিরধ্বজ ও জনক প্রমুখ রাজর্ষিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, গৌতম, অষ্টাবক্র প্রমুখ মহর্ষিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্ম-তেজে তেজস্বী হইয়াছিলেন। এই সময়ই ভারতের অতি গৌরবের সময়; এই উন্নতির ফল স্বরূপই রামাবতার। ঐ রামাবতার দ্বারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সৌহৃদ্য সংস্থাপন, অনার্য্য রাক্ষসদিগের মূল-উৎপাটন, অন্যান্য অনার্য্য-জাতিকে বশীভূত কারণ এবং ভারতে সর্ব্ব প্রকারে নির্ব্বিবাদ ও পূর্ণ শান্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। তদন্তর আর্য্যগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাশূন্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করায় ক্রমেই হীনতেজ হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে এইরূপ চিরপ্রবাদ আছে যে, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে, রাক্ষস-বংশ ধ্বংসের নিমিত্তই সূর্য্য-বংশীয় রাজকুলে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি, কিন্তু রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যে কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছিল, অন্য কোন মহদুদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই, কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংসের নিমিত্তই রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা যিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু যিনি রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার কেবল ঐরূপ বিশ্বাস করা উচিত নহে। যেহেতু বাল্মীকীয় রামায়ণের মতে রামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণ অবতাররূপে পরিগণিত। পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সমাজের পূর্ণ শান্তি সংস্থাপন, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বমঙ্গল সাধনই পূর্ণ অবতারের উদ্দেশ্য; তাহাই রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বর্ণনানুসারে রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজ যেরূপ বিশৃঙ্খল ও অশান্তিময় উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সর্ব্ব-মঙ্গলময় বিশ্ব-ভীষক কর্ত্তৃক তদনুরূপ সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ প্রেরণ ও প্রয়োগই তাহার যথার্থ ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যে নিম্নলিখিত মত সমাজের হিতকর মহৎকার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

১। পরশুরামকে দমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ-শান্তি।

২। ব্রাহ্মণগণের উন্নত পদ ও তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকার স্বীকার, তাঁহাদিগের ন্যায়ানুমোদিত আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের প্রণীত ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পুনঃ সৌহৃদ্য-সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগের পদোন্নতি-সাধন।

৩। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে নর-ভোজী দুরন্ত-অনার্য্যগণকে ধ্বংস ও দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শাস্ত্র ও বৃত্তানুশীলন এবং সমাজের হিতকর যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদির বিঘ্ন-নিবারণ এবং উপদ্রব-শান্তি।

৪। তৎকালে ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অযোধ্যা ও বিদেহরাজ্য মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন এবং সংশোধিত, সংস্কৃত ও সমুন্নত প্রণালী অনুযায়ী যুদ্ধ, কৃষি ও বাণিজ্যাদি-প্রচলন ও বিনিময় দ্বারা উভয় রাজ্যের হিতানুষ্ঠান।

৫। রাজ্য ও সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের নিবিড় বনমধ্যে বাস, তথায় নরমাংসভোজী দুরন্ত রাক্ষসগণের ধ্বংস সাধন, অন্যান্য অনার্য্য জাতিদিগের বশীকরণ, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রচার, তাঁহাদের সহায়তায় সুদূর লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ, তথাকার নরমাংসভোজী দুরন্ত রাক্ষসদিগের প্রধান নেতাগণকে সংহার, অবশিষ্ট অনার্য্য-রাক্ষসগণকে স্ববশে আনয়ন, তাহাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ অসভ্যপ্রথা (অর্থাৎ ব্যভিচার, নরহত্যা, নরমাংস-ভোজন ইত্যাদি) এককালে নিবারণ; জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সমাজের হিতকর ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষাদান ও দাক্ষিণাত্যকে আর্য্যাবর্ত্তের রাজশাসনের অন্তর্ভূত করিয়া, তথায় অসভ্যজাতির মধ্যে সভ্য-রাজ-নিয়ম ও সমাজ-নিয়ম প্রচলন, এবং তন্নিবাসিগণকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষাদানপূর্ব্বক তত্রত্য সুখ-সমৃদ্ধি সাধন।

৬। পরমজ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ কবি-গুরু বাল্মীকির দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন, তাঁহার আশ্রমে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা-সংস্কার, বাল্মীকির নেতৃত্বে ঐ পুত্রদ্বয় দ্বারা অবশিষ্ট সংস্কার সাধনপূর্ব্বক সাধারণ ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিধ হিতকর জ্ঞান ও বিদ্যা প্রচার।

৭। ভারতভূমিকে এক-ছত্রা করণ—অর্থাৎ একটী সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি ও ক্ষমতার অধীনতায় সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন।

বলা বাহুল্য যে, অনার্য্যজাতি দমনের পূর্ব্বে আর্য্যগণের অন্তর্বিবাদ নিবারণ অতীব আবশ্যক হইয়াছিল। অন্তর্বিবাদ নিবারণ ব্যতীত বহিঃশত্রু দমন অসম্ভব; বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুশিক্ষার নেতাই ব্রাহ্মণগণ; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ হীনতেজ হইলে, সে সমাজ হীনপ্রভ ও দুর্ব্বল হইবে, মহাত্মা রামচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, একপক্ষে বিবাদের প্রধান নেতা মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ পরশু-রামকে দমনপূর্ব্বক স্বীয় তেজ, বল, বীর্য্য, ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রচার, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণের উচ্চাধিকার স্বীকার, তাঁহাদের হিতকর আদেশ-উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের নিধি-

ব্যবস্থা, মান ও সম্ভ্রম রক্ষা ইত্যাদি। বিনয়-নম্রতা-বাধ্যতা ব্যতীত তাঁহাদের সহিত ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্ব সৌহৃদ্য পুনঃ স্থাপন অসম্ভব, এইজন্যই তিনি একপক্ষে হরধনু-ভঙ্গ ও পরশুরামকে পরাজয়, পক্ষান্তরে ঋষিদিগের হিতার্থে বিশ্বামিত্র ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাড়কা-বধ ও সুবাহু, মারিচ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ তিনি সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুমোদিত আজ্ঞাপালনে কখনই অবহেলা করিতেন না। তিনি লঙ্কা-জয় করণান্তর ভারতের প্রধান রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ব্রাহ্মণ-দিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, নিয়ম, বিধি, ব্যবস্থা, সমস্তই মান্য করিয়া চলিতেন। এমন কি, একটী ব্রাহ্মণের অভিযোগানু-সারে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত-নিয়ম-উল্লঙ্ঘনকারী শম্বুক নামক শূদ্র তপস্বীর শীর্ষচ্ছেদরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ-গণের অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সমাজে সাম্য-নীতি তাঁহার ছিল না। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা একবার সমাজের কার্য্য-বিভাগের উদ্দেশ্য, প্রাকৃতিক জাতি-বিভাগ ও তৎকালে অনার্য্যগণের উচ্চ তত্ত্বানুশীলনের কুফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা এইস্থানে একবার স্মরণ করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত প্রশ্নের আর নূতন উত্তরের প্রয়োজন হইবে না। তবে তাঁহারা বলিতে পারেন যে, এরূপ নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর প্রাণ-দণ্ড অতীব কঠোর এবং অসভ্যজনোচিত। ইহার উত্তরে আমি পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করি, শম্বুক-উপাখ্যানের আবরণ ভেদ করিলে, শম্বুক কি রাম কর্ত্তৃক প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়? শীর্ষচ্ছেদ অর্থে শিখা-কর্ত্তনরূপ অত্যবমাননা-সূচক দণ্ড বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু তাহার শীর্ষচ্ছেদের পর তাহার সহিত রামের অনেক কথোপকথন হইয়াছিল; বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামচন্দ্র শম্বুককে দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশের মধ্যে শীর্ষচ্ছেদের কথাটী আছে, যথা,—

শীর্ষচ্ছেদ্য স'তে রাম
ত্বং হত্বা * জীবয় দ্বিজ।

আমরা এস্থলে শম্বুক-বধের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত নহি। তৎকালে সমাজের বন্ধন ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-প্রণীত বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ আদরণীয় ছিল, তাহাই দর্শান আমাদিগের উদ্দেশ্য; তবে উহার মধ্যে যদি ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিছু থাকে, তবে শম্বুকের শিখা-কর্ত্তন-রূপ দণ্ড বিধান দ্বারা তাহার অকরণীয় কর্ম্ম নিবারণ ও সমাজের সুশৃঙ্খলা-রক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শক্তি ও পরলোক স্বীকার করেন, তখন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে শম্বুকের আত্মার সহিত রামের কথোপকথন অসম্ভব হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই প্রবন্ধ-লেখক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি স্বীকার করেন বটে কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রানুমোদিত তত্ত্ব ভিন্ন বিশ্বাস করেন না। তত্ত্ব-শাস্ত্রোক্ত পরলোক কর্ম্মভূমি নহে, এবং মৃতের আত্মা আমাদের নিকট আসিয়া

* হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যু-দণ্ড অনেক প্রকার; মস্তক-মুণ্ডন, শিখা-কর্ত্তন প্রভৃতি অবমাননা একপ্রকার মৃত্যু-দণ্ড সদৃশ।

আমাদের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে পারেন, ইহা প্রেত-তত্ত্ববাদীর অনুমোদিত হইলেও অদ্যাপি তত্ত্বশাস্ত্রানুমোদিত নহে। যাহাহউক, ঐ সকল বিষয়ের অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ আর একটী তর্ক উঠিতে পারে যে, কৃষ্ণ-প্রচারিত মতের সহিত রামচন্দ্র-প্রচারিত মতের এতাধিক বৈসাদৃশ্য কেন? কৃষ্ণ-কৃত উপদেশের মধ্যে আমরা প্রাপ্ত হই যে, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম্ম, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিই যথার্থ পণ্ডিতের লক্ষণ; কিন্তু রাম বিহিত মত যেন ইহার বিপরীত; এই তর্কের উত্তর ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা রাম চন্দ্রের সময়ে সমাজের অবস্থানুসারে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত প্রচলিত কর্ম্ম-প্রধান ধর্ম্মই ভারত-মাতার কৌলিকধর্ম্ম ছিল, আর শ্রীকৃষ্ণের সময়ে সামাজিক অবস্থানুসারে তাহারই সূক্ষ্ম ও সমুন্নত পরিণতি স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বা সত্য জ্ঞানই ভারত-প্রকৃতির অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

১১

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ।

অন্বয়ঃ—দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশাপহানিঃ (ভবতি)। ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ (সদ্ভিঃ হেতুভিঃ) জন্মমৃত্যু প্রহাণিঃ (ভবতি)। তস্য অভি-ধ্যানাৎ দেহভেদে (সতি) তৃতীয়ং (ফলং) বিশ্বৈশ্বর্য্যং (ভবতি); (ততঃ) কেবলঃ সন্ আপ্তকামো ভবেৎ।

বিষম পদ ব্যাখ্যা—সর্ব্বপাশাপহানিঃ—পাশরূপাণাং সর্ব্বেষাং অবিদ্যাদীনাং অপ-হানিঃ, পাশস্বরূপ সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাদির বিনাশ।

অভিধ্যানাৎ—চিন্তনাৎ, চিন্তনহেতু। তৃতীয়ং—পূর্ব্বোক্তদ্বয়াতিরিক্তং,—সমস্ত পাশ-বিচ্ছেদ এবং জন্ম-মৃত্যু-বিরহ, এই দ্বিবিধ ব্যতীত অতিরিক্ত তৃতীয় ফল।

বিশ্বৈশ্বর্য্যং—নিখিল ঐশ্বর্য্য। কেবলঃ—নিরস্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ।

আপ্তকামঃ—আয়ত্তকামঃ—সফলমনোরথ।

বঙ্গার্থ—পরম দেবতা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইলে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত আত্মার এবং অন্যান্য পদার্থের যে কোন ভেদ নাই, সর্ব্বত্রই যে তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী বিভূতি অনুস্যূত রহিয়াছে, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বস্থ, এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, পাশরূপ অবিদ্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জন্ম-মরণ প্রভৃতি দুঃখাদির কারণ অবিদ্যাদি ক্ষীণ হইলে, তাহাদের কার্য্যভূত জন্ম, মৃত্যু বা জরা জনিত যাতনারও নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যা-বিমুক্ত আত্মার কোন প্রকার ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি-পাশবিমুক্ত এবং জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির নিবৃত্তি ব্যতীত, সেই পরমেশ্বরের চিন্তার তৃতীয় ফল এই যে, তদীয় ভাবনাবশতঃ জীব দেহান্ত সময়ে দেব-মার্গে তন্নিকর্ষে গমনপূর্ব্বক বিশ্বস্থ যাবতীয় ভোগ্য ঐশ্বর্য্য ভোগপুরঃসর তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া, সমস্ত বাসনার

পরিপূর্ণতা-হেতুক বাসনাশূন্যভাবে পূর্ণানন্দ পরাৎপর পরব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা।—অবিদ্যা—অর্থাৎ অজ্ঞানই যাবতীয় দুঃখের নিদান। নিত্য সনাতন পরমেশ্বর সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থে বিরাজমান আছেন। সমস্তই তাঁহার অংশ, ইত্যাদি বিষয় যতই চিন্তা করা যায়, ততই সঙ্কোচ-জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে তাঁহার সত্তা অনুভব করে। সর্ব্বত্র তদীয় বিভূতি এবং অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া, যখন পদার্থসমূহ তাঁহারই প্রতিকৃতি, তিনিই সমস্ত, এবম্বিধ জ্ঞান জন্মে, তখন আর একের অভাবে বা অন্যের সদ্ভাবে ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনজনিত দুঃখ বা হর্ষে জীবকে দুঃখিত বা প্রহৃষ্ট করিতে পারে না। তখন সর্ব্বত্র-সমদর্শন জীবের অবিদ্যা-বিনাশ হওয়ায়, অবিদ্যার কার্য্য জন্ম-মরণ প্রভৃতিও বিনিবৃত্ত হয়। জীব দেহাবসানে অবিদ্যারূপ মহাপাশের বিচ্ছেদ হেতু জীব-ভাব—অর্থাৎ জীবোপাধি পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পরমেশ্বরের সালোক্য প্রাপ্ত হয়, এবং সেই ব্রহ্মলোকের বিচিত্র ধর্ম্ম-নিবন্ধন সর্ব্বভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া ব্রহ্মত্ব—অর্থাৎ শাশ্বতী মুক্তি লাভ করেন। পরমেশ্বরের ধ্যান হেতু প্রথমতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে নির্ব্বিকার সুখ, এবং তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ সেই সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীব বিদেহ হইয়া শাশ্বতী মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে শিবধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন—"জ্ঞানাদৈশর্য্য-মতুলমৈশ্বর্য্যাৎ সুখমুত্তমং। জ্ঞানেন তৎ পরি-ত্যজ্য বিদেহো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥" সূত্রের ভাষায় বলিতে গেলে—এই সময়ে জীব জীবাভিধা ত্যাগ করিয়া "আপ্তকাম" হয়; অর্থাৎ সর্ব্ববাসনাসুসিদ্ধি-হেতু সফল-মনোরথ হয়। ইহারই অন্যতর আখ্যা মুক্তি; কেননা মুক্ত ব্যক্তিরও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কর্ত্তব্য থাকে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ইহলোকে পরে চৈব কর্ত্তব্যং নাস্তি তস্য বৈ। জীবন্মুক্তো মতস্তস্মাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ"। ধ্যান-ধারণাদি দ্বারাই যে ক্রমশঃ অবিদ্যাদির ক্ষয় হইয়া মুক্তি অথবা পরা গতি লাভ হয়, তাহা প্রদর্শন-চ্ছলে ভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন—"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতং। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ এবং যুঞ্জন্ সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্ম-সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং॥"

১২

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যংহি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তাভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

অন্বয়—ভোক্তা, (ভোক্তারং ইতি অব-ধেয়ং; অত্র তু শ্রৌতিকঃ প্রয়োগঃ কোঽপি ন দোষমাবহতি) ভোগ্যং সর্ব্বং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, এতৎ আত্মসংস্থং (ব্রহ্ম) নিত্যমেব জ্ঞেয়ং (জিজ্ঞাসুভিঃ)। হি (যতঃ) অতঃপরং কিঞ্চিৎ (অপি) বেদিতব্যং নাস্তি; এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মমেব।

বিষম পদ ব্যাখ্যা—ভোক্তা জীবঃ—জীব। সর্ব্বং প্রেরিতা—সর্ব্ব নিয়ন্তা। (অত্র সর্ব্ব-মিতি কর্ম্মণি ন ষষ্ঠী) ভোগ্যং—ভোগ্য বস্তু।

মত্বা—অপৃথগ্‌ভাবেন বিভাব্য, অপৃথগ্‌ভাবে—অর্থাৎ অভিন্নরূপে জ্ঞান করিয়া। আত্ম-সংস্থং—আত্মনি সন্তিষ্ঠতে ইতি আত্মনিহিতং—আত্মগত। নিত্যং—নিয়মনেন—নিয়ম-পূর্ব্বক অবিরত। জ্ঞেয়ং—জানা উচিত। এতৎ ত্রিবিধং—জীব, ভোগ্যবস্তু এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই তিনই। প্রোক্তং—পূর্ব্বকথিতং, যদ্বা সর্ব্বশ্রুতিসম্মতং—পূর্ব্বকথিত কিংবা সর্ব্বশ্রুতি সম্মত। ব্রহ্মং ব্রহ্ম (অকারান্তত্বং ব্রহ্ম-শব্দস্যাত্র ছান্দসং)।

বঙ্গার্থ—ভোগকর্ত্তা জীব, ভোগ্য বস্তু সমূহ এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, এতত্ত্রয় অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া—অর্থাৎ সর্ব্বান্ত-র্যামী পরমপুরুষের সহিত জীব এবং ভোগ্য পদার্থ নিবহের কোন ভেদ-জ্ঞান না করিয়া, নিয়ত আন্তরিক যত্নপূর্ব্বক সেই আত্মনিহিত পরমব্রহ্মের ধ্যান করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা আত্মাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আত্মদৃষ্টি থাকিলে, তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পদার্থান্তর আশ্রয় করিতে হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞতানিবন্ধন পরব্রহ্ম পরি-জ্ঞানানন্তর পরম পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। অতএব আত্মহিতাকাঙ্ক্ষিগণের সর্ব্বদা সেই আত্মস্থ পরম পুরুষের সহিত আত্মা এবং বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেরই অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করা বিধেয়। যেহেতু তিনি ব্যতীত জীবের আর কোনই জ্ঞাতব্য নাই। তিনিই একমাত্র জানিবার এবং বুঝিবার জিনিষ। তাঁহাকে আত্ম-সত্তায় অবলোকন করিতে না পারিলে শান্তির বা মুক্তির আশা নাই।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলেই, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই প্রভাবিষ, সমগ্র প্রাণী তাঁহারই মহতী শক্তি বশে পরিচালিত, তিনিই একমাত্র সৎ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজ করি-তেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য নাই, এবম্বিধ প্রতীতি কেবল আত্মজ্ঞান হইলেই জন্মিয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যত্নশীল হওয়া মুমুক্ষুর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আত্মায় তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে ব্রহ্মের বহিরন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাকে আত্মসত্তায় অনুভব করিতে না পারিলে দুঃখ বিনাশ হয় না। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং মুক্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।" যে সমুদয় পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে আত্মস্থ অবলোকন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হইয়া থাকে, অন্যের তাহা হয় না।

আত্মাই জীবের পরম তীর্থ, যিনি আত্ম-তীর্থে অবগাহন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর তীর্থান্তর গমনের প্রয়োজন নাই; আত্মাই জীবের পরম জ্ঞাতব্য, যিনি আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর অন্য জ্ঞাতব্য নাই। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে কোন ক্রিয়াই কর না কেন, তাহা অলবণ-ব্যঞ্জনবৎ অনভিপ্রেত। শিব-ধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে "আত্মস্থং যে ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম্। আত্মস্থং তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যোব্রজেৎ। করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতি॥" অর্থাৎ যাহারা মঙ্গলময়কে আত্মায় অবলোকন করিতে অক্ষম, তাহারাই বাহ্যিক তীর্থাদিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে; প্রকৃত-পক্ষে তিনি আত্মায়ও যেমন, অন্যত্রও

তেমনিভাবে বিদ্যমান, তবে আত্মজ্ঞানের অভাবেই এরূপ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মস্থ মহাতীর্থ পরিহারপূর্ব্বক বহিস্তীর্থাদিতে গমন করে, সে করতলগত অমূল্য-রত্ন পরিত্যাগ করিয়া, কাচের অন্বেষণে স্থানান্তরে প্রয়াণ করে মাত্র। পাণ্ডবের প্রতি অধ্যাত্মোপদেশ প্রদান কল্পে মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা, সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ ॥ তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা ॥" আত্মাই মহানদী, সংযম তাহার পবিত্র তীর্থ, সত্য তাহার জল, শীল তাহার তট, এবং দয়া তাহার উর্ম্মিস্বরূপ; হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি সেই অনব-তীর্থে দেহের এবং মনের অভিষেক কর। সেই পবিত্র তীর্থে অবগাহন করিয়া আত্মার বিশুদ্ধি বিধান কর; বারিদ্বারা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আত্মা ব্যতীত অন্য ধ্যেয় নাই. আত্মাই আত্মপদ-প্রাপ্তির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন, আত্মজ্ঞানই সর্ব্বশান্তির মূল উৎস। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদানীমোমিত্যেতেনাক্ষরেণ পরমপুরুষমভিধ্যায়ীত। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিত্যাত্মানং ধ্যায়ীত। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মা ইতি ॥ সেই আত্মজ্ঞান-বেলায় ওঁ এই প্রণবাক্ষরদ্বারা পরমপুরুষের অভিধ্যান করিবে। ওঁ এই প্রণবদ্বারা আত্মাকে তাঁহার সহিত যুক্ত করিবে। ওঁ এই প্রণবদ্বারা আত্মাকে ধ্যান করিবে; সেই পরব্রহ্ম সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য এবং প্রাপ্তব্য, কেননা তিনি আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান।

শ্রেষ্ঠাধিকারিগণের পক্ষে আত্মজ্ঞান, আত্মধ্যান, আত্মবিশ্বাস, আত্মরতি প্রভৃতিই তৎপদপ্রাপ্তির মুখ্য হেতু।

১৩

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তিঃ
ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গ নাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধন-যোনিগৃহ্য
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেণ দেহে।

অন্বয়ঃ—যথা যোনিগতস্য বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ ন দৃশ্যতে. লিঙ্গনাশশ্চ ন এব (ভবতি) স এব ভূয়ঃ ইন্ধন যোনিগৃহ্যঃ (ভবতি); তৎ উভয়ং বা (ইব) দেহে প্রণবেণ (আত্মস্থং পরংব্রহ্ম গ্রহীতব্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুভিরিতিশেষঃ)।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—যোনি গতস্য—অরণি-গতস্য, অরণিগত—অর্থাৎ কাষ্ঠস্থিত। লিঙ্গনাশঃ—লিঙ্গস্য সূক্ষ্ম দেহস্য বিনাশঃ—সূক্ষ্মদেহের বিনাশ। ভূয়ঃ—পুনঃপুনঃ। ইন্ধন যোনিগৃহ্য—ইন্ধনমেব যোনিঃ কারণং তেন গৃহ্যঃ—গ্রহণীয়; মথনেন গ্রাহ্যঃ. ইতি বিশদার্থঃ, (যোনি শব্দোঽত্র কারণ বচন পরঃ) ইন্ধনরূপ কারণদ্বারা গ্রহণীয়—অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ইন্ধনদ্বয় ঘর্ষণে উৎপাদনীয়। তৎ উভয়ং বা (ইব), সেই বহ্নি এবং ইন্ধনের ন্যায়, (এখানে বা শব্দ ইবার্থে প্রযুক্ত)

বঙ্গার্থ—আত্মান্বেষণপূর্ব্বক পরব্রহ্ম ধ্যানের প্রধান অঙ্গই প্রণব, তাই প্রণবের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—

অরণি—অর্থাৎ অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠের মধ্যনিহিত অগ্নির মূর্ত্তি পরিদর্শন করিতে পারা যায় না, অথচ তাহার লিঙ্গ-শরীর (সূক্ষ্ম দেহ) ঐ কাষ্ঠমধ্যে সর্ব্বদাই বিরাজ করে; যখন ঐ কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত অপর একখণ্ড কাষ্ঠের মথন—অর্থাৎ ঘর্ষণ করা যায়, তখন যেমন তন্মধ্যস্থ অগ্নি পরিদৃষ্ট হয়, সেই প্রকার দেহরূপ কাষ্ঠের সহিত যখন প্রণবরূপ কাষ্ঠান্তরের মথন বা ঘর্ষণ করা যায়, তখন সূক্ষ্মাবস্থায় দেহ মধ্যে অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান অগ্নারূপ অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ প্রণব-সাধনবলে আত্মতত্ত্ব—যাহার নামান্তর আখ্যা ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব আত্মতত্ত্ব পিপাসু মোক্ষকামবৃন্দের প্রণব-ধ্যান সর্ব্বদাই বিধেয়; কেননা প্রণব-সাধনা ব্যতীত আত্মজ্ঞানপুরঃসর ব্রহ্মজ্ঞানের আশা নাই।

১৪

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যে-
ন্নিগূঢ়বৎ ॥

অন্বয়ঃ—(উপাসকঃ) স্বদেহং অরণিং (তথা) প্রণবং চ উত্তরারণিং কৃত্বা ধ্যান-নির্ম্মথনা-ভ্যাসাৎ (হেতোঃ) দেবং নিগূঢ়বৎ পশ্যেৎ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—অরণিং—অনলোৎপাদকঃ ইন্ধন-বিশেষঃ—অনলোৎপাদক কাষ্ঠবিশেষ। উত্তরারণিং—অপর কাষ্ঠ। ধ্যাননির্ম্মথনা-ভ্যাসাৎ—ধ্যানস্য ব্রহ্মচিন্তনস্য নির্ম্মথনং পুনঃ পুনঃ করণং, তস্য অভ্যাসাৎ—পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মচিন্তনের অভ্যাস বশতঃ। নিগূঢ়বৎ—গুপ্তাগ্নিবৎ—কাষ্ঠনিহিত সংগুপ্ত অগ্নির ন্যায় নিগূঢ়।

বঙ্গার্থ—এই সূত্রে পূর্ব্বের সূত্রেরই পুনর্বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যিনি নিজের শরীরকে অরণিস্থানীয় ও প্রণবকে উত্তরারণি-স্থানীয় করিয়া নিয়ত ব্রহ্মধ্যানরূপ ঘর্ষণ করেন, অর্থাৎ প্রণবজপপুরঃসর অবিরত ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তিনি অচিরাৎ আত্মনিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন। কাষ্ঠের সহিত কাষ্ঠের ঘর্ষণে যেমন তন্মধ্যস্থ গুপ্ত অগ্নি বহির্গত হইয়া পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দেহের সহিত—অর্থাৎ দেহ শব্দের লক্ষীভূত অধরের সহিত প্রণবের মন্থনে (অধরে প্রণব উচ্চারণে) আত্মনিগূঢ় পরমজ্যোতিঃরূপ পরম দেব পরিদৃষ্ট হয়েন। নিয়ত প্রণব ধ্যান করিলেই আত্মস্থ পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তিনি আত্মায় নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন. সতত প্রণব-কীর্ত্তনে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।

(১৫)

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥

অন্বয়ঃ—তিলেষু তৈলমিব, দধিনি সর্পিরিব স্রোতঃসু আপ ইব, অরণীষু চ অগ্নিরিব, আত্মনি অসৌ (পরমপুরুষঃ পরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ) এবম্প্রকারেণ গৃহ্যতে। যঃ সত্যেন তপসা (চ আত্মানং অন্বেষ্যতি, স) এনং অনুপশ্যতি। অন্বয়ান্তরং বা—যঃ সত্যেন তপসা (চ) এনং (আত্মানং) অনুপশ্যতি, তেন কর্ত্রা, ইব (যথা) তিলেষু তৈলং গৃহ্যতে (যন্ত্রপীড়নেন ইতি শেষঃ), দধিনি সর্পির্গৃহ্যতে (মথনেনেতিশেষঃ), স্রোতঃসু আপঃ গৃহ্যতে (ভূখননেন ইতিশেষঃ), অরণীষু চ অগ্নি-র্গৃহ্যতে (ঘর্ষণেন ইতি শেষঃ) এবং (তথা এবম্প্রকারেণ ইত্যর্থঃ) অসৌ (পরমেশ্বরঃ পরংব্রহ্ম) আত্মনি গৃহ্যতে (সত্যতপশ্চরণাদিভিরাত্মান্বেষণাৎ ইতি শেষঃ)। পরপক্ষীয়োঽন্বয়ঃ সমীচীনঃ।

প্রাগুক্ত অনুশাসনপ্রতিপাদ্য অর্থের দৃঢ়তা প্রকটনের জন্য কতিপয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইল।

ব্যাখ্যা—তিলমধ্যগত তৈল যেমন সর্ব্বদাই অদৃশ্য, নিষ্পীড়নাদি ব্যতীত উহা কদাচও বহির্গত হয় না; দধিনিহিত সর্পি (ঘৃত) যেমন প্রতিনিয়তই গুপ্তভাবে দধিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, মন্থনাদি করিলে তবে উহা দৃষ্টিগোচর হয়; নদী-খাত-গূঢ় সলিলরাশি নিরন্তর অদৃশ্য হইলেও যেমন ভূখননাদি দ্বারা উহা গ্রহণ করা যায়, অরণিমধ্যে লুক্কায়িত অনলশিখা যেমন অবিরল দর্শনাতীত থাকে, কিন্তু অন্য অরণীর সহিত ঘর্ষণ মাত্রই সেই নিগূঢ় অনল দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের হিতেচ্ছা মূলক সত্য দ্বারা (সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ইতি স্মরণাৎ) এবং ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতার দ্বারা নিয়ত আত্মান্বেষণ করিতে সমর্থ, তিনি অচিরকাল মধ্যেই এই সমুদয় সাধনাবলে আত্মাতে নিয়ত নিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারক হয়েন। নিষ্পেষণ মথনাদি ব্যতীত যেমন তিল দধি প্রভৃতি হইতে তৈল ঘৃত ইত্যাদি গ্রহণ করা যায় না, সেই প্রকার সত্যাদিমূলক আত্মসমাধি ব্যতীত আত্মনিষ্ঠ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভও অসম্ভব। আত্মা-

ন্বেষণ, আত্মবিচার, আত্মচিন্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মরতি প্রভৃতিই পরব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন-সুখ-সৌধ-প্রবেশের সোপান-শ্রেণীস্বরূপ। এই দুরারোহ প্রাসাদে আত্মান্বেষণাদি অবলম্বন ব্যতীত আরোহণ করা অসাধ্য। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর আত্মদৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

১৬

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরি-
বার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপ-
নিষৎ পরম্॥
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ইতি।

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—আত্ম দৃষ্ট্যা কথং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারো ভবতি কথং বা পূর্ব্বানুশাসনস্থং "এনং আত্মানং" অনুপশ্যেদিতিস্ফুটীকরোতি সর্ব্বব্যাপিনমেতি—যঃ (সত্যাদি-সাধন যুক্তঃ জনঃ) সর্ব্বব্যাপিনং আত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিব অর্পিতং আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ অনুপশ্যতি, তেনৈব অসৌ পরমাত্মা স্বাত্মনি গৃহ্যতে ইতি পূর্ব্বানুশাসন তৃতীয়পাদেন সহ সম্বধ্যতে।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্ ক্ষীরে দুগ্ধে যথা সর্পিরেব সারভূতং তদ্বৎ সর্ব্বেষু পদার্থেষু সারভূতত্বেন অর্পিতম্, নিরন্তরতয়া আত্মত্বেন নিহিতং অবস্থিতং বিদ্যমানমিতিযাবৎ,—দুগ্ধের সার যেমন সর্পিঃ অর্থাৎ ঘৃত, (সেই প্রকার বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে সাররূপে বিদ্যমান যে আত্মা। আত্মবিদ্যাতপোমূলং—"আত্মবিদ্যা"—অবিদ্যা-বিরহঃ, "তপঃ"—মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ একাগ্রতা, উক্তঞ্চ—"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ") তয়ো"মূলং" কারণং; অবিদ্যাবিনাশ এবং মন ও ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রধান কারণ।

তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্—"তৎ"—স আত্মরূপং ব্রহ্ম (স চ তৎ ব্রহ্মচেতি তদ্ব্রহ্ম). "উপনিষৎ" (উপনিষণ্ণমস্মিন্ পরং শ্রেয়ঃ ইতি রহস্য ব্রহ্মবিষয়নিবদ্ধঃ পরম শ্রেয়োমূলো গ্রন্থঃ, বেদান্তো বা ধর্ম্মো বা, তথাচ কোষঃ— "ভবেদুপনিষদ্ধর্ম্মে বেদান্তেচ রহস্যপি") "তৎ পরং" তদেব পরং প্রধানং যস্য—তাদৃশং—উপনিষৎ প্রতিপাদ্যমিত্যর্থঃ— সেই আত্মরূপ পরমব্রহ্ম নিয়ত উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য।

কেচিৎ ঈদৃশং ব্যাচক্ষতে যৎ—কীদৃশং আত্মানং অনুপশ্যতি-যঃ ক্ষীরে সর্পিরিব সর্পিতং সর্ব্বব্যাপিনং আত্মানং অনুপশ্যতি, তেন পর-ব্রহ্ম স্বাত্মনি গৃহ্যতে, কীদৃশং তৎ ব্রহ্ম? আত্মবিদ্যাতপোমূলং তথা উপনিষৎ পরম্ ইতি। মতমিদং দূরান্বয়তয়া প্রকৃতের-সম্যগুপযোগিতয়া চ সুধীভির্বিভাব্যম্। বয়ন্তু গ্রন্থব্যাখ্যাতারো ঝটিতি অর্থাগমাৎ পরমতমেব সমীচীনতয়া মন্যামহে।

বঙ্গার্থ—দুগ্ধ-নিহিত ঘৃতই যেমন দুগ্ধের সার, সেইরূপ আত্মা সর্ব্ব পদার্থে সারভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই তাঁহার অধিকৃত, আত্মা বিহীন বস্তু জগতে নাই। আত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসারভূত ব্রহ্মের সহিত আত্মার কোন ভেদ নাই। আত্মবিদ্যা—অর্থাৎ অবিদ্যা-বিনাশ এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিজয়-সাধন, সেই আত্মরূপী পরব্রহ্মেরই অধীন, তিনিই সাধনাবশে উপাসক-হৃদয়ে স্ফুটাবির্ভূত হইয়া ঐ সকলের সংস্কার বিধান করিয়া থাকেন। তচ্চিন্তা তদ্ধ্যান প্রভৃতি বশতঃ অবিদ্যাদি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনিই জ্ঞান-যোগ প্রদানের নিমিত্ত সাধু-দিগকে সাধুকর্ম্মে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। সেই আত্মনিষ্ঠ পরব্রহ্ম উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, উপনিষৎ সমূহ তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপদার্থের, সর্ব্ব জ্ঞানের, সর্ব্ব-গ্রন্থের, সর্ব্ব শাস্ত্রের এবং সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র সার; তিনি ব্যতীত জগতে অন্য কিছু জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাস্য নাই।

[অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য সূত্রের অন্তিম বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে।]

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

কৃষ্ণতাণ্ডব-স্তোত্রং।

—০:০:০—

ভজে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্ত পাপ খণ্ডনং
স্বভক্ত-চিত্তরঞ্জনং সদৈব নন্দনন্দনং।
সুপিচ্ছ-গুচ্ছ-মস্তকং সুনাদ বেণু-হস্তকং
অনঙ্গরঙ্গ-সাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্। ১॥
মনোজ-গর্ব্ব-মোচনং বিশাল ভাল-লোচনং
বিধূত-গোপ-শোচনং নমামি পদ্মলোচনম্।
করারবিন্দভূধরং স্মিতাবলোক সুন্দরং
মহেন্দ্রমানদারণং নমামি কৃষ্ণ বারণম্॥ ২॥
কদম্বসূন-কুণ্ডলং সুচারু গণ্ডমণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণ দুর্লভং।
যশোদয়া সমোদয়া সকোপয়া দয়ানিধিং
উদূখলে সুদুঃসহং নমামি নন্দশংবহম্॥৩॥
নবীন গোপনাগরং নবীন কেলিমন্দিরং
নবীনমেঘ-সুন্দরং ভজে ব্রজৈকমন্দিরং।
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয় মানসে নিজং
দধাতু নন্দবালকঃ সমস্তভক্ত-পালকঃ॥ ৪॥

সমস্ত গোপনাগরী-হৃদং ব্রজৈকমোহনং
নমামি কুঞ্জ-মধ্যগং প্রসূন-ভাল-শোভিনম্।
দিগন্ত-কান্তরেঙ্গনং "সাহসবাল-সঙ্গিনং
দিনে দিনে নবংনবং নমামি নন্দসম্ভবম্॥৫॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং কৃপানরং
স্বরা সুখৈকদায়কং নমামি গোপনায়কম্।
সমস্তদোষ-শোষণং সমস্তলোক-তোষণং
সমস্তদাস-মানসং নমামি কৃষ্ণ লালসম্॥৬॥
সমস্তগোপনাগরী-নিকাম-কামদায়কং
দৃগন্ত চারুসায়কং নমামি বেণুনায়কং।
ভবোদ্ভবাবতারকং ভবাব্ধি-কর্ণধারকং
যশোমতেঃ কিশোরকং নমামি দুগ্ধচোরকম্॥৭
বিদগ্ধ-মুগ্ধ গোপিকা-মনোমনোজদায়কং
নমামি মঞ্জুকাননে প্রবৃদ্ধবহ্নিপায়িনং।
যদা তদা যথা তথা তথৈব কৃষ্ণ-সৎকথা
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাং॥৮॥

সম্পূর্ণং।

মনোজ—মদন। করারবিন্দভূধরং—করপদ্মে গোবর্দ্ধন যাঁহার, তাঁহাকে। মহেন্দ্রমানদারণং—যিনি ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করিয়াছিলেন, তাঁহাকে। কদম্বসূন—কদম্বকুসুম। সুদুঃসহং—বদ্ধ করিতে অশক্ত যাঁহাকে। শংবহং (যিনি নন্দের) আনন্দ (মঙ্গল) উৎপন্ন করেন তাঁহাকে। দিগন্ত কান্তরেঙ্গনং—দিগন্তে ও কান্তরে (বনে) ইঙ্গন—গমন যাঁহার, তাঁহাকে। কৃপানরং—কৃপা বশতঃ নররূপীকে। নিকাম—সম্পূর্ণ। দৃগন্ত চারুসায়কং—অপাঙ্গ যাঁহার মনোহর বাণস্বরূপ তাঁহাকে। ভবোদ্ভবাবতারকং—সংসারের উদ্ভব (সৃষ্টি) কারককে। গোপিকা—দায়কং—গোপিকার মনে নিকাম-কামোদ্দীপন কারীকে। মঞ্জু কাননে—মনোহর কাননে—বৃন্দাবনে। বিধীয়তাং—কর। যাহাতে আমি সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা গান করি, সেই কৃপা কর।

বি, জু, দে।

সাংখ্য দর্শন।

(৮ ব।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্ব-
সম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ
সৎকার্য্যম্ ॥

পদপাঠঃ—অসৎ—অকরণাৎ। উপাদান-গ্রহণাৎ। সর্ব্ব-সম্ভব-অভাবাৎ। শক্তস্য। শক্য—করণাৎ। কারণ-ভাবাৎ। চ। সৎ-কার্য্যম্।

ব্যাখ্যা—অসৎ-অকরণাৎ (অসতঃ অকরণাৎ) অসদ্ব্যাপার হইতে কিছুই হয় না বলিয়া। উপাদান-গ্রহণাৎ—উপাদান গ্রহণ হেতু। সর্ব্ব-সম্ভব-অভাবাৎ—সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির অভাব হেতু, অর্থাৎ এক উপাদানে সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না। শক্তস্য—যাহার বস্তুবিশেষের উৎপাদনের শক্তিমত্তা আছে, তাহার। শক্য-করণাৎ—ঐ উৎপাদ্য বস্তুর উৎপাদন হেতু। কারণ—ভাবাৎ কার্য্যে কারণাত্মকতা নিবন্ধন। সৎকার্য্যম্—সৎ-কার্য্য সিদ্ধ হয়।

বঙ্গার্থঃ—এই সদ্রূপ জগৎ কার্য্য অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন; যেহেতু অসৎ হইতে কোন কার্য্য হয়না; কোন কার্য্য উৎপাদন করার জন্য উপাদান গ্রহণ করিতে হয়; একই উপাদান হইতে সর্ব্ববিধ কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। যে কার্য্য উৎপাদন করিতে হইবে, সেই কার্য্য যে কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই কারণই গ্রহণ করিতে হয়, তদিতর কারণে সেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না; এবং কার্য্যে কারণের ভাব থাকে, অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান্ কপিলের মতে এক প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কেবল পুরুষের সন্নিকর্ষ হেতু প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হয়। তাঁহার মতে কার্য্য-কারণে কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার মতে বীজ এবং বৃক্ষের পরস্পর যাদৃশ সম্বন্ধ, কার্য্য এবং কারণেরও পরস্পর তাদৃশ সম্বন্ধ। বর্ত্তমান সূত্রে তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, এই জগৎ সতের কার্য্য, অর্থাৎ সৎবস্তু হইতে উৎপন্ন। গীতায়ও উক্ত আছে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"; অর্থাৎ অসৎ (যাহা নাই) হইতে কিছু হয় না, এবং সৎ (যাহা আছে), তাহারও কখন ধ্বংস হয় না। এই জগৎ আছে, ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক; সুতরাং অসৎ—অর্থাৎ যাহা নাই, তাহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব সৎরূপ জগতের কারণও সৎ হইবে। কার্য্যের কারণ যে সৎ হইবে, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, যখনই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তখনই তাহার উপাদানের আবশ্যকতা হয়। ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতে হইলেই ইষ্টকরূপ উপাদানের প্রয়োজন; কিন্তু ইহাও মনে রাখা চাই যে, যে কোন উপাদান গ্রহণ করিলেই চলিবে না। ইষ্টকালয়ের নির্ম্মাণ করিতে ইষ্টকেরই প্রয়োজন; তৃণাদি দ্বারা উহার নির্ম্মাণ অসম্ভব। সুতরাং সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যে এবং কারণে একজাতীয়তা থাকা চাই। যে বস্তু দ্বারা যে বস্তু উৎপন্ন

হয়, সেই বস্তু নির্ম্মাণে সেই বস্তুরই প্রয়োজন। কার্য্য ও কারণ পরস্পর সম্বদ্ধ ও একজাতীয়। নবনীত প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধেরই প্রয়োজন, বারি-মন্থনে উহা উৎপন্ন হয় না। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তন্তুবায়ের প্রয়োজন, কুম্ভকারের দ্বারা হয় না। মহর্ষি কপিল নানাবিধ জাগতিক অভিজ্ঞতাবলে দেখাইতেছেন যে, কার্য্য ও কারণ একই প্রকার হওয়া চাই, অন্যথা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। সর্ব্বশেষে তিনি বলিতেছেন যে, জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহাতেই এই দেখিতে পাই যে, কারণে কার্য্যের সত্ত্বা আছে; কিন্তু কার্য্য সৎ, সুতরাং কারণও সৎ। এতাবতা প্রমাণিত হইল যে, কার্য্য ও কারণ উভয়ই সদাত্মক। কার্য্য ও কারণে পরস্পর সম্বন্ধ কি? যাহার আদি আছে, তাহারই কারণ আছে, এবং যখনই এক বস্তু অপরিহার্য্যরূপে অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, তখনই পূর্ব্ববস্তুকে পরবস্তুর কারণ বলা যায়। সূর্য্যের উদয়ে আলোক হইল, সূর্য্যের অস্তে অন্ধকার হইল। উদয়ে আলোক এবং অস্তে অন্ধকার দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম যে, সূর্য্যই আলোকের কারণ। যদি সূর্য্য অস্তমিত হইলেও আলোক থাকিত, তাহাহইলে সূর্য্যকে আলোকের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম না। কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়ই চাই। কেবল একের বিদ্যমানতাস্থলে অপরের বিদ্যমানতা বা একের অবিদ্যমানতাস্থলে অপরের অবিদ্যমানতা থাকিলে হইবে না; একের বিদ্যমানতা সত্ত্বে বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা সত্ত্বে অবিদ্যমানতা চাই; অর্থাৎ তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা ও তদসত্ত্বে তদসত্ত্বা চাই। যে স্থলে কারণ সৎ আছে, সেস্থলে কার্য্যও সৎ; যেখানে কারণ অসৎ, সেখানে কার্য্যও অসৎ; অর্থাৎ যেখানে কারণের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কার্য্যেরও কোন অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না; এই জন্যই কপিল বলিতেছেন—"অসৎ-অকরণাৎ" এবং "কারণভাবাৎ"। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কপিলের মতে প্রকৃতিই জগতের প্রসূতি, কিন্তু উহাতে পুরুষের কোন সংস্রব নাই; অথচ তিনিই বলিতেছেন যে, পুরুষের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রকৃতি জগৎ প্রসব করেন না। যদি পুরুষের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রকৃতি বিশ্ব-প্রসবে অসমর্থা হয়েন, তাহা হইলে অবান্তর-ভাবে পুরুষের কিছু না কিছু কর্ত্তৃত্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। কপিল কেবল উপাদান কারণের কথাই বলিতেছেন, কিন্তু তিনি নিমিত্ত কারণের সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিতেছেন না। মৃত্তিকা উপাদান হইতে ঘট প্রস্তুত হয়; কিন্তু কুম্ভকাররূপ নিমিত্তকারণ না থাকিলে কে ঘট প্রস্তুত করে? যদি বল যে, প্রকৃতির এমন শক্তি আছে যে, সে শক্তি দ্বারা জাগতিক বস্তু নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত স্বতঃই উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে আবার পুরুষের সন্নিকর্ষের প্রয়োজন কি? বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ বলেন; তাঁহাদের মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তিমাত্র, এবং ঐ শক্তিই জগতের উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। ঐ প্রকৃতি ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে লীন থাকেন, এবং সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্যক্তভাব ধারণ করেন। প্রত্যেক বস্তুরই তিনটি কারণ আছে,—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত-কারণ। তন্তুগুলি পটের সমবায়ী কারণ, ঐ পট ও তন্তুর

সংযোগই "অসমবায়ী কারণ; পট-কারক ঐ পটের নিমিত্ত কারণ। কপিলদেব মাত্র সমবায়ী কারণের কথা বলিতেছেন, কিন্তু অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণের কথা কিছুই বলেন নাই। বিশ্বস্থ ভাবৎ পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, সাঙ্খ্যশাস্ত্রে তাহার সুস্পষ্ট মীমাংসা পাওয়া যায় না; কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ সাঙ্খ্য-মতে নিষ্ক্রিয়।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেক-
মাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত-
মব্যক্তম্।

পদপাঠঃ—হেতুমৎ। অনিত্যম্। অব্যাপি। সক্রিয়ম্। অনেকম্। আশ্রিতম্। লিঙ্গম্। সাবয়বম্। পরতন্ত্রম্। ব্যক্তম্। বিপরীতম্। অব্যক্তম্।

ব্যাখ্যা—ব্যক্তম্—ব্যক্ত—অর্থাৎ বিকাশ-প্রাপ্ত বিশ্ব। হেতুমৎ—কারণবিশিষ্ট। অনিত্যং—অনিত্য। অব্যাপি—যাহা ব্যাপী নহে। সক্রিয়ং—পরিবর্ত্তনশীল। অনেকম্—বহু। আশ্রিতম্—অধীন। লিঙ্গম্—সগুণ; সাবয়বম্—পরস্পর সংযোগার্হ। পরতন্ত্র—পূর্ব্বতত্ত্বের সাহায্যাপেক্ষ। অব্যক্তম্—অব্যক্ত। বিপরীতম্—পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ-সমূহের বিপরীত।

বঙ্গার্থ—এই ব্যক্ত বা বিকাশপ্রাপ্ত বিশ্ব কারণবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, পরিবর্ত্তনশীল, অনেক, অধীন, সগুণ, পরস্পরসংযোগার্হ ও পূর্ব্বতর তত্ত্বের সাহায্যসাপেক্ষ। অব্যক্ত প্রকৃতি এই সমুদয়ের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট।

বিশেষ ব্যাখ্যা—এই ব্যক্ত জগতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব আছে, যথা—বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ইহারা সকলেই "হেতুমৎ"—অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। ইহারা সকলেই অনিত্য, কারণ ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকে। ইহারা ব্যক্ত অবস্থায় অনিত্য কিন্তু প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হওয়ায় আবার নিত্যও বটে যেহেতু কপিলের মতে ধ্বংস কেবল কার্য্যের, কারণে পুনরাবৃত্তিই মাত্র। প্রকৃতি সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না; ইহারা পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; ইহারা অনেক, অর্থাৎ সৃষ্টি মধ্যে বহু আকার ধারণ করিয়া থাকে; ইহারা অধীন—অর্থাৎ প্রত্যেক তত্ত্বই তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর (প্রকৃতি পর্য্যন্ত) পূর্ব্বতত্ত্বের আশ্রিত; ইহারা লিঙ্গযুক্ত—অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন কোন লক্ষণ বা গুণ আছে যদ্দ্বারা ইহাদিগকে অন্যতত্ত্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে জানা যা; ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সৃষ্টি-বিধান করে; ইহারা পরতন্ত্র, অর্থাৎ বুদ্ধি—অহঙ্কার না জন্মান পর্য্যন্ত প্রকৃতির বল অপেক্ষা করে, অন্যান্য তত্ত্বেরও এইরূপ। কিন্তু অব্যক্ত বা প্রকৃতি অহেতুক, নিত্য, ব্যাপী, নিষ্ক্রিয় বা অপরিবর্ত্তনশীল, এক, অনাশ্রিত, লিঙ্গ-রহিত, অনবয়ব ও স্বতন্ত্র। যদিও প্রকৃতির পরিণামহেতু তাহাকে একহিসাবে সক্রিয় বলা যায়, তথাপি বারিস্পন্দ—অর্থাৎ অবস্থান্তর না থাকা হেতু তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলা যায়।

১১

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম-
চেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত-
স্তথা চ পুমান্॥ ১১

পদপাঠঃ—ত্রিগুণম্। অবিবেকি। বিষয়ঃ। সামান্যম্। অচেতনং। প্রসব-ধর্ম্মি। ব্যক্তম্। তথা। প্রধানম্। তদ্‌বিপরীতঃ। তথা। চ। পুমান্।

ব্যাখ্যা—ত্রিগুণম্—ত্রয়ো গুণাঃ (সত্ত্ব-রজস্তমাংসি) অস্য ইতি, সত্ত্ব-রজস্তমো বিশিষ্ট। অবিবেকি—বিবেকবিহীন। বিষয়ঃ—জ্ঞাতব্য বিষয়; পুরুষ বা আত্মাই একমাত্র বিষয়ী, এবং মহৎ বা বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের ভাবৎ বস্তুই ঐ আত্মা বা পুরুষের গ্রাহ্য বিষয়। সামান্যম্—সাধারণ; পুরুষ অসাধারণ, কেননা পুরুষের সহিত অন্য কাহারও স্বজাতীয়তা নাই, প্রকৃতি-জাত ভাবৎ তত্ত্ব এবং তত্ত্বসমূহ-জাত ভাবৎ বস্তুর মধ্যে অনেক সাধারণ গুণ পরিদৃষ্ট হয়, এই জন্যই বলা হইয়াছে "সামান্যম্"; অচেতনম্—অচেতন, কেবল পুরুষই চেতনাবিশিষ্ট; বুদ্ধি-মনঃ-অহঙ্কারাদি পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। প্রসবধর্ম্মি—ইহারা প্রসব-ধর্ম্মযুক্ত, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার প্রভৃতি প্রসূত হয়, কিন্তু পুরুষ হইতে কিছুই প্রসূত হয় না, পুরুষ অপ্রসবধর্ম্মী। ব্যক্তম্—বিকাশযুক্ত, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতি-জাত জাগতিক ভাবৎ পদার্থ। তথা-প্রধানং—অব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতিও ঐ সমস্ত গুণ-বিশিষ্ট। তদ্‌বিপরীতঃ উপরোক্ত গুণ-সমূহের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী। তথা চ—ও। পুমান্—পুরুষ।

বঙ্গার্থঃ—অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান এবং ব্যক্ত প্রকৃতিজাত মহৎ বা বুদ্ধি প্রভৃতি অপরাপর জাগতিক পদার্থ ত্রিগুণবিশিষ্ট, বিবেকবিহীন, জ্ঞাতব্য বা গ্রহণ-যোগ্য বিষয়, সমজাতীয়, অচেতন এবং প্রসবধর্ম্ম-যুক্ত, কিন্তু পুরুষ বা জ্ঞাতা, বিবেকী, বিষয়ী, অসামান্য, চেতন, এবং অপ্রসব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

বিশেষ ব্যাখ্যা—বিষয় আর বিষয়ী বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, এক অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। বিষয় কখনও বিষয়ী হইতে পারে না, কিংবা বিষয়ী কখনও বিষয় হইতে পারে না। কর্ত্তা কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না, কিম্বা কর্ম্ম কখনও কর্ত্তা হইতে পারে না; কর্ত্তা চিরকালই কর্ত্তা, কর্ম্ম চিরকালই কর্ম্ম। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এই বিশ্ব-জগৎ, এবং জাগতিক ভাবৎ পদার্থ আমার বহির্ভাগে; ইহারা বিষয়, আমি বিষয়ী। আমি চক্ষু দ্বারা দেখি, কর্ণ দ্বারা শুনি, মনের দ্বারা সঙ্কল্প করি, এইরূপ ভাবৎ জ্ঞান, কর্ম্ম এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান উপলব্ধি করি। ঐ সমুদয় ইন্দ্রিয় আমার জ্ঞাতব্য—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। তাহারা "আমি" নহে। "আমি" বিষয়ী, ইহারা সমুদায়ই আমার বিষয়। মানুষ মিথ্যা-জ্ঞানে বিষয়ীতে বিষয়ের ধর্ম্ম এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্ম আরোপিত করিয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলে, বিষয় এবং বিষয়ী, জ্ঞাত এবং জ্ঞাতা, প্রকৃতি এবং পুরুষে পরস্পরের ধর্ম্ম আরোপিত হয় না। এই পুরুষই, জ্ঞাতা বিষয়ী বা চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট এবং প্রকৃতি জ্ঞাত, বিষয় বা অচেতন। সাঙ্খ্য-মতে পুরুষ বহু, কিন্তু বেদান্ত-মতে পুরুষ একমাত্র তবে প্রকৃতি-জাত গুণ বা উপাধিযুক্ত হওয়ায় বহু প্রতীয়মান হয়েন। জগতে প্রকৃতিজাত যে

সমুদয় বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তেরই তিনটি গুণ দেখিতে পাই—যথা সত্ত্ব, রজ, তম। সত্ত্ব প্রকাশাত্মক, রজঃ বর্দ্ধনাত্মক এবং তমঃ বিনাশাত্মক। বীজ যে অঙ্কুরিত হইল, উহাই সাত্ত্বিক অবস্থা, বীজ অঙ্কুরিত না হইয়া যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে উহাই তামসিক অবস্থা; অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে বীজের যে অবস্থা ছিল, তাহাকে রাজসিক অবস্থা বলা যায়। মনে কর, কবিতা লিখিতেছি, কিন্তু ভাব আসিতেছে না, ভাব আসিলেও হয়ত শব্দ যুটিতেছে না; বহু কষ্টে উভয়ই আসিল, তখন কবিতাটি লিখিতে পারিলাম। মনের যে অবস্থায় কবিতাটি লিখিতে পারিলাম, ঐ অবস্থাকেই সাত্ত্বিক অবস্থা বলা যাইতে পারে; এবং যে অবস্থাতে উদ্যম চেষ্টা প্রভৃতি হইতেছিল, ঐ অবস্থাকে রাজসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে; আর যে অবস্থায় উদ্যম চেষ্টা কিছুই হইতেছে না, মন জড়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, উহাকেই তামসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে। প্রকাশ-অবস্থা সুখের অবস্থা, উদ্যম বা চেষ্টার অবস্থা দুঃখের অবস্থা, এবং অপ্রকাশ মোহ বা অজ্ঞানের অবস্থা। প্রকৃতজাত তাবৎ বস্তুই এই ত্রিগুণ অর্থাৎ তিন অবস্থা বিশিষ্ট, ইহারা অবিবেকী। বিবেক—অর্থাৎ বিচারশক্তি কেবল জ্ঞাতা বা পুরুষের। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়। মন ঐ জ্ঞান অহঙ্কারে উপনীত করে, অহঙ্কার ঐ জ্ঞান বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, পুরুষ বুদ্ধিরূপ দর্পণে ঐ জ্ঞান উপলব্ধি করেন, এবং তাহার কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ, তাহার বিচার করেন। পুরুষ প্রকৃতিজাত তাবৎ বস্তু হইতে বিভিন্ন; সুতরাং পুরুষের সমজাতীয় আর কিছুই নাই; কাজেই পুরুষ অসামান্য; কিন্তু প্রকৃতিজাত তাবৎ বস্তুই পরস্পর সমগুণবিশিষ্ট, সুতরাং সামান্য। বুদ্ধি পর্য্যন্ত অচেতন, কারণ তাহা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মাত্র; পুরুষই কেবল জ্ঞাতা, সুতরাং চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না; পুরুষ চিরকালই পুরুষ রহিয়াছেন, কিছুই প্রসব করেন না; প্রকৃতি এবং তজ্জাত অন্যান্য তত্ত্বাদি হইতেই জাগতিক তাবৎ বস্তু প্রসূত হইয়া থাকে।

পারিব্রাজক সূক্তমালা।

—০:০:০—

দান-সূক্ত।

শিষ্য—কিমুদর্কং ভবেদ্দানং?

অর্থ—দানের উত্তর ফল—অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য কি? (উদর্কং ফলমুত্তরম্—ইতি কোষঃ)

গুরু—১। জীবদুঃখ-নিরাকৃতিঃ।

অর্থ—জীবের দুঃখ নিবারণ করাই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"নাস্তি দানোপমং ধর্ম্ম্যং কার্য্যমন্যৎ জগত্ত্রয়ে।
দানেনামরতামেতি মরোঽস্মিন্ চলভূতলে॥
মৃতোঽপ্যমৃতবদ্দান-বীরো হি স্তূয়তে সদা।
দানোৎসর্গীকৃতপ্রাণো দধীচিস্তন্নিদর্শনং॥
যথাতিচণ্ডবাতেন বেপতে ন হিমাচলঃ।
তদ্বদাপ্রলয়ং দান-বীর-কীর্ত্তির্নকম্পতে॥"

(অর্থাৎ ত্রিজগতে দানের তুল্য অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মমূলক কার্য্য নাই। এই বিনশ্বর পৃথিবীতলে মর জীব দানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। (১)। দান-বীর মৃত হইলেও নিরন্তর জীবিত

ব্যক্তির ন্যায় সংস্তুত হইয়া থাকেন। পরোপকারোদ্দেশে সমর্পিতজীবন দধীচিই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ২। হিমাচল যেমন প্রচণ্ডতম বায়ু-বিক্ষোভেও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়েন না, তদ্রূপ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দান-বীরের বিশ্ববিকাশিনী কীর্ত্তিও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না। যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে, তত দিন দাতার নাম এবং কীর্ত্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। ৩। এতাদৃশ বিশ্বহিতকর দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ নিরাকরণ। এই অবনীমণ্ডলে যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহামহিম উদারচেতাগণ কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল লোকহিতৈষিণীবুদ্ধি বশতঃ দুঃখীর দুঃখাশ্রু মোচন করিবার জন্য দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই যথার্থ দান-বীর। তাঁহাদের দানই প্রকৃত দান-পদ-বাচ্য। এই মহোচ্চ দানের কথা স্মরণ করিয়াই কালের সাক্ষী কবিবর শ্রীহর্ষদেব বলিয়াছিলেন "মৃষানচক্রেঽলিত কল্পপাদপঃ প্রণীয় দারিদ্র্যদরিদ্রতাং নৃপঃ॥" ভূপৃষ্ঠ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক, ভূমির উপকারের জন্য মেঘমালা যেমন সেই জলই আবার বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী হইতে নানা উপায়ে ধনার্জ্জনপূর্ব্বক, দয়ালুগণ পৃথিবীর উপকারের জন্যই আবার সেই ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অর্থের যদি কোন প্রকার সদ্ব্যবহার থাকে, তবে তাহা একমাত্র জীবদুঃখ-নাশোদ্দেশে দান বই আর কিছুই নয়। দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ দূরীকরণ।

শিষ্যঃ—কীদৃশং তৎ প্রশস্তং স্যাৎ?

অর্থ—কিরূপ দান শ্রেষ্ঠ?

গুরুঃ—২। যদন্তরেণ যঃ ক্লিষ্টস্তস্মৈ তদ্দানমুত্তমম্।

অর্থ—যাহার যাহা ব্যতীত ক্লেশ হয়, তাহাকে তাহা দান করাই উত্তম।

ব্যাখ্যা—যাহার যাহা অভাব, সঙ্গতি থাকিলে, তাহাকে তাহা দেওয়াই উচিত, ইহারই নাম উত্তম দান। যে দেশে পানীয় জলের অভাব, তথায় বাপী-কূপাদি খনন; যেখানে বিদ্যাচর্চ্চার অভাব, তথায় বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা, যথায় ভিষক বা ভেষজের অভাব, সেইস্থলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমস্তই এই অনুশাসনের অনুমত। কালচক্রের অপ্রতিবিধেয় নিষ্পেষণে যদিও প্রাচীন মঙ্গলকরী রীতি নীতি সমুদয় নিষ্পেষিত হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে স্থানে জল-ছত্র, পান্থনিবাস, ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা একমাত্র এই সংস্কারেরই মুখ্য ফল। প্রতিকূল বাত্যায় প্রায় সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে; তথাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাক্তন-সংস্কারেরই জীর্ণ প্রকৃতি। নদী শুষ্ক হইলেও, বহুদিন যাবৎ তাহার রেখা বিদ্যমান থাকে। মহামতি আচার্য্য শিষ্যকে বিশ্বজনীন দান-যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে পরিণত করিবার জন্য, এতাদৃশ সর্ব্বাভাব-ধ্বংসক দানের শিক্ষা বিধান করিয়া জগতে দানের স্বরূপ এবং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

৩। অসন্ধেয়ফলং শস্তম্।

অর্থ—ফলাভিসন্ধানবিরহিত দানই প্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হইয়া যে দান করা যায়, তাহাই প্রশস্ত দান। জীবের দুঃখ বিনাশ ব্যতীত অন্য কোন

উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া যিনি দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ দান-বীর-পদ-বাচ্য; অন্যথা যাঁহারা দানের মুখ্য উদ্দেশ্যে উদাসীন থাকিয়া, ব্যক্তি বিশেষের সন্তোষ নিমিত্ত বা পরবিশেষের লাভের নিমিত্ত দানচর্য্যা করেন, তাঁহারা প্রকৃত দাতা নহেন, তাঁহারা দাতৃত্ব-কঞ্চুক ধারী পণ্যব্যবসায়ী সাজিয়া স্বস্ব অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ করিয়া লয়েন,—তাঁহারা দান-বণিক মাত্র। দাতৃনামধারী মহাশয়েরা স্বার্থ-পঙ্কের অতি তুচ্ছ ক্রিমি স্বরূপ। তাঁহাদের দানে জগতের কোন উপকার হয় না; বরঞ্চ নিঃস্বার্থ দাতৃবৃন্দের ভিতর সেই কৃত্রিম প্রথা প্রসারিত হইয়া, জগতের অশেষ এবং বিষম অপকারই সাধন করে। দানের প্রকৃত মূর্ত্তি অন্তর্ধান, এবং কৃত্রিম প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায়, সাত্ত্বিকদানের সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া যায়। দানের সুমহান্ উদ্দেশ্য ক্রমেঃ অতি তুচ্ছতম সঙ্কীর্ণ ভাবে উপনীত হয়। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে, দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং" ১৭।২০. "দান করা উচিত" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া নিষ্কামভাবে প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান, এবম্বিধ দানই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥" কিন্তু যাহা প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশা বা অন্য কোন প্রকার ফলাভিসন্ধান পূর্ব্বক অতিকষ্টের সহিত প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া অভিহিত হয়। রাজোগুণাভিমানী ব্যক্তিগণই এতাদৃশ রাজসিক দানের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা অপকৃষ্ট তর।

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।" দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সৎকার ব্যতীত এবং অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামস বলে। ইহা অপকৃষ্টতম। এতাদৃশ দানের অনুষ্ঠানে দাতা বিশেষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

কালধর্ম্মানুসারে দানের প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাত্ত্বিক দানের সংখ্যা বড়ই কম। রাজস দানের অনুপাতানুসারে সাত্ত্বিক দানের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শুধু দান বলিয়া নয়, সময়স্রোতের অপ্রতিহত বেগে ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রায় সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য দান সম্বন্ধে যে মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা যদি পালন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় জীবজগৎ একটি অপূর্ব্ব শান্তি-কাননে পরিণত হয়।

শিষ্যঃ—কো বা তৎ-পাত্রমুত্তমং?

অর্থ—সেই দানের উপযুক্ত পাত্র কে?

গুরুঃ—৪।স্বকর্ম্মানুশয় প্রাপ্তঃ।

অর্থ—নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য যে অনুতপ্ত, সেই দানের যথার্থ পাত্র।

ব্যাখ্যা—আত্মকৃত অপকার্য্যের জন্য যাহার চিত্ত সতত অনুতাপের অনন্ত বৃশ্চিক-দংশনে কাতর, স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের অপকারিতা ভোগ বা চিন্তা করিয়া যাহার দেহ মন প্রাণ অবসন্ন, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থই দয়ার পাত্র; তাহাকে দান করিলেই প্রকৃত সাত্ত্বিক দানের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"পাপানি ক্ষয়মায়ান্তি পাপিনোঽনুশয় ক্রমাৎ। ন কঠোরতমঃ কশ্চিৎ দণ্ডোঽস্ত্যনুশয়াদৃতে॥ দণ্ডক্লেশভয়াৎ পাপী ন পাপাদ্বিরতো ভবেৎ। উগ্র দংশাৎ শাম্যতি ব্যালী দণ্ডিতোঽপি সহস্রধা। কেবলং বিরমেৎ পাপাৎ পাপীয়োঽনুশয়ং গতঃ। তস্মাদনুশয় প্রাপ্তঃ কৃপার্হ ইতি সর্ব্বতঃ" অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনুতাপ অপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড অন্য কিছু নাই। সর্প যেমন সহস্র প্রকারে দণ্ডিত হইলেও দংশন হইতে নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ পাপী ব্যক্তি দণ্ডজনিত ক্লেশ-শঙ্কায় কদাপি পাপ-লিপ্সা পরিহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় দুরাচার জন্য অনুতাপ প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র সেই পাপীই পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয়। অতএব পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবে সে সকলের নিকটেই কৃপা পাইবার যোগ্য। এই সমুদয় নীতিগর্ভ বাক্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, স্বকীয় অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত বিকৃত ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে দানাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। শুধু পাপী বলিয়া নয়, অপরিণামদর্শিতা বা অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষে মানব বিপন্ন হইলে, যদি তাহার স্বকীয় তারল্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, এবং যদি সে দানাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপযাচমান হয়, তবে তাহাকে দান করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিতে হইবে, সত্য, কিন্তু স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য যদি কেহ অভাবগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র নহেন; তবে, যদি তাঁহার স্বকার্য্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র; এই সূত্রে তাহাই বলা হইল।

৫। তথা দৈব-বিড়ম্বিতঃ।

অর্থ—দৈববিড়ম্বিত ব্যক্তিও দানের উপযুক্ত পাত্র।

ব্যাখ্যা—যে যে কোনভাবে দৈবকর্ত্তৃক নিগৃহীত হউক না কেন, সে দানপ্রার্থী হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দান করা বিধেয়। মনে কর, কোন উদারচেতা ব্যক্তি সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্য, একটি সুফলকর মহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, বিধি-বিড়ম্বনে, যদি তাহাতে সফলকাম হইতে না পারেন, এবং সেই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত বা অন্য কোন প্রকারে দুরুত্তর বিপদসাগরে পতিত হইতে হয়, তবে তাদৃশ দৈব-পীড়িত মহাত্মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা সকলেরই উচিত। যে দেশে এরূপ ক্ষেত্রে সহানুভূতি নাই, সে দেশ কোনদিন উন্নতির ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে পারে না। সে দেশে কোন প্রকার সুমহৎ অনুষ্ঠান আরব্ধ হয় না। তাদৃশ সহানুভূতি-বিহীন সমবেদন-শূন্য দেশ চিরদিনই সঙ্কোচজ্ঞানের অন্ধতমসে নিমগ্ন থাকে; কোন কালেও তাহার অভ্যুদয় হয় না। এই প্রকার বিশেষ হইতে সামান্যভাবেও যে দুর্ভাগ্যবশে বিপন্ন হয়, সে সকলেরই করুণার পাত্র। অস্মদ্দেশে প্রায়শই দৃষ্ট হয় যে, দৈববিড়ম্বনে ধান্যাদি শস্য বিনষ্ট হইলে কৃষকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা কাহারও নিকট তাদৃশ সাহায্য-প্রাপ্ত হয় না; ইহারা নিজের সম্পূর্ণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকার্য্য করিয়াছে, দুরদৃষ্ট-ক্রমে সমস্ত ব্যর্থ হইল,

সমাজেরও সাহায্য পাইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। অটিকার প্রাবল্যে গৃহাদির বিনাশ হইল, দরিদ্র গৃহী পথের ভিখারী হইয়া পড়িল, এতাদৃশ স্থলে আমাদের দেশে প্রথা এই যে, ধনিগণ এই সময়ে টাকা ধার দিয়া বিপন্নদিগের যথেষ্ট উপকার করিলেন, ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু ফলে দাঁড়ায় এই যে, ইহাতে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে; ঐ ঋণের জন্য ক্রমশঃ বিড়ম্বিত হইয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অগ্নিতে গৃহদাহ হইলে পূর্ব্বে প্রতিবাসিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিত, এখন যদিও স্থানে স্থানে ঐ সাহায্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশই উহা উঠিয়া যাইতেছে। এবম্বিধ স্থলই দানের প্রকৃত প্রয়োগস্থল। যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, যাহারা বলিষ্ঠ, তাহারা কোন প্রকার ভেল ধরিয়া—অর্থাৎ ফকির বা বৈষ্ণব সাজিয়া লোকালয়ে দানের প্রধান পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিড়ম্বিত—চলচ্ছক্তি-রহিত, তাহাদিগকে দান করা হয় না। কতগুলি সমর্থ লোককে সাহায্য করিয়া, জগতে তাদৃশ অপকৃষ্ট-প্রকৃতি লোকের প্রসার বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত। অতএব যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দৈব-বিড়ম্বিত, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র।

৭। নালস্য-জীবিনে দেয়ং সামর্থ্যশালিনে ক্বচিৎ।

অর্থ—আলস্য-জীবী সামর্থ্যশালী ব্যক্তিকে দান ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা—সামর্থ্য সত্ত্বেও অলসতাই যাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাদৃশ অলস শক্তিমত্তা সত্ত্বেও অশক্তবৎ প্রতীয়মান ব্যক্তিদিগকে কদাচ দান করা উচিত নহে। ঈদৃশ পাত্রে দান করিলে, তাহাতে জীবের দুঃখ ধ্বংস না হইয়া প্রকারান্তরে দুঃখের প্রসারই বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই সমুদয় অসদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ নিবন্ধন সমাজের মজ্জা স্বাবলম্বন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, পরমুখাপেক্ষী সমাজ চিরদিনের মত অবনত হইয়া পড়ে। যে সমাজে স্বাবলম্বনের প্রাচুর্য্য নাই, আত্ম-নির্ভরের বাহুল্য নাই, সে সমাজের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। স্বাবলম্বনহীন দেশ বা সমাজ কখনও উন্নত হয় না। অতএব এবম্বিধ ক্ষেত্রে কতকগুলি অলসের প্রশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক দেশ-সংহার করা অপেক্ষা দান ক্রিয়া হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

৮। ন ভিক্ষাব্যবসায়িভ্যঃ।

অর্থ—ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকেও দান করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—শারীরিক শ্রম-লব্ধ জীবিকার্জ্জন অপেক্ষা যে সমুদয় নির্ঘৃণ পরমুখপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ "ভিক্ষা" এই ব্যবসায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে সুচতুর এবং সুখী মনে করে, স্বোপার্জ্জিত বৃত্তি অপেক্ষা পরার্জ্জিত-প্রার্থনাই যাহারা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করে, তাদৃশ ছল-কঞ্চুক নীচমনাদিগকে দান করা কদাচ বিধেয় নহে। ইহাতেও প্রাগুক্ত দোষের প্রসক্তি জন্মে। তবে যাহারা অচল, পঙ্গু বা রোগান্তরে অকর্ম্মণ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কেননা তাহারা ভিক্ষা-ব্যবসায়ী নহে। তাহারা দুর্দৈব কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত, অতএব সেই সকল দৈবপীড়িত দিগকে দান করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ৫ম সূত্রেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

৯। ন বাতিরিচ্য বর্ত্তনং।

অর্থ—বর্ত্তন শব্দের অর্থ বৃত্তি—অর্থাৎ অবস্থা (আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তির্বর্ত্তন-জীবনে ইতি অমরঃ)। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত দান অনুচিত। (৭ম সূত্রস্থ "দেয়ং" এই পদ ৯ম সূত্র পর্য্যন্ত অন্বেতব্য)।

ব্যাখ্যা—বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন—"অসমঞ্জসতামেতি হ্যসমঞ্জসকারকঃ। নিদানং সর্ব্বদুঃখানাং অসমঞ্জসভাবনা"। অসমঞ্জস কারক—অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই যে ব্যক্তি কার্য্য করে, যাহার কর্ম্মে কার্য্য-কারণের সুসঙ্গতি নাই, সে প্রতিপদেই বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার যাবতীয় কার্য্যই দুর্ব্যবস্থ হইয়া পড়ে। এই ভূমণ্ডলে অসদ্ভাবনাই তাবৎ দুঃখের মূল। সর্ব্বত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, সর্ব্ববিষয়ে তুল্যদৃষ্টি থাকিলে, মানবকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয় না, বা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব দানকর্ত্তাও যদি দানানুষ্ঠানের সময়—স্বীয় অবস্থানুসারে দান করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও পরিণামে অনুশোচিত হইতে হয় না। বিশৃঙ্খলতার বিষময় প্রদাহ তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারে না। স্বকীয় সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া দান করিলে, সে দানের প্রশংসা করা যায় না। লোকহিতকর সাধু অনুষ্ঠানও অবিমৃশ্যকারিতাদোষে সময় সময় অসৎ কার্য্যবৎ নিন্দিত হইয়া থাকে। জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাই মতিমান্ আচার্য্য শিষ্যকে এযাবৎ দান ক্রিয়ার অনুপম আদর্শ পরিদর্শিত করিয়া, অধুনা প্রণয়াস্পদ শিষ্যের মঙ্গলাভিলাষে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে অনুমতি করিলেন। যে স্থলে অবস্থানুসারে ব্যবস্থার অভাব, তথায় প্রতিনিয়তই শত অনর্থ-পাত আপতিত হইয়া ঘোর অশান্তির উৎপাদন করে। শ্রুতি বলিয়াছেন—। "শ্রিয়া দেয়ম্" অর্থাৎ নিজের সম্পদানুসারে দান করা উচিত।

১০। জ্ঞেয়ং ব্যক্তিগতাদ্ দানাৎ সমাজগতমুত্তমম্।

অর্থ—ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজ-গত দান সর্ব্বোত্তম।

ব্যাখ্যা—কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান করিলে তাহাতে তাহারই উপকার হয় মাত্র, তাহাতে জগতের কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না; কিন্তু সমাজ-গত দানে একটা হীনাবস্থ সমাজ উন্নত হইলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, সমাজগত দানে সমাজস্থ তাবৎ ব্যক্তিই উপকৃত হয়েন। দেশের অভ্যুদয়প্রত্যাশী ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেরই স্মরণ করা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি না হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি অসম্ভব। সমাজসমষ্টি লইয়াই দেশ। অতএব দেশের অস্থি-মজ্জা স্বরূপ সমাজের সংস্কার ব্যতীত দেশ অভ্যুদিত হইবে কি প্রকারে? প্রতিমা-বিহীন পঞ্জর কি পূজিত হইয়া থাকে? যিনি যতই দেশহিতৈষণা হৃদয়ে ধারণ করুন না কেন, কিন্তু যাবৎকাল তাঁহার দৃষ্টি সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পর্য্যন্তও পরিচালিত না হইবে, তাবৎ তাঁহার পক্ষে দেশোপকার বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশ-প্রেমের মূলে সমাজানুরক্তি চাই, সমাজ-দৃষ্টি-বিরহিত স্বদেশ-প্রেম কল্পনার পুত্তলিকাপ্রায়, তাহার বাস্তব কোন প্রতিকৃতি নাই। যে দেশে সমাজগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য নাই, সে দেশের পরিণাম প্রগাঢ় তিমিরাবৃত; ভবিতব্যতার দুর্নিরীক্ষ্য আলেখ্য প্রতি বিবেক-নয়নে দৃষ্টি করিলে, সেই দেশের

অননুভবনীয় পরিণতির করাল ছায়া অবলোকন করিয়া শিহরিত হইতে হয়। তাই প্রাজ্ঞ প্রবীণ পরিব্রাজক, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা, সমাজগত দানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতলে দেবভাবাপন্ন পরহিত-সর্ব্বস্ব ৺ ভূদেব বাবুর প্রবীণ হৃদয় ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের প্রভূত উপকারিতা অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই তিনি চিরজীবন সংযত থাকিয়া পরিশেষে সমাজবিশেষের মঙ্গলোদ্দেশে সর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাত্বিক দান-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বিশ্ব-হিতকর অনুষ্ঠান, অস্মদ্দেশবাসী ধনকুবের-গণের প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। নতুবা এই অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থান-আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। সম্প্রতি বোম্বে প্রদেশে মহামতি টাটা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। লাহোরের সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা উইলের দ্বারা দান করিয়াছেন। এই প্রকার দানের দ্বারা সমাজের অনেক ব্যক্তির উপকার হয়; ইহাতে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এবং পরিণামে তাঁহাদের দ্বারাও অনেকে উপকৃত হইতে পারেন। কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান করা অপেক্ষা যে দানের স্থায়িত্ব বংশানুক্রমে বিদ্যমান থাকে, তাদৃশ স্থায়ী দানই শ্রেষ্ঠ, দেশের যাহাতে দারিদ্র্য ধ্বংস হয়, দেশ যাহাতে ধনী হইতে পারে, সেই প্রকার দানই হিতকর। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় যাহাতে উন্নত হয়, দেশ যাহাতে দারিদ্র্য-শূন্য হয়, অস্মদ্দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান অতি বিরল, সুতরাং ব্যক্তিগত দানের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এত দরিদ্র, এত নিঃস্ব; এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান থাকাতেই সেই সমুদয় দেশ অত সমৃদ্ধ।

১১। দানাদপি শুভাং বিদ্ধি দানীয়-বিরহক্রিয়াম্।

অর্থ—দান অপেক্ষা যাহাতে দানপাত্রের অভাব হয়, তাহা করা আরও উৎকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা—যে দেশে দান-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, বুঝিতে হইবে, সে দেশ তত দরিদ্র, অতএব দানপ্রার্থীর সংখ্যার হ্রাস করিতে পারিলেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়। যাহাতে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে মানব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে আত্ম-নির্ভর দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহিত করিতে পারে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান দানক্রিয়া হইতে শতধা উচ্চস্থানভাগী। ব্যবসায় বাণিজ্যে শিল্প-কৃষি প্রভৃতির বিস্তার, অভিনব উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার, দীন দুঃখী দিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া উঠান প্রভৃতি কার্য্য যে কতদূর মঙ্গল-জনক, তাহা ভাষার অতীত। নিঃস্ব দরিদ্রগণ যাহাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বন করিতে পারে, দেশস্থ তাবতে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হয়, অবাধে স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরিবার-প্রতিপালন করিতে পারে, তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা সার্থিা স্তুতিযোগ্য। বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শিক্ষা বিস্তার করিয়া, বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, সকলকে তাহাতে উৎসাহিত করা এবং তাহার স্বাধীন-জীবতা সর্ব্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া

প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক এবং যথার্থ দানবীর বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা এবম্প্রকারে দেশের দানীয়—অর্থাৎ দান-পাত্রের অভাব সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ এইরূপভাবে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করাইয়া সকলকে স্বাধীন-জীবতার মধুময় রস আস্বাদিত করাইতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃতই দেবতা। তাঁহাদের দ্বারাই জন্মভূমি যথার্থ পুত্রবতী এবং পৃথিবী বসুন্ধরা নামের সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাহাতে সমাজস্থ তাবতেই শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে সাধারণের উপার্জ্জনের পন্থা প্রসারিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান দানানুষ্ঠান অপেক্ষা সহস্র প্রকারে প্রশংসনীয়।

যে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে দানের পাত্র তত বেশী। সুতরাং দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেই দানপাত্রের হ্রাস করা হয়। যে দান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সে তাহাতে তত সুখী হয় না, কেননা পরাবলম্বন-জ্ঞান তাহার মনকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করে। সুতরাং তাহাকে যদি স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই স্বাবলম্বনের পথ দেখাইতে যদি কিছু দান করিতে হয়, তবে তাহা করাই শ্রেয়; ইহাতে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি। মনে করুন, কোন ব্যক্তি উপার্জ্জনের কোন পন্থা জ্ঞাত নহে; সে স্থলে, তাহার প্রাত্যহিক বৃত্তি প্রদান অপেক্ষা তাহাকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া দিলে আর তাহার দৈনিক বৃত্তি প্রদানের আবশ্যকতা রহিল না, এবং সে নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, পরিণামে তাহার কৃত দানেও অনেকে ঐ প্রকারে উপকৃত হইতে পারে, এবং তাহাহইলেই দাতার সেই পূর্ব্বকৃত দান পল্লবিত হইয়া সহস্র মূর্ত্তিতে সমাজের প্রভূত উপকার করিতে পারে।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

—০:০:০—

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যা-ভরৎ॥

অন্বয়ঃ—সবিতা তত্ত্বায় প্রথমং মনঃ ধিয়ঃ (চ) যুঞ্জানঃ (সন্) অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য পৃথিব্যাঃ অধি আভরৎ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—তত্ত্বায় মম তত্ত্বজ্ঞান-লাভায়, আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য। ধিয়ঃ—বাহ্য বিষয়জ্ঞানানি যদ্বা—প্রাণান্—তথাচ শ্রুতিঃ—"প্রাণা বৈ ধিয়ঃ; বাহ্য বিষয় জ্ঞান কিম্বা প্রাণ, যুঞ্জানঃ—পরমাত্মনি সংযুজ্য পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া। নিচায্য—সংগৃহ্য যদ্বা দৃষ্ট্বা—সংগ্রহ করিয়া কিংবা দর্শন করিয়া। পৃথিব্যা অধি—অস্মিন্ শরীরে, এই শরীরে। আভরৎ আহরৎ—আহরতু ইতিভাবঃ, আনয়ন করুন।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসনে ধ্যানের পরমাত্মদর্শনোপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে (ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ)।

অধুনা সেই ধ্যানের প্রণালী বিশদীকৃত করা যাইতেছে। ধ্যানারম্ভের প্রাক্কালে সংযত-চিত্ত এবং বহির্ব্যাপার-নির্লিপ্ত হইয়া, সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবার জন্য এই প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, পরম তেজস্বী মার্ত্তণ্ডদেব আমার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য—অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য, ধ্যানারম্ভের প্রথম হইতেই মদীয় চিত্ত এবং বহির্বিষয়-জ্ঞান পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া, ও পরমদীপ্তিমান্ অগ্নির জ্যোতি সংগ্রহ করিয়া, আমার এই শরীরে প্রতিষ্ঠাপিত করুন, বা আনয়ন করুন। অর্থাৎ তেজো-নিধান সবিতা, অগ্ন্যাদি অপরাপর অনুগ্রাহক দেববৃন্দের বিশ্বপ্রকাশিকা শক্তি আমাতে প্রকাশিত করুন। ব্যাখ্যান্তর যথা—ধ্যানের আরম্ভ কালে পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দেশে অভি-নিবিষ্ট হইয়া, যোগমার্গের অপরিহার্য্য অন্তরায় বহির্বিষয়জ্ঞান হইতে চিত্ত সংযত করিয়া এবং একান্ত সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক তেজস্বী সবিতৃদেবের উপাসনা করিবে। কেননা, জগৎ-প্রকাশক সবিতা সেই পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মার তেজোময়াত্মক অগ্নির প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেজঃপ্রকাশে উদ্ভাসিত করিতেছেন। ইন্দ্র চন্দ্রাদি অপরাপর অনুগ্রাহক দেবতাগণ সেই পরাৎপরের পরমোচ্চ প্রসাদবলেই স্বকীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। এই জগতীতলে, যে সমুদয় আশ্চর্য্য কার্য্য বিশ্ব-নয়নে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডবক্ষে যে সকল বিভূতিময় পদার্থ অবলোকন করিয়া থাকি, তৎ সমস্তই সেই পরম পুরুষের পরমা বিভূতির অত্যদ্ভুত মহিমার ফল।

(২)

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা।

অন্বয়ঃ—বয়ং যুক্তেন মনসা দেবস্য সবিতুঃ সবে, সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা (প্রযতামহে)

বিষম পদব্যাখ্যা—যুক্তেন—পরমাত্মনি সংযোজিতেন, পরমাত্মাতে সংযুক্ত। সবিতুঃ সূর্য্যস্য, সূর্য্য দেবের। সবে—অনুজ্ঞায়াং সত্যাং, অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিয়া অর্থাৎ অধীন থাকিয়া। সুবর্গেয়ায়—(ছান্দসং) স্বর্গায় ইত্যর্থঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে পরমার্থলাভায়, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ পরমার্থ লাভের জন্য অথবা সুবর্গেয়ায়—স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্ম্মণি, স্বর্গলাভের হেতুভূত পরমাত্ম-চিন্তনে। শক্ত্যা যথাসামর্থ্যং, যথাসাধ্য। প্রযতামহে প্রযত্ন করিব। "শক্ত্যা" এই স্থলে কোন পুস্তকে "শক্ত্যৈ" এতাদৃশ চতুর্থ্যন্ত পাঠ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদৃশ পাঠেও চতুর্থী বিভক্তিকে "ছান্দস" স্বীকার করিয়া, ঐ পদের তৃতীয়ান্ত অর্থই করিতে হইবে।

বঙ্গার্থ—আমরা পরমাত্মায় সংযুক্ত, এবং আত্মদৃষ্টির জন্য একান্ত সমাহিত অন্তঃকরণের সহিত পরমদেবতা সবিতার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিয়া, পরমার্থ লাভের জন্য কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যেন যথাসাধ্য প্রযত্ন করি।

ব্যাখ্যান্তর যথা—আমরা যে সময়ে পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দেশের নিমিত্ত, পরমাত্মায় মনোঽভিনিবেশ পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা বিধান করিব, সেই সময়ে পরমার্থলাভের হেতুভূত পরমাত্মচিন্তনে যথাসাধ্য যত্নশীল হইব। এবম্প্রকারে অধ্যবসায়সহকারে আত্মচিন্তা এবং আত্মদৃষ্টি করিতে পারিলে অনুপম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

(৩)

যুক্তায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্।

অন্বয়ঃ—সুবর্যতঃ (তথা) ধিয়া দিবং বৃহৎ জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ দেবান্ মনসা যুক্ত্বায় (যুক্ত্বাইত্যর্থঃ), সবিতা তান্ প্রসুবাতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—সুবঃ—স্বর্গং পূর্ণানন্দ-ব্রহ্ম (যত ইতি শতৃপ্রত্যয়ান্তক্রিয়াপদস্যকর্ম্ম) স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম। যতঃ—গচ্ছতঃ (ইধাতু শতৃদ্বিতীয়াবহুবচনং) গমনকারী। (দেবান্ ইতি পরস্থ কর্ম্মণো বিশেষণমেতৎ)। পুনরপি বিশেষণমাহ—ধিয়া—সম্যগদর্শনেন, সম্যক্ দর্শন দ্বারা। দিবং—দ্যোতন-স্বভাবং চৈতন্যৈকরসমিতিভাবঃ, দ্যোতনস্বভাব অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় চৈতন্যাত্মক। বৃহৎ—মহৎ, ব্রহ্ম। জ্যোতিঃ প্রকাশং, প্রকাশ। করিষ্যতঃ দেবান্ ইত্যেতস্য-বিশেষণান্তরং। দেবান্—করণানি মন আদীনি ইন্দ্রিয়ানি, মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয়। যুক্ত্বায় (ছান্দসং) যুক্ত্বা—সংযুক্ত করিয়া। সবিতা সূর্য্যদেব। তান্—প্রাগ্বর্ণিতান্ দেবান্ করণানীত্যর্থঃ, পূর্ব্ব-কথিত ইন্দ্রিয় সমূহ। প্রসুবাতি—, তথা কর্ত্তুং অনুমন্যতাং, যথা করণানি বিষয়েভ্য নিবৃত্তানি সন্তি আত্মাভিমুখানি ভূত্বা আত্মপ্রকাশং লভেরন্, সবিতা তথাবিধং করোতু ইতি বিশদার্থঃ। সেই প্রকার করিতে অনুমতি করুন, অর্থাৎ যে প্রকারে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্ত এবং আত্মাভিমুখ হইয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারে, যোগাধিদেব সূর্য্য আমার ইন্দ্রিয় নিচয়কে, তাদৃশ ভাবে নিযুক্ত করুন।

বঙ্গার্থ—স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাভিমুখে গমনোদ্যত এবং সম্যক্প্রকারে তত্ত্ব-দর্শন দ্বারা অনন্তজ্যোতিস্বান্ পরম ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ, ইন্দ্রিয় সমূহকে মনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া, অর্থাৎ বাহ্য এবং আন্তরিক তত্ত্বনিবহ একসূত্রে সংবদ্ধ করিয়া, যাহাতে, ইন্দ্রিয়-নিচয় নিরন্তর তাদৃশ কার্য্য (ব্রহ্মের ধ্যান-মনন ইত্যাদি) করিতে পারে, যোগাধিদেব সবিতা তাহাদিগকে তাহা করিবার জন্য আদেশ করুন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ধ্যানারম্ভ সময়ে সূর্য্য-দেবের সন্নিধানে পুনরায় এবম্বিধ প্রার্থনার ব্যপদেশে আত্মদৃষ্টি, আত্মানুসন্ধান, এবং আত্মত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-নিচয় স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্বান্বেষণে অভিনিবিষ্ট হউক। অর্থাৎ অস্মদিন্দ্রিয়াদির যে সমুদয় নিত্য গ্রাহ্য অসত্য বিষয় আছে, সেই সমুদয় হইতে বিরত হইয়া, তাহারা সেই অমৃতময় সত্য বিষয়-গ্রহণে আসক্ত হউক। আমরা ইতস্ততঃ যাহা কিছু দেখি, শুনি বা আলোচনা করি, তৎসমস্তই অনিত্য এবং অশান্তি-পরিণামক, এই বিশ্বমণ্ডলে প্রকৃত দেখিবার, শুনিবার বা আলোচনা করিবার জিনিষ মাত্র এক। তিনি সত্য, সুদর্শন, সুখাত্মক ও সুবিমর্শ। অতএব আমাদের নয়ন যেন অলীক বাহ্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ না হইয়া, সেই চিরানন্দ চিরন্তন রূপলিপ্সার বশবর্ত্তী হয়, শ্রবণ যেন আশুরম পার্থিব শ্রোতব্যের প্রতি আসক্ত না হইয়া, সেই সুখশ্রাব্য পরমব্রহ্মবিভূতিপ্রকাশক ওঙ্কার গীতির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে, এবংপ্রকারে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণই যেন সর্ব্বতোভাবে বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া আন্তরতত্ত্বসমূহকে স্ব স্ব জ্ঞান-বিষয়ীভূত করিতে যত্নবান হয়, এইভাবে উপাসনার পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া, বহির্ম্মুখীন প্রবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিলেই উপাসকের সম্মুখে বন্ধুর এবং দুরারোহ ধ্যানমার্গ অতি সুগম সমতল বীথিকার ন্যায় প্রতীত হয়।

(৪)

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥

অন্বয়ঃ—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে, উত ধিয়ঃ যুঞ্জতে, (তৈঃ) বিপ্রস্য বৃহতঃ বিপশ্চিতঃ দেবস্য সবিতুঃ, মহী পরিষ্টুতিঃ (বিধেয়াইতিশেষঃ) বয়ুনাবিৎ একঃ (সবিতা) ইৎ হোত্রাঃ বি-দধে।

বিষমপদব্যাখ্যা—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে পরমাত্মনি যোজয়ন্তি, যে সমুদয় সাধক বিপ্রগণ মন পরমাত্মায় সংযোজিত করিতে পারেন। উত—অথবা। ধিয়ঃ—ইতরাণি ইন্দ্রিয়াণি, অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহকে। বুদ্ধি দ্বারাই ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় বলিয়া এস্থলে বুদ্ধির নামান্তর ধীশব্দ কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়নিচয়ের পরামর্শ করা হইয়াছে। বিপ্রস্য বিশেষণব্যাপ্তস্য, সর্ব্বব্যাপী। বৃহতঃ-মহতঃ, অতি মহান্। বিপশ্চিতঃ—বিপ্রকৃষ্টং চিনোতি ইতিবিপশ্চিদ্ তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বজ্ঞ, দেবস্য—পরম দেবতা। সবিতুঃ—সূর্য্যের। মহী—মহতী প্রশস্তা। পরিষ্টুতিঃ—প্রকৃষ্ট স্তব, স্তোত্র। (বিধেয়া এই অধ্যাহার্য্য পদের সহিত অন্বেতব্য)। বয়ুনাবিৎ—প্রজ্ঞাবিৎ সর্ব্বসাক্ষীভূতঃ ইত্যর্থঃ—সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ। একঃ—অদ্বিতীয়। ইৎ—এব, নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। হোত্রা—হোত্রাণি (বৈদিকমিদং পদং) হবনাদি-ক্রিয়া। বিদধে বিধান করিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—যে সমুদয় বিপ্রবৃন্দ মন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় নিচয় বহির্বিষয় সমূহ হইতে উপসংহৃত করিয়া পরমাত্মাতে যোজিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বব্যাপী, মহান্, এবং সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যদেবের মহতী স্তুতি অবশ্য-কর্ত্তব্য। কেননা, পরম প্রজ্ঞাশালী সবিতৃদেবই জাগতিক ব্যাপারে একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ। তিনি অশেষ কর্ম্মজ্ঞ এবং তিনিই হবনাদি যাবতীয় ক্রিয়ার একমাত্র বিধানকর্ত্তা। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন সমাহিত করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ সূর্য্যদেবের পরমা দীপ্তির ধ্যান করিতে করিতেই সেই বিশ্বপ্রকাশক পুনরাবৃত্তিরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার বিনাশক পরমপুরুষের পরমজ্যোতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। অতএব যোগজীবন বিপ্রবৃন্দের পক্ষে সূর্য্যের উপাসনাই কৈবল্য-পদপ্রাপ্তির নিদানীভূত।

(৫)

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি
র্বিব শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥

অন্বয়ঃ—বাং পূর্ব্ব্যং ব্রহ্ম নমোভিঃ যুজে (অহমিতিশেষঃ)। (মম) শ্লোকঃ সূরেঃ পথি এব বি এতু। (ভোঃ) অমৃতস্য বিশ্বে পুত্রাঃ, যে দিব্যানি ধামানি আতস্থুঃ, (তে ভবন্তঃ) শৃণ্বন্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা—বাং—যুষ্মাকং (অমৃতস্য পুত্রাণাং ইত্যর্থঃ অত্র বহুত্বে দ্বিত্বনির্দ্দেশো বৈদিকঃ;) অথবা বাং যুবয়োঃ করণানুগ্রাহকয়োঃ সম্বন্ধিপ্রাকাশ্যত্বেন তাভ্যাং করণানুগ্রাহকাভ্যাং প্রকাশিতম্ ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তোমাদের (অমৃতের পুত্রগণের) অথবা ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক দেবতা, এতদুভয়ের প্রকাশিত (ব্রহ্ম এই পদের বিশেষণ)। পূর্ব্ব্যং—পূর্ব্বেভূতং চিরন্তনং—চিরন্তন। ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে-নমোভিঃ--নমস্কারৈঃ--চিত্তপ্রণিধানাদি-ভিরিত্যর্থঃ। নমস্কার—অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা। যুজে—সমাদধে, আমি সমাধান করি। শ্লোকঃ—শ্লোক্যতে—পরিকীর্ত্ত্যতে, স্তূয়তে বা অসৌ ইতি শ্লোকঃ—স্তত্যঃ পরিকীর্ত্তনীয় ইতিযাবৎ, স্তবার্হ বা পরিকীর্ত্তনীয় অর্থাৎ আমি যাঁহার স্তব করিতেছি বা বিশ্ববাসিগণ কর্ত্তৃক যিনি পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই পরমপুরুষ। সূরেঃ—সাধোঃ—সাধুর। পথি—মার্গে, সূরেঃ—পথি—সন্মার্গে বি—এতু-বিশেষভাবেন আগচ্ছতু-প্রকাশিতো ভবতু ইতিভাবঃ—বিশেষরূপে প্রকাশিত হউন। অমৃতস্য—ব্রহ্মণঃ-ব্রহ্মের। বিশ্বে-সমগ্র সমুদয়। পুত্রাঃ—পুত্রগণ। যে দিব্যানি ধামানি আ তস্থুঃ—যে তোমরা নিয়ত দিব্য ধামে অবিষ্ঠিত রহিয়াছ, সেই তোমরা। শৃণ্বন্তু—আমার এই প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ কর। ‘পথ্যেব’ এই পদের এপ্রকার ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে—(মম) শ্লোকঃ—ময়াকৃতং বাক্যং, অহম্ যদ্ যদ্ কথয়ামি, যানি যানি বাক্যানি মম কণ্ঠাৎ বহির্গচ্ছন্তি, তানি সমস্তানি, “সূরেঃ” পরমপুরুষস্য, “পথ্যা” “ইব” স্তব ইব, “বি—এতু” বিশেষভাবেন ভবতু ইত্যর্থঃ। মৎকথিতং—মদুচ্চারিতং সমস্তমেব বাক্যং কেবলং ব্রহ্মবিষয়কং

ভবতু। মৎকণ্ঠাৎ ব্রহ্মবিষয়কবাক্যাদৃতে নানাৎ আবির্ভবতু ইতি বিশদার্থঃ। আমার শ্লোক—অর্থাৎ আমি যে সমুদয় বাক্য উচ্চারণ করি, তৎসমস্তই ব্রহ্মবিষয়ক হউক। ব্রহ্মবিষয়িণী কথা ব্যতীত যেন অন্য কথা আমার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত না হয়।

বঙ্গার্থ—হেঅমৃত-পুত্রগণ! আমি তোমাদের চিরন্তন ব্রহ্মকে চিত্ত-প্রণিধানাদি দ্বারা সমাধান করি। সেই প্রণিধাতব্য পরমপুরুষ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। আমার হৃদয়রূপ সন্মার্গে বিচরণ করুন। হে দিব্যলোকনিবাসী অমৃত-পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। ব্যাখ্যান্তর—ইন্দ্রিয় এবং তদনুগ্রাহক দেবতা কর্ত্তৃক অন্তঃকরণে প্রকাশিত অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রণিধান করি। আমি যাহা কিছু বলি—অর্থাৎ আমার কলুষিত কণ্ঠ হইতে যাহা কিছু বহির্গত হয়, তৎসমস্ত বাক্যই যেন ব্রহ্মবিষয়ক হয়। ব্রহ্মবিষয়ক আলাপ ব্যতীত—ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন ব্যতীত আমি যেন অন্য কিছুই বলিনা। আমার রসনা যেন অনন্যসাপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা তৎকথা-মৃত পান করিতে নিযুক্ত থাকে। হে অমরধামবাসী অমৃত-তনয়গণ! তোমরা পরম অনুগ্রাহক; আমাকে এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিবার সামর্থ্য দানপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রকাশ কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণ।

মণিরত্নমালা।

—০:০:০—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধনব্যয়ের নিয়ম।

"অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদ-
পক্ষয়াৎ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যগ্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিঃ-
ক্ষিপেৎ।" (হিতোপদেশ)

ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তং ইহামুত্র চ মোদতে॥
দেবর্ষি পিতৃ ভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধুংশ্চ-
ভাগিনঃ। (১)
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবৃত্তঃ পততাধঃ॥
(২) (ভাগবত)

"ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকং।
দানংহি বিধিনা দেয়ং কালেপাত্রে গুণান্বিতে"॥
(স্মৃতি)

অলব্ধ ধন লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, লব্ধ ধন অপব্যয় হইতে রক্ষা করিবে, রক্ষিত ধন বর্দ্ধিত করিবে, এবং বর্দ্ধিত ধন তীর্থাদিতে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন, এই পাঁচের নিমিত্ত আপনার ধন পাঁচ প্রকারে বিভাগ করেন, তিনিই ইহলোকে ও পর-লোকে সুখী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ধন থাকিতেও ভাগ-প্রাপ্তি-যোগ্য দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু ও আত্মাকে বিভাগ করিয়া না দিয়া, যক্ষবৃত্তি অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি অধঃপতিত হয়। ন্যায়োপার্জ্জিত ধনদ্বারা পরকালের কার্য্য করিবে, এবং কাল ও পাত্র বিবেচনায় দানযোগ্য গুণবান্ ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক দান করিবে। (তন্নষ্টং যন্নদীয়তে)

অবার ধনহীন বা বিভবহীন হইলেই যে মনুষ্য প্রকৃত দরিদ্র হয়, তাহা নহে; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতিও তৃষ্ণা বা আসক্তি-শূন্য না হইলে, চিরদুঃখে কাল হরণ করিয়া থাকেন।

বৈরাগ্যশতকে যতি ও নৃপতি-সম্বাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

বয়মিহ পরিতুষ্টাবল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ,
সম ইহ পরিতোষো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ।
সতু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা,
মনসি চ পরিতুষ্টে (১) কোঽর্থবান্ কো
দরিদ্রঃ॥

যতি কহিতেছেন—"হে রাজন্! ইহ সংসারে আমরা এখন বল্কল-বসনে পরিতুষ্ট হই, কিন্তু দুকূল (পট্টবস্ত্র) পরিধানে তোমার পরিতোষ জন্মায়, এ বিষয়ে "পরিতোষ" পদার্থটী উভয়ের সম্বন্ধে সমান হইতেছে, সুতরাং দুকূল ও বল্কল-ভেদে যে বিশেষ ভাব, তাহা নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়িতেছে। অতএব যে ব্যক্তির বিষয়-তৃষ্ণা বিশাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র, এবং মন পরিতুষ্ট হইলে (সন্তোষামৃতে পরিতৃপ্ত হইলে) ধনবানই বা কে? আর দরিদ্রই বা কে? অর্থাৎ তখন ধনী বা দরিদ্রের কোন প্রভেদ থাকে না।"

(১) গৃহমেধীর নিত্য কর্ত্তব্য—
"অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽ-
তিথিপূজনং॥ (মনু)
পোষ্যবর্গের পালন—পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা-
দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ
উদাহৃতঃ॥ (স্মৃতি)

(২)— "মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং বসুরক্ষং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বপতিং পুত্রবৎসলং॥"

(১) গোধন, গজধন, বাজীধন, আওর্ রতনধন-খান্।
যব্ আওত সন্তোষধন সবধন ধূরিসমান্॥
(তুলসীদাস)

রাজর্ষি জনক, আদিরাজ পৃথু, অম্বরীষ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারাজ-চক্রবর্ত্তীগণ সসাগরা ধরার অধীশ্বর (*) হইয়াও পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নারদাদি হরিপরায়ণ যোগী মহর্ষিগণ সানন্দ চিত্তে সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকট গমনাগমন করিতেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিতেন। প্রজাপালনতৎপর স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ঐ সকল ভূপতিবৃন্দ ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ বা অহংকার-গর্ব্বিত ছিলেন না, এবং সর্ব্বথা আসক্তি-পরিশূন্য (*) হইয়া বিষয়-ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিতেন।

(খ) দৈন্য—সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে দীনতা বা অকিঞ্চনতা।

"পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তরং
নৃণাং।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ"॥
(ভাগবত)

যে যে বস্তু মনুষ্যগণের অত্যন্ত প্রিয়, তত্তৎ বস্তুর পরিগ্রহ (গ্রহণ বা আহরণ) দুঃখের কারণ (১) হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা জানিয়াও যে ব্যক্তি অকিঞ্চন (২) অর্থাৎ ত্যক্ত-পরিগ্রহ হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেন।

এস্থলে অকিঞ্চনতা দারিদ্র্যকে না বুঝাইয়া পরিগ্রহ-ত্যাগ বা অপরিগ্রহকে (৩) বুঝাইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটী যোগের অঙ্গ। "অপরিগ্রহ" প্রথমাঙ্গ যমের অন্তর্গত। "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহা যমাঃ"—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, এবং অপরিগ্রহ, এই কয়টী যম। অপরিগ্রহ—"ভোগবিলাসের জন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ বা তাহার আহরণ না করা, কেবল শরীর রক্ষার্থে উপযুক্ত বস্তু ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুরই আবশ্যক না রাখা।"

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

অতঃকবির্নামসু যাবদর্থঃ, স্যাদপ্রমত্তো
ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র, পরিশ্রমং
তত্র সমীক্ষমাণঃ॥
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ,
বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যপবর্হণৈঃ কিং।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্ন পাত্র্যা
দিগ্‌বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধাগুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্।
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥
(ভাগবত, ২য় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ৩।৪।৫)

(সুখ-বাসনায় শয়ান পুরুষ যেমন স্বপ্ন-যোগে সুখ দর্শন মাত্র করে, বস্তুতঃ ভোগ করিতে পায়না, তাহার ন্যায় মায়াময় স্বর্গাদি পথে ভ্রমণকারী জন তত্তৎ লোক প্রাপ্ত হইলেও পরমার্থতঃ নিরবদ্য সুখ লাভ

(*) "ভোজ্যং ভোজন-শক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাস্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দান শক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং॥"

(*) "বনেঽপিদোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং,
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥"

(১) "যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখ বৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি।"

(২) অকিঞ্চনঃ—ত্যক্তপরিগ্রহঃ, নতু দরিদ্রঃ।
(শ্রীশ্রীধর স্বামী)

(৩) "অনাদানং হি দ্রব্যাণাং আপদ্যপি মুনীশ্বরাঃ।
অপরিগ্রহ ইত্যুক্তো যোগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

করিতে পায় না।) অতএব যাহা নাম মাত্র বাস্তবিক, যাহাতে কোন সার বস্তু নাই, এরূপ ভোগ্য বিষয়ে আস্থা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে; যে পরিমাণ ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই পরিমাণ বিষয়ের জন্যই সাবধান হইয়া যত্ন করিবেন, (তাহাতেও আসক্ত হইবেন না); কিন্তু উহা স্থির নহে; পরমার্থ সুখ নহে, এইরূপ নিশ্চয়-বুদ্ধি হইয়া সেই দেহ-যাত্রা যদি অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বৃথা পরিশ্রম জানিয়া আর সেই সেই বিষয়ের যত্ন করিবেন না। দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহের স্বভাবসিদ্ধ উপায় রহিয়াছে, তাই বলিতেছেন, সুবিস্তীর্ণ ধরাতল থাকিতে শয্যার প্রয়োজন কি? স্বতঃসিদ্ধ বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধানের (বালিশের) আবশ্যকতা কি? অঞ্জলি বর্ত্তমান থাকিতে নানা প্রকার জলপাত্র ও ভোজন-পাত্রের প্রয়োজন কি? এবং দিক্ ও বল্কল (বৃক্ষত্বক) সর্ব্বত্রই অনায়াস-লভ্য, এ সকল থাকিতে পট্টবস্ত্রাদির নিমিত্ত প্রয়াস কেন? যদিও অন্ন-বস্ত্রাদি বিনা যাচ্ঞায় প্রায় লভ্য হয় না সত্য, তথাচ তদর্থ ধনদুর্ম্মদান্ধ লোকদিগের সেবা করা কেন? (১) পথে কি আচ্ছাদনোপযোগী জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পড়িয়া থাকেনা? ফলাদি দ্বারা পরপোষণকারী বৃক্ষসমূহ কি ফলাদি দান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সে জলে কি পিপাসা নিবারণ করা যায় না? (বিবেকবান্ ব্যক্তি এ সমস্ত বস্তু সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারেন।) যদ্যপি এ সকল পদার্থও কদাচিৎ লভ্য না হয়, তাহা হইলে শরণাগত-পালক বিশ্বম্ভর ভগবান্ হরি কি শরণাপন্ন লোকদিগকে রক্ষা (পালন) করেন না? অর্থাৎ ভগবান্ পালন করিতেছেন এবং করিবেন; অতএব ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির সেবা করা বিবেকীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এবং ভগবানের ভজনা করাই বিধেয়।

দৈন্য সম্বন্ধে—

১। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন:—

"মন করো না সুখের আশা। (১)
যদি অভয়-পদে লবে বাসা॥
হয়ে ধর্ম্ম-তনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন
হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব মহাদেব তবু শিবের
দৈন্যদশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, (২) মন
সুখের আশে বড় কসা।
মন ভেবেছ কপট-ভক্তি করে পূরাইবে
আশা।
(লবে) কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না
রতি-মাষা॥

২। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন:—

"হ্যধিকোহস্মীতি সর্ব্বেভ্যো হ্যধিক জ্ঞান-
বানহং।
ধর্ম্মতত্ত্বমিদমিতি নৈবং মন্যেত বুদ্ধিমান্॥
অস্তি মৎস্যঃ তিমির্নাম শতযোজন-বিস্তৃতঃ
তিমিঙ্গিল-গিলোহপ্যস্তি তদ্গিলোহপ্যস্তি
রাঘবঃ।
কশ্চিত্তু তাদ্গিলোহস্তাতি মত্বা মন্যে ন
কর্হিচিৎ॥

"আমিই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানবান্, অতএব আমিই সর্ব্বপ্রধান" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি এরূপ মনে করিবেন না, ইহাই লৌকিক ধর্ম্মের সার উপদেশ। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, শতযোজন-বিস্তৃত সমুদ্রচর "তিমি" নামক মৎস্যকে গ্রাস করিতে পারে, এরূপ "তিমিঙ্গিল" নামক জলচর আছে; আবার তাহাকে গ্রাস করিতে পারে, এরূপ "তিমিঙ্গিল-গিল" নামক জলজন্তু আছে, আবার "তিমিঙ্গিল-গিল"কে গ্রাস করিতে পারে, 'রাঘব' নামক এমন একাণ্ড মৎস্য আছে; আবার রাঘব-গ্রাসী কোন জলচর জীব কোথাও আছে, ইহা জানিয়া "আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" এরূপ মনে করা কখনই কোন ব্যক্তির উচিত হয় না।

অতএব—"দুর্গুণানাং খনিরহং গুণাধানং
কথং ময়ি।
ময্যেব চাজ্ঞতাহপ্যস্তি মন্যতে সোহ-
ধিকোহখিলাৎ॥
স সাধুস্তস্য দেবাহি কলালেশং লভন্তি ন॥"

"আমিই সমস্ত দুর্গুণের (দোষের) আকর, আমাতে কোন সদ্গুণই নাই, আমিই কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য" যে ব্যক্তি এইরূপ মনে করে, সেই ব্যক্তি জগতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে (উন্নতিলাভ করে) এবং সেই ব্যক্তিই সাধু হয়; দেবতারাও তাহার কলালেশ লাভ করিতে পারেন না, অর্থাৎ তাহার সদৃশ হইতে পারে না।

এস্থলে অহংকার ও আত্মশ্লাঘাদি বর্জ্জন এবং বিনয় ও শিষ্টাচারাদি সদ্গুণাবলম্বনকে বুঝাইতেছে।

৩। ভগবানের ভক্তগণের দৈন্য—

"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী
চ কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে
পুরুষোত্তম।"

"হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী আর কেহই নাই; বলিব কি? পাপ-পরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট দৈন্য জানাইতে আমার লজ্জা হইতেছে"।

"দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোহহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে।
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে॥
পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ,
পরম শোচ্যতমো নচ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে,
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥"

হে যাদবেন্দ্র! আমি পতিত, অতএব তোমার 'দীনবন্ধু' নাম স্মরণ করিয়া আমার উৎসাহ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া শ্রুত হওয়াতে সম্প্রতি আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, অর্থাৎ আমি কখনও তোমার ভজন করি নাই, এই কারণে আমার প্রতি তোমার কৃপা হইল না। হে হরে! তোমার তুল্য পরম করুণাময় আর কেহ নাই, এবং আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই; হে যদুনাথ! এই বিবেচনা করিয়া এই পামর জনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর।

(পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ)

ভগীরথের দৈন্য বা মানশূন্যতা এইরূপ—

"হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥"

(১) ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং,
শয়নমবনিপৃষ্ঠে বাসসী বল্কলেচ।
ধনলব মধুপান ভ্রান্তি-সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং,
অবিনয় মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জ্জনানাং॥
(বৈরাগ্য শতক)

(১) আপতমধুর বিষয়-সুখের আশা করিলে পরিণামে অবশ্যই বলিতে হয় যে—
"জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্তচিন্তামণির্ময়া"॥

(২) "অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ" (নারদকৃত ভক্তি-সূত্র)

"মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি স্বরূপ ছিলেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতি লাভ করতঃ ভিক্ষার নিমিত্ত শত্রুগৃহে গমন করিতেন, এবং চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির নিকটও প্রণত হইতেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে শ্রীরূপ, সনাতন, হরিদাস ও রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তগণের অতীব বিস্ময়কর দৈন্য-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

(৪) চৈতন্য দেব বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণজাতি স্বভাবতঃ নম্র, সর্ব্বদা ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত (ছিন্ন বা পদদলিত) হইলেও আপনার মস্তকোত্তলন করেনা, যিনি এই তৃণজাতি অপেক্ষা আপনাকে নীচ মনে করেন; তরুজাতি পুষ্প, পত্র, ফল, মূল ও ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা সকলেরই উপকার করে, এবং উপকৃত মনুষ্যেরা ছেদন করিলেও তাহাদের সেই অপরাধ সহ্য করে, যিনি এই তরুজাতির ন্যায় সহনশীল, এবং যিনি অন্য কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া (সম্মানিত না হইয়াও) অনাদরকারীর সমাদর করেন, অথবা যিনি স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অপরকে সম্মান প্রদান করেন, এবম্ভূত মহাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক হরি নিরন্তর কীর্ত্তনীয় হন।

মহাভাগবত ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
তাড়ন ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাঙ্গয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব॥
সদা নাম লৈব যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইত আচার করে ভক্তি-ধর্ম্ম-পোষ"॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

গীতাভাস।

—০:০:০—

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বর।

সহৃদয় ভাবুকমাত্রেই এই বিচিত্র কৌশলময় দৃশ্য জগতের সুষমারাশি দর্শনে পুলকিত ও বিমোহিত হইয়া সত্যই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "এই অনন্ত-অম্বর-পরিব্যাপ্ত-রবি-শশি-তারকা-বিমণ্ডিত পৃথিবীর কোথা হইতে উৎপত্তি হইল? কে ইহাকে এমন বিচিত্র শোভাময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?" এই স্বাভাবিক অনুসন্ধানের ফল ঈশ্বর-তত্ত্বের অবতারণা। এই বিচিত্র সৃষ্টির স্রষ্টা কে, জানিতে না পারিলেও সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে মানিয়া লই। ঈদৃশ কৌশলময় জগৎ নিয়ন্তৃবিহীন, ইহা হৃদয় কদাচ বিশ্বাস করিতে চাহে না; অবশ্যই ইহার ধাতা ও পাতা আছেন, ইহাই অন্তরের বিশ্বাস। জগতের সেই আদিকারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে——

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয় হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু যদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥

(অস্য) এই জগতের যিনি (স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়হেতুঃ) স্থিতি, উদ্ভব ও প্রলয়ের হেতু, কিন্তু যিনি স্বয়ং (অহেতু) অনাদি; (যৎ) যিনি (স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু) স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তিতে, (বহিশ্চ) ধ্যানাদিতেও, (সৎ) বিদ্যমান থাকেন; (দেহাদ্রিয়াসু হৃদয়ানি) দেহ, ইন্দ্রিয়, অসু—অর্থাৎ প্রাণ এবং হৃদয় (যেন সংজীবিতানি) যাঁহাদ্বারা অনুপ্রাণিত—অর্থাৎ জীবন্ত হইয়া (চরন্তি) স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে প্রবর্ত্তিত হয়, হে (নরেন্দ্র) রাজন্! (তৎ) তাঁহাকে (পরং) ব্রহ্ম (অবেহি) জানিও। ভাগবতের এই উক্তি হইতে জানিতে পারিলাম যে, ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয়কর্ত্তা; ঈশ্বরেই জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি, এবং তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু, কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, কি নিদ্রাবস্থায়, কি সমাধিতে, সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে তিনি বিদ্যমান আছেন। আমাদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় নিচয়, প্রাণ ও মন, জড় পদার্থ হইলেও, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবন্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী আছে। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, এ বিশ্ব তাঁহারই দ্বারা উদ্ভাসিত ও জীবন্ত; এ জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।

ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত-কারণ; তিনি তাঁহার সৃষ্ট এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই চরাচর তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, তিনিই ইহার আধার; কিন্তু ঈশ্বরের কি অঘটন-ঘটনা চাতুর্য্য যে, ভূত সকল তাঁহাতে থাকিয়াও তাঁহাতে নাই! অর্থাৎ ঈশ্বররূপ আধারে এই চরাচররূপ আধেয় অসংলগ্নভাবে বিদ্যমান আছে। সাধারণ অর্থে আধারে আধেয়ের সংলগ্নতা উপলব্ধি হয়; যথা কলস আধার, জল আধেয়; কলসে জল অবশ্য সংলগ্ন আছে; অতএব আধার ও আধেয় পরস্পর সংলগ্ন। ঈশ্বর এই চরাচরের আধার, কিন্তু এ অর্থে নহেন। চরাচর তাঁহাতে সংলগ্ন নাই, তিনি অসঙ্গ। সংলগ্ন থাকিতেও পারে না; নিরবয়বে সাবয়ব বস্তুর সংলগ্নতা কিরূপে সম্ভব হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥

"সর্ব্বব্যাপী ও মহান্ বায়ু যেরূপ নিত্য আকাশে স্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত, ইহা জানিও।" অর্থাৎ নিরবয়ব আকাশ নিঃসঙ্গভাবে যেমন বায়ুর আধার, বায়ু যেমন নির্লিপ্তভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছে, ভূতগণ তেমনই ঈশ্বরের নিরবয়বত্ব—অতএব নিঃসঙ্গত্বহেতু নির্লিপ্তভাবে তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। ঈশ্বর এই অর্থে জগতের ধাতা।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ; প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ। প্রকৃতি ঈশ্বরের মায়াশক্তি। এই শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটী গুণযুক্তা। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকারেই জগতের উৎপত্তি, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণের অসম-মিলনেই সাবয়ব বস্তুমাত্রের উৎপত্তি। ঈশ্বরে এই তিনটী গুণ সমানাংশে বিদ্যমান আছে, সেজন্য ঈশ্বর ব্রহ্ম-স্বরূপে নিরবয়ব। সত্ত্বগুণে স্থিতি, ইহা উত্তম গুণ; রজোগুণে জন্ম, ইহা মধ্যম গুণ; তমোগুণে নাশ, ইহা অধম গুণ। সত্ত্বগুণ

মধ্যস্থ, অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে মধ্যে রাখিয়া রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক সত্তার (দৃশ্য বস্তুর) আদিতে জন্ম বা উৎপত্তি, মধ্যে স্থিতি, এবং শেষে নাশ বা লয় অনুস্যূত আছে। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের যে কোনটী প্রবল হইলেই ক্রিয়া বা প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয়; এই ক্রিয়ার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, স্থূলতঃ এই তিন অবস্থাই আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং রজ, সত্ত্ব ও তম, পর্য্যায়ক্রমে ইহাদিগের এক একটির প্রাবল্যই উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এইরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, সংস্থান ও প্রলয় ব্যাপারে লিপ্ত আছে। প্রকৃতিই জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্রী। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি. অতএব ঈশ্বর গৌণভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। প্রকৃতি ত্রিগুণের দ্বারা কার্য্য করিতেছে, চিন্ময় ঈশ্বর তাহার নিকটে সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্য মাত্রই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব; ঈশ্বর এই অর্থে জগতের স্রষ্টা।

ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরেই জগতের স্থিতি, তাহা একরূপ বুঝিতে পারা গেল; এক্ষণ ঈশ্বর জগতের প্রলয়কর্ত্তা, ইহার অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥

"হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে—অর্থাৎ প্রলয়-কালে সর্ব্বভূতই মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন হইয়া যায়। কল্পাদিতে—অর্থাৎ সৃষ্টিকালে পুনরায় আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়া এই দৃশ্যমান জগতের জনয়িত্রী, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারেই জগতের প্রকাশ—দৃশ্য জগতের উৎপত্তি। আবার কিছুকাল স্থিতির পর স্বাভাবিক নিয়মে এই দৃশ্য-জগতের নাশ বা প্রলয় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তভাব পুনরায় অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। দৃশ্যমান কার্য্য অদৃশ্যমান কারণে লীন হইয়া যায়। নিদ্রা ও জাগরণ, প্রলয় ও সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির 'এই আমি', 'এই বৃক্ষ', 'এই তুমি', এরূপ বিশেষ জ্ঞান থাকে না, সকল বিশেষ-জ্ঞান এক অবিশেষ-জ্ঞানে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রলয়কালে জগতের বৈচিত্র্য তিরোহিত হইয়া প্রকৃতির অভিব্যক্ত স্থূল অবস্থা ঘুচিয়া, কারণরূপ অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা উপস্থিত হয়; তখন আর শশী, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন রূপ-নামাদি থাকে না। আবার যেমন নিদ্রার অবসানে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি—নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে যে জ্ঞান ছিল, তৎসমুদায় প্রাপ্ত হয়, সেই-রূপ প্রলয়ান্তে প্রকৃতিও পূর্ব্বের অভিব্যক্ত বিচিত্র স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিদ্রা প্রলয়ের স্বরূপ, সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা নিদ্রাকে দৈনন্দিন বা নিত্য-প্রলয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। কার্য্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়া—আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু শক্তি অতীন্দ্রিয়। শক্তি মূর্ত্তিমতী হইলেই ক্রিয়া নাম গ্রহণ করে। ঈশ্বর-শক্তি প্রকৃতিও যখন সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের বৈষম্যে গতিশীলা, তখনই অভিব্যক্তা—তখনই মূর্ত্তিমতী ও সৃষ্টিকারিণী; আবার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় গতিহীনা, অব্যক্তা ও প্রলয়কারিণী।

সৃষ্টির এই রহস্য অতি চমৎকার! যিনি এই রহস্য পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে; তিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শন করিয়া জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ভাব-বিকারের অনিত্যতা-জনিত সুখ-দুঃখে বিমোহিত হন না; তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর মায়াত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব", সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ আমাতে গাঁথা আছে। এ সৃষ্টিতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই; ঈশ্বরের স্বার্থ থাকিতেও পারে না, কেননা তাঁহার অহঙ্কার নাই। ভেদ-জ্ঞান হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। 'তুমি' 'আমি' ভেদে অহঙ্কার। যিনি অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার পরিচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব হইবে? যখন সকলই ঈশ্বর, যখন ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়, তখন ঈশ্বর কাহা হইতে আপনাকে পৃথক্‌বোধে অহঙ্কারী হইবেন? কাজেই তাঁহার স্বার্থ নাই। স্বার্থ নাই বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধনও নাই; তিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত। প্রকৃতির বিকারেই সৃষ্টি হইতেছে; জীব-গণ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া স্বভাব-বশে কর্ম্ম জন্য পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শী দেখিতে পান যে, কর্ম্মজন্যই জীবের পুনরাবর্ত্ত, আবার আসক্তি জন্যই সকাম কর্ম্ম; অতএব আসক্তির উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, সকাম কর্ম্মের নাশ নাই; কর্ম্মনাশ না হইলেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানী, যিনি এই জগতের রহস্য অবগত হইয়া, স্থূল জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা ও কারণরূপিণী প্রকৃতির নিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুত্র-কলত্র-বিষয়-বিভব প্রভৃতি স্থূল দ্রব্যে আপনা-হইতেই আসক্তি তিরোহিত হয়। তিনি সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারেন। তিনি দেখিতে পান——

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

ঈশ্বর সর্ব্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।" তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড-ময় হস্ত-পদ, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার মস্তক ও চক্ষু, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার শ্রুতি—অর্থাৎ কর্ণ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে এইরূপে ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। বস্তুতঃ পরব্রহ্মের মস্তক-চক্ষু প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ এই বিশ্বব্যাপারে যেখানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা তিনি জানিতেছেন ও দেখিতেছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-গ্রাহ্য রূপাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রকাশক। তিনি সঙ্গহীন, অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি নির্গুণ—অথচ গুণের পালক। তিনি জল-তরঙ্গের ভিতরে বাহিরে জলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর ভিতর ও বাহিররূপে বিদ্যমান। ভূতাদি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থচয় ব্রহ্ম-সাগরের ঊর্ম্মিমালা; কাজেই জল-তরঙ্গের জলের ন্যায় উহাদিগের ভিতরে ও বাহিরে ব্রহ্ম। তিনিই স্থাবর ও জঙ্গম; কেননা কার্য্য কারণাত্মক, কারণই কার্য্যরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। তিনি সূক্ষ্ম, রূপাদিহীন, এজন্য ইন্দ্রিয়-সাহায্যে

তাঁহাকে স্বরূপতঃ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। তিনি ভূতগণে তাহাদিগের কারণরূপে অবিভক্ত হইয়াও কার্য্যরূপে বিভক্তের ন্যায় অভিব্যক্ত। তিনি নিখিল অন্তঃকরণে নিয়ন্তা-রূপে নিয়ত অধিষ্ঠিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

মায়াবাদ।

(পরিশিষ্ট।)

আমি কি? এই কেশ কি আমি? এই হস্ত, এই পদ, এই নাসা, এই চক্ষু, ইহাদের প্রত্যেক কি 'আমি' শব্দে বাচ্য? অবশ্য এ সকলের কোন একটী আমি নহে। যেমন এই বস্ত্র খানির এ সূতাটী বস্ত্র নহে, ও সূতাটী বস্ত্র নহে, সে সূতাটীও বস্ত্র নহে—সমুদয় সূত্রের তথাবিধ একত্র অবস্থানই বস্ত্র। যেমন এই টেবল্‌টীর এ পা খানি টেবল্ নহে, ও পাশিটা টেবল্ নহে, উপরের কাষ্ঠ-খানিও টেবল্ নহে, এই সমুদয়ের তথাবিধ সমাবেশই টেবল্। যেমন সম্মুখস্থ দালানটীর এই কড়ীটা দালান নহে, ও বর্গাটী দালান নহে, ঐ ইষ্টকখানি দালান নহে, এতৎসমুদয়ের তথাবিধ মিলন ও বিন্যাসই দালান। সেইরূপ আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, একক কোনটীই 'আমি' নই; এ সকলের এবম্বিধ সমাবেশে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু সকলের নির্দ্দিষ্টরূপ বিন্যাসজন্য যে হস্ত-পদাদি-সংযুক্ত সচেতন-মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন এই বস্ত্র খানির একটী সূত্র খুলিয়া গেলেও বস্ত্র খানিকে অসম্পূর্ণ মনে করিনা, যেমন দালান-টীর অত্যল্পাংশ খসিয়া পড়িলেও দালানের দালানত্ব লোপ পায় না, যেমন টেবলের একটী কোণ হইতে একটু কাষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেও যে টেবল্ সেই টেবলই থাকে, তেমনই মস্তক মুণ্ডন করিলে, বা (এমন কি) হস্ত-পদহীন হইলেও সাধারণতঃ আমি আমিই থাকি। কিন্তু যেরূপ বস্ত্রখানির খানিকটা ছিঁড়িয়া গেলে ছিন্ন বস্ত্র বলি, টেবলের একাংশ নষ্ট হইলে, ভাঙ্গা টেবল বলি, এবং ঐরূপ দালানের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভাঙ্গা-দালান বলিয়া বুঝি, তদ্রূপ আমার চক্ষু নষ্ট হইলে আমি অন্ধ হই, পা অচল হইলে পঙ্গু হই, ইত্যাদি। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, যে সকল পদার্থের যেরূপ সমাবেশে আমার উৎপত্তি, মূল-সমাবেশ স্থির রাখিয়া সেই সকল পদার্থের (নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ন্যূনাতিরেক যোগ-বিয়োগে সাধারণতঃ আমিত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি মনে করিনা বটে, কিন্তু পূর্ণ আমিত্বের পরিবর্ত্ত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। একই আমি ভ্রূণাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সাধারণ-ভাবে একই থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি সর্ব্বাবস্থায় এক থাকিনা। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার অন্তর্বাহ্য সত্তার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে এবং এত অলক্ষিত ভাবে হইয়া থাকে যে, বিশেষ চিন্তা করিয়া না দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়না। গর্ভস্থ 'আমি' আর বৃদ্ধ 'আমি' তে রূপে-গুণে জ্ঞানাজ্ঞানে এত বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা ক্রমে ক্রমে না হইয়া যদি সহসা হইত, তাহা হইলে অপরে আমাকে চিনিতে পারা দূরে থাকুক, আমিই আমাকে চিনিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ! শৈশবে যে আমাকে একবার দেখিয়াছে আশীতি বৎসরান্তে দ্বিতীয়বার দেখিলে, সে কি আমাকে সেই শিশুর পরিণতি বলিয়া

জানিতে পারে? কিন্তু যে আমার নিত্য-সহচর, সে বয়োবৃদ্ধির সহিত পর পর আমার রূপ-গুণাদির ক্রম-পরিবর্ত্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে বলিয়া আমাকে সেই একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাহউক, অনেকেরই সংস্কার 'আমি' 'আমার' -দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটী যুক্তি এই যে, আমরা যখন আমার হাত, আমার পা, আমার চক্ষু, আমার মন, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করি, তখন অবশ্যই এই মনে করি যে, আমাদের বাড়ী, ঘর, ঘটী, বাটী, ছাতী, লাঠীর মত আমার হস্ত-পদও আমাহইতে ভিন্ন। ইহা না হইলে, আমার হাত, আমার পা, না বলিয়া আমি হাত, আমি পা ইত্যাদি বলি-তাম। যুক্তিটি বড় লোকের, সুতরাং অগ্রাহ্য করিতে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে হস্ত-পদাদি হইতে আমার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমের খোসা, আমের আঠি, আমের রস, এসকল প্রয়োগ দেখিয়াও বলিতে হইবে যে, খোসা, আঠি, রস, এসব আমের অংশ নহে! অথবা ছাতীর ডাঁট, ছাতীর শিক, ছাতীর কাপড়, ইহারা ছাতীর কোন অংশ নহে; যেন ছাতী হইতে এসকলগুলি বাদ দিলেও যে ছাতী সেই ছাতীই থাকে। ফলে, চৈতন্যের অভাব ও সদ্ভাব-ভেদে উক্ত যুক্তি সঙ্গত হইলেও, অথাৎ চৈতন্যই মানুষের খাস আমিত্বের সম্বল ধরিয়া নিলেও "আমার মন" "আমার আত্মা" এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া তবে বলিতে হয় যে, আমি ও আমার আত্মা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু!

যাঁহারা মনে করেন যে, একখানি হস্তের অভাবে আমার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলেও যে আমি সেই আমিই থাকি; এমন কি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-সহিত দেহের লোপ হইলেও আমার আমিত্ব নষ্ট হয় না, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা আমিত্বকে বাড়াইতে যাইয়া আমিত্ব-জ্ঞানের পথই বন্ধ করেন, কার্য্যতঃ আমিত্বকে বিনাশ করিয়া নামতঃ তাহাকে রক্ষা করেন। আমার সাংসারিক আমিত্ব কিসে? আমার জ্ঞানেই আমার আমিত্ব। "নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽয়মাত্মা" নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপ আত্মাই অহং-বাচ্য। জ্ঞান যতক্ষণ, আমি ততক্ষণ। যেই জ্ঞানের অভাব, সেই আমারও অভাব। জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আমার হ্রাস-বৃদ্ধি। জ্ঞানের স্ফুরণে আমি-ত্বের জন্ম, জ্ঞানের বিলোপে আমিত্বের মরণ। মনুষ্য-জীবন একটী মায়িক জ্ঞানের ধারা! যেখানে এই মায়িক জ্ঞান-প্রবাহের সহসা পরিবর্ত্তন হয়, সেইখানেই লৌকিক জন্ম বা মৃত্যু। ইহা ভিন্ন লৌকিক জন্ম-মরণের অন্য ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এই মায়াবচ্ছিন্ন জ্ঞান ধারার দুইটি পরিবর্ত্তন দিকের মধ্যস্থানে সামান্য স্রোতগতি ঋজু-বক্র হইতেছে এবং বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিমুহূর্ত্তে হইতেছে। তাহাতেই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি কত নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কত পুরাতন জ্ঞান হারাইয়াছি। কত শিখিতেছি, কত ভুলিতেছি। যাহাহউক, এই মায়িক জ্ঞান-ধারা আমার মায়িক ইন্দ্রিয়-পথে প্রবর্ত্তিত হয়। শক্তিরূপী—মায়ারূপী ইন্দ্রিয়েই আমার সাংসারিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয় বিনাশ কর, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে; মায়ার উচ্ছেদ কর, মায়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে—মায়া-শ্রিত আমিত্ব লোপ পাইবে; সুতরাং ইন্দ্রিয়কে—মায়াকে অস্বীকার করিয়া মায়া-বচ্ছিন্ন আমাকে বজায় রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মায়িক ইন্দ্রিয় সকলকে

আমার মায়িক অবস্থার মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিবেচনা করা সঙ্গত হইতেছে, এবং বিশ্ব-রচনা কার্য্যে মায়িক জ্ঞান-ধারার আধার-রূপে হস্ত-পদাদিরও কল্পনা করা অতি প্রয়োজনীয় হইতেছে।

হস্ত-পদাদিকে ইন্দ্রিয়ত্বের এক পাশে স্থান দিলেও আমি কিন্তু তাহাদের পারমার্থিক বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বলিতেছিনা। ইন্দ্রিয়-লভ্য যত কিছু, সকলই বাহ্য, এবং যাহা কিছু বাহ্য, তাহার অস্তিত্ব প্রকৃত নহে, সুধু কাল্পনিক—মায়িক। আমার মায়া-রাজ্যের একটি নিয়ম এই যে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-ধারা ইন্দ্রিয়-খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে। হস্ত-পদাদি আমার সেই সৃষ্টি-শক্তিশালী ইন্দ্রিয়-সকলের কল্পিত কর্ম্মাধার (কর্ম্মেন্দ্রিয়) মাত্র। স্বপ্নের দৃষ্টান্তে কথাটা একটু পরিষ্কার করি! স্বপ্নকালে আমার বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যতঃ অক্রিয় অবস্থায় দৃষ্ট হইলেও, আমার কল্পনা-শক্তি অপর কতকগুলি মায়িক হস্ত-পদাদি সৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং অন্ততঃ স্বপ্ন-সময়ে আমি চক্ষু-কর্ণাদি কল্পনা করিয়া সেই মায়াময় ইন্দ্রিয় দ্বারা তাৎকালিক দর্শনাদি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি, এবং সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে,—

"অপানি পাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্চত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণঃ—(ইত্যাদি)

বস্তুতঃ হস্ত-পদাদির বাহ্য অস্তিত্ব নাই; তবে আমি তাহাদের বাহ্য অস্তিত্ব এবং তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কল্পনা করি; খাস আমিত্বে তাই তাহারা আমার অঙ্গ-স্বরূপ। যখন সেই কল্পিত হস্ত-পদাদির অস্তিত্ব-কল্পনা করি না, তখন সেই সেই অঙ্গের কল্পিত ক্রিয়াদিরও কল্পনা করি না। চক্ষু নাই, এই কল্পনার সঙ্গে দর্শনাভাব কল্পনা করি। কর্ণের অকল্পনার সঙ্গে শ্রবণাভাব কল্পনা করি। হস্তাভাব-কল্পনার সহিত গ্রহণ-ক্রিয়াভাব কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ সকল কল্পনা চিরস্থায়ী নহে, সকলই সাময়িক ও মায়িক।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীতনুমাশ্রিতাঃ
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরং।

অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া সর্ব্বভূতের সৃজন-শক্তিশীলত্বের পরম তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি অপনাকে মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করি; পরমার্থতঃ আমার হস্ত-পদাদির কোন দেহ নাই।

আমি যখন আমিত্বের আলোচনায় পটু হইব, যখন কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত কল্পিত দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান-ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ আর কল্পনা না করিয়া তদ্বিপরীত জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে বাহ্য কল্পিত জগৎ হইতে টানিয়া লইয়া আমাতেই স্থির করিব, (তদা স্বরূপেঽবস্থানম্) তখন আমার সৃষ্ট্যুত্তর "Sabbath Day" অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবান্ত উপস্থিত হইবে। আমি তখন পরিদৃশ্যমান সমুদয় সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, সুদীর্ঘ-সুষুপ্তিতে মগ্ন হইয়া, চিদাত্মারূপে স্বরূপে অবস্থান করিব। তখন আমার হস্ত-পদাদি কিছুই থাকিবেনা। আবার সুদীর্ঘ-কাল পরে স্বরূপ সংহত করিয়া সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হইয়া তটস্থ লক্ষণে বিচিত্র বিশ্ব-রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। তখন আবার আমার হস্ত-পদাদি সমুদয় পরিকল্পিত হইবে। ফলতঃ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসারে একমাত্র পদার্থ, যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে,

তাহা চৈতন্যময় আমিই। আর আমি ভিন্ন যত কিছু, (তা আমার দেহই হউক, আর দেহাতিরিক্ত তোমরাই হও) সমুদয়ই মায়িক, সমুদয়ই আমার কল্পিত—আমার সৃষ্ট; ঠিক এখন আমার মায়ায় আমি মুগ্ধ! আমার স্বরূপতঃ ইচ্ছা হইলে, এখনই এই জগৎ ধ্বংস হইয়া ইহার স্থানে অন্যরূপ সৃষ্টি গঠিত হইবে। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টিকর্ত্তা—সে ত আমিই!—"সোঽহং ব্রহ্ম" সৃষ্টিকর্ত্তা যখন জাগরিত থাকেন, কিম্বা সৃষ্টিচিন্তা করেন, তখন "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে।" মদীয় অব্যক্ত-শক্তি-নিহিত এই জগৎ ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং যখন তিনি শান্ত হইয়া নিদ্রিত হয়েন, তখন "রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে।" এই ব্যক্ত জগৎ মদীয় অব্যক্ত শক্তিতে বিলীন হয়, তাই "যদা সদেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি।" এবং এইরূপে "ভূত গ্রামঃ সএবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে" সেই ভূতগ্রাম পরাব্যক্ত পরমেশ্বর-নিয়োজিত কর্ম্মবশে অব্যক্ত আমা হইতে আমার কল্পনার বিরাম সময়ে পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত এবং আমার কল্পনার লীলা সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমি সেই ব্রহ্মা; কিন্তু তুমি কি? যদু, মধু, রাম, শ্যাম, তুমি, তোমরা যে কেহ, আমার কল্পিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—যাহাকে আমি আমার কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া "তুমি" বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, এসকল কি? না "তত্ত্বমসি"—তুমিও সেই ব্রহ্মা। যেমন আমি এই জগতের স্রষ্টা, তেমনি, তোমরা আমার সৃষ্ট, স্রষ্টা! স্রষ্টা ও সৃষ্ট, উভয়েই সেই ব্রহ্ম। পুরুষ যেমন প্রকৃতিতে রমণ করেন, তদ্রূপ আমি যখন আমার কল্পনাতে রমণ করি—স্রষ্টা যখন সৃষ্টির আলোচনা করেন—তখন, "যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ" এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়; আবার পুরুষ যখন প্রকৃতির রতি ত্যাগ করেন, (আমি যখন আমার সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি-কল্পনা হইতে বিশ্রাম লাভ করি) স্রষ্টা যখন সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন—"যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি" এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর সকলই মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কোথায় আসিলাম! পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মের অন্বেষণে বাহির হইয়া বিশ্বচরাচর খুঁজিয়া দেখিলাম যে আমিই সেই ব্রহ্ম! আর মদিতর যত কিছু, সকলই সেই ব্রহ্মের—"তত্ত্বমসি" বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের মহিমাবৃত। আমি এই সকল কল্পনা করিতেছি, এবং আমার কল্পিত তোমরা কল্পনাময় আমার অন্তর্গত; সুতরাং তোমাতে আমাতে আশ্রিত-আশ্রয়-ভাববৎ একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কল্পিত। সেই জন্য তুমিত্ব-জ্ঞান দূরে রাখিয়া আমার আমিত্ব-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। যখন তোমাকে হারাই, তখন বিশ্বস্রষ্টারূপী আমি আমাকেও বিস্মৃত হই, এবং যখন তোমাকে পাই, তখনই আবার আমার বিশ্বস্রষ্টৃত্ব ভাবের আমিত্ব-জ্ঞান পরিস্ফুটিত হয়। তাই তুমি-আমি সাংসারিক দৃষ্টিতে—মায়িক দৃষ্টিতে—দর্পণের প্রতিবিম্ববৎ পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বাপেক্ষ। আমি স্রষ্টা ও তোমরা সৃষ্ট; আমি কারণ, তোমরা

করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, এবং ইহাতে অতি সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক ভ্রমাত্মক সংস্কার পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বা বিদ্বেষী নহে, পরন্তু মূল তত্ত্ব সমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুধর্ম্মের অনুগামী। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চস্কন্ধ আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় নামক পঞ্চকোষ। তৃতীয় অধ্যায়ে পুনর্জন্ম এবং কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইদানন্তন বৌদ্ধ-শিক্ষকেরা যেরূপ ভাবে পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। অধুনা বৌদ্ধশিক্ষকেরা শরীর হইতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, কিন্তু পালিভাষা-লিখিত "ধম্মপদ" গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আচার বা শীল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শরীর, মন এবং বাক্য পবিত্র রাখার সম্বন্ধ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের উপদেশে কোনই প্রভেদ নাই। তৎপরে গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে সমাধি, ধ্যান, জ্ঞান ও নির্ব্বাণের সুন্দর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুস্তিকা খানি পাঠ করিলে সকলেই অনায়াসে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থের মূল্য ।৵ ছয়আনা মাত্র, কলিকাতা ২নং ক্রিক্‌রো ভবনে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ-প্রণীত। সাকার-নিরাকার-তত্ত্ববিচার লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছে। পুস্তক-পুস্তিকায়, পত্র-পত্রিকায়, সভায়-বক্তৃতায়, এমনকি, অভিনয়ের রঙ্গালয়ে—বাজার আসরে পর্য্যন্ত "সাকার-নিরাকার" প্রসঙ্গের তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে! যাহাহউক, এ প্রসঙ্গের প্রবলবেগ কিছুদিন পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নব্য শিক্ষিত সমাজ প্রায়শঃ হয় নাস্তিকতা—নয় আধুনিক নিরাকারবাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় এখন ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে; ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী শিক্ষিত-সম্প্রদায় আর্য্যশাস্ত্র-বিহিত সাধনোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক যুগ-যুগান্ত-পরীক্ষা-পূত সদ্যঃসিদ্ধিপ্রদ সাকার-উপাসনায় নিরত হইতেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহনও বি-এ উপাধিধারী; ইনি স্বীয় গুরুদেবের চরণেই এই গ্রন্থচ্ছলে নিজ হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু গ্রন্থখানির জন্য অনেক খাটিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় তাঁহার এ শ্রমও নিষ্ফল হইবেনা, গ্রন্থপাঠে ইহাই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন ও আর্য্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া ইনি উপাসনা-তত্ত্ব-বিষয়ে যে সিদ্ধান্তামৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নব্য-শিক্ষিত-সমাজ আস্বাদন করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হউন, ভগবচ্চরণে আমাদের এই প্রার্থনা। হিন্দু পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সন্দর্ভখানির সম্যক্ আলোচনা সম্ভাবিত নহে। ফলে ব্রাহ্মসমাজের মত ও নগেন্দ্র-বাবু প্রমুখ নিরাকারবাদ-লেখকগণের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন-সঙ্গে২ পাশ্চাত্য নাস্তিক্যবাদ নিরসনপূর্ব্বক ভারতের সিদ্ধর্ষি-সেবিত সাকারোপাসনা-তত্ত্ব গ্রন্থখানিতে সুন্দর প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপসংহারে,—বিচার-সংগ্রামে বিজয়-শ্রম শ্রান্ত গ্রন্থকার আবেগভরে "পৌত্তলিকতা" সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মিষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ভরসা করি, পাঠাভিলাষীগণ একটী মাত্র টাকা ব্যয় করিয়া "বাউষখালী (ফরিদপুর)" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

ঋগ্বেদ।

(গত ভাদ্র-সংখ্যার পর হইতে।)

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্য্যতে সনাভিঃ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। পঞ্চ-অরে। চক্রে। পরিবর্ত্তমানে। তস্মিন্। আ। তস্থুঃ। ভুবনানি। বিশ্বা। তস্য। ন। অক্ষঃ। তপ্যতে। ভূরিভারঃ। সনাৎ। এব। ন শীর্য্যতে। সনাভিঃ।

ব্যাখ্যা। পঞ্চ-অরে—পঞ্চঋতুরূপ অর বা শলাকা আছে যাহার তাদৃশ। চক্রে—কাল-চক্রে। পরিবর্ত্তমানে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। তস্মিন্ সেই প্রসিদ্ধ কালচক্রে। বিশ্বা সমগ্র। ভুবনানি—জগৎ। আ-তস্থুঃ—অবস্থান করিতেছে। তস্য—তাহার। অক্ষঃ—ধুর। ন—না। তপ্যতে—ক্লান্ত হয় না। ভূরিভারঃ—ভূরি—বহনভার যাঁহার সেই অধিক ভারযুক্ত। সনাৎ—সনাতন। এব—নিশ্চয়ে। ন শীর্য্যতে—শীর্ণ হয় না। সনাভিঃ—সমানাবস্থাপন্ন নাভি অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ নাভি।

বঙ্গার্থ। নিয়ত আবর্ত্তমান পঞ্চঋতুরূপা অরবিশিষ্ট কালচক্রে এই বিশ্ব ভুবন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহার অক্ষ—অর্থাৎ ধুর বহুভার বহনেও কখন ক্লান্ত হয় না; উহার নাভিও চিরকাল সমান অবস্থায় রহিয়াছে, উহা কখন বিশীর্ণ হয় না।

সনেমি চক্রমজরং বিবাবৃত উত্তানায়াং দশযুক্তা বহন্তি।
সূর্য্যস্য চক্ষূরজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। সনেমি। চক্রং। অজরম্। বি। ববৃতে। উত্তনায়াং। দশ। যুক্তাঃ। বহন্তি। সূর্য্যস্য। চক্ষুঃ। এতি। আবৃতম্। তস্মিন্। অর্পিতা। ভুবনানি। বিশ্বা।

ব্যাখ্যা। সনেমি—সমাননেমি। চক্রম্—চক্র। অজরম্—জরারহিত অর্থাৎ সনাতন। বি-ববৃতে—পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে বিবৃত হয়। উত্তানায়াং—ঊর্দ্ধদেশে। দশ—দশদিক। যুক্তাঃ—পরস্পর মিলিত হইয়া। বহন্তি—পৃথিবীকে বহন করে। সূর্য্যস্য—সূর্য্যের। চক্ষুঃ—মণ্ডল। রজসা—বৃষ্টিদ্বারা। এতি—হয়। আবৃতম্—আবৃত। তস্মিন্—সেই সূর্য্য মণ্ডলে। ভুবনানি—জগৎ। বিশ্বাঃ—সমগ্র।

বঙ্গার্থ। সমাননেমি চক্র জরারহিত হইয়া অর্থাৎ চিরদিন অক্ষতভাবে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়। দশদিক্ পরস্পর মিলিত হইয়া পৃথিবীকে ঊর্দ্ধ প্রদেশে বহন করিয়া রাখে, সূর্য্যমণ্ডল বৃষ্টিদ্বারা আবৃত হয়। তাহাতেই বিশ্বভুবন অর্পিত রহিয়াছে।

সাকংজানাং সপ্তথমাহুরেকজংযলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥১৫

পদপাঠঃ। সাকংজানাং। সপ্তথম্। আহুঃ। একজম্। ষট্। ইত্। যমাঃ। ঋষয়ঃ। দেবজাঃ। ইতি। তেষাম্। ইষ্টানি। বিহিতানি। ধামশঃ। স্থাত্রে। রেজন্তে। বিকৃতানি। রূপশঃ।

ব্যাখ্যা। সাকংজানাং—একত্র উৎপন্নদিগের মধ্যে। সপ্তথম্—সপ্তম ঋতু। আহুঃ—বলিয়া থাকেন। একজম্—অযুগ্ম। ষট্—ছয় ঋতু। ইৎ—নিশ্চয়ে। যমাঃ—যুগ্ম। ঋষয়ঃ—গমনশীল। দেবজাঃ—দেব অর্থাৎ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। ইতি—এই প্রকার বলিয়া থাকেন। তেষাম্—ঋতূনাং—ঋতুসমূহের। ইষ্টানি—সর্ব্বলোকাভিমত। বিহিতানি—বিহিত স্থাপিত। ধামশঃ—পৃথক্২ স্থানে। স্থাত্রে—অধিষ্ঠাতার নিমিত্ত। রেজন্তে—ভ্রমন্তি জগদ্ব্যবহারায় পুনঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইতিভাবঃ। জগতের ব্যবহারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। বিকৃতানি—বিবিধ আকৃতিযুক্ত। রূপশঃ—রূপভেদে।

বঙ্গার্থঃ আদিত্যের সহজাত সপ্ত ঋতুর মধ্যে সপ্তম ঋতু কেবল একক অর্থাৎ অযুগ্ম, অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও আদিত্য হইতে উৎপন্ন। এই ঋতুগণ সকলের অভিমত এবং স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত এবং রূপভেদে বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা আপনার অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেবের জন্য পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে।

বিশেষ ব্যাখ্যা। দ্বাদশ মাসে বৎসর হয়, কিন্তু সৌর মাস না ধরিলে সময় সময় ত্রয়োদশ মাসেও বৎসর হয়। দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, ইহারা যুগ্ম; কিন্তু ত্রয়োদশ মাসে যে ঋতু, তাহা একক—অর্থাৎ ঐ মাসকে "নিঃসূর্য্য অধিক" মাসও বলে।

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমাচিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥১৬॥

পদপাঠঃ। স্ত্রিয়ঃ। সতী। তান্। উম্। মে। পুংসঃ। আহুঃ। পশ্যৎ। অক্ষণ্বান্। ন। বি। চেতৎ। অন্ধঃ। কবিঃ। যঃ। পুত্রঃ। সঃ। ঈম্। আ। চিকেত। যঃ। তা। বিজানাৎ। সঃ। পিতুঃ। পিতা। অসৎ।

ব্যাখ্যা। স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী। সতীঃ—হইলেও। তান্—রশ্মিসমূহকে। উ—নিশ্চয়ে। মে—মদীয়া যা দীধিতয়ঃ—আমার যে রশ্মিসমূহকে। পুংসঃ আহুঃ—পুরুষ বলে। পশ্যৎ—(পশ্যতি) দেখে। অক্ষণ্বান্—জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট। ন বিচেতৎ—(ন বিচেতয়তি) জানে না। অন্ধঃ—স্থূলদৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী। যঃ—যে। পুত্রঃ—পুত্র। সঃ—সে। ঈম্—এই স্ত্রী পুরুষভাব। আ চিকেত—বিশেষরূপে জানে। যঃ—যে। তা—(তানি) সেই সকল অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এবং পুত্ররূপ। বিজানাৎ—(বিজানাতি) জানে। সঃ—সে। পিতুঃ—পিতার অর্থাৎ পিতৃরূপ রশ্মির। পিতা—পিতা অর্থাৎ রশ্মির জনক আদিত্য স্বরূপ। অসৎ—(ভবৎ) হয়। অথবা পিতার পিতা হয় অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদির সহিত দীর্ঘজীবী হয়।

বঙ্গার্থ। আমার (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহ স্ত্রী হইলেও পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিতে পারেন। অজ্ঞানগণ ইহা বুঝিতে পারে না। ক্রান্তদর্শী (মেধাবী) পুত্রই ইহা বুঝিতে পারেন। যিনি এই স্ত্রী-পুরুষ এবং পুত্রভাব বুঝিতে পারেন, তিনি পিতার পিতা।

বিশেষ ব্যাখ্যা। সূর্য্যরশ্মি উদকগ্রহণ করেন, এইজন্যই স্ত্রীরূপা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এইজন্যই পুরুষরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তিই এই প্রত্যেক বস্তুর স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পুত্রত্ব, স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব, এই অবস্থাত্রয় অনুভব করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন না, সে ব্যক্তি পিতারও পিতা অর্থাৎ পরম জ্ঞানী।

আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা। নিরুপাধিক আত্মা স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। আত্মা উপাধিগ্রস্ত হইলেই তাঁহার স্ত্রীত্ব পুংস্ত্বের অভিধান হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসিত্বং কুমার উত কুমারী" অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী। অর্থাৎ তুমি যখন যে দেহ আশ্রয় কর, তখন তাহারই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নৈবচায়ং নপুংসকঃ" ইনি পুরুষ নহেন, স্ত্রীও নহেন বা নপুংসকও নহেন, দেহভেদে বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন মাত্র। বস্তুমাত্রেই স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি নিহিত আছে, এই উভয় শক্তির মূলে সেই ব্রহ্মশক্তি। যাহাকে আমরা স্ত্রীলোক বলি, বস্তুতঃ সেই স্ত্রীলোকের আত্মা কিছু স্ত্রী নহেন, তদ্রূপ

যাহাকে আমরা পুরুষ বলি, সেই পুরুষের আত্মা কিছু পুরুষ নহেন, উপাধিভেদে আত্মা স্ত্রী পুরুষ নাম ধারণ করিয়া থাকেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া এই মন্ত্রের অর্থ করিলে এই অর্থ হয় যে—অজ্ঞগণ যাহাদিগকে স্ত্রী বলে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই আবার পুরুষ বলেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে কোন প্রভেদ দেখেন না—(যা ইদানীং স্ত্রিয়ঃ সতীঃ স্ত্রীত্বং প্রাপ্তাঃ আহুঃ লৌকিকাঃ, তান্ উ [এব] মে [মহ্যং] পুংস (পুরুষান্ আহুঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ ইতি সায়নঃ)। জ্ঞানী ব্যক্তিই এ স্ত্রী-পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, অজ্ঞ বুঝিতে পারে না। পুত্র অর্থাৎ বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী হন, তাহা হইলে তিনি এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন (ঈমা আচিকেত) যিনি এই সকল বুঝেন, তিনি পিতারও পিতা হইয়া থাকেন অর্থাৎ এতাদৃশ ক্রান্তদর্শী পুত্র তত্ত্বানভিজ্ঞ পিতারও পিতা অর্থাৎ শিক্ষক হইয়া থাকেন, (যস্তান্ বিজানাৎ, সঃ পিতুঃ পিতা অসৎ মূল।) শ্রুতিতে আছে যে শিশু অঙ্গিরস, তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন তাঁহার পিতৃদিগেরও শিক্ষক হইয়াছিলেন, (শিশুর্বাঙ্গিরসো মন্ত্রকৃতাং মন্ত্রকৃদাসীৎ, স পিতৃন্ পুত্রকা ইতি আমন্ত্রয়তেত্যুপক্রম্য তং পিতরোঽব্রুবন্নধর্ম্মং করোষি যো ন পিতৃন্ সতঃ পুত্রকা ইতি, আমন্ত্রয়ত ইতি সোঽব্রবীদহংবাবপিতাস্মি যো মন্ত্রকৃদিতি দেবান পৃচ্ছ্যন্ত তে দেবা অব্রুবন্ এষবাব পিতা যো মন্ত্রকৃদিতি তদ্বৈস উদজয়দিতি। মন্ত্রদ্রষ্টুরেব ফলপিতৃত্বং তত্ত্ববিৎ পিতুঃ পিতা সদিতি কিমাশ্চর্য্যম্ ইতি অভিপ্রায়ঃ) সায়নঃ।

ভক্তিসাধন।

সকল সাধনের মুখ্য সাধন ভক্তি, সাধক যাহার সাধন করিবেন তাহাতে ভক্তি না থাকিলে তিনি সে সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না, সাধনা-সিদ্ধির প্রধান কারণ ভক্তি, অভক্তের সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। জগতে অনেক বিষয়ের অনেক প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ জড়ের সাধক, অর্থাৎ জড় লাভ বিষয়ে তাঁহার সাধনা, পার্থিব ধন, রত্ন প্রভৃতির প্রাপ্তি বা সিদ্ধি তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য, কেহ জৈবসাধক, কেহ জ্ঞানের সাধক, কেহ আনন্দের সাধক, কেহ বা সচ্চিদানন্দের সাধক। যে সাধক যে বিষয়ে পূর্ণ কাম হইয়াছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অচলাভক্তি ছিল, বহু লোকের সাধনা যে পূর্ণ হয় না তাহার কারণ ভক্তি-হীনতা; ভক্তি সাধনের মূল বিশ্বাস, আমি যাঁহাকে ভক্তি করিব, প্রথমে তাঁহার উপরে আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, তিনি আমার ইষ্ট সাধক, এই বিশ্বাস জন্মিলেই তাঁহার উপরে স্বতঃই ভক্তির সঞ্চার হইবে; তখন তাঁহার প্রিয় সম্পাদনের জন্য কার্য্য করিতে দৃঢ় উৎসাহ আসিবে এবং সেই কার্য্য যতই ক্লেশকর হউক না তাহার

সম্পাদনে ক্লেশের পরিবর্ত্তে আনন্দ অনুভব হইবে; যাঁহার প্রতি যাঁহার যতদূর বিশ্বাস তাঁহার প্রতি তাঁহার ততই অচলা ভক্তি। এই ভক্তিতে হয় কি? ভক্তিমান্ মানুষ অপরের অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হয়, বিমলানন্দের অধিকারী হয়, নৈষ্ঠিক-ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি দুঃখ কাহাকে বলে তা জানে না, সে সর্ব্বস্ব নাশে কাতর হয় না, দেহ মনঃপ্রাণ দান করিয়াও আনন্দিত হয়। সুখ ও শান্তি যদি আমাদের প্রার্থনীয় হয়, তবে আমাদের ভক্তি সাধন করিতে হইবে, সুখ শান্তি কে না কামনা করে? সুখের বস্তু কে না অর্জ্জন করে? মানুষ মাত্রেই সুখানুসন্ধানে নিরত, যে বস্তু লাভ করিলে সুখী হইব বোধ করে, সেই ধন-মান বিদ্যা-পদ প্রভৃতি কত যত্নে উপার্জ্জন করে, কিন্তু কাহারও দ্বারা সুখী হইতে পারে না, অতৃপ্ত হইয়া যতই উপার্জ্জন করে, ততই দুঃখ বর্দ্ধিত হয়, দুরাশার আশ্বাস বাক্যে কেবল সেই গভীর দুঃখ সহ্য করে, ভক্তিহীন শুষ্কচিত্ত কঠোর ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলেই এই কথার যথার্থতায় আর সন্দেহ থাকে না। নিজে যদি সুখী হইতে চাও তবে সৎ ও পবিত্র পদার্থে ভক্তিমান্ হও, মানুষকে যদি সুখী করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ভক্তি শিক্ষা দাও. শৈশবে তাহাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা ভক্তির বীজ বপন কর, পুত্র, কন্যা, ছাত্র ও শিষ্যদিগের নবীন কোমল হৃদয়ে গার্হস্থ্য সৎ পবিত্র ধর্ম্মে এবং ধর্ম্মাধিগম্য পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদিত কর, তবে তাহারা ধর্ম্মে ও ধর্ম্মরাজে ভক্তি করিতে শিখিবে, পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ভক্তির সঞ্চার হইলে পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তিমান্ হইয়া স্বতঃই তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে, আর সচ্চিদানন্দ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরে ভক্তি সঞ্চার হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইবে। শাস্ত্রে ভক্তির অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা হৈতুকী, নৈষ্ঠিকী প্রভৃতি আমরা এখানে সে সকল বড় বড় কথা কিছুই বলিব না, সহজ কথা এই প্রথমতঃ ভক্তি দুই প্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম, ভয় ও প্রলোভন জন্য যে ভক্তি তাহা কৃত্রিম, আর বিশ্বাস জন্য যে ভক্তি তাহাই অকৃত্রিম। আমাদের দেশে আগে অকৃত্রিম ভক্তি ছিল, বাল্যকাল হইতে বৈদিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হেতু গুরুজনে ঈশ্বরে ও পরমেশ্বরে ভক্তি সঞ্চার হইত, অজ্ঞানতার একাধিপত্য কালে এদেশীয়দিগের উর্ব্বর অন্তঃকরণ কুসংস্কার কণ্টক বৃক্ষে সমাকীর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে সেই নিবিড় কণ্টক বনের মধ্যেও ভক্তি বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইত; এখন অকৃত্রিমের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম ভক্তি আসিয়াছে, এখন আমরা আসল অপেক্ষা নকলের আদর করি, নকলে দেশ ছাইয়াছে, সকল বস্তুরই নকল ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, এখন শ্রদ্ধাজাত ভক্তি অপেক্ষা ভয়জাত ভক্তি সংক্রামিত হইতেছে, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি সেই শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন ভক্তি আর দেখা যায় না, সেই জন্য গুরুজনদিগের বশ্যতা এখন আর নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বশ্যতা শব্দই আর দেখা যায় না, বশ্যতার পরিবর্ত্তে এখন বাধ্যতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাধ্যতা শব্দ সংস্কৃত গ্রন্থে ও প্রাচীন বাঙ্গালা

পুস্তকেও পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইংরাজী obedience শব্দের অনুবাদে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। অনুবাদ ঠিক্ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বশ্যতা ও বাধ্যতা শব্দে অনেক প্রভেদ আছে। বশ্যতা অর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধীনতা, বাধ্যতা অর্থে অনিচ্ছাসত্ত্বে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক অধীনতা, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইল, ইহার অর্থ তিনি অগত্যা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই কাজ করিলেন। ভক্ত ভক্তিভাজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগামী হয়, অকৃত্রিম ভক্তিতে বশ্যতা উৎপাদন করে। শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তিমান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে ভক্তিভাজনের অনুগামী হয় এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রালন করে, আর কৃত্রিম ভক্তিমান্ বাধ্য হইয়া প্রভুর অনুমত কার্য্য করে, দুয়েতেই কার্য্য হয় বটে কিন্তু একটীতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আর একটীতে অনিচ্ছাপূর্ব্বক একটী লৌহ চুম্বকরূপী ভক্তিভাজনের অলক্ষিত আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হয়, অপরটী গলবদ্ধ রজ্জুর আকর্ষণের ন্যায় প্রভুর আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হয়; একজন সন্তুষ্টচিত্ত আনন্দিত, আর একজন অসন্তুষ্ট ও সদা দুঃখভোগী। এখন দেখ কোন্ ভক্তি ভাল। ভক্তি মানুষের সকল প্রকার উন্নতির মূল, মানব সমাজ ভক্তিদ্বারাই গঠিত, ভক্তি না থাকিলে মানুষ সামাজিক জীব হইতে পারিত না, সমাজ বদ্ধ বলিয়াই মানুষ এত দিনে এতদূর উন্নত হইয়াছে এবং ক্রমোন্নত হইবে, সেই সমাজ বন্ধনের মূল ভক্তি, পুত্র যদি পিতামাতার প্রতি ভক্তি না করিত, পিতামাতা যদি ধর্ম্মে ভক্তি না করিতেন, তবে মানুষের সমাজ থাকিত না, পশু সংঘের ন্যায় দ্বিপদ জীবের অল্প দিন স্থায়ী এক একটা দল হইত। সুতরাং এই সুখের প্রস্রবণ উন্নতির মুখ্য উপায় ভক্তি আমাদের শিক্ষণীয়, পালনীয়, এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ ভক্তি? আসল না নকল? আসল রাখিয়া কে নকল গ্রহণ করে, কিন্তু নকল বড় সস্তা, আসলের মূল্য বেশী, সুলভ নকলের দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তবে কে শ্রমসাধ্য বহুমূল্য আসল গ্রহণ করে? ভয় জাত কৃত্রিম ভক্তি বা বাধ্যতাদ্বারা সামাজিক কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে কিন্তু মানবাত্মার অবনতি হয়, মানুষের সমাজের সহিতই কেবল সম্বন্ধ নহে, মানবাত্মা অমর; পরমাত্মার সহিত তাহার চিরকালের সম্বন্ধ জ্ঞান ও আনন্দ তাহার চির দিনের উপার্জ্জনীয়। সেই মানবাত্মাকে অধঃপতিত করিয়া তাহার বিমল সুখের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে সামাজিক উন্নতি তাহা কি বাঞ্ছনীয়?

ধর্ম্মে বিশ্বাস বিহীন ব্যক্তিদিগকে সৎপথে রাখিবার জন্য তাহাদিগের দ্বারা সৎকার্য্য করাইবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তির জন্ম হইয়াছে, স্বয়ং ধর্ম্মে বিশ্বাস হীন পিতা প্রভৃতি পুত্র প্রভৃতিকে শিষ্ট কার্য্য-ক্ষম ও সুখী করিবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তি তাহাদিগের অন্তরে উৎপাদন করেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন, ইহার দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাঁহারা সামাজিক বা পার্থিব উন্নতি যাহা যাহা কামনা করেন, তাদৃশ পুত্রাদি দ্বারা সে সকলই সম্ভব হইতে পারে; হয় না কেবল একটী, তাঁহারা যে তাহাদিগকে সুখী করিতে কামনা করেন, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না, সুখ কিসে হয়?

ধর্ম্মে, আন্তরিক ধর্ম্মে; তাহা যাহাদের নাই, যাহাদের মুখে ধর্ম্ম, তাহাদের সুখ কোথায়? আমি পিতার বাধ্য ভয়ে, রাজার বাধ্য দণ্ডের ভয়ে সমাজের বাহ্য নিন্দার ভয়ে, প্রভুর বাধ্য অর্থ হানির ভয়ে; এত ভয় যার, তার হৃদয় কি আর বিকাশিত হইতে পারে? সে কোথায় 'জড়সড়' হইয়া লুক্কায়িত থাকে, কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না, সে সতত পরাধীন অসন্তুষ্ট অবিশ্বাসী ও প্রীতিশূন্য। পরাধীন কেন? সে যত কাজ করে একটী ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নহে, সে অর্থের লোভে, যশের লোভে, উচ্চ পদের লোভে বাধ্য হইয়া কাজ করে, সে ভাবে আমি ধর্ম্ম বন্ধনের কোন ধার ধারি না, আমি বড় স্বাধীন, কিন্তু তার মত পরাধীন পশুরাও নহে, সে অসন্তুষ্ট কেন? তার আশা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, সে অবিশ্বাসী কেন? কাহারও প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই, সে স্বয়ং যেমন অপরকেও সেইরূপ প্রস্তুত করে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু প্রজা ভৃত্য কাহারও উপরে তাহার বিশ্বাস হয় না, অবশ্য মুখে বলে বিশ্বাস আছে, কিন্তু বিশ্বাস থাকিতেই পারে না, কারণ তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদিরা যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করে তাহাত বাধ্য হইয়া। তাহাদিগের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয় পাছে রজ্জুর আকর্ষণের শিথিলতা হয়; তাঁহারত কাহারও প্রতি প্রীতি থাকে না; বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন প্রীতি থাকে না যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভক্তি নাই, সে হৃদয়ে প্রীতি নাই, স্নেহ নাই আনন্দও নাই। বাধ্যতা-দ্বারা সামাজিক সমুন্নতি অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু তাহা উপভোগ করে কে? স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত, অনুক্ষণ অসন্তোষ আত্মগ্লানি রূপ গভীর দুঃখ হ্রদে নিমগ্ন মানব কি কখনও বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপভোগ্য বস্তুতে সুখী হইতে পারে? হৃদয় সুখের নিলয়, সুখের আকর, বুদ্ধি সুখের বস্তু উপার্জ্জন করে, হৃদয় গ্রহণ করে, হৃদয় গ্রহণ করিতে না পারিলে প্রখরা বুদ্ধি আরও নূতন নূতন পদার্থ আহরণ করে, যতই আহরণ করে, হৃদয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, এই ধ্রুব সত্য কথার দ্বারা বুঝান কঠিন। ভয় জাত ভক্তি হৃদয় শুষ্ক করে, ভয়জাত ভক্তিমান্ লোক ক্রমে ক্রমে হৃদয়শূন্য হয়, হৃদয় বিহীন মানুষ একরূপ মৃত, তাহারা জড় নয় অথচ মৃত, তাহারা দৌড়ায় জোরে কথা বলে, কাজ করে, উপার্জ্জন করে, নূতন বস্তু প্রস্তুত করে, তথাপি তাহারা মৃত, তাহারা পরাধীন, অসন্তুষ্ট, হৃদয় হীন বলিয়াই মৃত, হৃদয় শুষ্ক হইলে হৃদয় না থাকিলে, হৃদয়ের বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না, অচিরমৃত শরীর যেমন চক্ষু থাকিতে দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে শুনিতে পায় না, স্পর্শ করিলে জানিতে পারে না, হৃদয় হীন ব্যক্তিও সেইরূপ সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতেও এক অন্তরিন্দ্রিয় অসাড় হইয়া যাওয়াতে সে অন্তরে কিছুই অনুভব করিতে পারে না, অন্ধ স্বহস্তে সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিলে সে যেমন তাহার রূপ স্বয়ং দর্শন করিয়া অনুভব করিতে পারে না, হৃদয়হীন ব্যক্তিও সেইরূপ সুদৃঢ় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিদ্বারা বহু-বিধ উপভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়াও স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতে পারে না. সকলেই শূন্য হৃদয় হইলে সকলেই অসন্তুষ্ট, যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলে কে তাহা অনুভব করে? অন্ধের দেশে

প্রতিদিন পূর্ণিমার রাত্রি হইলেই বা কি আর না হলেই বা কি? এক উপকথা শুনিয়াছিলাম, এক রাজপুত্র সাগর-পারে এক দেশে উপস্থিত হইলেন, সে স্থানটী রাজধানী। রাজপুত্র এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়া রাজার সুরম্য প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে দ্বারবান্ ছিল না, রাজপুত্র একেবারে রাজার প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন গৃহ প্রকোষ্ঠ সব অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, তিনিও রাজপুত্র কিন্তু অমন সুন্দর মহার্হ দ্রব্যে সজ্জিত গৃহ তিনি কখনও দেখেন নাই, তিনি ক্রমে ক্রমে সকল গৃহেই বেড়াইতে লাগিলেন, ভোজনাগারে গিয়া দেখিলেন, স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সাজান রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ নাই, সকল সুন্দর সজ্জিত গৃহে বেড়াইলেন কিন্তু কোথাও একটী মানুষ দেখিতে পাইলেন না, সেই রাজপুরী যেরূপ, হৃদয়হীন লোকের কাছে এই পিতামাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি ও অতুলৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পৃথিবীও কি সেইরূপ নহে? শ্রদ্ধাসমুৎপন্ন বিশুদ্ধ ভক্তিমান্ মানব পর্ণকুটীরে শাকান্ন ভোজনে যেরূপ বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তাহাও বাক্যে বুঝান যায় না, আত্মানুসন্ধান করিলেই ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশুদ্ধ ভক্তি হৃদয় সরস করে, হৃদয় প্রশস্ত করে এবং অপরের হৃদয়েও সুখশান্তি প্রদান করে। সন্দেহ ও অসন্তোষ বিদূরিত হয়, ভক্ত ভক্তিভাজনের অনুগামী হন।

ভক্তই যথার্থ স্বাধীন, পরাধীন হইয়াও স্বাধীন, ভক্ত ভক্তিভাজনের অনুগামী হন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছা স্বতঃই ভক্তিভাজনের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যায়, লৌহ যেমন জানে না যে, আমি কেন অয়স্কান্তের অনুগামী হই, আমার এই জড় দেহে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল, আমি কেন চুম্বকের সহিত মিশিবার জন্য এরূপ মহাবেগে ধাবিত হইতেছি, ভক্ত ও সেইরূপ ভক্তিভাজনের অলক্ষিত আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হন, সে অনুগমন তাঁহার আয়াসসাধ্য নহে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবৃত্তির ন্যায় অনায়াসসাধ্য; সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। অপরের আদেশে আমাকে কাজ করিতে হইলেই আমি পরাধীন, আমি যদি সর্ব্বভূমীশ্বর হই, আমার আদেশে সমস্ত জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবসমাজ আমার সেবায় নিযুক্ত হয়, আর আমি স্বয়ং কোন অর্থ নীতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হই, তবে আমি পরাধীন।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥"

মহর্ষি মনু যথার্থ বলিয়াছেন, তিনি সুখদুঃখের সংক্ষেপে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য; স্বাধীনতা সকলই সুখ, এই সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন কে? যিনি আত্মার বশীভূত, যিনি আত্মধর্ম্মের বশীভূত তিনিই ভক্ত, তিনিই সুখী, তিনি সুখ কামনা করেন না, সুখ কোথা হইতে তাঁহার হৃদয় কন্দরে আসিয়া উপস্থিত

হয়। ভক্তিভাজনও ভক্তকে সতত স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তাহার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দু মাত্র অবিশ্বাস থাকে না; তিনি জানেন, আমার ভক্ত কখনই আমার অপ্রিয়াচরণ করিবে না, তাহার কার্য্যের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ভক্ত জানেন, আমার প্রভু কখনও আমার অমঙ্গল করিবেন না। পরস্পরের এইরূপ স্বাধীনতা ও বিশ্বাস কি সুখের আকর! এইরূপ মানব-সমাজ স্বর্গের দেবসমাজ। এই অকৃত্রিম ভক্তি আমাদের অন্তঃকরণে যাহাতে উৎপন্ন হয়, আমাদের পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, সকলেই যাহাতে হৃদয়বান্ হন, প্রকৃত সুখী হন, আমাদের কি তাহাই কর্ত্তব্য নয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিশ্বাস—অর্থাৎ শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ ভক্তির মূল; শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মে ও পরমেশ্বরে যাহাতে বিশ্বাস হয়, প্রথমে সেই শিক্ষাই প্রদাতব্য। শৈশবই ইহার পুণ্য-কাল; শিশুর কোমল হৃদয়ই ইহার উত্তম ক্ষেত্র। ধর্ম্ম আমাদিগের সুখ ও শান্তির মূল; ভগবান্ সেই ধর্ম্মের অধিপতি। তিনিই আমাদের সৃজনকর্ত্তা, তিনিই আমাদের মঙ্গলবিধাতা, তিনি দয়া করিয়া ধর্ম্ম নামে অতি মধুর বস্তু দিয়াছেন; ধর্ম্মাচরণের দ্বারাই আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। তিনি সত্যস্বরূপ, সর্ব্বত্র-ব্যাপী, আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। কিন্তু ধর্ম্মাচরণ করিলেই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব; ধর্ম্ম যত বর্দ্ধিত হইবে, আমরাও তাঁহাকে তত জানিতে পারিব। আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, সেই আত্মা অজর-অমর, আমাদের এই শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মার ধ্বংস নাই, ধর্ম্মনাশেই বরং আত্মার নাশ বলা যায়; সুতরাং ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। আমরা ধর্ম্মাচরণ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দামোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥"

(মনুসংহিতা)

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচৌর্য্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইন্দ্রিয়সংযম, অক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

"যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্মপূরুষঃ।
ন তৎপরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ।
যদ্‌যদাত্মনিচেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ধর্ম্মলক্ষণাধ্যায়)

মানুষ আপনার উপরে অপরের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা না করে, সেইরূপ আচরণ নিজের অপ্রিয় জানিয়া অপরের প্রতিও তাহা করিবে না; নিজের প্রতি অপরের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা করিবে, অপরের প্রতিও নিজে সেইরূপ আচরণ করিবে।

সংক্ষেপে এই ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে; এইরূপ আচরণ করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। এই পৃথিবীতে যাঁহারা আমাদের এই ধর্ম্মাচরণের সহায়তা করেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের উপকারী তাঁহারা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা, মাতা, উপাধ্যায়, আচার্য্য প্রভৃতি আমাদের মঙ্গলের জন্য—আমাদিগকে ধার্ম্মিক করিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কত যত্ন ও কত পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন; দয়াময় পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য এই পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে মিলাইয়াছেন; তাঁহাদের অন্তরে স্নেহ দিয়াছেন; তাঁহারা না থাকিলে কে আমাদিগকে পালন করিত? কে বা ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া সুখের পথ দেখাইয়া দিত? অতএব পিতা-মাতা প্রভৃতি আমাদের পরম গুরু, পরমদেবতা, সুতরাং পরম ভক্তির পাত্র।

"পিতা-স্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরিপ্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এখানে পিতৃশব্দের অর্থ পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা প্রসন্ন হইলে পরম দেবতা প্রসন্ন হন, এই সকল সত্য মঙ্গলকর বাক্যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে ধর্ম্মাচরণে সহজে প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়াই অকৃত্রিম অচলাভক্তির উদয় হয়। ধর্ম্মের মধুরাস্বাদ একবার পাইলে, সে বুঝিতে পারে, এমন মধুরতম পদার্থ জগতে আর নাই, মানব-আত্মার চির-দিনের অক্ষয় ধন এমন আর নাই, অনন্তকালের সুহৃদও এমন আর নাই; পৃথিবীর ধন-রত্ন-বিভবের সহিত এই পার্থিব শরীরের সম্বন্ধ; এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হলেই তাহাদিগের সম্বন্ধ উঠিয়া যায়; কিন্তু ধর্ম্মের সহিত চিরদিনের সম্বন্ধ; ধর্ম্ম আত্মার অন্ন, অর্থ শরীরের অন্ন; তখন সে বিচার করে, কোন্ অন্ন আমার বড়, ধর্ম্ম না অর্থ; শরীর রক্ষার নিমিত্ত অর্থ উপার্জ্জনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম আমার আগে, তারপর অর্থ; ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া—অনন্তকালের অন্ন সঞ্চয় না করিয়া, আমি দুদিনের অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি না; আর ধর্ম্ম-রত্ন একবার সঞ্চয় করিলে তাহার আর ধ্বংস নাই। আত্মার উদরে এ অন্ন পরি-পাক হইয়া যায় না, ইহা চিরদিন লৌহ-কবচের ন্যায় আত্মাকে রক্ষা করে, পারিজাত-কুসুমের ন্যায় অনুদিন আত্মার শোভা ও সৌরভ বিস্তার করে; এইরূপ বিবেক-বিচারণা আসিলে, তিনি কি আর অর্থকে বড় করিতে পারেন? তখন তাঁহার ধর্ম্মে, পরলোকে ও পরমেশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় হয়; ইহাই ভক্তি-শিক্ষার বা ভক্তি-সাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণই ভগবদ্ভক্তির পূর্ব্ব কারণ। অন্তরে ভগবানের প্রকাশ অনুভূত না হইলে বিশুদ্ধ ভক্তি উদিত হয় না। এই ভগবদ্ভক্তিই মানবের মুক্তির অদ্বিতীয় হেতু, অনন্তকাল নিত্য সুখের নিদান। এই ভক্তির সঞ্চার হইলেই মানুষ পরিত্রাণ পায়। ভগ-বানের প্রকাশ বা তাঁহার উপলব্ধি ভিন্ন ভক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই। ঐ উপ-

লব্ধি ভিন্ন যে ভক্তি, সে কৃত্রিম ভক্তি; তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদ না পাইয়া যে ভক্তি, সে ভক্তিতে মানুষ পরিত্রাণ পায় না। যদি বল, ঐ অন্ধ-ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, কিন্তু তা যায় না; তিনি কি কোথাও লুকাইয়া আছেন, যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। সকল হৃদয়েই তাঁহার মধুর জ্যোতিঃ নিপতিত হইতেছে; কোথাও ন্যূনাধিক্য নাই, কিন্তু তাহা গ্রহণ করে কে? ধর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারা নির্ম্মলীকৃত অন্তঃকরণই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; (ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) ঐ ধর্ম্ম যত উপার্জ্জন করা হইবে, অন্তঃকরণ ততই নির্ম্মল হইয়া আসিবে; তখন সেই স্বচ্ছহৃদয়ে পরমব্রহ্মের শান্ত-স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতিঃ প্রবেশ করিলে, সেই ভাগ্য-বান্ মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। শারদ-কৌমুদী সকল সরোবরের উপরেই পতিত হয়, কিন্তু যে সরোবর শৈবালাচ্ছাদিত, তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। হৃদয়-সরসীর শৈবাল অজ্ঞানতা, তাহা বিদূরিত না হইলে, তাহাতে ব্রহ্ম-প্রকাশ প্রতিফলিত হয় না। ঐ অজ্ঞানতা বা আবিলতা দূরীকরণের একমাত্র উপায় ধর্ম্মজ্ঞান।

জ্ঞানেন হি যদা জন্তুরজ্ঞানপ্রভবং তমঃ।
ব্যপোহতি তদা ব্রহ্মপ্রকাশতে সনাতনং॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম।)

যে কালে মানুষ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত আবিলতা বিদূরিত করে, সেই কালে সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ ধর্ম্ম-জ্ঞান। মানুষ যত ধর্ম্মার্জ্জন করিবে, ততই পাপাচরণ হইতে বিরত হইবে। পাপই হৃদয়ের আবিলতা; যখন মানুষ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিরত হয়, তখন তাহার অন্তরে আর কিছুমাত্র আবিলতা থাকে না; সেই নিরাবিল হৃদয়ে অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমদেবের পরম আনন্দময়—অমৃতময় জ্যোতিঃ উদিত হয়।

"যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বভূতেষু পাতকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম।)

যে কালে মানুষ ধর্ম্মজ্ঞানে ধীর হইয়া শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা সর্ব্বভূতে পাপাচরণ না করেন, সেই কালে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক পাপের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥"

অদত্ত বস্তুর—অর্থাৎ যাহা কেহই দান করে নাই, সেই দ্রব্য গ্রহণ, অবৈধা হিংসা ও পরদারাভিগমন, এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ।

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥"

পারুষ্য—অর্থাৎ পরুষতা—যে কথা বলিলে অপরের ক্রোধ, সন্তাপ অথবা ভয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কথা বলা। মহর্ষি দেবল পরুষের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"যচ্চান্যৎ ক্রোধ-সন্তাপ-ত্রাস-সংজননং বচঃ।
পরুষং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং যচ্চান্যচ্চ তথাবিধং॥"

অনৃত—অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলা, পৈশুন্য—অর্থাৎ কোন লোকের ধন-মানাদি হানির নিমিত্ত রাজা, প্রভু বা মিত্রাদি সকাশে তাহার দোষ কথন, এবং অসংবদ্ধ প্রলাপ, বাচনিক পাপ এই চতুর্ব্বিধ।

"পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥"

অপহরণের নিমিত্ত পর-ধনের চিন্তা, মনে মনে অপরের অনিষ্ট-চিন্তা ও মিথ্যা বস্তুতে মনোনিবেশ বা নাস্তিকতা, এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। এই দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে যে দশবিধ ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই দশবিধ ধর্ম্মোপার্জ্জন ভিন্ন কি মানুষ দশবিধ পাপ হইতে বিরত হইতে পারে? ধর্ম্মোপার্জ্জন না করিয়া, পাপ হইতে বিরত না হইয়া, অন্ধ-ভক্তিদ্বারা বা কৃত্রিম ভক্তিদ্বারা কি কখনও ভগবানকে লাভ করা যায়? ধৃতি, ক্ষমা, দম, শৌচ প্রভৃতি ধর্ম্মকে কেবল রসনাগ্রে রাখিয়া কৃত্রিম ভক্তিদ্বারা কে অন্তর্যামী ভগবানকে লাভ করিতে পারে? ভক্তি করা কর্ত্তব্য, চরমা-ভক্তির লক্ষণ সকল শিক্ষা কর, একথা বলিলে কেহ ভক্তি-সাধন করিতে পারে না। ভক্তির বড় বড় কথা মুখস্থ করিলেই কেহ ভক্তি শিখিতে পারে না; ঈদৃশ প্রণালীতে যাহা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বালক প্রহ্লাদের নৈষ্ঠিকী ভগবদ্ভক্তি কিরূপে জন্মিয়াছিল? প্রহ্লাদ জ্ঞান লাভ করে নাই, ধর্ম্মশিক্ষা করে নাই, অধর্ম্মাচারী দৈত্যকুলে তাহার জন্ম, সে কিরূপে ভগবানকে লাভ করিয়াছিল? ইহার উত্তরে পূর্ব্বজন্মবাদীরা বলেন, প্রহ্লাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুল ধর্ম্মার্জ্জন করিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম-বলে সে দৈত্য-জন্মে সচ্চিদানন্দের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে প্রহ্লাদের জন্ম অসম্ভব, প্রহ্লাদের উপাখ্যান তাঁহাদের নিকটে কপোল-কল্পিত। কেহ কেহ অজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, ভগবানের বিশেষ কৃপায় প্রহ্লাদ তাঁহাকে পাইয়াছিল; তিনি করুণা-ময়, তাঁহার করুণায় সকলই হইতে পারে। তাঁহার করুণায় সকলই হইতে পারে, ইহা

ধ্রুব সত্য, কিন্তু উহার অর্থ এই, তাঁহার করুণা সকল মানবের উপরে সমান, কাহারও প্রতি কম-বেশী নাই; সকলকেই তিনি তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে সমান অধিকারী করিয়াছেন। সেই মধুরতম ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত আমাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই ধর্ম্ম আমরা যত উপার্জ্জন করিব, ততই তাঁহার স্বারূপ্য অনুভব করিয়া আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে তাঁহার মঙ্গলময়ী বিলাস লীলার আধার মানবাত্মাকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে নিরত রাখিবার জন্য নিয়ত কার্য্য করিব, ইহাই তাঁহার অপার করুণা; নতুবা ব্যক্তিবিশেষের উপরে তাঁহার বিশেষ করুণা বলিলে, সেই নিরঞ্জন চিরচিদানন্দময় জগৎপতিকে পক্ষপাতিতা দোষে দোষী করিতে হয়। আর কোন দীন বালককে করুণা না করিয়া কেবল প্রহ্লাদকে করুণা করিলেন, ইহাও কি কখন হয়? সুতরাং তদ্রূপ কথা অশ্রদ্ধেয়। সত্য, শৌচ, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মই আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। পাপাচরণ করিয়া সমস্ত দিন ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ হয় না; প্রকৃত ভক্তের অভিনয় করিলে, তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ ও পাপ হইতে বিরতিই ভক্তিসাধনের উপায়। ভগবানের প্রিয় পবিত্র ধর্ম্মাচরণদ্বারাই দিন দিন ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, দিন দিন নির্ম্মলান্তঃকরণে আনন্দময়ের বিমলানন্দ অনুভব করিয়া ভক্তিমান্ ভক্তবৎসলের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন; পরিশেষে যখন পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সর্ব্বাপেক্ষা চিরস্থায়ী সম্বন্ধ অনুভব করেন, তখনই তাঁহার অপার-করুণা জানিতে পারেন। তখনই ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় রূপে প্রতীত হন, তখনই ভক্ত বলেন—

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥"

তুমি মনোহরা! তুমি মনোহরতরা!! তুমি নিখিল সুন্দর অপেক্ষা অতি সুন্দরী; তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তুমিই পরমেশ্বরী।

"ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব; ভগবদুদ্দেশে এই কথা যখন সাধকের অন্তর হইতে উত্থিত হয়, তখনই তিনি কৃতার্থ হন; তখনই তিনি যথার্থ ভক্ত হইয়া ভগবানের পরম কৃপা উপভোগ করেন; নতুবা কেবল মুখে ঐ কথা বলিলেই ভক্ত হওয়া যায় না।

হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! হে শরণাগত পরিত্রাণ পরায়ণ! আমরা যেন তোমার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তিমান্ হই, এবং তাঁহাদিগের আশী-

র্ব্বাদে তোমার কৃপা-কণা লাভ করিয়া তোমার মাধুরী অনুভব করিতে পারি, এবং তোমাতে সমগ্র চিত্ত সমর্পণ করিয়া যেন বলিতে পারি, হে পরম সুন্দর! পরমানন্দের মহাসাগর! পরম নির্ব্বাণ-দাতা! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥

শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন।

নীতিসারঃ।*

হিংসাস্তেয়ান্যথাকামপৈশুন্যং পরুষানৃতম্। সংভিন্নাপব্যাপাদমমিথ্যাদৃগ্‌বিপর্য্যয়ম্।
পাপকর্ম্মেতি দশধা কায়বাঙ্‌মানসৈস্ত্যজেৎ॥ ১॥
ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যানোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র বৈ নাস্তি সংশয়ঃ॥ ২॥
মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ। তৎ প্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥ ৩॥
অবৃত্তি-ব্যাধি-শোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ। আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীট-পিপীলিকম্॥ ৪॥

হিংসা, চৌর্য্য, অবৈধরতি, খলতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা, বিভিন্ন আলাপদ্বারা মনোভঙ্গ, অদম-অর্থাৎ অবিনয়, নাস্তিকতা, বিপর্য্যয়—অর্থাৎ অবৈধ আচরণ, কায়, বাক্য ও মনদ্বারা এই দশবিধ পাপ হইয়া থাকে, উহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥ ১॥

যত্ন সহকারে ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া মনুষ্য নিজ শক্তিদ্বারা যদি তাহা লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি সেই কার্য্যের পুণ্য-ফল এই লোকেই লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ২॥

মনে পাপ চিন্তা করিলে কর্ম্মদ্বারা তাহা কখনও ইচ্ছা করিবে না, এইরূপে পাপকর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্মের সেই ফল পায়, ইহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি কহিয়াছেন॥ ৩॥

শক্তি অনুসারে বৃত্তি-রহিত ব্যক্তিকে এবং ব্যাধিগ্রস্ত ও শোকার্ত্তকে সাহায্য করিবে। কীট ও পিপীলিকাকেও সর্ব্বদা আত্মবৎ দর্শন করিবে॥ ৪॥

---

* মানভূমান্তর্গত ঝালদা-ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র সিংহ, আমাকে রাজাদিগের কর্ত্তব্যতাচরণ হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। গত ভাদ্র মাসে বৃন্দাবন বাস কালীন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্যদাস প্রমুখ কয়েকটী বৈষ্ণবমহাত্মা মনুষ্যের নীতি বিষয়ক উপদেশ জ্ঞাত হইবার জন্য আমাকে আদেশ করেন। তাঁহাদের আদেশ পালনার্থে আমি প্রথমতঃ শুক্রনীতি হইতে সাধারণের জ্ঞাতব্য উপদেশ প্রকাশ করিতেছি। পরে কামন্দকী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব।

উপকার-প্রধানঃ স্যাদপকারপরেঽপ্যরৌ। সম্পদ্বিপৎ স্বেকমনা হেতাবীর্য্যেৎ ফলে ন তু॥ ৫॥
কালে হিতং মিতং ব্রূয়াদবিসংবাদি পেশলম্। পূর্ব্বাভিভাষী-সুমুখঃ সুশীলঃ করুণামৃদুঃ॥ ৬॥
নৈকঃ সুখীন সর্ব্বত্র বিশ্রব্ধো ন চ শঙ্কিতঃ॥ ৭॥
ন কঞ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্। প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিস্নেহতাং প্রভোঃ॥ ৮॥
জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥ ৯॥
ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতিলালয়েৎ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ১০॥
এণো গজঃ পতঙ্গশ্চ ভৃঙ্গো মীনস্তু পঞ্চমঃ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধ-রসৈরেতে হতাঃ খলু॥ ১১॥
এষু স্পর্শো বরস্ত্রীণাং স্বান্তহারী মুনেরপি। অতোঽপ্রমত্তঃ সেবেত বিষয়াংস্তু যথোচিতান্॥ ১২॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাত্যন্তৈকান্তিকং বসেৎ। যথা সম্বন্ধমাহূয়াদাভাষ্যাস্য বৈ স্ত্রিয়ম্॥
স্ত্রীয়াং তু পরকীয়াং চ সুভগে ভগিনীতি চ॥ ১৩॥
সহবাসোঽন্যপুরুষৈঃ প্রকাশমপি ভাষণম্। স্বাতন্ত্র্যং ন ক্ষণমপি হ্যবাসোঽন্য গৃহে তথা॥ ১৪॥
ভর্ত্রা পিত্রাঽথবা রাজ্ঞা পুত্র-শ্বশুর-বান্ধবৈঃ। স্ত্রীণাং নৈব তু দেয়ঃ স্যাদ্ গৃহকৃত্যের্বিনাক্ষণঃ॥ ১৫॥

অপকারী শত্রুরও উপকার করিবে ও তাহার সম্পৎ ও বিপৎকালেও অবিচলিত-চিত্ত হইবে। কোন কারণ দেখিলে বিদ্বেষ করিবে; কিন্তু যাহাতে ফল-হানি হয়, এরূপ বিদ্বেষ করিবে না॥ ৫॥

পূর্ব্ব-আলাপকারী ব্যক্তি সহাস্যবদন, সুশীল এবং দয়াশীল হইয়া সময়ে মিত, সুসঙ্গত ও মধুর বাক্য কহিবে॥ ৬॥

একাকী সুখাসক্ত হইবে না, সর্ব্বজনকে বিশ্বাস করিবে না ও শঙ্কান্বিত হইবে না॥ ৭॥

কাহাকেও নিজের শত্রু বিবেচনা করিবে না ও আপনাকে কাহারও শত্রু বিবেচনা করিবে না; প্রভুর নিকট অপমান ও স্নেহশূন্যতা প্রকাশ করিবে না॥ ৮॥

পুর-রঞ্জক ব্যক্তি মনুষ্যের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া, যে ব্যক্তি যে প্রকারে সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে সেইরূপে সন্তুষ্ট করিবে॥ ৯॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে পীড়া দিবে না, কিম্বা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিবে না; কারণ ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রবল হইলে, মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে॥ ১০॥

হরিণ, গজ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মৎস্য,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রস দ্বারা এই পঞ্চ নিশ্চয়ই হত হইয়া থাকে॥ ১১॥

এই সকল শব্দাদির মধ্যে উত্তমা স্ত্রীর স্পর্শ মুনিরও মনোহারী, তজ্জন্য সাবধান হইয়া যথোচিত বিষয় সেবা করিবে॥ ১২॥

মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার নিকট নির্জ্জনে বসিবে না। স্বসম্পর্কীয় ও অন্য স্ত্রীকে সম্বন্ধানুসারে "সুভগে" "ভগিনি" ইত্যাদি বলিয়া মিষ্ট বাক্যে সম্বোধন করিবে॥ ১৩॥

অন্য পুরুষের সহিত সহবাস, প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা, ক্ষণকাল জন্যও স্বাধীনতা ও পরগৃহে বাস, এই সকল স্ত্রীলোকের দূষনীয়॥ ১৪॥

চণ্ডং ষণ্ডং দণ্ডশীলমকীর্ণং সুপ্রবাসিনম্। সুদরিদ্রং রোগিণং চ হ্যন্যস্ত্রীনিরতং সদা ॥ ১৬ ॥
পতিং দৃষ্ট্বা বিরক্তা স্যান্নারী বান্যং সমাশ্রয়েৎ। ত্যক্ত্বৈতান্ দুষ্টভাবান্ যত্নাদতো রক্ষ্যাঃ স্ত্রিয়ো নরৈঃ ॥ ১৭ ॥
বস্ত্রান্ন-ভূষণ-প্রেম-মৃদুবাগ্‌ভিশ্চ শক্তিতঃ। স্বাত্যন্তসন্নিকর্ষেণ স্ত্রিয়ং পুত্রঞ্চ রক্ষয়েৎ ॥ ১৮ ॥
চৈত্য-পূজ্য-ধ্বজাশস্তচ্ছায়া-ভস্ম-তুষাশুচীন্। নাক্রামেচ্ছর্করা-লোষ্টবলিস্নানভুবোঽপি চ ॥ ১৯ ॥
নদীং তরেন্ন বাহভ্যাং নাগ্নিং ছন্নমভিব্রজেৎ। সন্দিগ্ধনাবং বৃক্ষঞ্চ নারোহেৎ দুষ্টযানকম্ ॥ ২০ ॥
নাসিকাং ন বিকৃষ্ণীয়ান্নাকস্মাদ্ বিলিখেদ্ ভুবম্। ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ ॥ ২১ ॥
নাঙ্গৈশ্চেষ্টেতবিগুণং নাসীতোৎকটুকশ্চিরম্। দেহবাক্‌চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্‌শ্রমাদ্‌বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ২২ ॥
নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্নক্তং সেবেত ন দ্রুমম্। তথা চত্বরচৈত্যং ন চতুষ্পথসুরালয়ান্ ॥ ২৩ ॥
শূন্যাটবী-শূন্যগৃহ-শ্মশানানি দিবাপি ন। সর্ব্বন্নেক্ষেত চাদিত্যং ন ভারং শিরসা বহেৎ ॥ ২৪ ॥
নেক্ষেত সততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যা প্রিয়াণি চ ॥ ২৫ ॥
সন্ধ্যাস্বভ্যবহার-স্ত্রী-স্বপ্নাধ্যয়ন-চিন্তনম্। মদ্য-বিক্রয়-সন্ধান-দানাদানানি নাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

স্বামি, পিতা, রাজা, পুত্র, শ্বশুর ও বন্ধু বান্ধব, ইহাঁরা গৃহ-কার্য্য ব্যতিরেকে স্ত্রীগণকে অল্প সময়ও দিবেন না ॥ ১৫ ॥

স্ত্রী, পতিকে উগ্র, ক্লীব, দণ্ডশীল, অননুরক্ত, দীর্ঘপ্রবাসী, দরিদ্র, রোগী ও অন্যস্ত্রীরত দেখিয়া বিরক্ত হয়, অথবা অন্যকে আশ্রয় করে, তজ্জন্য এই সমুদায় দোষ ত্যাগ করিয়া পুরুষ স্ত্রীকে রক্ষা করিবে ॥ ১৫ ॥

অন্ন, বস্ত্র, ভূষণ, প্রেম, মৃদুবাক্যদ্বারা নিজের অত্যন্ত নিকটে রাখিয়া স্ত্রী ও পুত্রকে যথাশক্তি রক্ষা করিবে ॥ ১৮ ॥

চৈত্য বৃক্ষ, পূজনীয় ব্যক্তি, ধ্বজা, অশস্ত বস্তুর (অপ্রশস্ত বস্তুর) ছায়া, ভস্ম, তুষ, অশুচি, শর্করা, (বালি) লোষ্ট্র, পূজা-দ্রব্য ও স্নান-ভূমিকে অতিক্রম করিবে না ॥ ১৯ ॥

হস্তদ্বারা (সন্তরণে) নদী উত্তীর্ণ হইবে না, আচ্ছাদিতাগ্নির অভিমুখে যাইবে না, সন্দেহযুক্ত নৌকা কিম্বা বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। (অর্থাৎ ভারবহনে শক্ত কি না, চিন্তা না করিয়া আরোহণ করিবে না) ও দুষ্ট অশ্বাদি বাহনে আরোহণ করিবে না ॥ ২০ ॥

নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না, বিনা কারণে ভূমিতে লিখিবে না, ও দুই হস্তে আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না ॥ ২১ ॥

অঙ্গদ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা করিবে না, বহুকাল উৎকটাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে না। ক্লান্ত হইবার পূর্ব্বে শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ যতক্ষণ ক্লান্ত না হইবে, ততক্ষণ শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়াকরিবে ॥ ২২ ॥

বহুকাল জানু ঊর্দ্ধ করিয়া থাকিবে না, রাত্রে বৃক্ষতলে থাকিবে না, প্রাঙ্গনস্থিত বৃক্ষ ও চতুষ্পথস্থিত দেবালয় আশ্রয় করিবে না ॥ ২৩ ॥

দিবাভাগেও শূন্য বন, শূন্য গৃহ, শ্মশান ও সম্যক্‌প্রকারে সূর্য্য দর্শন করিবে না, ও মস্তকে ভার বহন করিবে না ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বদা সূক্ষ্ম পদার্থ, দীপ্তিমান্ পদার্থ ও অপবিত্র পদার্থ দৃষ্টি করিবে না ॥ ২৫ ॥

আচার্য্যঃ সর্ব্বচেষ্টাসু লোক এব হি ধীমতঃ। অনুকুর্য্যাৎ তমেবাতো লৌকিকার্থে পরীক্ষকঃ ॥ ২৭ ॥
রাজ-দেশ-কুল-জ্ঞাতি-সদ্ধর্ম্মান্ নৈব দূষয়েৎ। শক্তোঽপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ২৮ ॥
অযুক্তং যৎ কৃতং চোক্তং ন বলাদ্ধেতুলোদ্ধরেৎ ॥ ২৯ ॥
দুর্গুণস্য চ বক্তারঃ প্রত্যক্ষং বিরলা জনাঃ। লোকতঃ শাস্ত্রতো জ্ঞাত্বা হতস্ত্যজ্যাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ।
অনয়ং নয়সঙ্কাশং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ৩০ ॥
অয়ং সহস্রাপরাধী কিমেকেন ভবেন্নম। মত্বা নাঘং স্মরেদীষদ্বিন্দুনা পূর্য্যতে ঘটঃ ॥ ৩১ ॥
নক্তং দিনানি মে যান্তি কথম্ভূতস্য সম্প্রতি। দুঃখভাঙ্ন ভবেদেবং নিত্যং সন্নিহিত স্মৃতিঃ ॥ ৩২ ॥
সমাসব্যূহ হেত্বাদি কৃতেচ্ছার্থং বিহায় চ। স্তুত্যর্থবাদান্ সন্ত্যাজ্য সারং সংগৃহ্য যত্নতঃ ॥ ৩৩ ॥
ধর্ম্মতত্ত্বং হি গহনমতঃ সৎ সেবিতং নরঃ। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥
নোপেক্ষেত স্ত্রিয়ং বালং রোগং দাসং পশুং ধনম্। বিদ্যাভ্যাসং ক্ষণমপি সৎসেবাং বুদ্ধিমান্ নরঃ ॥ ৩৫ ॥
বিরুদ্ধো যত্র নৃপতির্ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো ভিষক্। আচারশ্চ তথা দেশো ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥ ৩৬ ॥

সন্ধ্যাকালে অভ্যবহার (আহার) স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যয়ন, বিষয়-চিন্তা, সুরাপান, বিক্রয়, সন্ধান, দান, আদান ও গ্রহণ করিবে না ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সকল কার্য্যে সমাজীয় ব্যক্তিই গুরু, তজ্জন্য বিবেচক ব্যক্তি সামাজিক বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিকেই অনুসরণ করিবে ॥ ২৭ ॥

রাজধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জ্ঞাতিধর্ম্ম ও সাধুর ধর্ম্মকে দোষ দিবে না। সমর্থ হইলে, মনেও লৌকিকাচারকে লঙ্ঘন করিবে না ॥ ২৮ ॥

যাহা অযুক্তরূপে কৃত ও উক্ত হয়, বল ও হেতুদ্বারা তাহার অপলাপ করিবে না ॥ ২৯ ॥

সমক্ষে দুর্গুণের বক্তা বিরল, তজ্জন্য লোক-ব্যবহার ও শাস্ত্র-ব্যবহার জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ত্যাগযোগ্য বিষয়কে ত্যাগ করিবে; দুর্নীতিকে নীতি তুল্য মনেও চিন্তা করিবে না ॥ ৩০ ॥

এই ব্যক্তি সহস্রাপরাধী, আমার এক অপরাধে কি হইবে? ইহা মনে করিয়া অল্প পাপও করিবে না, কারণ বিন্দু বিন্দু বারি পতনে ঘট পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

এক্ষণ কিরূপ কার্য্য আচরণ করিয়া আমার দিবারাত্রি গত হইতেছে, এইরূপ আলোচনা করিলে, মনুষ্য দুঃখভাগী হয় না ॥ ৩২ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রমাণ দ্বারা, তর্ক দ্বারা ও হেতুদ্বারা কৃত ইচ্ছার্থকে ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি আদি প্রমাণদ্বারা নিজের অভিমত-পুষ্টি-করণেচ্ছা ত্যাগ করিয়া ও স্তুতিবাদ ত্যাগ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া, সাধু সেবিত কর্ম্ম আচরণ করিবে; কারণ ধর্ম্মতত্ত্ব গহন ॥ ৩৩—৩৪ ॥

স্ত্রীলোক, বালক, রোগ, দাস, পশু, ধন, বিদ্যাভ্যাস ও সৎসেবাকে ক্ষণকালের জন্যও জ্ঞানী লোক উপেক্ষা করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

যে দেশে রাজা, ধনী, শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) বৈদ্য, আচার ও দেশ বিরুদ্ধ, সে স্থানে এক দিবসও বাস করিবে না ॥ ৩৬ ॥

অবিবেকী যত্র রাজা সভ্যা যত্র তু পাক্ষিকাঃ। সন্মার্গোজ্ঝিতবিদ্বাংসঃ সাক্ষিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥ ৩৭ ॥
দুরাত্মানাঞ্চ প্রাবল্যং স্ত্রীণাং নীচজনস্য চ। তত্র নেচ্ছেদ্ধনং যানং বসতিঞ্চাপি জীবিতম্ ॥ ৩৮ ॥
মাতা ন পালয়েদ্ বাল্যে পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ। রাজা যদি হরেদ্বিত্তং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৩৯ ॥
সুসেবিতাঃ প্রকুপ্যন্তি মিত্র-স্বজন-পার্থিবাঃ। গৃহমগ্ন্যশনিহতং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪০ ॥
আপ্তবাক্যমনাদৃত্য দর্পেণাচরিতং যদি। ফলিতং বিপরীতং তৎ কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪১ ॥
সাবধানমনানিত্যং রাজানং দেবতাং গুরুং। অগ্নিং তপস্বিনং ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৃদ্ধং সুসেবয়েৎ ॥ ৪২ ॥
মাতৃ-পিতৃ-গুরু-স্বামি-ভ্রাতৃঃপুত্র-সখিষ্বপি। ন বিরুধ্যেন্নাপকুর্য্যান্মনসাপি ক্ষণং ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥
স্বজনৈর্নবিরুদ্ধ্যেত ন স্পর্দ্ধেত বলীয়সা। ন কুর্য্যাৎ স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ-মূর্খেষু চ বিবাদনম্ ॥ ৪৪ ॥
ঐকঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত একশ্চার্থান্নচিন্তয়েৎ। একোন গচ্ছেদধ্বানং নৈকঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ ॥ ৪৫ ॥
নান্যধর্ম্মং হি সেবেত ন দ্রুহ্যাদ্ বৈ কদাচন। হীনকর্ম্ম-গুণৈঃ স্ত্রীভির্নাসীতৈকাসনে ক্বচিৎ ॥ ৪৬ ॥
ষড়্দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা। নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয়ং-ক্রোধ-আলস্যং-দীর্ঘসূত্রতা।
প্রভবন্তি বিঘাতায় কার্য্যস্যৈতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

যে স্থানে রাজা মূর্খ, সভ্যগণ পক্ষপাতী, জ্ঞানীলোক সদাচারভ্রষ্ট, সাক্ষীগণ মিথ্যাবাদী, দুষ্টজনের, স্ত্রীলোকের ও নীচজনের প্রাবল্য, সে স্থানে ধন, মান, বাস ও জীবন ইচ্ছা করিবে না ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যদি মাতা বাল্যকালে না পালন করেন, পিতা সৎশিক্ষা না দেন, রাজা যদি ধন হরণ করেন, তাহা হইলে বৃথা দুঃখ কেন ? ॥ ৩৯ ॥

যে স্থানে মিত্র, স্বজন, রাজা উত্তমরূপে সেবিত হইলেও কোপ প্রকাশ করেন, গৃহ অগ্নি ও বজ্র দ্বারা দগ্ধ হয়, সে স্থানে দুঃখ কেন ? ॥ ৪০ ॥

যদি আত্মীয়লোকের বাক্য অনাদর করিয়া, গর্ব্বে তাঁহাদের বাক্য না শুনিয়া বিপরীত ফল হয় ; সে স্থানে দুঃখ কেন ? ॥ ৪১ ॥

সাবধান হইয়া প্রতিদিন রাজা, দেবতা, গুরু, অগ্নি, তপস্বী, ধর্ম্ম ও জ্ঞানে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে (কেবল বয়সে বৃদ্ধ নহে) সেবা করিবে ॥ ৪২ ॥

মাতা, পিতা, গুরু, স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র ও সখাতে কখনও ক্ষণকালের জন্য বিরুদ্ধাচরণ করিবে না ও তাঁহাদের অপকার করিবে না ॥ ৪৩ ॥

বন্ধুর সহিত বিরোধ করিবে না, বলবান্ ব্যক্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না, এবং স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও মূর্খের সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ৪৪ ॥

একা সুস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, একা কার্য্য চিন্তা করিবে না, একা পথে হাঁটিবে না, নিদ্রিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে একা জাগিবে না ॥ ৪৬ ॥

অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে না, কাহারও সহিত দ্রোহ আচরণ করিবে না, কোন স্থানে দুর্জ্জন ব্যক্তির ও স্ত্রীর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না ॥ ৪৬ ॥

ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তির এই সংসারে নিদ্রা, তন্দ্রা (অনুৎসাহ) ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘ

উপায়জ্ঞশ্চ যোগজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ প্রতিভানবান্। স্বধর্ম্মনিরতে নিত্যং পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখঃ।
বক্তোঽবাংশ্চিত্রকথঃ স্যাদকুণ্ঠিতবাক্ সদা ॥ ৪৮ ॥
চিরং সংশৃণুয়ান্নিত্যং জানীয়াৎ ক্ষিপ্রমেব চ। বিজ্ঞায় প্রভজেদর্থান্ ন কামং প্রভজেৎ ক্বচিৎ ॥ ৪৯ ॥
ক্রয়বিক্রয়াতিলিপ্সাং স্বদৈন্যং দর্শয়েন্ন হি। কার্য্যং বিনান্যগেহেন ন জ্ঞাতঃ প্রবিশেদপি ॥ ৫০ ॥

সূত্রতা, এই ষড়্বিধ দোষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কারণ এই সকল দোষই কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বদা উপায়জ্ঞ, যোগজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, প্রতিভান্বিত, নিত্য স্বধর্ম্মনিরত, পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ, বাক্পটু, উহবান্ (তর্কনিপুণ), সর্ব্বদা মধুরভাষী ও অকুণ্ঠবাক্ হইবে ॥ ৪৮ ॥

অভিনিবেশপূর্ব্বক বহুক্ষণ সর্ব্বদা অর্থের বিষয় শ্রবণ করিবে, শীঘ্র জানিবে, জানিয়া বিশেষরূপে সেবা করিবে, কিন্তু কখনও কামবশ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

ক্রয় ও বিক্রয়ে অত্যন্ত লিপ্সা রাখিবে না, নিজের দৈন্য প্রদর্শন করিবে না, কার্য্য ব্যতিরেকে কিম্বা অজ্ঞাতরূপে অন্যের গৃহে প্রবেশ করিবে না ॥ ৫০ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৬

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥

অন্বয়ঃ। যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে, যত্র বায়ু অধিরুধ্যতে, যত্র সোমঃ অতিরিচ্যতে, তত্র মনঃ সঞ্জায়তে।

বিষমপদব্যাখ্যা। অভিমথ্যতে—অরণিদ্বয়-সংঘর্ষণেন সমুৎপদ্যতে যদ্বা ভরণ-মথনতৎসাধনাদৌ, উৎপাদয়িতুম্ সম্পীড্যতে, অরণিদ্বয়ঘর্ষণদ্বারা সমুৎপাদিত হয়, অথবা—ভরণ-মথন প্রভৃতি কার্য্যসাধনোদ্দেশে ঘর্ষিত হয়। অধিরুধ্যতে—অগ্নি-সন্ধুক্ষণার্থং কুণ্ডে আবদ্ধো ভবতি, এবঞ্চ প্রাণায়ামাদীনামনুষ্ঠানাৎ দেহাভ্যন্তরে সংরোধিতো ভবতি ; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে আবদ্ধ হয়, অথবা—প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান বশতঃ দেহমধ্যে সংরুদ্ধ হয়। সোমঃ অতিরিচ্যতে—সোমঃ [চন্দ্রঃ] অতিরিচ্যতে—

[নিরতিশয়মনুকূলো ভূত্বা—কর্ম্মণঃ পরিপূর্ণত্বং বিদধাতি,] যদ্বা সোমঃ—[সোমরসঃ] অতিরিচ্যতে—[অধিকো ভবতি, যত্র যজ্ঞাঙ্গীভূতস্য সোমরসস্য বাহুল্যমস্তি, ইতি ভাবঃ ;] যেখানে সোম—অর্থাৎ চন্দ্রদেব স্বয়ংই সাধকের অনুকূল হইয়া সাধ্য কর্ম্মের পূর্ণতাবিধান করেন অথবা যেখানে যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ সোমরসের অভাব নাই। তত্র—তস্মিন্ ক্রতৌ, সেই সমস্ত যজ্ঞাদিতে। মনঃ—প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তি। সঞ্জায়তে—সম্যক্‌প্রকারেণ আসক্তো ভবতি, সম্যক্‌প্রকারে জন্মিয়া থাকে।

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বশ্লোকসমূহে সূর্য্যাত্মক তেজোময় ব্রহ্মের প্রার্থনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা পুনরায় প্রার্থনা করিয়া কামনা-পরবশচিত্তে ভোগের নিমিত্ত যোগে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা সেই সেই ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন, সুতরাং সে স্থলে অরণিদ্বয় ঘর্ষণে অনল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে যজ্ঞে অনল কর্ত্তৃক মথন-ভরণাদি ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে, যে যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য যজ্ঞকুণ্ডে ও রেচকাদি ক্রিয়া দ্বারা দেহ মধ্যে বায়ু সংরুদ্ধ করা হয়, যে যজ্ঞে চন্দ্র স্বয়ং যজ্ঞের পূর্ণত্ব বিধান করেন, অথবা যে যজ্ঞে সোমরসের অভাব নাই, তাদৃশ সর্ব্বোপকরণ সম্বলিত অগ্নিষ্টোমাদি বেদবিহিত স্বর্গ-সাধক যজ্ঞাদি কর্ম্মে, জ্ঞানযোগের অনধিকারী ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তৎপর ক্রমশঃ কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ জ্ঞান-তরণীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধক দুস্তর কর্ম্ম-সাগর উত্তরণ-পূর্ব্বক বিমল অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। জ্ঞানযোগ-বিমূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানই জ্ঞান-সন্দর্শনের প্রশস্ততম উপায়।

এই শ্লোকের অপরবিধ ব্যাখ্যা যথা—"অগ্নিঃ" পরমাত্মা (অবিদ্যা তৎকার্য্যস্য দাহকত্বাৎ পরমাত্মনঃ অগ্নিত্বং উপলক্ষিতং উক্তঞ্চ গীতায়াং—অহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, ইতি) "যত্র" যস্মিন্ পুরুষে "অভিমথ্যতে" ধ্যান-নির্ম্মথনাদিভিঃ সংদৃশ্যতে (উক্তঞ্চ প্রাক্—স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং ধ্যাননির্ম্মাথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ, ইতি।) "বায়ুঃ অধিরুধ্যতে"—প্রাণায়ামাদিভিঃ দেহমধ্যে অব্যক্তং শব্দং করোতি। "সোমঃ অতিরিচ্যতে"—অনেক জন্ম সেবয়া অতিরিক্তো ভবতি, "তত্র" তস্মিন্ যজ্ঞ-দান-তপ, প্রাণায়াম-সমাধি-বিশুদ্ধান্তঃকরণে সঞ্জাতে সতি তত্র চেতসি পূর্ণানন্দাদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারং সমুৎপদ্যতে। প্রাণায়ামবশাদেব চিত্তশুদ্ধিঃ ভবতি ; চিত্তে পরিশুদ্ধিং গতে তত্র ব্রহ্মাভিব্যক্তির্জায়তে, উক্তঞ্চ প্রাণায়াম-বিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম্। তস্মান্নাতঃপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ।

৭

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণুসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥

অন্বয়ঃ। (সাধকঃ) সবিত্রা প্রসবেন পূর্ব্ব্যম্ ব্রহ্ম জুষেত। তত্র যোনিং কৃণুসে। (এবং কুর্ব্বতঃ) তে পূর্ব্বং ন হি অক্ষিপৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। সবিত্রা—সবিতুঃ (অত্র কর্ত্তরি ন ষষ্ঠী, কারকবিধেঃ ক্বচিদনিত্যত্বাৎ) সূর্য্যের। প্রসবেন—প্রসাদে। পূর্ব্ব্যম্—পূর্ব্বতনং—পূর্ব্বতন—অর্থাৎ সনাতন। ব্রহ্ম—ব্রহ্ম—জুষেত—সেবেত—সেবা কর। তত্র—ব্রহ্মণি সেই ব্রহ্মে। যোনিং—আশ্রয়ং সমাধিলক্ষণমিতি যাবৎ, সমাধিরূপ আশ্রয়। কৃণুসে—কুরুষ্ব—কর। (এইরূপ করিলে পরে) তে—তব, তোমার। পূর্ব্বম্—পূর্ব্বাচরিতং কর্ম্ম—পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম। নহি অক্ষিপৎ—ন কদাপি তব চিত্ত-বিক্ষেপং করিষ্যতি—তোমার চিত্ত বিক্ষেপ করিবে না।

বঙ্গার্থ। হে সাধক! পূর্ব্বানুশাসনসমূহে যে সূর্য্যাত্মক ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে সূর্য্যদেবের প্রসাদে সনাতন ব্রহ্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তদীয় অভিধ্যানাদিতে মনঃসংযোগ কর। এতাদৃশ আচরণে তোমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ তোমার চিত্তে অশান্তির উদ্রেক করিতে পারিবে না। উক্তবিধ ক্রিয়াদ্বারা স্মৃতি-বর্ণিত বা শ্রুতি-বিহিত ক্রিয়ায় বন্ধন হইবে না। সূর্য্যাত্মক তেজোময় ব্রহ্ম চিন্তনে তোমার জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তোমার যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড বিদগ্ধ করিবে।

৮

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥

অন্বয়ঃ। বিদ্বান্ ত্রিরুন্নতং শরীরং সমং স্থাপ্য, ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্য ব্রহ্মোড়ুপেন সর্ব্বাণি ভয়াবহানি স্রোতাংসি প্রতরেত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ত্রিরুন্নতং—ত্রীণি—[উরো গ্রীব শিরাংসি] উন্নতানি দেহস্য সরলভাবেন সংস্থাপনাৎ সম্যগুন্নতাসি যস্মিন্ তং, সরলভাবে সংস্থাপন নিবন্ধন উরস্, গ্রীব এবং শির উন্নত যাহার। ব্রহ্মোড়ুপেন—ব্রহ্মাঃ [ব্রহ্মপ্রাপ্তেরিতিজ্ঞেয়ং] ব্রহ্মার। উড়ুপেন—উপায়ভূতেন প্রণবরূপেণ ভেলকেন—ব্রহ্মপ্রাপ্তির মুখ্যহেতু প্রণবরূপ ভেলক দ্বারা।

বঙ্গার্থ। বিদ্বানগণ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মবৃন্দ উরঃস্থল, গ্রীবা, এবং মস্তক, এই উন্নত স্থানত্রয় সমভাবে স্থাপিত করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিচয় হৃদয় মধ্যে সম্যক্‌প্রকারে নিবেশিত করিয়া, ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে এই ভয়াবহ সংসার-সরিৎ উত্তীর্ণ হয়েন।

৯

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥

অন্বয়ঃ। ইহ (সাধকঃ) প্রাণান্ প্রপীড্য সংযুক্ত চেষ্টঃ (সন্) প্রাণে ক্ষীণে সতি নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত। বিদ্বান্ অপ্রমত্তঃ (সন্) দুষ্টাশ্বযুক্তম্ বাহম্ ইব এনং (এনৎ) মনঃ ধারয়েত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ইহ—অত্র বিষয়ে, এই বিষয়ে। প্রাণান্—প্রাণবায়ূন্—প্রাণবায়ু। প্রপীড্য—সংযম্য, সংযত করিয়া। সংযুক্তচেষ্টঃ—সংযুক্তা [সংযতা] চেষ্টা [অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্পন্দনাদি-ক্রিয়া যস্য, সঃ] সমস্ত কায়িক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া। প্রাণে—প্রাণবায়ৌ বা মনসি প্রাণবায়ু বা মন। ক্ষীণে—শক্তিহীনতয়া তনুত্বং গতে সতি, শক্তিহীনতা নিবন্ধন তনুত্বপ্রাপ্ত হইলে পর। নাসিকয়া—নাসাপুটাভ্যাং—নাসাপুটদ্বারা। উচ্ছ্বসীত—শ্বাস-প্রশ্বাসং কুর্য্যাৎ—শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। অপ্রমত্তঃ—প্রণিহিতাত্মা সন্, প্রণিহিত-চিত্ত হইয়া। দুষ্টাশ্বযুক্তম্—উচ্ছৃঙ্খল অশ্বযুক্ত। বাহম্ ইব, রথের ন্যায়। এনং (এনৎ) এই চঞ্চল মনকে। ধারয়েত—ধারণ করিবে।

বঙ্গার্থ। অতঃপর মনঃ স্থিরতার প্রধান উপায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট নিদান প্রাণায়াম-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

সাধক এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াকালে প্রাণবায়ু সংরুদ্ধ করতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিস্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল সংযত করিয়া, অর্থাৎ যাবতীয় কায়িক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া, মন শক্তিশূন্য হইলে পর, নাসাপুটদ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিবেন। মুখদ্বারা কদাপিও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবৃত্তি বিধেয় নহে। সারথি যেমন অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল অশ্বযুক্ত রথ-রশ্মিধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিরতিশয় স্থিরচিত্ত হইয়া, যৎপরো-নাস্তি প্রণিধান সহকারে এই চঞ্চল মনকে ধারণ করিবেন। মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিলেই দুর্গম সাধন-মার্গ অতি সুগম হয়। মনই তাবৎ ব্যাপারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হেতু। যিনি মনোরাজ্যের রাজা, তাঁহার পক্ষে কৈবল্য-রত্ন তত দুষ্প্রাপ্য নহে।

১০

সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥

অন্বয়ঃ। (সাধকঃ) সমে, শুচৌ, শর্কর-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (রহিতে ; যদ্বা (করণৈঃ) মনোঽনুকূলে, ন তু চক্ষুঃ পীড়নে, গুহানিবাতাশ্রয়ণে (স্থানে) প্রযোজয়েৎ (পরমাত্মনি চিত্তমিতি শেষঃ)।

বিষমপদব্যাখ্যা। সমে—সমতল। শুচৌ—পবিত্র। শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে—শর্করা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, বহ্নি—অনল, বালুকা—প্রস্তরচূর্ণ;—এই সমুদয় রহিত। শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ—শব্দ—কলহাদি ধ্বনি, জল—সর্ব্ব প্রাণীর উপভোগ্য পদার্থ। আশ্রয়—জনপদাদি; এই সমুদয় বর্জ্জিত। অথবা প্রকৃতির প্রিয় পুতুল বিহঙ্গমাদির সুমধুর কলশব্দ, প্রস্রবণাদি কিম্বা প্রসন্নসলিলা তটিনী এবং সুস্নিগ্ধ লতা-মণ্ডপাদি আশ্রয় দ্বারা। মনোঽনুকূলে—মনসঃ অনুকূলে—চিত্তবিনোদনে ইত্যর্থঃ; মনের পরিতৃপ্তিসাধক—অর্থাৎ নৈসর্গিক শোভাসম্বলিত। ন তু চক্ষুপীড়নে—(অত্র ছান্দসো বিসর্গলোপঃ)

চক্ষুর পীড়াজনক নয়—অর্থাৎ মনোজ্ঞ দর্শন। গুহা-নিবাতাশ্রয়ণে—গুহা—কন্দরাদি নির্জ্জনস্থলী, নিবাত—বায়ু প্রবাহ-বর্জ্জিত—অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্যজনক বায়ুচ্ছ্বাসশূন্য, আশ্রয়ণে—আশ্রয়ে স্থানে, প্রযোজয়েৎ—পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিবে, অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইবে।

বঙ্গার্থ। সমতল, সুপবিত্র এবং প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি ও প্রস্তর-চূর্ণাদি বালুকা বিরহিত, প্রকৃতির প্রিয় সন্ততি বিহঙ্গমাদির কলরব, প্রসন্নতোয়া তটিনী বা স্নেহস্রাবী প্রস্রবণ এবং পর্ণবিরচিত আশ্রয় অথবা নৈসর্গিক লতাকুঞ্জ প্রভৃতিদ্বারা চিত্ত-বিনোদন, মনোজ্ঞ দর্শন এবং গিরিকন্দর বা চিত্তবিক্ষেপকর সমীরণ-সম্পাত-শূন্য স্থানে, সাধক পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিবেন; অর্থাৎ প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক সুরম্য স্থলে প্রণিহিত-চিত্ত হইয়া, সিদ্ধিকাম মনীষী অনন্যমনে ব্রহ্ম-চিন্তনে নিরত হইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ।
অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ নৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ। সৎ ছিল, ইহা ভেদার্থ হইলে, দ্বৈগুণ্য-দোষ এবং অভেদার্থ হইলে, পুনরুক্তি-দোষ হয় ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। 'সৎ' শব্দের অর্থ বিদ্যমানতা, 'ছিলেন' এই শব্দের অর্থও বিদ্যমানতা, এস্থানে যদি সৎ ও ছিলেন, এই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ কর, তাহা হইলেই দ্বিগুণ অর্থ হয়। অর্থাৎ বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া উঠে; আর যদি দুই শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ না করিয়া উভয় শব্দেরই একত্র বিদ্যমানতা অর্থ কর, তাহা হইলে পুনরুক্তি-দোষ হয়। অতএব এপক্ষেও সৎ-মাত্র ছিলেন, এই বাক্যের অর্থও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩১ ॥

কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রুতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ। কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্য্য ধারণ করে, ইত্যাদি বহুবিধ পুনরুক্তি-দোষে দূষিত প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য। উপরোক্ত সৎ আসীৎ—অর্থাৎ সৎ ছিলেন, এই বেদান্ত-বাক্য দূষিত হইতে পারে না; যেহেতু কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে ইত্যাদি প্রয়োগ লৌকিক ব্যবহারে প্রায়ই দেখা যায়। আচার্য্যগণ এইরূপে শিষ্যদিগকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ মাত্র ছিলেন বলিয়া শ্রুতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন॥ ৩২॥

কালাভাবে পুরেত্যুক্তি কাল-বাসনয়া যুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে॥ ৩৩॥

বঙ্গার্থ। কালের অভাব হেতু পূর্ব্বকাল-প্রয়োগ হইতে পারে না, তবে কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে (পর-ব্রহ্মের) দ্বিতীয়ত্ব-শঙ্কা হইতে পারে না॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-শূন্য এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন; এক্ষণে "পূর্ব্বে" এই বাক্যটীর ব্যবহার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তবে উক্ত বাক্যে "পূর্ব্বকাল" ব্যবহার কোনরূপে সম্ভব হয় না। ইহাতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বকালও ছিল না। এইক্ষণ "পূর্ব্বকাল" ব্রহ্মযোগ—অর্থাৎ "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহাহউক, উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, বেদান্ত মতে অদ্বিতীয়ত্ব বিষয়ে কালের অভাব হইলেও কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি কাল-ব্যবহারের উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী করিলে, ইহাতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কখনই হইতে পারে না॥ ৩৩॥

চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈত-ভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্॥ ৩৪॥

বঙ্গার্থ। অদ্যং—অর্থাৎ কাল সম্বন্ধে প্রশ্ন বা তাহার উত্তর দ্বৈতবাদীদিগের নিকট প্রযোজ্য; অদ্বৈতবাদীর পক্ষে প্রশ্ন বা উত্তর সম্ভবে না॥ ৩৪॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বশ্লোকে যে বেদান্ত-মতের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এই, যাহারা দ্বৈতবাদী ও কালের ব্যবহার স্বীকার করে, তাহাদিগের মতে ও সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভব হয়, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত কিছুই সম্ভব হয় না। যদি পরমেশ্বরের দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টির "পূর্ব্বে" একমাত্র সৎ-স্বরূপ-পরমেশ্বর ছিলেন; 'পূর্ব্বে' এই বাক্যের প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে, এবং পূর্ব্ব শ্লোকে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও সম্ভব হয়। আর পরম ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত, কিছুই হইতে পারে না॥ ৩৪॥

অতস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ৩৫॥

বঙ্গার্থ। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে, নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, তেজস্বরূপ বা তমোময় নহে, এবম্ভূত অবর্ণনীয় বাক্যাতীত সৎমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য। বাস্তবিক জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, এই বাক্যার্থের স্বরূপ বর্ণন করিলেই দ্বৈতমতের খণ্ডন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই চরাচর-জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদা একরূপ বিশিষ্ট একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন। তিনি তেজঃস্বরূপ বা তমোময়ও নহেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-পরিজ্ঞান সাধ্যাতীত। কেহ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে বা মনে ধারণ করিতে পারে না। তাঁহার গভীর প্রকৃতি দুরধিগম্য॥ ৩৫॥

নন্বু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণ্বত নাশতঃ।
কথন্তে বিয়তোঽসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ॥ ৩৬॥

বঙ্গার্থ। নিশ্চয়ই (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ভূম্যাদি ছিল না, যেহেতু পরমাণু বিনাশশীল, অতএব আকাশও যে ছিল না, ইহা তুমি বুদ্ধিতে কি প্রকারে ধারণা করিবে?

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যদি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বকালে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহাহইলে পৃথিব্যাদি পরমাণু পর্য্যন্ত কোন পদার্থই ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। কারণ পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থই উৎপত্তিশীল, এবং উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই বিনাশশীল; সুতরাং তৎকালে আকাশেরও অভাব ছিল, এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু, তোমার বুদ্ধিতে আকাশের অভাব কিরূপে ধারণা করিতে পার? কিন্তু যদি তুমি আকাশের অভাব স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমার অদ্বৈত মত রক্ষা হয় না; সুতরাং কোন একটী পদার্থের বর্ত্তমানতাতেও অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হয় না॥ ৩৬॥

অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশম্ কুতো নাশ্রয়তে মতিম্॥ ৩৭॥

বঙ্গার্থ। যদি তুমি জগৎ-শূন্য আকাশ বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার, তাহা হইলে সেই প্রকার আকাশ-শূন্য সৎ (ব্রহ্ম) কেন বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারিবে না?॥ ৩৭॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই মীমাংসা হইতে পারে; তোমরা যে, পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এই জগতে পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থের অভাব হইলে, যদি শূন্য মাত্র থাকে, ইহাই তোমার মতে স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্য আকাশকেই তুমি কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পার? সেই আকাশও সৃষ্ট পদার্থ এবং তাহারও নাশ আছে। অতএব যেরূপে তুমি আকাশকে

মনে ধারণ করিতে পার, আমিও সেইরূপে—আকাশের নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল সৎমাত্র নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন, ইহা আমার বুদ্ধিতে ধারণ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এক্ষণে আমার অদ্বৈত-মতই সিদ্ধান্ত-পক্ষ, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছ ॥ ৩৭ ॥

নির্জগদ্ব্যোম্ দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশ-তমসী-বিনা।
ঋদৃষ্টং কিঞ্চতে পক্ষ ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ। যদি বল, জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত আকাশ কে দেখিয়াছে? অতএব নিশ্চয়ই আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য। যদি বল, জগৎ শূন্যময় আকাশকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি; যে বস্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, তাহার আর অনুপপত্তি কোথায়? যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি তাহার অনুমানের হেতু অন্বেষণ করিয়া থাকে? যাহা হউক, এক্ষণে বল দেখি, তুমি যে আকাশ দেখিতে পাও, তাহা কিরূপ পদার্থ? তুমি আলোক বা অন্ধকার ব্যতিরেকে কোথায় বা কি প্রকারে আকাশ দেখিতে পাও? তুমি যাহাকে আকাশ বলিয়া দেখিতে পাও, এবং যাহার অভিমান করিতেছ, তাহা আলোক বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে আলোক কিম্বা অন্ধকার ব্যতিরেকে আকাশ দৃষ্ট হয় না, সেই আলোক বা অন্ধকারও জগৎ, তাহারাও—অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারও জগৎ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নহে; কারণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ রহিয়াছে; সুতরাং জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা কখনই বলিতে পার না। বস্তুতঃ তোমার মতে ইহা স্থির হইল যে, আকাশ, আলোক এবং অন্ধকারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত কোন পদার্থই হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

হিন্দু-সন্তান বেদত্রয়-অধ্যয়ন-বিরত হইয়া বৈদিক অগ্নি, বায়ু, মরুৎ, সূর্য্য, সবিতৃ, অর্য্যমা, রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ঋতু, মিত্র, অশ্বিদ্বয়, উশনা, ঊষা, পূষা, অরুণ, পূষণ, সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বদেব, ষড়্ঋতু, রতি, পিতু, দ্যু, পৃথ্বী দেবতাতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমব্রহ্ম পরম পুরুষকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং সেই সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ ত্রিগুণাত্মক পরম পুরুষের বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন।

হিন্দু-সন্তানগণ উপনিষৎ ও অথর্ব্ববেদ-পাঠে পরাঙ্মুখ হইয়া শক্তিদেবীর রূপ-কল্পনায় বিমুখ হইয়াছেন। হিন্দু-সন্তানগণ দর্শনশাস্ত্র পাঠে জলাঞ্জলি দিয়া প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব

ধারণার অনুপযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দু-সন্তানগণ পুরাণ ও তন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অশক্ত হইয়া পৌত্তলিকতার মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু-সন্তানগণ দেবহীন হইয়া ঘোর দুর্ব্বিপাকে পতিত। যদি ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইবার কামনা থাকে, তবে দীক্ষা গ্রহণ কর, গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন পাইবে; আবার মৃত হিন্দুর জাতীয় দেহে জীবন সঞ্চার হইবে।

মাঘী অমানিশাতে গিরি-শৃঙ্গে বা উন্নত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া একবার মনঃসংযম-পূর্ব্বক পার্থিব ব্যাপার ভুলিয়া যাও, আকাশে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত ও হরিদ্বর্ণ অগণ্য তারা-নিচয়ে খগোল খচিত রহিয়াছে। নক্ষত্রমালা আকাশের নীলিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছে। খগোলে শত সহস্র কহিনূর ঝাঁকে ঝাঁকে পূর্ব্ব-দিকে উদিত হইয়া আমার তম হরণ করিতে করিতে বেধ-বলয় পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমে পশ্চিমে অস্তমিত হইতেছে। নক্ষত্র-পুঞ্জের উদয় ও অস্ত-গমনের স্রোত অবিশ্রান্ত চলিতেছে। বিমানের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে ঐহিক চিন্তা দূরীভূত হইলে, চক্ষু নিমীলিত কর, এবং প্রকৃতির আদি-কারণে ক্ষণকালের জন্য আত্মসমর্পণ কর। পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-তারা-নক্ষত্রগণ সকলেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অবিরত ধাবমান, কেবল উত্তরাকাশে পীতবর্ণ একটী সামান্য তারক অটল অচল স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ তারকের নাম 'ধ্রুব'। এক্ষণে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটী তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম 'পরধ্রুব'। ঐ ধ্রুবের কিছু উত্তরে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর-মেরুদেশ, এবং ঐ পরধ্রুবের দক্ষিণে দক্ষিণ-মেরুদেশ।

মধ্যাকাশে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া পরম-ব্রহ্ম বিরাট পুরুষ বিরাজমান। ঐ পরম পুরুষের কণ্ঠে ধ্রুব-তারক, হৃদয়ে ব্রহ্ম-হৃৎ-তারক (Capella) অয়নবৃত্ত তাহার কটি-বন্ধ, এবং বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পদের গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত ছায়া-পথ উপবীতরূপে লম্বমান! অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঐ পরম পুরুষের শিরোদেশে এবং অসংখ্য তারামণ্ডল তাঁহার চক্ষুদেশে এবং বহুল তারককুল তাঁহার পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় পরম-পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎভাবে তোমার সম্মুখে বিরাজিত দেখিতেছ! ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সহস্রশীর্ষ, সর্ব্বদর্শী বলিয়া সহস্রাক্ষ, সর্ব্বতোগামী বলিয়া সহস্রপাৎ হইয়াছেন। ঐ পরমপুরুষ নিরাকার হইলেও সাকার, নির্গুণ হইলেও সত্ত্ব-রজ-তমোগুণে ভূষিত। ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক, তুমি ঐ গোলকে ঐ মহা-পুরুষের বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলে। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে 'কনকসন্নিভ' সুর-গুরু তারাপতি উদিত হইতেছেন, প্রাচীন ঋষিগণ তারাপতির মনোহর কান্তিতে পরমগুরুষের আবির্ভাব অনুভব করিতেন। ক্রমে রাত্রি-শেষে অসুর-গুরু শুক্রদেব নীলাভ-শ্বেতবর্ণে বিভূষিত হইয়া উদিত হইতেছেন; তৎপশ্চাৎ আস্তে আস্তে ঊষাদেবী অগ্রসর হইতেছেন! ক্রমে

লোহিতাঙ্গ অরুণদেব—সঙ্গে সঙ্গে সবিতৃদেব সমুদিত হইয়া জগতের তমোরিনাশ করিতে করিতে গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন। সবিতৃদেব ভৌতিক সত্ত্বায় পরমব্রহ্ম নহেন, পরমব্রহ্মের আধার বিশেষ মাত্র। যাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা সবিতৃদেবের অধিষ্ঠাতা দেবতার (বিষ্ণুর) ধ্যান করিয়া থাকেন।

সবিতৃ, অর্য্যমা, সূর্য্য, রুদ্র, আদিত্য, মিত্র, মিত্রাবরুণ, বরুণ, মরুৎ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা ঐশীশক্তির আবির্ভাব জ্ঞানে পূজিত। অগ্নি সর্ব্বভূতের উৎপাদয়িতা (৭৭ সূক্ত—ঋক্) আকাশে সূর্য্যরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে (৯৫ সূক্ত) এবং স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত পদার্থে (৭০ সূক্ত) অবস্থিত এবং অগ্নিই নক্ষত্র-নিকরে নভোমণ্ডল বিভূষিত করিয়াছেন (৬৮ সূক্ত) অগ্নি রাত্রিকালে সবিতার প্রতিনিধি এবং দেবতা বলিয়া ঋষিগণের পূজনীয়। তুমি গোলোকময় অগ্নি দেখিতেছ না? এখন বিবেচনা কর, যে বিশ্বময় পরমপুরুষ দেখিতেছ, তাঁহাতে ও অগ্নিতে প্রভেদ কি? উভয়েই এক।

ঐ বিশ্বময় পরমপুরুষ বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও বিনাশক। এজন্য তিনিই রজঃ, সত্ত্ব ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তমোময় ছিল; তখন সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্যু, পৃথ্বী, কিছুই ছিল না; কেবল ঘোর তমসায় ব্রহ্মাণ্ড আবৃত ছিল। ঐ তমঃই বৃত্র, এবং এই অবস্থাই পরমপুরুষের তামসিক ভাব। ক্রমে বিশ্ব মধ্যে গতির সঞ্চার হইয়া জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্যু, পৃথ্বী, জীবাদি সৃষ্ট হইল। জগৎ প্রকাশমান হইল। এই অবস্থার নাম রাজসিক ভাব। জল, বায়ু, শস্যাদি দ্বারা জীবগণ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সবিতা ইহার মূল কারণ। এই বিকাশের অবস্থার নাম সাত্ত্বিক-ভাব। সৃষ্ট বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আবার সৃষ্ট ও পালিত হইবে, এই তিন অবস্থা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের বিকাশ মাত্র। এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামে শাস্ত্রে অভিহিত। ত্রিগুণভেদে পরম-পুরুষের এই রূপত্রয় কল্পিত। শিবরূপে তমোগুণাধার, ব্রহ্মারূপে রজোগুণাধার এবং বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণাধার বলিয়া পরমপুরুষ পূজিত। ত্রিগুণের এই ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এক্ষণে গোলকে ঐ ত্রিমূর্ত্তি তোমাকে দেখাইব।

যে পরমপুরুষ বিশ্বময় দেখিতেছ, তাঁহাকে রজোগুণাধার ব্রহ্মা মনে করিলে দেখিবে যে, ব্রহ্মার হৃৎমণ্ডলে ব্রহ্মহৃৎ (Capella) তারক বিরাজমান। হৃৎমণ্ডলের অপর নাম ঔরিক মণ্ডল (Auriga Constellation)। চন্দ্ররূপী হংস যেন পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে বহন করিতেছে, এবং তাঁহার নাভি-পদ্মে যেন সূর্য্যরূপী বিষ্ণু বিরাজমান! ইহাই রাজসিক পুরাণের আদর্শ।

আবার ঐ পরমপুরুষকে সত্ত্বগুণাধার বিষ্ণু মনে কর, দেখিবে, ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরুদেশে ঐ যে ভীষণ অজগর (Draco) দেখিতেছ—যাহার ফণামণ্ডলে দীপ্তিমান মাণিক্য জ্বলিতেছে, জগতের ঐ মূলাধার দেবতার নাম অনন্তদেব। বিষ্ণু ঐ অনন্তদেবের ভোগোপরি শয়ান রহিয়াছেন। অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া পরম পুরুষ বিষ্ণুর মস্তকদেশ আচ্ছাদন

করিয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ, বৈষ্ণব-চূড়ামণি ধ্রুব হরিভক্তির বলে পরমপুরুষের কণ্ঠভূষণ হইয়াছেন! তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মহৃৎ-তারক কৌস্তুভমণিরূপে পরমপুরুষের হৃদ্দেশ অলঙ্কৃত করিতেছে, এবং কটিদেশে অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে নাভিপদ্মে পূর্ণিমা-রাত্রে লক্ষ্মীদেবী মৃগাঙ্করূপে বিরাজমানা হয়েন। মৃগাঙ্কের কলঙ্কের নাম লক্ষ্ম বা চিহ্ন। লক্ষ্মধারিণী লক্ষ্মীদেবী কোজাগর-পূর্ণিমা-তিথিতে পূজিতা। দিবাভাগে ঐ পরম পুরুষের নাভিপদ্মে (অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে) সূর্য্যরূপী ব্রহ্মা বিরাজমান থাকেন। সাত্ত্বিক-পুরাণ-বর্ণিত বিষ্ণুদেবের মূল এই। তুমি গোলকে বিষ্ণুর বিরাটমূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখিলে। আবার ঐ দেখ, ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদেশে শিব-শিরোপরি অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠদেশে গাঢ় নীলবর্ণ-রঞ্জিত ঐ অভিজিৎতারক (Vega) শোভা পাইতেছে,—সুতরাং, 'নীলকণ্ঠ' নাম। অভিজিতের দক্ষিণে—পিনাক (Sagitta) তারক শোভা পাইতেছে। পূর্ণিমা-তিথিতে শিব-ক্রোড়ে (অয়নবৃত্তে) সোমের উজ্জ্বলার্দ্ধ উমা রূপে অবস্থিত থাকেন, এবং অমানিশাতে সোমের তমসাময় ভাগ কালীরূপে অবস্থিত থাকেন। গোলকে ত্রিগুণের রূপত্রয়ের এবম্বিধ দর্শন লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।

১২

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জনন মিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥

পদপাঠঃ। প্রীতি—অপ্রীতি—বিষাদ—আত্মকাঃ। প্রকাশ—প্রবৃত্তি—নিয়ম—অর্থাঃ। অন্যোন্য—অভিভব—আশ্রয়—জনন—মিথুন—বৃত্তয়ঃ—চ—গুণাঃ।

ব্যাখ্যা। প্রীতিঃ—আনন্দ বা সত্ত্বগুণ। অপ্রীতিঃ—দুঃখ বা রজোগুণ। বিষাদ—মোহ বা তমোগুণ; এই তিন হইয়াছে আত্মা যাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ। প্রকাশ—বিকাশ। প্রবৃত্তি—কার্য্যে প্রবৃত্তি। নিয়ম—প্রবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ; এই সমুদয় অর্থ যাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের যথাক্রমে বিকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিয়ম, এই ধর্ম্মত্রয় সম্পন্ন। অন্যোন্য—পরস্পর। অভিভব—পরাভব। আশ্রয়—আশ্রয়। জনন—উৎপাদন। মিথুন-বৃত্তি—পরস্পর সংযোগ। চ—সমুচ্চয়ে। গুণাঃ—গুণ।

বঙ্গার্থ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মক, এবং

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম (প্রতিকূল আচরণ), ইহাদের—অর্থাৎ এই তিন গুণের প্রয়োজন। ইহারা পরস্পর পরস্পরের অভিভব করে, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, এবং পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে ও ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা। জগতে সর্ব্বত্রই তিনটী শক্তি পরিদৃষ্ট হয়, যথা সৃষ্টিশক্তি, বর্দ্ধনশক্তি এবং নাশ-শক্তি। সৃষ্টিশক্তি এবং বর্দ্ধনশক্তি সৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে এক জাতীয়; এই উভয় শক্তিকেই জীবনীশক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে, এবং তমঃ-শক্তিকে মৃত্যু-শক্তি বলা যাইতে পারে। এই জীবনীশক্তি এবং মৃত্যু-শক্তি হইতেই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী দ্বন্দ্বাত্মক জগৎ। বীজ অঙ্কুরিত হইতে চেষ্টা করিতেছে; বীজ অঙ্কুরিত হইল বা অঙ্কুরিত না হইয়া বিনষ্ট হইল। চেষ্টার অবস্থা রজঃ-শক্তির কার্য্য, বিকাশের অবস্থা সত্ত্ব-শক্তির কার্য্য, এবং নাশের অবস্থা তমঃ-শক্তির কার্য্য। তমঃ দ্বারা নষ্ট না হইলে, রজঃ সত্ত্বে পরিণত হয়। মনে কোন ভাব উদয়ের চেষ্টা করিতেছি, ইহাই হইল মনের রাজসিক অবস্থা, ইহাই কষ্টের অবস্থা। যখন ভাব উদিত হইল, তখন সাত্ত্বিক অবস্থা; ইহাই সুখের অবস্থা। আর যখন সহস্র চেষ্টাতেও কোন ভাবই উদিত হইল না, তখনই তামসিক অবস্থা বা বিষাদের অবস্থা, ইহাই জড়ভাব। এই জন্যই সূত্রে বলা হইতেছে, "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ" প্রকাশই সত্ত্বের অবস্থা। রজঃ-শক্তির দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং তমঃশক্তি ইহার প্রতিকূল আচরণ করে। এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে "প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।" তৎপরে দেখুন, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ, কেননা একের অভাবে অন্যের সত্তা থাকিতে পারে না। জন্ম না থাকিলে মৃত্যু থাকে না, মৃত্যু না থাকিলে জন্ম থাকিতে পারে না। বর্দ্ধন না থাকিলে প্রকাশ হয় না, আবার মৃত্যু না থাকিলে বর্দ্ধন হয় না। ইহারা প্রত্যেকে অপর দুই গুণকে অভিভব করিয়া প্রবল হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। "রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥"

রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া কখনও সত্ত্ব প্রবল হয়, কখনও সত্ত্ব-তমকে অভিভব করিয়া রজঃ প্রবল হয়, আবার কখনও সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভব করিয়া তমঃ প্রবল হয়। সত্ত্ব প্রবল হইলে শান্ত বৃত্তি হয়; রজঃ প্রবল হইলে ঘোরা বৃত্তি হয়, এবং তমঃ প্রবল হইলে মূঢ়া বৃত্তি হয়। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে—অর্থাৎ রজঃও সত্ত্বে পরিণত হয়, সত্ত্বও রজে পরিণত হয়; এইরূপ তম ও সত্ত্ব রজে পরিণত হইতে পারে। যেমন সত্ত্বগুণাবলম্বী রাজা দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন। এস্থলে দণ্ডরূপ কার্য্য তমোগুণাত্মক, কিন্তু ইহা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইল। সর্পবিষ—যাহা মনুষ্য-জীবন নষ্ট করে, তাহা অবস্থা বিশেষে মনুষ্য-জীবন রক্ষাও করে—অর্থাৎ তমোগুণ সত্ত্বে পরিণত হয়; সুতরাং অবস্থাবিশেষে প্রত্যেক গুণই অপর গুণে পরিণত হয়। ইহারা পরস্পর মিথুনভাবাপন্ন—অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হয়। সত্ত্ব-তম, তমঃ-রজঃ, রজঃ-সত্ত্ব, এইরূপ মিথুনভাবে পরস্পর মিলিত হয় ও জগতে বিভিন্ন অবস্থা উৎপাদন করে।

১৩

সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু-বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥

পদপাঠঃ। সত্ত্বং। লঘু। প্রকাশকম্। ইষ্টম্। উপষ্টম্ভকম্। চলম্। চ। রজঃ। গুরু। বরণকম্। এব। তমঃ। প্রদীপবৎ। চ। অর্থতঃ। বৃত্তিঃ।

ব্যাখ্যা। সত্ত্বং—সত্ত্ব। লঘু—লঘু। প্রকাশকম্—বিকাশকর। ইষ্টম্—অভিপ্রেত। অপষ্টম্ভকম্—উৎসাহক বা উত্তেজক। চলম্—গতিশীল। চ—এবং। রজঃ—রজোগুণ। গুরু—গুরু। বরণকম্—আবরক। এব—পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী সত্ত্বেও। তমঃ—তমোগুণ। প্রদীপবৎ—প্রদীপের ন্যায়। চ—এবং। অর্থতঃ—অর্থ-প্রকাশের জন্য। বৃত্তিঃ—কার্য্যকারিতা হয়।

বঙ্গার্থ। সাঙ্খ্যাচার্য্যের মতে সত্ত্বগুণ লঘু এবং বিকাশকারী, রজঃ—কার্য্যকর এবং গতিশীল, এবং তমঃ গুরু ও আবরক। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও স্বস্ব কার্য্য-সিদ্ধির জন্য প্রদীপ সদৃশ।

বিশেষ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, সৃষ্টির জন্য এই তিনেরই আবশ্যক। এক ভিন্ন অপর দুইটী থাকিতে পারে না, এবং তিনটী না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না। ইহাদিগকে সূত্রে "প্রদীপবৎ" বলা হইতেছে। অগ্নি প্রদীপ এবং তৈলের বিরোধী হইলেও, এই তিনের সমাবেশে আলোকের উৎপত্তি হয়। জগৎও তদ্রূপ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্বারা প্রবাহিত রহিয়াছে। হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ" ও "বর্ণতত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পাঠক এ বিষয়ের সুবিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পারিবেন।

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি যে কিছু সদ্‌গুণ, তৎসমুদয়ই সত্ত্বগুণের অন্তর্ভূত। হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণের অন্তর্ভূত, এবং আলস্য, জড়তা, মোহ, অজ্ঞান, ভ্রান্তি প্রভৃতি তমোগুণের অন্তর্ভূত।

১৪

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্॥

পদপাঠঃ। অবিবেকি। আদেঃ। সিদ্ধিঃ। ত্রৈগুণ্যাৎ। তদ্বিপর্য্যয়ে। অভাবাৎ। কারণগুণাত্মকত্বাৎ। কার্য্যস্য। অব্যক্তং। অপি। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা। অবিবেক্যাদেঃ—দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অবিবেকিতা। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি। ত্রৈগুণ্যাৎ—তিন গুণ হইতে। তদ্বিপর্য্যয়ে—সেই গুণত্রয়ের বিপর্য্যয় হইলে। অভাবাৎ—অবিবেকিতাদির অভাব হেতু। কারণ গুণাত্মকত্বাৎ—কারণের গুণযুক্ত বলিয়া। কার্য্যস্য—কার্য্যের। অব্যক্তঃ—অব্যক্ত—অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণও। সিদ্ধম্—সিদ্ধ হইল।

পিপঠিষার পরিতৃপ্তি করেন। যদি তাগীদ একটু মধুভিক্তরসমিশ্রিত হয়, তা'হলেই পাঠক রুষ্ট হন এবং পত্রিকাগ্রহণরূপ অনুগ্রহে বঞ্চিত করেন বটে, কিন্তু নানাবিধ কার্যে বিব্রত থাকা হেতু পত্রিকার বাকী মূল্য প্রেরণ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। সম্পাদক বেচারী ক্রমে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া পত্রিকা উঠাইয়া দেন। এইরূপে বঙ্গদেশে প্রতিবৎসরেই বহুসংখ্যক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকার অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। "বঙ্গদর্শন," "বান্ধব," "আর্য্যদর্শন," "প্রচার," "নবজীবন," "সাধারণী," প্রভৃতি বহুবিধ উৎকৃষ্ট পত্রিকা অকালে লীলাসংবরণ করিয়াছে। এ দোষ কি পত্রিকার সত্বাধিকারীদিগের? পত্রিকার গ্রাহকগণ যদি নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করিতেন, এবং সত্বাধিকারীদিগের যদি বিশেষ ক্ষতি না হইত, তাহা হইলে কখনও ঐ সকল উৎকৃষ্ট পত্রিকা উঠিয়া যাইত না। সর্ব্বত্রই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যে, বাঙ্গালা পত্রিকার পাঠকেরা পত্রিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু মূল্য দেন না। কোন্ নীতিশাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিতে পরাঙ্মুখ, তাহা ভগবানই জানেন; তবে এই বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করাই তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষতি মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের ঐ পাঠরূপ ক্ষতি স্বীকারের জন্য, তাঁহারা ত মূল্য দিতে বাধ্যই নহেন, বরং তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পাদকের নিকট হইতে কিছু পাইবার অধিকারী। আমাদের ত মনে হয় না যে, এতাদৃশ সংস্কার না থাকিলে, কোন "ভদ্র" আখ্যাধারী ব্যক্তিই এইরূপ জঘন্য আচরণ করিতে পারেন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়া এক মহাত্মা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন, সে বৎসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন, পর বৎসরের বৈশাখ মাসের পত্রিকা প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকেই ঐ বৎসরের মূল্যের জন্য লেখা হইল। টাকা আসিল না। জ্যৈষ্ঠের কাগজ গেল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় তাগীদ চলিল, এই প্রকারে সেই বৎসরের শেষ হইল, টাকা আসিল না। তৎপরে পর বৎসরের কাগজ এবং তাগীদও ঐরূপ চলিল, কিন্তু টাকা আসিল না। তাগীদের জোর যখন কিছু বেশী চলিল, তখন হয়ত সকরুণ পাঠক পত্রিকা খানি ফেরত পাঠাইয়া লিখিলেন যে, "মহাশয়! আমি আর পত্রিকা লইব না, আমার নিকট যে মূল্য বাকী আছে, তাহা পরে পাঠাইতেছি"। পত্রিকা পাঠান রহিত করিয়া বাকী মূল্যের জন্য যখন পত্র গেল, তখন পাঠক কার্য্যের ব্যস্ততাবশতঃ উত্তর দেওয়ার অবকাশ পাইলেন না, টাকাও পাঠাইলেন না, এইরূপে বাকী মূল্যের জন্য ২।৪ বার তাগীদ হইতে থাকিলে, তখন পাঠকের সহস্ত লিখিত "Refused" এবং স্থানীয় ডাক পিয়নের "মালিক লইলেন না" এই অভিজ্ঞানযুক্ত হইয়া তাগীদ পত্র ফেরত আসিতে লাগিল। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় এই প্রকারে টাকা আদায়ে বিফলমনোরথ হইয়া সম্পাদক মহাশয়কে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্পাদক মহাশয় অগত্যা বলিলেন যে, "আর তাগীদ দেওয়ায় লাভ কি,

বন্ধকর"। যে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের ব্যবহার এইরূপ, সে দেশের ভবিষ্যৎ কি নৈরাশ্যময় নয়? তাহাই যদি হইল, তবে আর বারিপৃষ্ঠে এত বেত্রাঘাত কেন? তদুত্তরে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, "মনে বুঝে না—যদি কিছু হয়," তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া যেমন তরণী মগ্নোন্মুখ হইলেও কর্ণধার কর্ণ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ অস্মদ্দেশের ভবিষ্যদ্গগন নৈরাশ্যতিমিরে পূর্ণ হইলেও, স্বদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে সমুদয় কর্ত্তব্যপরায়ণ গ্রাহক নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাঁহারা হয়ত বলিতে পারেন যে "যাঁহাদের মূল্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে পর বৎসরের কাগজ পাঠান হয় কেন? বৎসরের শেষে মূল্য শেষ হইয়া গেলে, পরবর্ত্তী বৎসরের মূল্য অগ্রিম না দিলে, কাগজ না পাঠাইলেই এই সমুদয় বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না।" তদুত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, যাঁহারা পত্রিকার মূল্য বৎসরের মধ্যেই শেষ করেন, এরূপ গ্রাহকও অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহারা হয়ত বৎসরের প্রথম, মধ্য কি শেষ ভাগেই বৎসরের মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন। এইরূপ গ্রাহকদিগের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, মূল্য বৎসরের মধ্যে দিলেই আমরা কৃতার্থ হই, কিন্তু বৈশাখ মাসের মধ্যেই সেই বৎসরের অগ্রিম মূল্য না পাইয়া পত্রিকা স্থগিত করিলে, মুদ্রিত পত্রিকা-সমূহ সম্পাদকের নিজেরই পাঠ করিতে হয় এবং ভাষান্তরে লিখিতে গেলে, পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ একেবারেই রহিত করিতে হয়; কারণ বাঙ্গালা দেশে আজও এমন কর্ত্তব্য-পরায়ণ পাঠক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, যাঁহারা বৎসরের প্রথম মাসেই হেয় বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পত্রিকার মূল্য প্রেরণ করেন। আমাদের দেশের নৈতিক আদর্শ এত উচ্চ হয় নাই এবং তাহা শীঘ্র হইবে বলিয়া আমরা আশাও করি না। বৎসরের মূল্য বৎসরের মধ্যে পাইলেই আমরা সন্তুষ্ট, চাই উহা বৎসরের প্রথম ভাগেই আসুক, কিম্বা পাঠকগণের সুবিধা অনুসারে উহা শেষ ভাগেই প্রেরিত হউক; কিন্তু আমরা এই টুকু আশা করিয়াছিলাম এবং এখনও করি যে, পাঠকবর্গ বৎসরের মূল্য বৎসরের মধ্যেই পাঠান এবং যদি কোন ক্রমে মূল্য বাকী পড়ে এবং পাঠকের ভবিষ্যতে পত্রিকা গ্রহণের ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে পত্রিকা পরিত্যাগের সময় বাকী মূল্যটী দিয়া পরিত্যাগ করেন। প্রত্যেক অপকার্য্যের একটি প্রতিবিধান থাকা প্রয়োজন। দুই চারি টাকা আদায়ের জন্য সুদূর সহর বা পল্লীগ্রামস্থিত পাঠকের নামে আদালতে অভিযোগ করা অসম্ভব, কিন্তু অন্ততঃ অন্যান্য কর্ত্তব্যবিমুখ পাঠকবর্গকে কর্ত্তব্য-শিক্ষা দিবার জন্য দুই এক স্থলে হয়ত আমাদিগকে তাহাও করিতে হইবে। যাঁহারা এইরূপ মূল্য বাকী ফেলেন, তাঁহাদের মধ্যে সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আছেন, তাঁহারা যদি এই দুঃখের কাহিনী পাঠ করিয়াও স্বীয় মূল্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে, যে স্থলে আমরা বহুব্যয়াশঙ্কায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিব,

সে স্থলে, তাঁহাদের নাম, ধাম, পদ ও ঠিকানা, হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিব। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা "হিন্দু-পত্রিকা" প্রকাশ করিতেছি, পত্রিকার জন্য অর্থব্যয় ব্যতীত, পত্রিকা হইতে কখনও এক পয়সা গ্রহণ করি নাই, ভবিষ্যতেও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা এই যে, দেশের কিছু মঙ্গল হউক, এবং পত্রিকার যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা ব্রহ্মচারি-আশ্রমে ব্যয়িত হইতে থাকুক। হিন্দু-পত্রিকা ভালই হউক বা মন্দই হউক ভগবানের অনুগ্রহে ইহা সমস্ত বঙ্গদেশে আদৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের যে স্থলেই বাঙ্গালী আছেন, সেই স্থলেই হিন্দু-পত্রিকা গৃহীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সকল মাসিক পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যে অধিক, তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সমূহের ত্রৈমাসিক বিবরণ দেখিলেই প্রতীত হইবে। এ কথা বলি এইজন্য যে আমরা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া, বহুসংখ্যক গ্রাহক সত্ত্বেও পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হই, তাহার একমাত্র কারণ যে, আমাদের গ্রাহকবর্গ নিয়মিত মূল্য দেন না। হিন্দু-পত্রিকা বর্ত্তমানে প্রত্যেক মাসে রয়েল ৮ পেজী ৩২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ বৎসরে ৩৮৪ পৃষ্ঠা বাহির হইতেছে, প্রথম বৎসরে পত্রিকার আকার প্রতি দুই মাসে ৪ পেজী ১৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ রয়েল ৮ পেজী ৩২ পৃষ্ঠা ছিল; সুতরাং পত্রিকার আকার ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব শ্রেণীর গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য এবং অল্প মূল্য হইলে হিন্দু-পত্রিকার বহুল প্রচার হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বসমূহ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যেই আমরা দুই টাকার স্থলে পত্রিকার মূল্য পুরাতন গ্রাহকগণের নিকট ১৷৵০ আনা এবং নূতন গ্রাহকের নিকট ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র ধার্য্য করিয়াছি। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সুলভ পত্রিকা আজও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ পত্রিকার মূল্য যে বাকী পড়ে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। পাঠকগণ নিয়মিত মূল্য প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত মনে আমাদের স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। সময় সময় আমাদিগকে এতদূর বিরক্তি সহ্য করিতে হয় যে, ইচ্ছা হয় হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করি, কিন্তু কর্ত্তব্যচিন্তা করিয়া এবং শত শত কর্ত্তব্যপরায়ণ পাঠকের নিয়মিত মূল্য প্রদান এবং তাঁহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি স্মরণ করিয়াই আমরা এই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছি। আমরা আশা করি যে, হিন্দু-পত্রিকা তাঁহাদের অনুগ্রহে সজীব থাকিতে পারিবে এবং ইহাও আশা করি যে তাঁহাদের আদর্শ অন্যান্য পাঠকের অনুকরণীয় হইয়া ক্রমশঃ হিন্দু-পত্রিকার বল ও তেজ বৃদ্ধি করিবে। আমরা যে আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমরা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এইটুকু সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, কর্ত্তব্য পরিপালনে আমাদিগের কখনও যত্ন, চেষ্টা বা ইচ্ছার অভাব হয়,

নাই। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য অতি সামান্য ১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা কি ১৷৷০ এক টাকা আট আনা, উহা বৎসরে ব্যয় করা কোন শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষেই কষ্টকর নহে, অথচ এই সামান্য মূল্যের উপরেই হিন্দু-পত্রিকার জীবন নির্ভর করে। এই সামান্য মূল্য যথাসময়ে প্রদান করিয়া প্রত্যেক পাঠকই আমাদিগকে কর্ত্তব্য পরিচালনে সহায়তা করেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। সম্পাদকের বা অন্য কাহারও অনুরোধ যেন কেহ হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করেন না এবং মূল্য না দিয়া কেবল হিন্দু-পত্রিকা পাঠেও যেন কেহ সম্পাদককে অনুগৃহীত করেন না। যে সমুদয় পাঠক মনে করেন যে, তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণে স্বদেশের বা স্বধর্ম্মের কোন উপকার না করিয়া কোন না কোন ব্যক্তিকে উপকৃত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় বাকী মূল্য প্রদানপূর্ব্বক, ভবিষ্যতে হিন্দু-পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করিয়া ম্যানেজারকে পত্র লিখেন। হিন্দু-পত্রিকা কাহারও নিকট এরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে চাহে না।

আমিত্বের প্রসার।

(তিনটি শত্রু)

যতদিন তুমি মনে করিবে যে তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র; যতদিন তুমি বিবেচনা করিবে যে তোমার আত্মা ও আমার আত্মা স্বতন্ত্র, ততদিন তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে না। স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্মীয় জ্ঞানকর বলিয়াই তাহাদিগের সম্পদ বিপদ স্বীয় সম্পদ বিপদের ন্যায় জ্ঞান কর; এই আত্মীয়তা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে। আত্মার বা "আমির" কখন বিনাশ নাই, বিনাশ করিতে হইবে "আমির সঙ্কোচ ভাব" বা "অহঙ্কারের"। অহংভাব হইতেই মানবাত্মা অপর মানবাত্মাকে স্বতন্ত্র করে, অহং ভাব নাশ হইলেই, সর্ব্বাধারেই একই "আমি" বিরাজিত পরিদৃষ্ট হয়। এই অদ্বৈত বা অভেদজ্ঞান কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যা সাধ্য। গাত্র ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিলে অহঙ্কারের ধ্বংশ হয় না। সন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হইলে জগতের হিতব্রত গ্রহণ করিতে হয়। "আত্ম মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ" এই হইল সন্যাসীর দীক্ষা মন্ত্র। যাহারা বিশ্বহিতমন্ত্র বিস্মৃত হন, তাহাদের কখনও মুক্তি হয় না। সর্ব্বাধারে ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে পারিলেই আমিত্বের প্রসার বা মুক্তি হয়, উহা জ্ঞান ও বিশ্বহিত কর্ম্ম দ্বারাই লাভ

হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে কখনও মুক্তি হয় না। বিবিধ কর্ম্মের দ্বারাই জীবাত্মার নানাবিধ অজ্ঞান বিদূরিত হয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মানবের তিনটি ঘোর শত্রু রহিয়াছে, তাহারা সততই মানবকে আমিত্বের প্রসাররূপ স্বর্গের দিক হইতে আমিত্বের সঙ্কোচরূপ নরকের দিকে লইবার জন্য সচেষ্ট। ঐ শত্রুত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান শত্রুই কাম। মানবের বাসনাই মানবের পরম শত্রু। বাসনাই মানবকে বিপথে লইয়া তাহাকে নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহ-রক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বাসনার জালে পতিত হই। এই সংসারে বাস করিতে গেলে ধনের প্রয়োজন, গৃহ, বস্ত্র, ভোজন ইত্যাদির জন্য ধন ব্যতীত চলে না ; কিন্তু ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, যখন আমি ধনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় জীবন পরিচালিত করি, তখনই বাসনা-বাগুড়ায় আবদ্ধ হই। অপত্যোৎপাদনের জন্য কাম প্রবৃত্তির প্রয়োজন, কিন্তু যখনই আমি কাম প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, কাম প্রবৃত্তিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করি, তখনই আমি বাসনা পাশে স্বীয় গলদেশ বন্ধন করি। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে কোন প্রবৃত্তিই আমাদিগের অহিতকর নয়, কিন্তু প্রত্যেক প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটি সীমা আছে, ঐ সীমা যতদিন অতিক্রম না কর, ততদিন তোমার কোন ভয় নাই ; কিন্তু ঐ সীমা অতিক্রম করিলেই কাম বা বাসনা রাজ্যে উপনীত হও। বাসনা সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বা কাম প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা দুর্জ্জেয় বলিয়া উহাই উপলক্ষণা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বাসনার প্রতিনিধি স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। দেহই বাসনার আধার, কর্ম্ম দ্বারা আত্মবিকাশের জন্য দেহেরও প্রয়োজন ; কিন্তু দেহকে আত্ম প্রসারের উপকরণ জ্ঞান না করিয়া, যখন তোমার দৃষ্টি কেবল দেহেতেই নিবদ্ধ করিলে, তখন তুমি তোমার আত্মার সত্তা বিস্মৃত হইলে, তখন আর তুমি আত্মার প্রসারের চেষ্টা কেমন করিয়া করিবে। কাম প্রবৃত্তি অতীব বলবতী, এবং সৃষ্টি প্রবাহ সংরক্ষণার্থই এই প্রবৃত্তিকে এইরূপ বলবতী করা হইয়াছে। মানবহৃদয়ে কাম প্রবৃত্তি বলবতী না হইলে, কেহই রমণরূপ ঘৃণাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। চিন্তা করিয়া দেখ দেখি হৃদয়ে এক অদমনীয় প্রবৃত্তির অভাব সত্ত্বে সাত্ত্বিক অবস্থায় কেহ ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে কি না। তাই বলি যে সৃষ্টি সংরক্ষণ হেতুই ভগবান মানবে কেন সর্ব্বাধারেই কাম রোপিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" অর্থাৎ জীবের পূর্ব্ব কল্পকৃত কর্ম্ম থাকায়, ভগবানের মনে সৃষ্টির কাম অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল। (হিঃ, পঃ, ৪র্থ বৎসর নাসদীয়-সূক্ত-দ্রষ্টব্য) শ্রুতি আর এক স্থলে বলেন "সোঽকাময়তবহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি" তিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন কামনা ব্যতীত ভগবানের সৃষ্টি হয় নাই, তখন জীবে কামনা না থাকিয়া পারে না, কিন্তু কামের উদ্দেশ্য

বিস্মৃত হইয়া যিনি কামকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তিনি আমিত্বের প্রসারে নিশ্চিতই বঞ্চিত হইবেন। (৫ম বর্ষ হিন্দু-পত্রিকার জনন-সূক্ত দ্রষ্টব্য) অনেকে মনে করিতে পারেন, যাহার অপব্যবহারে জীবের অমঙ্গল হইতে পারে, এরূপ মনোবৃত্তির সত্তা ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের উপর দোষারোপ করে। পাপাদি সৃষ্ট না হইলেই জীবের এত দুর্গতি হইত না। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাপাদির সত্তা জগতে অনিবার্য্য। জগতের মূল কারণ ব্রহ্মে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, কিন্তু তখন সৃষ্টিও নাই। অসীম নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইতে সসীম উপাধিবিশিষ্ট বিশ্ব উদ্ভূত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু সকলই উপাধি বিশিষ্ট। সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, পাপপুণ্য ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই অধর্ম্ম, তিনিই পাপ, তিনিই পুণ্য, জগতে তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। আত্মা বা ব্রহ্মের অধোবিকাশই জগতের উৎপত্তি। জগৎ উদ্ভূত হইলে, যাহাতে জীবাত্মার ঊর্দ্ধবিকাশের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তাহাই পাপ ; অর্থাৎ আমিত্বের সঙ্কোচই পাপ। মিথ্যা ভাষণাদি এই ঊর্দ্ধবিকাশের প্রতিকূল বলিয়া উহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মিথ্যা না থাকিলে, সত্যের আস্তিত্ব কোথায় ? মিথ্যা দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য এত সতেজ এবং বলিষ্ঠ। যাহাকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে, তাহার প্রতিকূলাচরণ করা আবশ্যক। মনে কর তোমার হস্তকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে ; তখন তুমি কি কর ? কোন গুরু বস্তুর পুনঃ পুনঃ উত্তোলন বা ঘূর্ণন কর। ঐ গুরু বস্তু তোমার হস্তকে নিম্নাভিমুখে লইতে উদ্যত, কিন্তু তুমি বল দ্বারা উহার সেই প্রতিকূলাচরণ পরাভব কর। ক্রমে ক্রমে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু ঐ হস্তের কোন প্রতিকূলাচরণ না করিয়া যদি উহা বহুদিন এক ভাবেই রাখিয়া দেও, তাহা হইলে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক উহা জড়বৎ অসাড় হইয়া পড়িবে। সুতরাং হস্তের বল বৃদ্ধি করিবার জন্য উহার বিরুদ্ধাচরণ আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে, দৃষ্ট হইবে যে এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতে কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে একের অভাব হইলে, অপরের সত্তা থাকিতে পারে না। ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি, ধ্বংস না থাকিলে সৃষ্টির সত্তা নাই। মনে কর এই জগতে কোন বস্তুর ধ্বংস নাই, তাহা হইলে সৃষ্ট হইবে কি ? ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি। ঐরূপ শীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম, মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য, পাপ আছে বলিয়াই পুণ্য। সুতরাং যাঁহারা জগতে দুঃখাদির অস্তিত্ব দেখিয়া দুঃখিত হয়েন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দুঃখাদির সত্তা আছে বলিয়াই সুখাদির সত্তা। তৎপরে বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সমুদয়ই আপেক্ষিক। অবস্থা বিশেষে যাহা পাপ, অবস্থান্তরে তাহা পুণ্য ; আবার অবস্থা বিশেষে যাহা পুণ্য, অবস্থান্তরে তাহা পাপ। কেহই বলিতে পারিবেন না

যে; কোন কার্য্য দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া পাপ বা পুণ্য। ফল ভোগেই পাপ পুণ্যের, সুখদুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে উত্তাপ না লাগে, সে পর্য্যন্ত অগ্নিতে তাহার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু একবার কোন প্রকারে বালক অগ্নির উত্তাপ উপলব্ধি করিলে, কিছুতেই দীপ-শিখার দিকে তাহার অঙ্গুলি পরিচালিত করিবে না। কর্ম্মদ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই জ্ঞান এক জন্মে হয় না, ইহা বহুজন্ম-সুলভ। কোন পাপ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় যদি কাহার বিবেকে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞান লাভ হয় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানলাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইবে না। কোন বালক হয়ত বারেক অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়াই অগ্নির দাহিকা শক্তির জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইল, অপর কোন বালক হয়ত পুনঃপুনঃ দগ্ধাঙ্গুলি হইয়াও অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইতেছে না; ইহার কারণ কেবল জ্ঞানের ইতর বিশেষ; একের পূর্ব্বজ জ্ঞান অপরের পূর্ব্বজ জ্ঞান অপেক্ষা পরিপক্ক ছিল বলিয়াই একবার অগ্নিস্পর্শ করিয়াই দ্বিতীয়বার অগ্নিস্পর্শ করিবার সময়ে তাহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা হইল না। এইরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভোগ হইলেই আমাদের জ্ঞানের পরিপুষ্টি হয়। অনেক অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বৃদ্ধ মাতা পিতার বধ পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কেননা ঐ কার্য্যে তাহাদের বিবেকে আঘাত লাগে না; আবার অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য প্রাণীর জীবন ধ্বংসও পাপরূপে পরিগণিত হয়, কেন না পূর্ব্ব কর্ম্মদ্বারা তাহাদের জ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়াছে। কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াই জ্ঞানের লাভ হয়, পাপ পুণ্য কর্ম্মের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র। যে ব্যক্তির বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, সেই অবস্থায়, যে কার্য্য দ্বারা তাহার আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহা আত্মবিকাশের অনুকূল তাহাই তাঁহার পক্ষে পুণ্য। বর্ত্তমান সুসভ্য মানব সমাজের জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পরদারাভিমর্ষণ পাপ, কিন্তু মানব সমাজের একদিন এরূপ অবস্থা ছিল, যখন উহাতে পাপ ছিল না। যাহার জ্ঞানের যে অবস্থা, ঐ অবস্থা হইতে উর্দ্ধে আরোহণ করিতে হইলে যে কার্য্য করা আবশ্যক, তাহাই পুণ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থা হইতে যে কার্য্য দ্বারা নিম্নাভিমুখে গতি হয়, তাহাই পাপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের নিম্নবিকাশেই জগতের উৎপত্তি; নিম্নতম স্তর হইতে উর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে জীব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করে, তখনই তাঁহার মুক্তি হয়। এই মুক্তিই বা সম্পূর্ণ আত্মবিকাশই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থানুসারে যে সমুদয় কার্য্যে তাহার মুক্তির অন্তরায় ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ, এবং যাহাতে মুক্তির অনুকূলতা হয়, তাহাই তাহার

পক্ষে পুণ্য বলা যায়। আত্মপ্রসার বা মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। যদি প্রত্যেক মানবই তাহার পূর্ব্ব-কর্ম্ম লব্ধ জ্ঞানদ্বারা প্রবুদ্ধ বিবেকের শাসনাধীন হইয়া এই ভবসাগরে স্বীয় জীবনতরী পরিচালিত করে, তাহা হইলে সে প্রতিকূল বায়ু ও স্রোত প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেই হইবে। জীবের গন্তব্য স্থান এক; যে যতটুকু অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে ঐ গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু সকল যাত্রীরই তিনটি ঘোর শত্রুর কথা সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে হইবে। এই তিনটি শত্রুই কাম, ক্রোধ ও লোভ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

এইক্ষণে চিন্তা করা আবশ্যক যে, কাম কি প্রকারে আত্মনাশ বা আত্মসঙ্কোচের কারণ হইল? সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আত্মপ্রসার বা আমিত্বের প্রসার। যখন সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন না হয় বা ভেদজ্ঞান থাকে, তখনই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য চিত্তে বাসনা হয়, তখনই আমরা কাম বা বাসনারাজ্যের প্রকৃতিত্ব স্বীকার করি। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতেই যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহার হৃদয়ে কখনও পরহিতচিন্তার উদয় হইতে পারে না। গো, অশ্ব, যান, গৃহ, বসন, ভূষণ, দাস, দাসী, কামিনী ইত্যাদি বিলাসের উপকরণ। বিলাসী যখন পরের দিকে না তাকাইয়া, স্বীয় বিলাস সম্ভোগার্থে ছলে, বলে, কৌশলে নানাবিধ বিলাস-উপকরণ আহরণ করেন, তখন তিনি ভেদজ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনাকে অন্য হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া দ্বৈত-ভ্রম-পাশে আবদ্ধ হইয়া অদ্বৈত-সুখা হইতে বঞ্চিত হয়েন। নিম্নস্তর হইতে উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতে গেলে, জড়ের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, দেহ ছাড়িয়া আত্মাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং দেহারাম না হইয়া আত্মারাম হইতে হইবে। দেহেরও কিন্তু আত্মার বিকাশের জন্য প্রয়োজন, কারণ দেহেই জীবাত্মা বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে পরমাত্মায় লীন হয়েন। সুতরাং বাসনা বা কাম ততদূর প্রয়োজনীয়, যতদূর দেহরক্ষার জন্য আবশ্যক। ঐ সীমা পর্য্যন্ত বাসনা বা কাম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণনীয় এবং ঐ সীমা পরিত্যাগ করিলেই বাসনা বা কাম যথার্থ বাসনা বা কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার আত্মা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া থাকুক, অমৃতত্ব-তীর্থাভিমুখে যে যতদূর অগ্রসর হইয়া থাকুক, দেশকাল-জ্ঞানভেদে যাহার যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং যাহার যেরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার হইয়া থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই জড়কে চৈতন্যের অধীন রাখিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলেই কামকে জয় করিতে হইবে, এবং উহা যে পর্য্যন্ত না করা যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমিত্বের প্রসার দুরাশা মাত্র। আত্মবিকাশের জন্য কামের ন্যায়

ক্রোধও পরিহার্য্য। একজনের অন্যায় আচরণ দেখিলে তাহাকে সংশোধিত করিবার ইচ্ছায় তাহার প্রতি কোপপ্রকাশ করা উপরোক্ত ক্রোধের অর্থ নহে। দয়াবিহীনতাই এস্থলে ক্রোধের অর্থ। বলবান দুর্ব্বলের প্রতি, ধনী দরিদ্রের প্রতি, জ্ঞানী মূর্খের প্রতি, রাজা প্রজার প্রতি, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নৃশংসব্যবহার করেন, তাহাই ক্রোধ পদবাচ্য। পতিতের প্রতি অনুকম্পা নাই, সে মৃত্তিকায় পড়িয়া ধূলিধূসরিত হইতেছে, তাহাকে আবার পদাঘাত করিলাম, যেহেতু আমি বলবান। কবে কস্মিন্‌কালে কেহ আমার সামান্য অনিষ্ট করিয়াছে, আমি আমরণ তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলাম, কখনও বিস্মৃত হইলাম না। আমিত্ব সঙ্কোচ করিয়া নিজেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, জগৎ পৃথক পৃথক দেখিতে লাগিলাম, অব্যয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কোচভাব অবলম্বন করিলাম। ক্রোধও কামের ন্যায় আত্মপ্রসারবিরোধী। ভেদের মূলেই দূষণীয় দ্বৈতজ্ঞান। লোভ ও কাম এবং ক্রোধজাতীয়। ভেদজ্ঞান হইতেই সর্ব্বগ্রাসিনী প্রবৃত্তি হয়। সকলই আমার হউক, অপরের কিছুই না থাকুক, ইহাই লোভ। লোভও আমিত্বের প্রসারের বিষম অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। এই আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে হইলে, কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটিরই সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এই জন্যই প্রজাপতি দেবতা মনুষ্য অসুরদিগকে কাম ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। "ত্রয়ঃ প্রজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি॥

অথ হৈনং মনুষ্যা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্মেত্যোমিতি ব্যজাসিষ্টেতি।

অথ হৈনমসুরা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টেতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি। বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

প্রজাপতির তিন পুত্র—দেবতা, মনুষ্য এবং অসুর, পিতৃসন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা বুঝিলে?" তাঁহারা বলিলেন, আমরা বুঝিয়াছি, আপনি 'দাম্যত' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর এই উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐরূপ মনুষ্যেরা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "বুঝিলে" তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে বুঝিয়াছি, আপনি "দত্ত" অর্থাৎ "দান কর" এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐ প্রকার অসুরেরা তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ দিলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বুঝিয়াছ" তদুত্তরে অসুরেরা বলিলেন যে, বুঝিয়াছি—আপনি 'দয়ধ্বং' অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তোমারা বুঝিয়াছ।" প্রজাপতির উপদেশের মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয় সংযমকর, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিও না। লোভ পরিত্যাগ কর, সকলই নিজে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিও না, পরকেও দান করিও। ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিও না। যাঁহারা এই তিন মহাশত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মর্ত্তভূমে দেবতুল্য।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

জীবনী-শক্তি।

কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতিগত জীবনে কোন একটি বিশেষ শক্তির স্ফুরণ না হইলে, উহা নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। কিন্তু কোনও একটি বিশেষ শক্তি বিকাশিত করিতে পারিলে, অন্যান্য শক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। স্রোতস্বতী নদী যেরূপ নানাবিধি পদার্থ স্বীয় বক্ষে ধারণ করা সত্ত্বেও আবিলতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্রোতোবিরহিত হইলেই অতি সামান্য আবর্জ্জনাতেই কলুষিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতীয়জীবন, যে পর্য্যন্ত উহাতে জীবনী শক্তি থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা নির্ম্মল ভাবে প্রবাহিত হয়; এবং ঐ জীবনী শক্তির হ্রাস হইলেই, উহার নির্ম্মলতা আর থাকে না। বেগ না থাকিলেই নদীতে শৈবালাদি জন্মে, কিন্তু বেগবতী নদীতে কখনও উহা দৃষ্ট হয় না; ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনও ঐ প্রকার।

জীবন সবেগ হয় কিসে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, স্থির লক্ষ্যই জীবনের বেগবত্তার কারণ; যে জীবনে লক্ষ্য নাই, সে জীবন শৈবালপূর্ণ স্রোতোহীন নদীর ন্যায়। মানবজীবনের বহুবিধ লক্ষ্য হইতে পারে; ধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কোন না কোন লক্ষ্যে জাতীয় জীবন পরিচালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, এক একটি জাতি, এক একটি বিশেষ লক্ষ্য স্থির করিয়া, তদুদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়ায়, অন্যান্য শক্তিরও অধিকারী হইয়াছে। ধনশক্তিই যদি কোন জাতির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে যে জীবনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই ক্রমশঃ অপরাপর শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে; তদ্রূপ বিদ্যাশক্তি যদি কোন জাতির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ একমাত্র লক্ষ্যাভিমুখে গমন করিয়াই, সেই জাতি অন্যান্য শক্তি আয়ত্তাধীন করিতে পারে; ঐরূপ ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম জীবনের লক্ষ্য হইলে, ধন বিদ্যাদি অন্যান্য শক্তিও

অনায়াসে লব্ধ হইয়া থাকে। মূল কথা—ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, জাতীয় জীবনেও তদ্রূপ একটি লক্ষ্য স্থির করা বিধেয়। ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই "ইসলাম" ধর্ম্মাবলম্বীরা একদিন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও ইদানীন্তন সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের পর্য্যন্ত নেতৃ-স্বরূপ হইয়াছিল। একমাত্র ধর্ম্ম তাহাদের লক্ষ্য থাকাতেই এই বিপুল স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি তাহাদের করতলস্থ হইয়াছিল। ধনই বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতির লক্ষ্য এবং ঐ ধন লক্ষ্য করিয়াই, তাহারা অদ্য সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার এবং তাহাদের ধনশক্তিতেই অদ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহাদের স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। ধনৈষণাতেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, ধনৈষণাতেই ভাস্-কেডিগমা ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বদেশপ্রেম হেতুই প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এবং অদ্যাপিও তাহার ইউরোপীয় তাবৎ জাতির সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষকরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যেরা কোন্ শক্তিদ্বারা বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, এস্থলে তাহা আলোচ্য নহে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কোন স্থির লক্ষ্য আছে কি না, তাহা স্বদেশ হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই সম্যক পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি? ধন, বিদ্যা, ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম? জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা বা অন্যান্য ইউ-রোপীয় জাতির ন্যায় আমাদিগের জাতীয় জীবনে কি কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে? ভারতবর্ষীয় হিন্দু জাতির ধনৈষণা কোথায়? পরদেশে বাণিজ্য করা দূরে থাকুক স্বদেশের বাণিজ্যও পরহস্তগত। শিল্প কৃষির দিন দিন অধোগতি হইতেছে; যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে, আমাদের ধনৈষণা নির্জ্জীবভাব অবলম্বন করিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে সহস্র সহস্র অর্ণবপোত গমনাগমন করিতেছে, তাহার একখানিও ভারতবাসীদের নহে; ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সহস্র সহস্র চা-বাগান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তেরই সত্বাধিকারী বিদেশীয়গণ। কল কারখানা, রেল প্রভৃতি দেশে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই বিদেশীয়গণের হস্তে। যদি হিন্দু জাতির প্রবল ধনৈষণা থাকিত, তাহা হইলে দেশের কখনও এতাদৃশ দুরবস্থা হইতে পারিত না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, "আমাদের ধনৈষণা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানৈষণা আছে"। কিন্তু কৈ? তাহাই বা কোথায়? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্ঞানৈষণার যাদৃশ জ্বলন্ত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষের কুত্রাপি তাহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণায় আমাদিগের মধ্যে কয়জন স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন? কিন্তু পাশ্চাত্য প্রদেশে শত শত ব্যক্তি ধন-স্পৃহা বর্জ্জিত হইয়া, মাত্র জ্ঞানের সেবাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের এই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম যে, কোন এক

শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, অপরাপর শক্তি স্বতই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে জাতির ধনৈষণা শক্তি প্রবুদ্ধ, সেই জাতির মধ্যেই এমন সহস্র সহস্র লোক দৃষ্ট হয় যে, যাঁহারা ধন লালসায় কখনও বিচলিত হয়েন না। ভোগই ত্যাগের মূলে, যাহার যাহা নাই, সে তাহা ত্যাগ করিবে কি প্রকারে? আমরা যে কিছু জ্ঞান আলোচনা করি, তাহার মূলে না ধন, না জ্ঞান; তাহার মূলে স্বাবলম্বনের অভাব; কোন প্রকারে কায়ক্লেশে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। আমাদের জ্ঞান চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য পরসেবা, কেননা স্বরসেবায় স্বাবলম্বনের প্রয়োজন নাই। প্রভু যাহা আদেশ করিলেন, তাহা পালনপূর্ব্বক নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিলাম। তৎপরে বর্ত্তমান হিন্দুদের অন্তঃকরণে জলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। জলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকিলে সহস্র সহস্র লোক কখনও প্রলোভন কিম্বা বলের দ্বারা ধর্ম্মবিচ্যুত হইতে পারিত না। যে জাতির মধ্যে জলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে, সে জাতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, হয় স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, কিম্বা স্বদেশ পরিহারপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যায়। মুসলমান বলের নিকট পরাভূত হইয়াই অগ্নি-উপাসক পারসীকেরা ইরাণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আইসেন। জলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মই গ্রহণ করিতেন। জলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকাতেই পিউরিটানেরা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান ঐহিক সম্পদের জন্য অনায়াসে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাতে কি হিন্দুদের ধর্ম্মের জলন্ত বিশ্বাস সূচিত হইল? কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় শতকরা নব্বই জন মুসলমান দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। বাঙ্গালা প্রদেশের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলমান, ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। হিন্দু সন্তানের ধর্ম্মে জলন্ত বিশ্বাস থাকিলে, কখন এমন হইতে পারিত না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যে জলন্ত বিশ্বাস ছিল না, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যায়; কিন্তু এখনই কি আমাদের জলন্ত বিশ্বাস আছে? আমার ত বোধ হয়, প্রলোভনে না হউক, অতি সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বী করাইতে পারেন। আমরা যে আমাদের ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করি নাই, ইহাতে আমাদের তত প্রশংসা নাই, প্রশংসা যাহা, তাহা আমাদের রাজপুরুষদের।

স্বদেশপ্রেমের অনেক কথা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু কথা ব্যতীত কার্য্যে কিছুরই নিদর্শন পাই না। স্বদেশপ্রেমের যে কিছু পরিচয় পাই, সে কেবল বক্তৃতায়, বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে উহা আকাশে মিশিয়া যায়। জলন্ত স্বদেশপ্রেম থাকিলে আমাদের মধ্যে এত গৃহ-বিচ্ছেদ, এত দ্বেষ-হিংসা, এত সাম্প্রদায়িক বা এত বর্ণগত সঙ্কীর্ণতা কখনই

থাকিতে পরিত না। স্বদেশপ্রেম বলিলে মৃত্তিকাকে ভালবাসা বুঝায় না, স্বদেশবাসীদের প্রতি ভালবাসা চাই; আমাদের দেশে সাধারণের জন্য কয়জনের প্রাণ কাঁদে? কয়জনে আমাদিগের মধ্যে পতিত উদ্ধার করিতে প্রস্তুত? আমাদের সার্ব্বজনিক প্রেম কোথায়? ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে স্পর্শ করেন না, চণ্ডাল ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে। শিক্ষিত আখ্যাধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অতি সঙ্কীর্ণভাব পরিদৃষ্ট হয়; বাক্যে সকলি সকলের মিত্র, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অহিনকুলবৎ। সুতরাং যাহাতে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, আমাদের এমন কিছুই নাই। আমাদের না আছে ধন-পিপাসা, না আছে জ্ঞান-পিপাসা, না আছে ধর্ম্ম-পিপাসা, না আছে স্বদেশপ্রেম; সুতরাং আমাদের জীবনীশক্তি আসিবে কোথা হইতে? যে ভাবে আমরা বর্ত্তমানে চলিতেছি, তাহাতে ভবিষ্যতে যে আমাদের জীবনীশক্তি হইবে, তাহারও কোন নিদর্শন পাই না। বর্ত্তমানে হিন্দু জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, সেটি "অনুকরণ"। আমরা মৌলিকতা পরিত্যাগ করিয়া বড়ই অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের যে অনুকরণ, তাহা কেবল বিদেশীয়গণের অসদ্‌গুণের মাত্র, সদ্‌গুণের নয়। ইংরাজদিগের চরিত্রে যে সমুদয় সদ্‌গুণ আছে, আমাদের তাহার প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, কিন্তু তাহাদের যে সকল দোষ, আমরা অগ্রেই তাহা অভ্যাস করিয়া বসিয়া আছি। এইক্ষণ আমাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমরা পাশ্চাত্য চরিত্রের দোষ-সমষ্টি-মাত্র। জাতীয়জীবন গঠিত করিতে হইলে যে সমুদয় উপাদানের প্রয়োজন, আমাদের তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই; তৎপর ঐ জাতীয় জীবন কীদৃশ লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান করিতে পারিলে উহাকে বেগবান্ করা যাইতে পারে, তাহাও আমরা কখন আলোচনা করি না। হিন্দু-সম্প্রদায়কে বর্ত্তমানে একটি জাতীয় সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে সাধারণত্ব কি আছে? কেন না সাধারণত্ব বা সামান্যই জাতির জ্ঞাপক। সমান বংশই অনেক সময় জাতির জ্ঞাপক হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক যখন বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা একই পূর্ব্বপুরুষের সন্ততি, তখন তাঁহারা বস্তুতঃ এক পূর্ব্বপুরুষের সন্ততি হউন বা না হউন, ঐ বিশ্বাসহেতু পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হয়েন। শাস্ত্রার্থবিপর্য্যয়ে হিন্দুজাতীর যেরূপ উৎপত্তি, সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাতে পরস্পরের প্রতি যে ভ্রাতৃভাবের উদ্রেক হওয়ার কতদূর সম্ভাবনা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এক জনকে যদি আমি বলি যে, আমি মস্তক এবং সে আমার চরণ তাহা হইলে চরণ যে মস্তককে কিরূপে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে, তাহা বুঝা দায়। এক বংশসম্ভূত না হইয়াও একরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস দ্বারা অনেক সময়ে জাতীয়তা গঠিত হয়। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরা বিভিন্ন জাতি হইয়াও এবং বিভিন্নদেশে বাস করিয়াও একজাতি; "আল্লা হো আকবর" বলিলে পৃথিবীস্থ তাবৎ মুসলমানেরই হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাজিয়া উঠে; কিন্তু এক

প্রদেশস্থ হিন্দুরা হয়ত অপর প্রদেশস্থ হিন্দুর দেবদেবীর নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। বিঠবা বা বিঠল বলিলে বাঙ্গালী কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীরা ইহারই উপসনা করেন। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের বিশেষ অন্তরায়। ভাষারও একতা নাই। যখন দেশে সংস্কৃত ভাষার আদর ছিল, তখন বিভিন্ন প্রদেশস্থ পণ্ডিত গণই কেবল পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। ইংরাজী ভাষা এদেশে প্রচলিত হওয়ায়, ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে যদিও ভাষাগত বৈষম্য অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি সাধারণ্য পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে না। ধর্ম্ম ভাষা ও বংশ—এই তিনটিই জাতীয় জীবনের একতা সংস্থাপনের প্রধান উপাদান; কিন্তু আমাদের এই তিনটিরই অভাব। সুতরাং জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের একই ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং একই ভাষা হওয়া চাই; এবং আমরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহাও সাধারণের মনে ধারণা করান আবশ্যক, কিন্তু এ দিকে কাহার বড় দৃষ্টি দেখি না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যদি এক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত হয়, তাহা হইলে, ভাষাগত বৈষম্য কালে ধ্বংশ হইতে পারে এবং সর্ব্বত্রই উপনিষদাদিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত করিতে পারিলে কালে ধর্ম্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইতে পারে। ভাষাগত ও ধর্ম্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইলে ঐ জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তানুযায়ী কোন লক্ষ্য স্থাপন করিয়া সেই দিকে চালাইতে পারিলেই জাতীয় জীবনে জীবনীশক্তির সঞ্চার করা যাইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকায় এ বিষয়ের বহুল আলোচনা দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।

হিন্দু-পত্রিকার কোন পাঠক।

লেখকের সহিত আমরা সর্ব্ববিষয়ে এক মত না হইলেও, তাঁহার প্রবন্ধে, এমন অনেক গুরুতর বিষয় আছে যাহার আলোচনা হিন্দুসমাজের হিতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিঃ, পঃ, সঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১১

নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥

অন্বয়ঃ। যোগে (ক্রিয়মাণে) নীহার-ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাং। খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং (চ) এতানি রূপাণি, ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরাণি (সন্তি) পুরঃসরাণি

(ভবন্তি) যদ্বা—যোগে (বিধীয়মানে) নীহার ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাং, খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং (চ) এতানি অভিব্যক্তিকরাণি পুরঃসরাণি রূপানি আবির্ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। যোগে—যোগ করণবেলায়াং যদা পরম যোগসিদ্ধেরুপক্রমো ভবতি তদা, যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন পরম যোগ সিদ্ধির উপক্রম হয় সেই সময়ে। নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং—নীহারবৎ স্নিগ্ধা নির্ম্মলা চ চিত্তবৃত্তিঃ ভবতি, "ধূমঃ" ততঃ ধূম ইব আভাতি, ততঃ অর্ক ইব আভাতি, ততঃ বহ্নিরিব অত্যুষ্ণঃ বায়ুঃ প্রবহতি ইব। চিত্তবৃত্তি নীহারের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং নির্ম্মল হয়। তদনন্তর ধূমের ন্যায় আভা পরিদৃষ্ট হয়। অনন্তর সূর্য্যচ্ছায়ার ন্যায় তোজোরাশি লক্ষিত হয়। তৎপর অনলবৎ অতীব উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, এই সমুদয়ের রূপ এবং। খদ্যোৎ বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং—কখন কখন অন্তরীক্ষ খদ্যোত খচিতবৎ অনুভূত হয়, কখনও বা বিদ্যুদ্দাম বিকাশবৎ বোধ হয়, কখনও বা সুবিমল স্ফটিক প্রভা লক্ষিত হয়, আবার কখনও বা বোধ হয় যেন সম্মুখে পূর্ণশশী সমুদিত হইয়া বিশ্বভুবন উদ্ভাসিত করিতেছে, এই সমুদায়ের রূপ। ব্রহ্মণি—ব্রহ্ম-বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মের আবিষ্কার বিষয়ে। অভিব্যক্তি-করাণি, প্রথম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের পূর্ব্বাভাষরূপে। পুরঃসরাণি—অগ্রগামীনি অগ্রগামী অর্থাৎ প্রথমচিহ্ন স্বরূপ, আবির্ভূত হয়।

বঙ্গার্থ। যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন পরমযোগসিদ্ধির উপক্রম হয়, তখন চিত্তবৃত্তি নৈশনীহারবৎ নির্ম্মল এবং সুস্নিগ্ধ হইতে থাকে, তৎপর ধূমপুঞ্জের আভার ন্যায় বিশ্বভুবন ধূমায়মান বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং তদনন্তর সূর্য্যচ্ছায়াসদৃশ তোজোরাশি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ অতীব উষ্ণ বায়ু প্রবাহ অনুভূত হয়, বোধ হয় যেন জগতে জ্বালাময় সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। কখনও বা আকাশ মণ্ডল খদ্যোত খচিত, কখনও বা তড়িদ্ বিস্ফুরিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আবার কখনও বা স্বচ্ছ স্ফটিক প্রভায় জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব হয়, কখনও বা, পুরোভাগে পূর্ণচন্দ্রের পীযূষময়ী অমৃতধারা প্রস্রবিণী বিমল কৌমুদী আলোকিত হইয়া যোগনিরত প্রণিহিত-চিত্ত সাধকের যোগসাধনার লক্ষ্যীভূত ব্রহ্মাবির্ভাবের পূর্ব্বাভাষ প্রদান করে। সাধক ব্রহ্মপ্রকাশের পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপ এই সমুদয় বিস্ময়জনক মনোবিনোদন সুখদৃশ্য দর্শনে, বিহ্বল হইয়া বহির্বিষয়নির্লিপ্ত থাকিয়া অচিরেই তৎপদ প্রাপ্ত হয়েন।

১২

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥

অন্বয়। পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিল-খে সমুত্থিতে (সতি), পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে (সতি), যোগাগ্নিময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য তস্য (সাধকস্য) রোগো (ন তিষ্ঠতি) জরা (ন তিষ্ঠতি) দুঃখং (ন তিষ্ঠতি)।

বিশেষ ব্যাখ্যা। পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ অনিল খে—সমুত্থিতে সতি (অত্র দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবেন নির্দ্দিশ্যতে।) ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম, এই পঞ্চভূত সমুত্থিত হইলে অর্থাৎ ইহাদের যথার্থ যোগজ্ঞান হইলে। পঞ্চাত্মকে—ক্ষিত্যাদি-পঞ্চভূতোৎপন্ন। যোগগুণে প্রবৃত্তে সতি—যোগের গুণ প্রবৃত্ত হইলে পর, অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে গন্ধ, অপ্ হইতে রস, তেজঃ হইতে রূপ, অনিল হইতে স্পর্শ ও ব্যোম হইতে শব্দ এই সমুদয় পাঞ্চভৌতিকজ্ঞান প্রবৃত্ত হইলে। যোগাগ্নিময়ং—শরীরং প্রাপ্তস্য (সাধকস্য) যোগরূপ সর্ব্বকলুষদাহক অগ্নিময় শরীরধারী সাধকের।

বঙ্গার্থ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূত বিষয়ক যোগজ্ঞান জন্মিলে এবং পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রবৃত্ত হইলে পর, সাধকের শরীর যোগরূপ অগ্নি-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তখন সাধক সেই পরম-দ্যুতি যোগদেহ প্রাপ্ত হন, তাঁহার শরীর নিহিত যাবতীয় দোষরাশি ঐ অনলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যোগদেহধারী সাধক চিরদিনের জন্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, তাঁহার রোগ, জরা এবং দুঃখ চিরতরে যোগানলে ভস্মীভূত হয়। এতাদৃশ যোগ প্রবৃত্তির মধ্যে যদি সমস্তগুলি না হইয়া কাহারও কোন একটি মাত্র জন্মে, তবে তাহাকে প্রবৃত্ত যোগ বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পুরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা ততস্তস্ত প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগ প্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগ-চিন্তকাঃ।

১৩

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্র-পুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥

অন্বয়। (যোগতত্ত্ববিদঃ) লঘুত্বম্, আরোগ্যম্, অলোলুপত্বম্, বর্ণপ্রসাদঃ, স্বরসৌষ্ঠবং শুভোগন্ধঃ, অল্পং মূত্রপুরীষং চ (ইত্যেতানি), প্রথমাং যোগপ্রবৃত্তিং বদন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা। অলোলুপত্বম্—লোভরাহিত্যম্ অভিলাষশূন্যত্বমিতি ভাবঃ, নিরভিলাষতা। বর্ণপ্রসাদঃ—বর্ণৌজ্জ্বল্যম্, বর্ণের উজ্জ্বলতা, দ্যুতিমতী কান্তি। স্বরসৌষ্ঠবং—কণ্ঠস্বরমাধুর্য্যং নিয়ত-মধুরভাষিত্বমিতি ভাবঃ—সুমধুর স্বর, সর্ব্বদা মধুরভাষিতা। গন্ধঃ শুভঃ—প্রতিনিয়তং আঘ্রেয়ঃ গন্ধঃ প্রীতিপ্রদঃ ভবতি যদ্বা—শারীরিকং সৌরভং সততমতি প্রফুল্লং ভবতি, সর্ব্বদা প্রীতিপ্রদ গন্ধ আঘ্রাত হয়, অথবা শারীরিক গন্ধ অর্থাৎ সাধকের দেহ সৌরভ সতত অতি প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্গার্থ। প্রবৃত্তযোগ সাধকের শরীরের লঘুতা, রোগশূন্যতা, নিরভিলাষতা, কান্তি-মত্তা, স্বরমধুরতা সুপরিমলতা ও মলমূত্রের অল্পতাকেই যোগতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যোগের প্রথম প্রবৃত্তি অর্থাৎ ফলস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির সর্ব্ব

প্রথমে এই সমুদয় লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই লক্ষণসমূহ দ্বারাই যোগনিরত সাধকের অপার্থিব সুখের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

১৪

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ॥

অন্বয়। যথা (প্রাক্) মৃদয়া উপলিপ্তং বিম্বং (পশ্চাৎ) সুধান্তং (সুধৌতং) [সৎ] তৎ তেজোময়ং ভ্রাজতে, তদ্বা আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য একঃ দেহী কৃতার্থঃ বীতশোকঃ (চ.) ভবতে (ভবতি ইত্যর্থঃ)

বিষম পদব্যাখ্যা। বিম্বং—সৌবর্ণরাজতাদিকং, সুবর্ণরজত প্রভৃতি সমুজ্জ্বল পদার্থ। মৃদয়া—মৃত্তিকয়া, মাটিদ্বারা। উপলিপ্তং—মলিনীকৃতং মলিনীকৃত। সুধান্তং—সুধৌতং, (সুধান্তমিতি ছান্দসং।) তদ্বা—তদ্বৎ, সেই প্রকার। ভবতে, ভবতি (অত্রাপি আত্মনেপদিত্বং ছান্দসং) হয়। বীতশোকঃ গতশোকঃ শোকবিমুক্তঃ ইতি ভাবঃ, শোক বিমুক্ত।

বঙ্গার্থ। যেমন সুবর্ণাদি সমুজ্জ্বল ধাতুখণ্ড প্রথমতঃ মৃত্তিকালেপনদ্বারা মলিনীকৃত হইলেও পশ্চাৎ সুধৌত করিলে অর্থাৎ তাহা জলে বা অনলে পরিষ্কৃত করিলে পুনরায় তাহা সমুজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ সংসারতাপ-মলিন মানবগণ আত্মতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা আত্মরহস্য অবগত হইয়া সমস্ত শোকতাপ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন। তাঁহাদের যাবতীয় মালিন্য আত্মদর্শনরূপ অনলে হুত হয়। অর্থাৎ একমাত্র আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মাই দুর্ল্লভ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া সুদুর্ল্লভ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক কৈবল্য পথের পথিক হইতে সমর্থ হয়েন।

১৫

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধম্ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অন্বয়।—যদা তু যুক্তঃ (সাধকঃ) ইহ দীপোপমেন আত্মতত্ত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ। তদা (সঃ) অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে॥

বিষম পদব্যাখ্যা। যদা—যস্যাং অবস্থায়াং, যে অবস্থায়। যুক্তঃ—যোগযুক্ত সাধক। ইহ—অত্র। দীপোপমেন—দীপস্থানীয়েন প্রকাশস্বরূপেণ নিবাতনিষ্কম্পেন, দীপস্থানীয় প্রকাশস্বরূপ নিবাতনিষ্কম্প অর্থাৎ স্থির নির্ম্মল এবং জ্ঞানালোকময়। আত্মতত্ত্বেন—আত্মজ্ঞানেন, আত্মজ্ঞানদ্বারা অথবা আত্মদ্বারা। ব্রহ্মতত্ত্বং পরমাত্মস্বরূপং, পরমাত্মারস্বরূপ। প্রপশ্যেৎ—প্রকৃষ্টভাবেন দ্রষ্টুং শক্নুয়াৎ, প্রকৃষ্টভাবে দেখিতে সমর্থ হয়। ধ্রুবং—অপ্রচ্যুত স্বরূপং, সনাতন। সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং—অবিদ্যাতৎকার্য্যৈঃ, অপরামৃষ্টং, অবিদ্যা এবং তৎ

কার্য্যদ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধতাজনিত মায়াবিরহিত। সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ—পাশস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা।

বঙ্গার্থ। যখন যোগযুক্ত সাধক, দীপবৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, সেই সময়ে তিনি সনাতন অক্ষর অবিদ্যাস্পর্শদোষ-শূন্য সর্ব্বতত্ত্বাতীত পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্ববিধ সংসার পাশ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জ্ঞানদ্বারা যে সময়ে সাধকের "আমিই পরব্রহ্ম" এতাদৃশ অভেদবুদ্ধি সঞ্জাত হয়, সেই সময়ে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এবম্বিধ জ্ঞানবান্ মহাত্মাকে আর সংসারশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার জ্ঞানরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিধারার নিশিত মুখে, সর্ব্বপ্রকার পাশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, তিনি চিরদিনের মত মুক্তিলাভে কৃতার্থ হয়েন।

১৬

এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥

অন্বয়। এষঃ হি দেবঃ (পরমাত্মা) প্রদিশঃ অনু সর্ব্বাঃ (উপদিশশ্চ।) স হি পূর্ব্বঃ জাতঃ, স উ (এব) গর্ভে অন্তঃ (বর্ত্তমানঃ।) স বি (এব) জাতঃ, স জনিষ্যমাণঃ। (স) সর্ব্বতোমুখঃ (সন্) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। হি—নিশ্চয়ে। প্রদিশঃ—প্রাচ্যাদাঃ দিশঃ, পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ সমূহ। অনু সর্ব্বাঃ—অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য উপদিকসমূহ। পূর্ব্বঃ জাতঃ—হিরণ্যগর্ভরূপেণ সর্ব্বপ্রথমং সংবভূব, হিরণ্য-গর্ভরূপে সর্ব্বপ্রথমে সম্ভূত হইয়াছিলেন। স উ গর্ভে অন্তঃ—তিনি গর্ভের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। স জাতঃ—তিনি শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। স জনিষ্যমাণঃ—তিনিই উত্তরকালে জন্মগ্রহণ করিবেন। সর্ব্বতোমুখঃ—সর্ব্বপ্রাণিগতানি মুখানি অস্য ইতি সর্ব্বপ্রাণিগতঃ। জনান্ প্রত্যঙ্—সর্ব্বেষাং জনানাং (অত্র জনপদং সর্ব্বপ্রাণিপরং) পশ্চাৎ; সর্ব্বপ্রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

বঙ্গার্থ। আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে হইবে, এই পূর্ব্বানুশাসন বাক্য স্মরণ করিয়া তৎপ্রকার বর্ণনা করিতেছেন।

এই পরমদেব পরমাত্মাই পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ এবং অগ্নি প্রভৃতি উপদিকসমূহ। অর্থাৎ ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে বিরাজ করিতেছেন। ইনি সকলের আদি, কেননা ইনিই সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্য-গর্ভরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইনিই সকলের গর্ভে বর্ত্তমান আছেন, জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হউক না কেন, তৎসমস্ত ইহার অবান্তররূপ। ইনিই শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছেন এবং উত্তরকালে এই পরমাত্মাই জন্মপরিগ্রহ করিবেন। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণিগত হইয়া বিশ্বস্থ তাবৎ জনের পশ্চাদ্ভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই বিশ্বভুবনে ইনিই আদি এবং ইনিই অন্ত, ইনিই উৎপাদ্য এবং ইনিই উৎপাদিত। ইনিই কর্ত্তা এবং ইনিই কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত এজগতে অন্য কিছুই নাই। একমাত্র ইনিই সৎ, যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি বা করি, তৎসমস্তই এই পরম দেব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রকার চিন্তাদ্বারা আত্মায় পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

১৭

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

অন্বয়। যঃ দেবঃ অগ্নৌ, যঃ অপ্সু, যঃ বিশ্বম্ ভুবনং আবিবেশ, যঃ ওষধীষু, যঃ বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ॥

বিষম পদব্যাখ্যা। সুগমা।

বঙ্গার্থ। নমস্কারাদিও যোগসাধনাদিবৎ অবশ্য বিধেয়। তাই নমস্কৃতি বিহিত হইতেছে। যে পরমদেবতা অগ্নির তেজঃস্বরূপ, যিনি সলিলের শৈত্যস্বরূপ, যিনি এই অখিল ভুবনপরিসর সংসার মণ্ডপের আশ্রয়দণ্ডস্বরূপ, যিনি শস্যাদি ওষধীনিকরে এবং অশ্বত্থাদি বনস্পতিসমূহে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, সেই বিশ্বাত্মক ভুবমূনল পরমেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গীতাভাস।

অষ্টম অধ্যায়।

ভক্তি ও সাধনা।

সাধনার মূলে ভক্তি; যাহার ভক্তি নাই, তাহার সাধনাও নাই, ভক্তিব্যতীত সাধনা হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত অনুরাগের নামই ভক্তি, অন্তরের নিভৃত-স্থানে ইহার বসতি, প্রীতি ইহার সহচরী। যাহার প্রতি যাহার প্রগাঢ় অনুরাগ তাহার প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস, তাহাতে তাহার অতুল আনন্দ। অনুরাগের সামগ্রী অনুপস্থিত থাকিলেও, তাহার প্রতি চিহ্নেই প্রীতির উদ্রেক, তাহার প্রতি কার্য্য দর্শনেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বটিয়া থাকে; অতএব স্থূলতঃ তাহা অনুপস্থিত থাকিলেও

অর্থতঃ কদাচ অনুপস্থিত থাকিতে পারে না; অনুরাগবশতঃ চিত্ত তন্ময় হইয়া যাওয়াতে, তাহার প্রতি চিহ্নেই, তাহার প্রতি কার্য্যেই তাহাকে মানস নয়নে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং অনুরাগ বশতঃ তাহারই সহিত কথোপকথনে ও তাহারই গুণানুবাদে পরম আনন্দ জন্মিয়া থাকে। যেখানে প্রকৃত অনুরাগ, সেই খানেই এইরূপ ভাবের অবতারণা। ঈশ্বরানুরাগও ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবটী আনিয়া দেয়; ভক্ত সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সহবাসে কালযাপন করে; সৃষ্টির প্রতি কার্য্যেই তাঁহার প্রেমময় অস্তিত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকে; একটী ভূতলশায়ী তৃণ হইতে গগন-বিহারী-জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের প্রীতিময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পায়; নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তের হৃদয় আপনা হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, এবং সর্ব্বব্যাপী প্রেমিককে নির্জ্জনে পাইয়া, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া প্রাণের কথাগুলি তাঁহাকে বলিতে থাকে। ইহারই নাম সাধনা, এ সাধনা ভক্তির কার্য্য। ইহাকে ভক্তি-যোগ বলে।

ভক্তিমার্গই ঈশ্বরকে পাইবার সুগম পথ; সে জন্য ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

"আমাতে মন একাগ্র করিয়া, সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ প্রধান যোগী।" দেহাভিমানী নরগণের পক্ষে অব্যক্ত নিষ্ঠা বা নিরাকারের উপাসনা সহজ নহে, জ্ঞানের উৎকর্ষ ব্যতীত এরূপ উপাসনার অধিকার জন্মে না। নির্গুণের আবার উপাসনা কি হইবে? উপাসনা বা সাধনা সগুণেরই সাধ্য; ঈশ্বরকে বিশেষণযুক্ত না করিলে কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহার বিষয়ে কিরূপ ধারণাই বা করিব? হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের ধারণা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; হিন্দুরা সগুণ ঈশ্বরের উপর নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন,—বৈদান্তিকেরা তাঁহাকেই তুরীয় চৈতন্য নামে অভিহিত করেন। এই নির্গুণ ব্রহ্ম গুণযুক্ত হইলেই ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন; এই সগুণ ঈশ্বর আবার নিরাকার ও সাকারভাবে উপাস্য। নিরাকারের উপাসনা সহজ নহে; ইহার প্রকৃত অধিকারী আধ্যাত্মিক জগতে অতি উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন; একমাত্র ঈশ্বরই তাঁহার চিত্তবৃত্তির বিষয়; তিনি নিষ্কাম, রাগদ্বেষবিহীন; তাঁহার ভক্তি উচ্চতম গ্রামে উপনীত হইয়া জ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। অতএব নিরাকারের উপাসনা সাধারণের পক্ষে বিহিত নহে; নিরাকারের সূক্ষ্ম ধারণা করিতে যাহার শক্তি নাই, সে "নিরাকারের উপাসনা করিতেছে" শুধু মুখে বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলে, কি উপাস্যের কোন ছায়া পাইবে? কদাচ পাইবে না। উপাস্যের ধারণা

ব্যতীত উপাসকের ভক্তিবৃত্তি উত্তেজিত হয় না; হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হইলে উপাসনাও হয় না, ভক্তিহীন উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র।

পুষ্প যেমন প্রথম মুকুলিত হয়, পরে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত এবং ক্রমে পূর্ণ বিকসিত হইয়া ফলে পরিণত হয়, ভক্তিকুসুমেরও সেইরূপ ক্রমে পরিপাক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং শেষে পূর্ণ বিকসিত হইয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। যাহার যেরূপ ভক্তি, তাহার উপাস্যও তদ্রূপ, তাহার ভজনাও তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে নিম্ন শ্রেণীর উপাসকদিগের নিমিত্ত বিগ্রহ-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঈশ্বরের মনঃকল্পিত কোন মূর্ত্তি যতদূর সম্ভব হস্তে গঠিত বা পটে অঙ্কিত করিয়া, তদুদ্দেশে পূজা করা বিগ্রহ সেবার উচ্চাবস্থা। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছ শোভিত বংশীধারী পীতবসন, নীরদবর্ণ বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এইরূপ বিগ্রহের উপাসনা করেন, তাঁহারা সাকার উপাসকদিগের মধ্যে অনেক উন্নত। এমন কি তাঁহারা সাকার উপাসনার উচ্চতম সোপানে পৌছিবার উপক্রম করিতেছেন। অব্যক্ত ঈশ্বরকে ব্যক্তভাবাপন্ন করিতে হইলে, এই বিশ্বরূপে তাঁহাকে ব্যক্ত দেখা সাকার-ধারণার সর্ব্বোচ্চ গ্রাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডময় ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিম্বিত দেখেন, তাঁহার আর নিরাকার ধারণায় অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু এখনও যিনি সেই বিশ্বমূর্ত্তির মানসিক ধারণায় অক্ষম, অথচ ঈশ্বরের এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে যাঁহার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ বিগ্রহ-সেবায় স্বীয় ভক্তিবৃত্তি অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিবেন; ইহা বিশ্ব-মূর্ত্তিরই স্থূল আদর্শ। নীরদ বর্ণ দেহটি অনন্ত আকাশেরই প্রতিরূপ, আকাশ যে নীলিম আভায় রঞ্জিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি স্নিগ্ধ করে, বিগ্রহের দেহ সেই মনোহর শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত। অনন্ত নীলিম পাথারে ভাসমান জ্যোতিষ্ক মালা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল উরসে শোভমান বনমালা। এক একটি বনপুষ্প এক একটি দীপ্তগ্রহ বা নক্ষত্র। শিখিপুচ্ছ মনুষ্যের দৃষ্টি মনোমোহনকারী নানাবর্ণভাতির পরিচায়ক; পীতাম্বর—শূন্য গর্ভস্থ আলোকরশ্মি। এইরূপে বিগ্রহটি ক্ষুদ্রায়তনে বিশ্বমূর্ত্তি, যে সাধক ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি ধ্যান করিতে অক্ষম, তিনি এই ক্ষুদ্র বিগ্রহে সেই বিশ্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকেন। নিম্নলিখিত গীতে ভক্তের হৃদয়ের ভাব গ্রথিত হইয়াছে—

মানস-মোহনরূপে কর মন সদা ধ্যান;
ভকতি-উচ্ছ্বাসে হের বিরাট বিশ্বব্যান।
নীলিম আকাশ-কায়, তারা-হার শোভা পায়,
জ্যোতির পীত-বসন হের তাঁর পরিধান॥
প্রেমের পবিত্র ধ্বনি বংশী-রবে কাণে শুনি,
বিমোহিত মনপ্রাণ, কর তাঁতে সমাধান॥

সাধনার প্রথমাবস্থায় সাকার কল্পনাই প্রশস্ত পথ। ভক্তির পরিপাকের সহিত যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে নিরাকার উপাসনা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, নিরাকারের ধারণা—তখন সহজ ও সুগম হইয়া আইসে। যতদিন সাধক তদবস্থাপন্ন না হয়েন, ততদিন উপাসনা কালে কোন না কোন পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার মানস দৃষ্টিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত, তিনি কালী মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন; কাল সহকারে ভক্তিবলে তাঁহার যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জাননা।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তার উপাসনা॥
জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁরে আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগতকে পালিছেন যে মা সাদরে, তাও কি জান না,
তবে কেমনে দিতে চাও বলি, মেষ, মহিষ আর ছাগলছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্ত, কেবল তারে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে কর্‌লে পূজা মা ত আমার ঘুস্ খাবে না॥

বাস্তবিক ভক্তিই সাধনার প্রাণ; ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তুমি ঈশ্বরকে যে কোন মূর্ত্তি অর্পণ করিয়া আরাধনা কর, তাহাতেই তোমার আরাধনার ফল ফলিবে, অর্থাৎ ক্রমশঃ তোমার চিত্তের মালিন্য দূর হইতে থাকিবে। চিত্তকে ক্রমশঃ পরিষ্কৃত করিয়া আধ্যাত্মিক বলের উপচয় করাই সাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকারী ভেদে উপাসনার ইতর উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে; কেহ অর্থের কামনায়, কেহ বা যশের কামনায়, কেহ বা বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করিয়া থাকেন; এরূপ উপাসনা সকাম, ইহাতে সাধনার প্রকৃত ফল না ফলিলেও, ইহা দ্বারা যে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে কোন না কোন প্রকারে ঈশ্বরের ভজনা করা হয়, তাহা বলিতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ॥

"যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকারে আমার (ভজন) মার্গ অনুসরণ করে।"

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাধনা করা অপেক্ষা নানা দেব দেবীর আরাধনা করা নিম্ন শ্রেণীর উপাসনা। কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে হিন্দুমত অতি উদার; হিন্দুরা কোন প্রকার উপসনারই নিন্দা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুযায়ী হইয়া তাঁহারা মনে করেন, যাহার যেরূপ ভক্তি হয়, সে সেইরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে, তাহাতেই তাহার আরাধনাজনিত চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মিবে। সত্ত্বাদিগুণের প্রাবল্যবশতঃ উপাসক স্থূলতঃ তিন শ্রেণীর হইতে পারেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম ও অধম শ্রেণীর উপাসকদিগের পক্ষে সাকার উপাসনা প্রশস্ত, এরূপ উপাসনায় তাঁহাদিগের হৃদয়ে সহজে ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় তাঁহারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। দেহাভিমানী মানব সহজে নিরাকারের ভাবনা করিতে অসমর্থ, সেরূপ আরাধনায় তাহার চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে না, তাহার মন আনন্দরসে আপ্লুত হয় না; কিন্তু ঈশ্বরকে সর্ব্বময় জানিয়া কি সৃষ্টি—বস্তুতে, কি মনঃ কল্পিত কোন সুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে হৃদয় প্রীতি-ভাবে পূর্ণ হইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এরূপ আরাধনাই মধ্যম শ্রেণীর সাধকদিগের প্রীতিপ্রদ অতএব সুফলপ্রসূ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভক্তিই সাধনার প্রাণ। যথার্থ ভক্তির উদ্রেক হইলে, হৃদয়ে যথার্থ ঈশানুরাগের উদয় হইলে, সাধক উপাসনার প্রণালী বা ক্রমের দিকে দৃক্‌পাতও করেন না; কোন মূর্ত্তি বিশেষ ও তাঁহার উপাস্য থাকে না; তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করত পরমানন্দ অনুভব করেন। প্রকৃত ভক্তের হৃদয়ই স্বর্গরাজ্য, সেখানে আনন্দরূপ দেবতা স্বভাবরূপ নন্দন কাননে সতত বিরাজিত আছেন। যথার্থ ভক্তের অন্তরেও অমরাবতী, বাহিরেও অমরাবতী; এ জগৎ সততই তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে। প্রকৃত ভক্তির অক্ষয়-ভাণ্ডারে কখন আনন্দের অভাব হয় না, কেনই বা হইবে? যিনি এরূপ ভক্তির অধিকারী, তিনি ত আর কিছু চাহেন না, তাঁহার অর্থলিপ্সা নাই, তাঁহার যশের কামনা নাই, ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা নাই, তাঁহার আত্মপর-বিবেচনা-বলবর্ত্তিনী পুত্রকলত্রাদিতে মমতাও নাই; তিনি নিষ্কাম; তিনি কর্ম্ম করেন বটে, সে কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে। ভক্তির পরিপাক হইলে ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্য-নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

"শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে সমজ্ঞান, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবোধ, সঙ্গবর্জ্জিত অর্থাৎ আসক্তিহীন, নিন্দা ও প্রশংসাতে তুল্য বোধ, মৌনী অর্থাৎ সংযত বাক্, যে কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই তৃপ্ত, অনিকেতন অর্থাৎ বাসস্থানহীন (অর্থাৎ গৃহ থাকিলেও যিনি গৃহে আসক্ত নহেন,) স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।"

নবম অধ্যায়।

ধর্ম্মনিষ্ঠার আবশ্যকতা।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম শব্দটী অতি বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে, অর্থ পোষণ করা; অতএব যাহা মনুষ্যকে পোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। মনুষ্য দেহধারী, মনুষ্যের হৃদয় আছে, মনুষ্য মানসিকবৃত্তি-সম্পন্ন; মনুষ্যের দেহ, হৃদয় ও মন যাহাদ্বারা পরিপুষ্ট হয় তৎসাধনের নাম ধর্ম্ম; মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করাকে ধর্ম্ম কহে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য আত্মবিষয়ক, আপনার উন্নতি জন্য যাহা যাহা কার্য্য; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য পরহিতার্থ, পরের বা দেশের হিতের জন্য যাহা যাহা করণীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য ঈশ্বর বিষয়ক, জগৎ-নিয়ন্তার প্রতি প্রেম-প্রকাশ। এই শেষোক্ত কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রধান; কেন না এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অন্যান্য কর্ত্তব্যের পরিচায়ক; যিনি ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক, তাঁহার কি আত্মবিষয়ক, কি পর বিষয়ক, কোন প্রকার কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটী হইবার সম্ভাবনা নাই, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধনে তিনিই সমর্থ, সেই জন্য জ্ঞানবাদ মতে "মনের যে প্রবৃত্তিদ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম"।

যিনি ধার্ম্মিক, তিনি প্রেমিক; প্রেম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ। বিশ্বপ্রেমিক জগদীশ্বর সেই প্রেমের অনন্তভাণ্ডার, প্রেম-প্রবাহের অক্ষয় উৎস; সেই উৎসের অনন্তধারায় এই বিশ্বের প্রকাশ, বৈচিত্র্যময় জগতের এক একটী পদার্থ সেই অনন্ত প্রেমের এক একটী নিদর্শন, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমের এক একটী পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি স্পর্শ করিয়াছে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেমময়ের প্রেম-নিদর্শন গুলি তত্তৎভাবে দেখিতে পান, এবং পরম প্রীতিরসে আর্দ্র হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তির ইহাই ফল, ঈশ্বর-আরাধনার ইহাই স্বর্গ। বাস্তবিক স্বর্গ নরক কোন স্থান বিশেষে বদ্ধ নাই, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; "মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদি লক্ষণঃ"—সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র। সুখ বা দুঃখ কোন বস্তুবিশেষে নিহিত থাকে না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে একই বস্তু কখন প্রীতিপ্রদ, কখন ক্রোধোদ্দীপক, কখন বা বিষাদের কারণ হইত না; অতএব সুখ বা

দুঃখ মনেরই পরিণাম। মন প্রকৃতিস্থ থাকিলেই সুখ, মনের বিকার ঘটিলে দুঃখ। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন্ বলিয়াছেন—

The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven.

এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে যাহাতে মন সুস্থির থাকে, যাহাতে মন প্রেম-পূর্ণ থাকে, যাহাতে মনের বিকৃতি নাশ করে, এরূপ উপায় গ্রহণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সে উপায়, সে সাধন ঈশ্বরেরই আরাধনা, অনন্তপ্রেমের কণিকামাত্র পাইবার প্রার্থনা, তাঁহারই চিন্তা, তাঁহারই সহিত কথোপকথন, প্রেমালাপে তাঁহারই সহিত সহবাস। ইহারই নাম যথার্থ সাধনা। সাধনা ব্যতীত সাধপূর্ণ হয় না। সাধনা ব্যতীত যথার্থ সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় না। ধন, ঐশ্বর্য্য, বন্ধু, পরিজন সুখের কারণ নহে, কেন না সুখ বস্তুগত নহে; সুখ যখন মনের পরিণাম, তখন মনকে যাহাতে সেইরূপে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহাই সুখের সাধন, ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেম মানসিক শান্তির নিদান। যে লক্ষপতি কিন্তু দুরাচার, তাহার সুখ নাই, সুখ সৎকর্ম্মে, সৎকর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে। সভক্তি ঈশ্বরসাধনায় যথার্থ সুখ; ভক্তির এমনই মহিমা যে অতি দুরাচার ও ইহার প্রভাবে সৎপথ অবলম্বন করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোঁহি সঃ॥
ক্ষিপ্রংভবতি ধর্ম্মাত্মাশশ্চচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

"যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তি ও অনন্যভজনশীল হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য; যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন। সেরূপ ব্যক্তিও আমাকে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হন; হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রণষ্ট হন না, ইহা তুমি নিঃশঙ্কভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার।"

"ভক্ত প্রণষ্ট হয় না" এই বাক্যের সার্থকতা শুধু আধ্যাত্মিক অর্থে নহে, অন্যান্য অর্থেও ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে পারে। যিনি সরলান্তঃকরণে প্রকৃত ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তিনি সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী। তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযত, তাঁহার পান ভোজনাদি নিয়মিত, তাঁহার হৃদয় দুশ্চিন্তা শূন্য; অতএব অনিয়ম বা অত্যাচার-জনিত ব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মনের সহিত দেহের বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, মন ইন্দ্রিয়গণের নেতা; সেই যদি পবিত্র এবং প্রীতিভাবে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তবে রোগ শোকাদিদ্বারা দেহ কদাচ অবিভূত হয় না, মন সুস্থ থাকিলে শরীর ও সুস্থ থাকে; শরীর ও মন উভয়েই প্রকৃতিস্থ থাকিলে, ক্রমশঃই আপনার উন্নতি সাধন হইতে

থাকে, ক্রমশঃই চরিত্র সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়, ক্রমশঃই ঐ "অশ্রুময় ধরাতল" অমরাবতীর আকার ধারণ করিতে থাকে। যিনি ঈশ্বরভক্ত, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয় না, তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, বিলাস-বিভবে তাহার স্পৃহা নাই, কাজেই অর্থ অর্থ করিয়া তাঁহাকে সদা ব্যস্ত থাকিতে হয় না। তাঁহার যাহা কিছু অভাব তাহা অল্পায়াসে পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহং॥

"অনন্য-কর্ম্মা হইয়া আমাকে চিন্তা করত যে ব্যক্তিরা উপাসনা করে, আমি সতত সেই মদেক-নিষ্ঠ ব্যক্তি দিগের যোগ অর্থাৎ ধনাদিলাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ দ্রব্যের পালনরূপ ভার বহন করি"।

এইরূপে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য গুলি সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। ঈদৃশব্যক্তির চিত্ত সতত প্রেম-পরিপূর্ণ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-বৃত্তি দ্বারা অপঙ্কিল, স্বার্থের বিষমতাড়নায় চিন্তা-বিদগ্ধ নহে। অতএব ঈশ্বর-প্রেমিকের ন্যায় পরহিতে-ষণাব্রতে জীবন অতিবাহিত করিতে আর কেহ সক্ষম নহে, তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার সাধনে আর কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। পর-প্রেমই তাঁহার কার্য্যের প্রবর্ত্তক, খ্যাতি বা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পরোপকার ব্রতের অনুষ্ঠান করেন না। প্রেমই কার্য্য প্রবর্ত্তক, প্রেমই কাম্য ফল, এমন নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যসাধনে কেবল প্রেমিকেরই ক্ষমতা থাকিতে পারে। জগতের ইতিবৃত্ত এইরূপ মহানুভব দিগের নিঃস্বার্থ কার্য্য-গৌরবে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। অতএব ঈশ্বরভক্ত পরবিষয়ক, কর্ত্তব্য পালনে বিশেষ দক্ষ। এখন বুঝিতে পারা গেল যে, সকল প্রকার কর্ত্তব্য-সাধনের মূলে ঈশ্বর-সাধনা। ভক্তিবিনা সাধনা হয় না; আবার নিতান্ত পঙ্কিলচিত্তে ভক্তিও প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কতকগুলি আচার ও নিত্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে গুলিকে নিতান্ত অসারবোধে ইদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকেরা প্রায় তাহার কোনটীই প্রতিপালন করেন না। তাঁহারা যদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শাস্ত্র প্রদর্শিত আচারগুলি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অচিরেই তাহার শুভময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অবশ্য স্বীকার করি; কতকগুলি আচার ভ্রষ্টভাবে, ইদানীন্তন হিন্দু সমাজে বিদ্যমান আছে, সে গুলি আমাদিগের অবনতির সহিত তাদৃশ ভ্রষ্ট-ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রের কোন দোষ নাই। শাস্ত্রে আমাদিগের নিত্যাচার সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিরজন্য, দৃষ্টান্তরূপে এখানে দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। স্নান করিয়া বা অভাবপক্ষে গাত্রমার্জ্জনা ও পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করত ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বাহ্নে দেবার্চ্চনা প্রভৃতিকার্য্য শুদ্ধহৃদয়ে সম্পন্ন করিবে এবং

তৎপরে মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। স্নানের পর একখানি ধৌতবস্ত্র পরিধানের পর চিত্ত স্বতঃই অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হয়; তদবস্থায় দেবার্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কার্য্য সমধিক পবিত্র হৃদয়ে ও সমাহিতচিত্তে সম্পন্ন হইবারই কথা। পূজা-বন্দনাদিদ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর ভোজনের বিধি; তদবস্থায় সানন্দ চিত্তে ভোজন করিলে আহারের উদ্দেশ্য যে অধিকতর সিদ্ধ হইবে, স্বাস্থ্য ও বলের যে অধিকতর উপচয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সামান্যতঃ এই সুবিধাটীরই অবমাননা করিয়া অনেক পূর্ব্বাহ্নে কিছু খাদ্য উপস্থিত পাইলেই আহার করিয়া থাকেন; অর্চ্চনাদির নিয়মও একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সমস্তধর্ম্মই নিয়মিত, প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিশাগমে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত হিন্দুর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেই নিত্যকর্ম্মগুলির অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং চিত্তশুদ্ধি সহকারে ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়। সদাচার ব্যতীত সাধুতা জন্মে না। সদাচার সম্বন্ধে শাস্ত্রের একটী বচন উদ্ধৃত করিতেছি——

ধর্ম্মোঽস্য মূলান্যসবঃ প্রকাণ্ডো বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ।

যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চপুণ্যং অসৌ সদাচার তরুর্ম্মহীয়ান্॥

"সদাচাররূপ মহান্ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড বা গুঁড়ি (অসব) আয়ু, শাখা ধন, উহার পত্র কামনা, পুষ্প যশ, ফল পুন্য"। সদাচারেই ধর্ম্ম, সদাচারেই দীর্ঘজীবন, এবং সদাচারেই অর্থ যশ প্রভৃতির উৎপত্তি। অতএব সদাচারের অভ্যাস সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এইরূপ অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। আমাদিগের যে পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা চিত্তের প্রীতিসম্পাদনের অতি সুন্দর উপায়; পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যদ্বারা উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে স্বতঃই যেন চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে, ভক্তির আপনা হইতে যেন উন্মেষ হয়। যাঁহাদিগের এখনও সেরূপ জ্ঞান জন্মে নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ অভ্যাস যে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূজাবন্দনাদি সদাচারের অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়, জ্ঞান জন্মিলে তবে ধ্যানাদিতে অধিকার জন্মে, এবং তৎপরে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; নিষ্কাম হইয়া ত্যাগী হইতে পারিলে পরমশান্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরং॥

'অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; ত্যাগ হইতে শীঘ্রই সংসার-শান্তি হয়।

সমাপ্ত। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর অবতার! বসুদেব ও দৈবকী, শ্রীকৃষ্ণের জনক জননী। শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা এবং কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্থান। অসুর বিনাশার্থে, শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতার। শ্রীমদ্ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে।

বৈদিক আর্য্যগণের পরম দেবতা সূর্য্যদেব (১) এবং বেদ মতে সূর্য্যদেবের অপর নাম বিষ্ণু (২) এবং বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩) আর্য্য হিন্দুগণ দেবান্তর পূজা করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

গোলকে রাশি চক্রে সূর্য্যদেবের এক বৎসর পরিভ্রমণ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া হিন্দুজাতির মনোরঞ্জন জন্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অঙ্কুর রোপিত হয়। কিন্তু ক্রমে পর পর পুরাণে শাখা, প্রশাখা, পল্লব উদ্ভূত হইয়া, ঐ লীলাবৃক্ষে বিষময় ফল ধরিয়াছে।

নতুবা অধঃপতনশীল ভারতভূমিতে কুরুচির স্রোতে ভাসমান হইয়া অনাদিদেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণ অতল স্পর্শ কলঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কেন হাবু ডুবু খাইবেন? কালের কি বিচিত্র প্রভাব। অনন্তকাল অনাদিদেবকে গ্রাস করিতে উদ্যত। অনাদিদেব আজ ভারতে কলুষিতভাবে পূজিত। অঙ্গরাগ না হইলে সত্বর পূজা লোপ হইবে। ভারতের বিপ্রকুল সদাশয়ে সাধুচিত্তে এই রূপক কল্পনা করিয়াও আজ হিন্দুসমাজের নিকট দায়ী। এই জাতীয় ঋণ বিমোচনার্থে আমরা অদ্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রহস্য ভেদে কৃতসংকল্প হইলাম।

ফাল্গুনের অমা-প্রদোষে একবার গোলক সন্দর্শন কর। দেখিবে আদ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গোলকে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার শিরোপরে, তারকময় ধনুকাকৃতি যে নক্ষত্র দেখিতেছ, উহার নাম পুনর্ব্বসু। ঐ বসু নক্ষত্র বা বসুদেবের ক্রোড়ে ঐ দৈবকী (৪) বিরাজিত। ঐ বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে যে বিন্দু দেখিতেছ, ঐ বিন্দুর নাম কর্কট ক্রান্তি, ঐ বিন্দু উত্তরায়ণের চরম সীমান্তে অবস্থিত। ঐ বিন্দু

(১) গায়ত্রী। (২) ঋক্ ৮।৭৭।১০ এবং ১।২২।১৬। (৩) গায়ত্রী।

(৪) পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবমাতা অদিতি উত্তরক্রান্তিতে অবস্থিত; কশ্যপবসুদৈবশ্চ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জন্মখণ্ডে, অদিতির্দেবকীহভূৎ ইতি হরিবংশে, রেবতী হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত অয়ন রেখার্দ্ধ অসিতি বা দৈবকী বলিয়া বর্ণিত।

স্পর্শ হইলে সূর্য্যদেবের অয়ন গতির শেষ হয়। এবং ঐ বিন্দুতে নববর্ষের বালার্ক উদয় হয়। ঐ বিন্দু বালকৃষ্ণের জন্ম স্থান। অতএব কর্কট ক্রান্তি বিন্দুতে, বসুদেবের গৃহে, দৈবকীর অঙ্কে আদিদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। কল্পনা নহে। নব-দুর্ব্বাদল শ্যাম (১) তোমার সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অয়ন রেখায় শিবা মণ্ডলের ছায়াতলে (২) দক্ষিণাচলে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু রাশি। শ্রীকৃষ্ণ যমুনা (৩) অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ অগ্রসর হইলে, সম্মুখে কর্কট রাশিস্থ ত্রিতারকাত্মক শরাকৃতি পুষ্যা পশ্চিমাভিমুখে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ পুষ্যা সংক্রমণের পরে কর্কট রাশিস্থ হ্রদ সর্প কালিয়। (৪) কালিয় সর্পের মস্তক ষট্ তারকময় চক্রাকৃতি। এবং ইহাকে অশ্লেষা নক্ষত্র বলে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফণী, শ্রীকৃষ্ণ অশ্লেষায় পদার্পণ করিয়া কালিয় দমন করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিস্থ পঞ্চ তারকাময় মঘা। মঘার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। সুতরাং মঘার জ্যোতিঃ নবপ্রসূত বালকের জীবন সংহারক অহিপূতনা নামক বালরোগে উৎপাদক এই মঘাই পূতনা। মঘার যোগতারা (৫) দৈবকীর (অয়ন রেখার্দ্ধ) উপরিস্থ বলিয়া পূতনাকে মাতৃ পদে অভিষিক্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দানে ব্যাপৃত করা হইয়াছে।* পঞ্চ তারকময় বলিয়া মঘা বা পূতনা, এক্ষণে বঙ্গভূমিতে, পেঁচো, পাঁচী বলিয়া খ্যাত। সূর্য্যদেবের মঘায় অবস্থিতি কালে মঘা আচ্ছাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মঘা সংহার করিয়া পূতনা বিনাশ করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিস্থ পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় ফাল্গুনি বা অর্জ্জুনি নক্ষত্র। (৬) এই দুই নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভঞ্জন লীলা প্রদর্শন করিলেন। সম্মুখে কন্যা রাশিস্থ, হস্তা, চিত্রা, তুলা রাশিস্থ স্বাতী, বিশাখা, বৃশ্চিক রাশিস্থ অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং ধনুরাশিস্থ মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নব নক্ষত্র। ইহারাই আধুনিক পৌরাণিক নবনারী। (৭) অষ্ট সখি এবং আদ্যাশক্তি বিশাখা বা রাধা (৮)

(১) Castor star. অর্থাৎ বিষ্ণুনামক পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ষট তারকের সর্ব্বোত্তরস্থ তারকা যথা—ধরধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতা ইতি ভরতঃ।

(২) Lyux constellation or canis minor. (৩) রাত্রি ঋক্ ১০। ১৭। ১৩।

(৪) Hydra constillation. (৫) Regulus. (৬) ঋক্ ১০। ৮৫। ১৩

(৭) চন্দ্রাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা, বিশাখা, তুঙ্গ-বিদ্যা, রঙ্গদেবী চম্পকলতা, সুদেবী ও ইন্দুলেখা,

(৮) রাধা, বিশাখা পুষ্যে তু ইত্যমরঃ

* মঘাকে পূতনা বলিবার আরও কারণ আছে মঘা লাঙ্গলাকৃতি বলিয়া দেখিতে ধ্বজবৎ (flag) এজন্য মঘাকে ধ্বজিনী বলার সার্থকতা আছে এবং ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পূতনাঽনীকিনী চমূঃ ইত্যমরঃ বচনে দেখা যায়—পূতনা শব্দ ধ্বজিনী অর্থে ব্যবহার্য্য, মঘা ও পূতনা উভয়েই ধ্বজিনী বলিয়া মঘা পূতনা, পূতনাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানে বসাইবারও অনেক কারণ আছে, যথা—তৃতীয় দিবসে মাসে (বর্ষে বা গৃহাতি) পূতনা নাম মাতৃকা ইতি চক্রপাণি দত্ত শ্রীকৃষ্ণকে পূতনা স্তন্য দিবার আরও কারণ আছে যথা ভাব প্রকাশে অহি পূতনা নাম বালরোগ চিকিৎসায়াং তত্র সংশোধনৈঃ পূর্ব্বং ধাত্রীস্তন্যাং বিশোধয়েৎ॥

বিশাখার আকৃতি পুষ্পমালা বা তোরণবৎ ৮ বা পদ্মাকৃতি। বিশাখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শক্রাগ্নি বা বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতাগ্নির নাম র, (৭ ক) এই র অগ্নির আধার বলিয়া বিশাখা, রাধা বলিয়া খ্যাত। (১) শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা (২) সখিত্রয় সম্ভাষণ করিয়া শ্রীরাধার সদনে উপনীত হইয়া দেখিলেন অয়নরেখা (৩) শ্রীরাধা অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় মিলন হইল। এই শ্রীরাধা কে? বৃষ রাশিস্থ ভাস্করদেব বৃষভানু-রাজ। কলাবতী চন্দ্রিমা তাঁহার পত্নী। কলাবতী স্বীয় পতি বৃষ রাশিস্থ ভাস্করদেবের মিলনাশয়ে উন্মত্তা হইয়া পূর্ণাকৃতি লাভের জন্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাভিমুখে যাত্রা কালে পদ্মাকৃতি বিশাখার মধ্যে বিদ্যুৎরূপা রাধাকে প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে রাধার পৌরাণিক জন্ম ও লালনপালনাদি স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের, তুলা রাশিতে শ্রীরাধা নক্ষত্র ভোগ কালে আকাশাগ্নি (সূর্য্য) অন্তরীক্ষ অগ্নিতে (বিদ্যুতে) মিলিত হইল। (৪) সাংখ্যকারের প্রকৃতি পুরুষ একত্রীভূত হইল। ক্রমে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত; বিদ্যুৎময়ী ষট্ কৃত্তিকার শোভায় পৌর্ণমাসীর রৌপ্যময় জ্যোতিঃ ঘর্ষিত হইল। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার কৌমুদী জ্যোৎস্নায় জগৎ ভাসিতে ও হাসিতে লাগিল। পশু, পক্ষী আদি সমস্ত জীবগণ এবং জগজ্জন আহ্লাদে পুলকিত হইল। জগজ্জন এই বিমুগ্ধকর রজনী নৃত্য গীত সুখে যাপন করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই জগৎময় নৃত্য গীতের নাম রাস (৫) লীলা। শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীরাধা ও অষ্ট সখী সমবেতা হইয়া রাসলীলায় বৃন্দাবনে প্রমত্ত। আজ পৌর্ণমাসী কলাবতী, এবং মাতৃকাগণ (৬) স্বসুতা রাধার শুভগ্রহে উন্মত্তা। বিমানে পুরন্ধ্রীগণ আজ অট্টহাস হাসিতেছে। প্রকৃতির অনুপম শোভায় জগৎ মুগ্ধ।

এই বৃন্দাবন কোথায়? ঐ দেখ গোলকে লক্ষ লক্ষ গোপ (৭) গোপী অর্থাৎ তারক, তারকা পরিবেষ্টিত হইয়া ধাতা ইন্দ্র সবিতা ইত্যাদি দ্বাদশ আদিত্য (৮) রূপে শ্রীদামন্, সুদামন্ প্রভৃতি দ্বাদশ রাখাল মণ্ডলসহ শ্রীসূর্য্যদেব, কৃষ্ণ নামে বৃন্দা-বনে রাসলীলায় বিরাজমান। (৯) যদি এই প্রাকৃতিক রাসলীলা সন্দর্শনে হৃদয়ে গভীর বিমল ঈশ্বর প্রেমের, উদয় হইয়া মন প্রাণ পুলকিত ও বিগলিত না হয়, এবং

(৮ ক) স্মৃতেঽরঃ পাবকে তাক্ষে ইতি মেদিনী। (১) বৈশাখে মাধবঃ রাধঃ ইত্যমরঃ।

(২) স্বাতি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পবন এবং স্বাতি তুলা রাশিতে অবস্থিত বলিয়া ললিতা নাম। এবং হস্তার পঞ্চতারা চন্দ্রবৎ শুক্লবর্ণা।

(৩) অয়ন ঘোষ বা রায়াণ ঘোষ। (৪) ঋক্ ১। ৯৫। ৩

(৫) গুণে রাগে দ্রবে রসঃ ইত্যমরঃ। (৬) ষট্ কৃত্তিকা।

(৭) গো অর্থ কিরণ ঋক ১। ৬২। ৫ প-পালকে।

(৮) বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সূর্য্য নাম ১ ধাতা, ২ ইন্দ্রে, ৩ সবিতা, ৪ বিবস্বান্, ৫ ভগ, ৬ পর্য্যন্য, ৭ ভাস্কর, ৮ মিত্র, ৯ বিষ্ণু, ১০ বরুণ, ১১ পূষা ১২ ঈশঋ

(৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।

কলুষিত ভৌতিক প্রেমভাব যদি কাহারও ক্ষুদ্র কুসংস্কারতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে আমরা আর কি বলিব ; এই মাত্র বলিতে পারি, অন্য মূর্ত্তি পূজা কর। পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে পাপময় লীলা চিত্রিত করিয়া নিজে কলঙ্কিত হইও না। ক্রমশঃ—

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৫-ম ভাগ ১-ম, ২-য়, ৪-র্থ সংখ্যা। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদন বিষয়েও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বঙ্গের কৃতী লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বী মহোদয়গণের চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নিচয়ে দিন দিন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার কলেবর অলঙ্কৃত হইতেছে। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়া পরিষৎ দেশের মহান্ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমাদের স্থানাভাব, নতুবা, পরিষৎ পত্রিকার গভীর চিন্তাশীলতা পরিপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের কতিপয় অংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতাম। এতাদৃশ উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকার সর্ব্বত্রই সমাদর হওয়া উচিত। কিন্তু আমোদ-প্রবণ বঙ্গদেশে তাহা হইবে কি? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রবুদ্ধ-ভারত। ইংরাজিতে সম্পাদিত, স্বামী বিবেকানন্দের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। আমরা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পাঠে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা প্রাঞ্জল এবং উদ্দেশ্যও মহান্। এই পত্রিকাখানি পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, এইক্ষণ হিমালয়ের অন্তর্ভূত আলমোরা হইতে প্রকাশিত হইতেছে, এবম্বিধ পত্রিকার দ্বারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

উদ্বোধন। এ পত্রিকাখানিও স্বামী বিবেকানন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহারও উদ্দেশ্য মহান্, ভাষাও প্রাঞ্জল। এরূপ পত্রিকা যত অধিক প্রচারিত হইবে, ততই যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবনে পরিতুষ্ট হইব। আজ কালের অনেক পত্রিকাতেই সাম্প্রদায়িকভাবের আতিশয্য দর্শনে আমরা বড়ই দুঃখিত, কিন্তু সুখের বিষয় যে, উক্ত দুই পত্রিকায় উহার লেশও নাই। স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং তাহার সহচরগণ দেশের নানাবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; এই পত্রিকাও তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতের অন্যতম অঙ্গ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

সদ্বস্তু সিদ্ধন্ত্বস্মাভির্নিশ্চিতৈরনুভূয়তে।
তুষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জ্জনাৎ ॥ ৩৯ ॥
সদ্বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাস্ত্বস্য স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্ম্মনস্কত্ব-সাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ। আমরা যখন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই সদ্বস্তু অনুভূত হয়; শূন্য যে অনুভূত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যদি বল যে, সদ্বস্তু বুদ্ধিতে অনুভূত হয় না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু নির্ম্মনস্কত্ব কালে—অর্থাৎ যখন মনের ক্রিয়া রহিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বিত হয়, তখন স্বপ্রকাশ বশতঃ সৎ সাক্ষীস্বরূপ থাকেন।

তাৎপর্য্য। তোমরা যদি বল, যেমন অসদ্বস্তু আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না, তেমনি তোমাদিগের বেদান্ত-মতে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হয়না; সুতরাং তোমাদিগের বেদান্ত-মতও আমাদিগের মতের তুল্য হইল। তাহা তোমরা কখনই বলিতে পার না; কারণ যখন আমরা মৌনভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা শুদ্ধ সদ্বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে কোন প্রকারেও শূন্য অনুভূত হয় না; যেহেতু পূর্ব্বেই বিচার দ্বারা শূন্যত্ব-বুদ্ধির খণ্ডন করা হইয়াছে। আর যদি বল, মৌনাবলম্বন কালে সদ্বস্তু অনুভূত হয় না, তোমার এ কথাও অগ্রাহ্য।

সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি মৌনভাবের সাক্ষী স্বরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে; সুতরাং তৎকালে যে সৎপদার্থ অনুভূত হয় না, এ কথা কখনই বলিতে পার না। ৩৯-৪০ ॥

মনো জৃম্ভণ-রাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।
মায়া জৃম্ভণতঃ পূর্ব্বং সত্তথৈব নিরাকুলম্ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ। মনের ক্রিয়া যখন না থাকে, তখন যেমন সদ্বস্তু সাক্ষীস্বরূপ অব্যক্ত থাকেন, সেইরূপ মায়ার কার্য্য রহিত হইলে, সদ্ব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষীরূপে অব্যক্ত থাকেন।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত প্রকার তূষ্ণী—অর্থাৎ মৌনাবলম্বন কালে নিষ্প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিয়া, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন। যখন মন নিঃসঙ্কল্পভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ বিষয়ান্তরে অনাসক্ত হইয়া মৌনভাব আশ্রয় করে, তখন যেমন সেই সদ্বস্তু-স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে মনের সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ মায়ার কার্য্য স্বরূপ জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যে সর্ব্বসাক্ষীরূপে অবস্থিত আছেন, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। ৪১।

নিস্তত্ত্বা কার্য্য-গম্যাস্য শক্তির্ম্মায়াগ্নি-শক্তিবৎ।
নহি শক্তিঃ ক্বচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃপুরা ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া প্রকৃত কোন তত্ত্ব নহে; যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি দহন-কার্য্যে অনুভূত হয়, সেইরূপ মায়া কার্য্যগম্যা—অর্থাৎ কার্য্য দর্শনে মায়া অনুভূত হয়; সৃষ্টিকার্য্যের পূর্ব্বে মায়াশক্তি বোধগম্য হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বে যে মায়ার কথার উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। এই জগতের আদিকারণ সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নসত্তা-শূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্যে তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কার্য্য দর্শন না করিলে কখনও কোন পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না; সুতরাং সেই পরম পিতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরম ব্রহ্মই যে এই আকাশাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি-কার্য্য-জনন-শক্তি, তাহাই মায়া ॥ ৪২ ॥

ন সদ্বস্তু স্বতঃ শক্তির্নহি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়াস্তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাং ॥ ৪৩ ॥

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়া কার্য্যমিতীরিতম্।
ন শূন্যং নাপি সদ্ যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বমিহেষ্যতাম্ ॥ ৪৪

বঙ্গানুবাদ। সদ্বস্তু স্বয়ং শক্তি নহে, অগ্নিও স্বয়ং দাহিকা-শক্তি নহে, সৎ হইতে শক্তিকে পৃথক্ বলিলে, শক্তি কি তত্ত্ব? অর্থাৎ কোন তত্ত্ব নহে। যদি বল যে, উহা শূন্য, কিন্তু শূন্য মায়ার কার্য্য, মায়া স্বয়ং সৎ পদার্থ নহে, শূন্য ও নহে, সৎ এবং শূন্যাতিরিক্ত যাহা, মায়া তাহাই।

তাৎপর্য্যার্থ। কার্য্য দর্শনে শক্তির অনুমান প্রতিপন্ন করিয়া, পরমাত্মার শক্তির স্বরূপ মায়ার যে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না; কারণ, আপনি আপনার শক্তি, এ কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, এই নিমিত্ত দাহিকা-শক্তিকে কখনই অগ্নি বলিতে পারা যায় না, সেই প্রকার সেই পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনই পরমাত্মা বলা যায় না। আর যদি শক্তিকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বর্ণন কর। শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ, এ কথা বলিতে পার না, যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে শূন্যকে সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ স্বীকার করিয়াছ; সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বরূপ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥

নাসদাসীন্নোসদাসীৎ তদানীং কিন্ত্বভূৎ তমঃ
সদ্ যোগাৎ তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ ॥ ৪৫
অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্নহি গণ্যতে।
ন লোকে চৈত্র তচ্ছক্ত্যোর্জীবিতং গণ্যতে পৃথক্ ॥ ৪৬

বঙ্গার্থ। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না এবং পৃথক্ সদ্বস্তুও ছিল না, কিন্তু তম (অপ্রকাশ) ছিল; সৎ থাকা হেতু ঐ তম, সৎ ছিল; সৎ না থাকিলে তমসের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, সৎ (অর্থাৎ অস্তিত্ব) স্বীকার না করিলে, তম (অর্থাৎ অপ্রকাশ) থাকিবে কি প্রকারে? অতএব শূন্যের ন্যায় দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায় না; লোক-সমাজেও শক্তির পৃথক্ তত্ত্ব কেহ গণনা করে না।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ ও শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, এই সচরাচর-জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎও ছিল না এবং পৃথক্সত্তা-বিশিষ্ট কোন সদ্বস্তুও ছিল না; কিন্তু সেই কালে পরমাত্মশক্তিরূপা তমঃ-শব্দ-বাচ্যা মায়া মাত্র বিদ্যমান ছিল। পরন্তু সেই পরমাত্ম-

শক্তিরূপা মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই। 'সেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের সত্তাতেই সেই মায়ার সত্তা প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহার দ্বারাও শূন্যের ন্যায় পরম ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব-শঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু পদার্থ এবং তাহার শক্তি, এই উভয়ের পৃথক্ সত্তা গণনা করা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ নাই। কোন স্থানে একটি পদার্থ থাকিলে, সেই স্থলে অমুক পদার্থ আছে, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু অমুক পদার্থ সেই স্থানে নাই, কেবল মাত্র তাহার গুণ সেই স্থানে আছে, এইরূপ ব্যবহার কখনই হয় না॥ ৪৫—৪৬॥

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতশ্চেদ্ বর্দ্ধতে তত্র বৃদ্ধিকৃৎ।
ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকন্তথা॥
সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তি কার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্॥ ৪৭॥

বঙ্গানুবাদ। শক্তির আধিক্যে যদি পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শক্তির বৃদ্ধিত্ব আছে, (অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ গণ্য) কিন্তু বাস্তবিক শক্তি পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ নহে, যুদ্ধ-কৃষ্যাদি শক্তির কার্য্য। শক্তি সর্ব্ব স্থানেই পৃথক্তত্ত্বরূপে গণনীয় নহে, যেহেতু যুদ্ধ-কৃষ্যাদিও ছিল না (অর্থাৎ যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না, তখন) শক্তির দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কেন হইবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যদি বল, আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, শক্তির হ্রাস হইলেই জীবগণের পরমায়ুর হ্রাস হয়, এবং সেই শক্তির বৃদ্ধি হইলেই প্রাণিবর্গের পরমায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ স্থলে শক্তির বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা কথিত হইতেছে। পরমায়ুর বৃদ্ধি বিষয়ে শক্তিকে কারণ বলা যায় না, কারণ শক্তির আধিক্য হইলে যে পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। কেবল যুদ্ধ এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সকলেই শক্তির কার্য্য কারণ। অতএব শক্তির যে পৃথক্ সত্তা নাই, তাহা ইহার দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। আর যদি বল, শক্তির কার্য্যভূত যুদ্ধ ও কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারাই ঈশ্বরের সদ্বিতীয়ত্ব হইল, এই কথাও যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; যেহেতু এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কোন উৎপন্ন পদার্থই ছিল না, তখন যে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যের সত্তা স্বীকার করা, তাহাও নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট কোন পদার্থই ছিল না, তাহা হইলে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যরূপ শক্তির সত্তা ছিল, এই কথা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না॥ ৪৭॥

ন কৃৎস্ন ব্রহ্ম-বৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেক দেশভাক্।
ঘট-শক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধ মৃদ্যেব বর্ত্ততে॥ ৪৮

পাদোস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ং-প্রভঃ।
ইত্যেক-দেশ-বৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥ ৪৯
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ইতি কৃষ্ণোঽর্জ্জুনায়াহ জগতস্ত্বেক-দেশতাম্॥ ৫০॥

বঙ্গার্থ। শক্তি, ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে, কিন্তু একদেশ-ব্যাপিনী হইতেছে; যেমন সকল মৃত্তিকায় ঘট-জনন-শক্তি নাই, আর্দ্র মৃত্তিকায় আছে। ব্রহ্মের এক পাদ বিশ্ব—ত্রিপাদ স্বয়ং প্রকাশমান। মায়া এক-দেশ ব্যাপিনী, শ্রুতিতে আছে। আমি একাংশ দ্বারা জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছি, এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর-শক্তি মায়া পরব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে, পরন্তু এক-দেশ-ব্যাপিনী। যেমন ঘট-শরাবাদির জনন-শক্তি পৃথিবীর সর্ব্ব শরীরে নাই, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই উক্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে, তেমন মায়ারূপা ঈশ্বর-শক্তিও তাঁহার একাংশ-ব্যাপিনী। এইরূপ মায়ায় ব্রহ্মের একাংশ-ব্যাপিত্ব, প্রদর্শনার্থ শ্রুতি-প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎকর্ত্তা পরব্রহ্ম পাদ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া আছেন; সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার একপাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে এবং অপর তিনপাদ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ। সেই একপাদ হইতেই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এইরূপে মায়া যে পরমব্রহ্মের একদেশ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রামাণ্যার্থ-উপদেশ শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—আমি আমার শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি॥ ৪৮—৫০॥

সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ॥ ৫১॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে; একপাদ যে বিকারাবর্ত্তি, তাহা বেদান্তসূত্রে বিবৃত আছে।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, ঈশ্বর-শক্তি মায়া ঈশ্বরের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে। এই বিষয়ের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ শ্রুতির অন্যান্য প্রমাণ দেখাইয়া শারীরকসূত্র বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন। অপরাপর শ্রুতিতেও ইহাই জানা যায় যে, জগৎপতি পরম ব্রহ্ম আপন শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, এবং অবশিষ্ট শারীরিক অংশ নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপে অবস্থিত আছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে শারীরক মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ঊনবিংশতি সূত্রে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল মায়ারূপ

বিকার দ্বারা আবৃত নহে, তিনি অনাবৃতভাবেও অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তাঁহার একাংশ মাত্র মায়া স্বরূপ বিকারে সমাবৃত এবং অবশিষ্ট বা অপর তিন অংশ নির্লিপ্ত, নিত্য, বিশুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ॥ ৫১ ॥

নিরংশহপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্‌ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি পূর্ণ, অংশ-শূন্য, তাঁহার অংশ-আরোপ কি প্রকারে হইতে পারে? হিতৈষিণী শ্রুতি অংশ আরোপ করিয়া শিষ্যবর্গকে বুঝাইয়াছেন।

তাৎপর্য্যার্থ। সচ্চিদানন্দময় জগৎকারণ সর্ব্বময় পরব্রহ্ম অবয়ববিহীন; তাঁহার শরীর বা অবয়ব কিম্বা কোন প্রকার অংশ অসম্ভব। অতএব পূর্ব্ব শ্লোকে যে তাঁহার কোন অংশ বিকারাবৃত ও কোন অংশ অনাবৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভবপর। যিনি নিরবয়ব, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার অংশ কোনরূপেও সম্ভব হয় না, এই বিরোধের প্রকৃত মীমাংসা কথিত হইতেছে,—ব্রহ্ম নিরংশ, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব বটে, তথাপি জগতের পরমহিতৈষিণী শ্রুতি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ কল্পনা করিয়া শিষ্যদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ তাঁহার অংশচ্ছলে কেবল মাত্র শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন॥ ৫২ ॥

সত্ত্বমাশ্রিতাশক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণাভিত্তিগতাভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধের্যথা ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তদুপরি নানা বর্ণের চিত্র রঞ্জিত হয়, সেইরূপ সৎকে আশ্রয় করিয়া শক্তি নানা বিকার কল্পনা করে।

তাৎপর্য্যার্থ। যে নিমিত্ত পূর্ব্ব শ্লোকে বিচার পূর্ব্বক পরব্রহ্মেতে শক্তিরূপা মায়ার সত্তা কথিত হইল, এই শ্লোকে সেই মায়াশক্তির সত্তাকল্পনার কারণ বর্ণিত হইতেছে। যেমন শুক্ল, নীল, পীতাদি নানাবিধ বর্ণ,ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই ভিত্তির নানা প্রকার বিকার উৎপাদন করে, অর্থাৎ নানারূপে বিচিত্র করিয়া থাকে, তাহাতে সেই একই ভিত্তি নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরমাত্ম-শক্তি মায়া সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সেই পরব্রহ্মের বিবিধ বিকার অথবা কার্য্য সকল কল্পনা করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত তাহাতে অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রকাশ পান॥ ৫৩ ॥

পঞ্চদশী-সমালোচনা।

(উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা)

উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৪৭ শ্লোক পর্য্যন্ত সৎ-ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও তাহা কোন ভূত-পদার্থ নহে বা শূন্যও নহে। সৎ অর্থে নিত্য—অর্থাৎ যাহা চিরকাল আছে বা থাকে; ঐ সৎ ব্যতীত সমস্তই অসৎ—অর্থাৎ মিথ্যা, কখনই নাই, ছিল না বা কখন থাকিবেও না। সৎ আছে বা ছিল বলিলে, উহাতে দ্বৈগুণ্য-দোষ বা পুনরুক্তি-দোষ হয়; যেহেতু সৎ অর্থই যখন অস্তিত্ব-সূচক, তখন সৎ আছে বা ছিল বলায় দ্বৈগুণ্য বা পুনরুক্তি-দোষ হইবেই। তদ্ভিন্ন 'ছিল' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না; যেহেতু ঐ সৎ ব্যতীত কালাদি (অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) মিথ্যা। 'ছিল' বলিলে অতীত বুঝায়, কিন্তু একমাত্র সৎ ব্যতীত আর কিছুই না থাকায়, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কোথা হইতে আসিবে? অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সৎ পদার্থ নহে বা স্বয়ং-প্রকাশমান নহে, ইহা অনুভূত বিষয়। অতএব 'ছিল' শব্দও প্রযুজ্য হইতে পারে না। সৎ আছে বা ছিল, ইহা ব্যবহারিক শব্দ মাত্র; অজ্ঞান শিষ্যগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ সকল 'আছে' 'ছিল' ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ সৎ পদার্থ ভূত বা ভৌতিক জগৎ নহে কিম্বা শূন্য নহে; ভূত বা ভৌতিক জগৎ ধ্বংসশীল, সৎপদার্থ অবিনশ্বর; শূন্য বা আকাশ নহে, উহার কোন অস্তিত্ব নাই, উহা স্বয়ং প্রকাশমান নহে। আকাশ কেহ দেখিতে পায় না বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারে না; যাহা আমরা আকাশ বলিয়া অনুভব করি, উহা আলোক বা অন্ধকার-রাশি মাত্র। যে স্থানে কোন ভৌতিক পদার্থ নাই, সেই স্থান স্থূলপদার্থশূন্য, তথায় আলোক বা অন্ধকার মাত্র অনুভূত হয়; সুতরাং আকাশ বা শূন্য সৎ নহে, অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব নাই। সৎ পদার্থ স্বয়ং প্রকাশমান, ভূত বা ভৌতিক জগৎ অনুভূত বিষয়। শূন্যও একটী সংস্কার মাত্র, তথায় কোন দৃশ্য ভৌতিক পদার্থ দৃষ্ট হয় না। সেই স্থানকে আকাশ বলি এবং দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আলোক বা অন্ধকাররাশি অনুভব করি; অতএব শূন্য স্বয়ং প্রকাশমান নহে। ভূত বা ভৌতিক জগৎও অনুভূত পদার্থ মাত্র। যখন মনের কোন ক্রিয়া থাকে না, মন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, তখন যে নির্ব্বিকার চৈতন্য মনের সাক্ষীস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, সেই নির্ব্বিকার দ্রষ্টা চৈতন্যই সৎ পদার্থ। যখন মনের ক্রিয়া থাকে, তখন মন নানা বিষয় কল্পনা, চিন্তা ও অনুভব করে; ঐ অনুভূত পদার্থ যখন ধ্বংসশীল এবং প্রকাশমান নহে, তখন সৎ নহে। সতের শক্তিই মায়া; উক্ত সৎ পদার্থ (দ্রষ্টা চৈতন্য) অবলম্বনে যে জগৎ কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ শক্তির নাম মায়া। যেমন জীব-চৈতন্য অবলম্বনে মনে বুদ্ধির বিকাশ হইলে, মন কর্ত্তৃক নানা বিষয় কল্পিত, ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক জগৎ অনুভূত এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক তাহার নিশ্চয় জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে তাঁহার শক্তিরূপা মায়ার বিকাশ হইলে, মায়া কর্ত্তৃক ভূত এবং ভৌতিক জগৎ

কল্পিত হয়, এবং ঐ কল্পিত বিষয় চৈতন্যের আভাসে প্রতিভাত হইলে, ঐ কল্পিত জগৎ প্রকাশিত হয়; যেমন জীবের মনের ক্রিয়া রহিত হইলে মন নিঃসঙ্কল্পভাবে চৈতন্যে লুক্কায়িত হয়, বুদ্ধিও তৎসহ লুক্কায়িত হয়, কেবল সাক্ষী (দ্রষ্টা) চৈতন্য-ক্রিয়াহীন মন বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, সেইরূপ মায়ার ক্রিয়া রহিত হইলে, মায়া নিঃসঙ্কল্পভাবে অনন্ত ব্রহ্ম-চৈতন্যে লুক্কায়িত হয়েন; ব্রহ্মচৈতন্য ক্রিয়াহীন সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন, অর্থাৎ অস্তিত্ব মাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। মায়া স্বয়ং সৎ নহে বা অসৎ (কল্পিত ভূত বা ভৌতিক জগৎ কিম্বা শূন্য) নহে। মায়াশক্তি কর্ত্তৃক মিথ্যা (যাহা নাই) জগৎ কল্পিত হয়। সৎ পদার্থ সত্য, স্বয়ং প্রকাশমান ও মায়া কর্ত্তৃক কল্পিত মিথ্যা জগৎ মরীচিকা-ভ্রান্তির ন্যায় সত্য প্রতীয়মান হয়। অতএব মায়া সৎ নহে, অর্থাৎ মায়ার পৃথক্ অস্তিত্বও নাই; যেহেতু ভ্রান্ত কল্পনা বা ভ্রান্ত অনুভূতির সত্যত্ব বা অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সত্য জ্ঞানে মায়ার ভ্রান্ত কল্পনা ভাসমান হয়, এবং ঐ মায়াশক্তির কার্য্য দর্শনে মায়াশক্তি অনুভূত হয়। যেমন দহন-ক্রিয়া দর্শনে অগ্নির দাহিকাশক্তি জানা যায়। সেইরূপ জাগতিক কার্য্য দর্শনে ব্রহ্মশক্তি মায়া অনুভূত হয়। যেমন অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তি পৃথক্ নহে এবং দাহিকা-শক্তি স্বয়ং অগ্নিও নহে, সেইরূপ মায়া স্বয়ং সত্য ব্রহ্ম নহে এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্বও নহে। অগ্নি সর্ব্বব্যাপী; জগতের সমস্ত পদার্থে বা সর্ব্ব স্থানে অগ্নি বা তেজ আছে, (আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও তড়িৎ বা তেজ সর্ব্বস্থানে লুক্কায়িত আছে,) অগ্নির দহন-কার্য্য যেখানে প্রকাশ পায়, তথায় দাহিকাশক্তি স্বীকৃত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব-ব্যাপী সৎপদার্থ অবলম্বনে অসৎ জগৎ বা জাগতিক কার্য্যের বিকাশ হইলে শক্তি অনুভূত হয়; ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, মায়াশক্তি সৎপদার্থ নহে বা সৎপদার্থ হইতে পৃথক্ তত্ত্বও নহে। মায়া অনির্ব্বচনীয়, যেহেতু মায়া কর্ত্তৃক মন-বুদ্ধির বিকাশ হয়; ঐ মন-বুদ্ধির নিকট মায়া-কল্পিত ভ্রান্ত জগৎ সত্যবৎ অনুভূত হয়; ঐ মায়া-প্রসূত মন-বুদ্ধি, মায়া যে কি পদার্থ, তাহা ধারণা করিতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ (কল্পিত জগৎ) ছিল না, পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট সৎ পদার্থও ছিল না। (পৃথক্ সত্তা সঙ্কল্পাত্মক) কেবল পরমাত্মশক্তিরূপা তমোবাচ্যা মায়া পরব্রহ্মে লুক্কায়িত ছিল। যখন মায়ার কল্পনা না থাকে, তখন ভ্রান্তজ্ঞানের বা ভ্রান্ত-জ্ঞানাধাররূপ জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ থাকে না; জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ না থাকিলে পৃথক্ সত্তা কে অনুভব করিবে? নির্ব্বিকার সাক্ষী (দ্রষ্টা) চৈতন্য কল্পনাশূন্য, ভ্রান্ত-জগৎ তাঁহাতে নাই। মায়ার কার্য্যের অবিকাশহেতু মায়াকে তমঃস্বরূপা বলা হইয়াছে। তৎকালে দাহিকাশক্তির ন্যায় মায়া অব্যক্ত থাকায়, সর্ব্বব্যাপী গুহ্য তেজের ন্যায় ব্রহ্মচৈতন্য সন্মাত্রে (অস্তিত্ব মাত্রে) পর্য্যবসিত থাকেন; তাঁহাতে তিনি—অর্থাৎ অনন্ত সত্যজ্ঞানে স্বপ্রকাশ থাকেন, তাঁহার পৃথক্ সত্তা থাকে না, ইত্যাদি মীমাংসা আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীতিসারঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

অপৃষ্টো নৈব কথয়েদ্ গৃহকৃত্যং তু কং প্রতি। বহ্বর্থাল্পাক্ষরং কুর্য্যাৎ সল্লাপং কার্য্যসাধকম্॥ ৫১॥
নদর্শয়েৎ স্বাভিমতমনুভূতাদ্ বিনা সদা। জ্ঞাত্বা পরমতং সম্যক্ তেনাজ্ঞাতোত্তরং বদেৎ॥ ৫২॥
দম্পত্যা কলহে সাক্ষ্যং ন কুর্য্যাৎ পিতৃ পুত্রয়োঃ। গুপ্তকৃত্যামন্ত্রঃ স্যান্নত্যজেচ্ছরণাগতম্॥ ৫৩॥
যথাশক্তি চিকীর্ষেত কুর্ব্বন্ মুহ্যেচ্চ নাপদি। কস্যচিন্ন স্পৃশেন্মর্ম্মমিথ্যাবাদং ন কস্যচিৎ॥ ৫৪॥
নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ কঞ্চিৎ প্রলাপং ন চকারয়েৎ॥ ৫৫॥
অস্বর্গ্যং স্যাদ্ধর্ম্ম্যমপি লোকবিদ্বেষিতং তু যৎ। স্বহেতুর্ভির্নহন্যেত কস্য বাক্যং কদাচন॥ ৫৬॥
প্রবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ। শত্রোরপি গুণাগ্রাহ্যা গুরোস্ত্যাজ্যাস্তু দুর্গুণাঃ॥ ৫৭॥
উৎকর্ষো নৈব নিত্যঃ স্যান্নাপকর্ষস্তথৈব চ। প্রাক্কর্ম্মবশতোনিত্যং সধনো নির্ধনো ভবেৎ॥ ৫৮॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মৈত্রীং নৈব চ হাপয়েৎ॥ ৫৯॥
দীর্ঘদর্শী সদা চ স্যাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিঃ ক্বচিৎ। সাহসী সালসী চৈব চিরকারী ভবেন্নহি॥ ৬০॥
যঃ সুদুর্নিফলং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। প্রাগাদৌ দীর্ঘদর্শী স্যাৎ স চিরং সুখমশ্নুতে॥ ৬১॥

জিজ্ঞাসিত না হইলে কাহাকেও গৃহের কথা কহিবে না; বহুঅর্থযুক্ত অল্পাক্ষর কার্য্যসাধক সদালাপ করিবে॥ ৫১॥

কোন বিষয় যথার্থ না জানিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিবে না; সম্যক্রূপে পরমত না জানিয়া, যাহার সিদ্ধান্ত জানা নাই, এরূপ বাক্য বলিবে না॥ ৫২॥

দম্পতীর ও পিতা-পুত্রের কলহে সাক্ষ্য দিবে না; গোপনে মন্ত্রণা করিবে, শরণাগতকে ত্যাগ করিবে না॥ ৫৩॥

যথাশক্তি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে, আপৎকালে মুগ্ধ হইবে না, কাহারও মর্ম্মে পীড়া দিবে না, কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা বাক্য কহিবে না॥ ৫৪॥

অশ্লীলবাক্য কহিবে না ও অনর্থক বাক্য বলিবে না॥ ৫৫॥

যাহা লোক-বিদ্বেষিত কার্য্য, তাহা ধর্ম্মযুক্ত হইলেও অস্বর্গ্য—অর্থাৎ স্বর্গ প্রদান করিতে পারে না; নিজের জন্য কখনও কাহারও বাক্য নষ্ট করিবে না॥ ৫৬॥

বিচার করিয়া উত্তর দিবে; সহসা কোন বাক্য কহিবে না; শত্রুরও গুণ গ্রাহ্য, গুরুরও দুর্গুণ অগ্রাহ্য॥ ৫৭॥

সর্ব্বদা সুখের অবস্থা কিম্বা দুঃখের অবস্থা হয় না; পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বশতঃ সর্ব্বদা ধনবান্ ও নির্দ্ধন হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

তজ্জন্য সর্ব্বজীবে সদ্ভাব ত্যাগ করিবে না॥ ৫৯॥

সর্ব্বদা দীর্ঘদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে, কিন্তু কখনও দুঃসাহসী (অবিমৃষ্যকারী) অলস ও দীর্ঘসূত্রী হইবে না॥ ৬০॥

প্রত্যুৎপন্নমতিঃ প্রাপ্তাং ক্রিয়াং কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। সিদ্ধিঃ সাংশয়িকী তত্র চাপল্যাৎ কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৬২ ॥
যততে নৈব কালেঽপি ক্রিয়াং কর্ত্তুং চ সালসঃ। ন সিদ্ধিস্তস্য কুত্রাপি স নশ্যতি চ সান্বয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
ক্রিয়াফলমবিজ্ঞায় যততে সাহসী চ সঃ। দুঃখভাগী ভবত্যেব ক্রিয়য়া তৎ ফলেন বা ॥ ৬৪ ॥
মহৎকালেনাল্প কর্ম্ম চিরকারী করোতি চ। স শোচত্যল্পফলতো দীর্ঘদর্শী ভবেদতঃ ॥ ৬৫ ॥
সুফলং তু ভবেৎকর্ম্ম কদাচিৎ সহসাকৃতম্। নিষ্ফলং বাপি প্রভবেৎ কদাচিৎ সুবিচারিতম্ ॥ ৬৬ ॥
তথাপি নৈব কুর্ব্বীত সহসানর্থকারি তৎ। কদাচিদপি সঞ্জাতমকার্য্যাদিষ্টসাধনম্ ॥ ৬৭ ॥
যদনিষ্টং তু সৎকার্য্যান্নাকার্য্য-প্রেরকং হি তৎ ॥ ৬৮ ॥
ভৃত্যো ভ্রাতাপি বা পুত্রঃ পত্নী কুর্য্যান্ন চৈব যত্। বিধাস্যন্তি চ মিত্রাণি তত্‌কার্য্যমবিশঙ্কিতম্ ॥ ৬৯ ॥
যোঽহিমিত্রমবিজ্ঞায় যথাতথ্যেন মন্দধীঃ। মিত্রার্থে যোজয়ত্যেনং তস্য সোঽর্থোঽবসীদতি ॥ ৭০ ॥
নহি মানসিকো ধর্ম্মঃ কস্যচিজ্জ্ঞায়তেঽঞ্জসা। অতো যতেত তত্ প্রাপ্ত্যৈ মিত্র লব্ধির্বরা নৃণাং ॥ ৭১ ॥

যে ব্যক্তি কোন কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য জানিয়াও সেই কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, সে যদি প্রথমে শীঘ্র দীর্ঘদর্শী হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মদ্বারা স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়। ৬১ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া উপস্থিত কার্য্য করিতে সদা চেষ্টা করে, সে চাপল্য বশতঃ সেই কার্য্যের গৌরব হেতু সিদ্ধি-সংশয়-ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সিদ্ধি হয় না ॥ ৬২ ॥

যে অলস ব্যক্তি যথাসময়ে কার্য্য করিতে যত্ন না করে, তাহার কার্য্য-সিদ্ধি কখনও হয় না ও সে সান্বয়নাশ প্রাপ্ত হয়। ৬৩

যে ব্যক্তি ক্রিয়ার ফল না জানিয়া কার্য্য করে, সেই সাহসী ব্যক্তি সেই কর্ম্ম দ্বারা অথবা কর্ম্মের ফলের দ্বারা দুঃখভাগী হয়। ৬৪ ॥

যে দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি বহুকালে অল্পকার্য্য করে, সে সেই কার্য্যের অল্প ফল বশতঃ অনুতাপ করে ; এজন্য দীর্ঘদর্শী হইবে। ৬৫ ॥

কোন কার্য্য সহসা করিলে, তাহা কদাচিৎ সুফলপ্রদ হয় ; সুবিচারিত কর্ম্ম কদাচিৎ নিষ্ফল হয়। ৬৬ ॥

যদি কদাচিৎ কার্য্য সফলও হয়, তাহা হইলেও সহসা কার্য্য করিবে না ; কারণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, তাহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। কদাচ কুকার্য্যে মঙ্গল সাধন হয় না, তজ্জন্য কুকার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। ৬৭ ॥

সৎকার্য্য হইতে যদি অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহা অকার্য্য-সাধক হয় না ॥ ৬৮ ॥

ভৃত্য, ভ্রাতা, পুত্র বা পত্নী যে কার্য্য না করে, ঐ কার্য্য মিত্র নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যে মূর্খ যথার্থরূপে মিত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মিত্রের জন্য কোন কার্য্য করে, তাহার সেই কার্য্য নষ্ট হয়। ৭০ ॥

কাহারও মানসিক ধর্ম্ম যথার্থরূপে জানা যায় না (কেবল মিত্রেরই জানা যায়) তজ্জন্য মিত্রলাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু মনুষ্যের মিত্রলাভই শ্রেষ্ঠলাভ। ৭১ ॥

নাত্যন্তং বিশ্বসেত্ কঞ্চিদ্ বিশ্বস্তমপি সর্ব্বদা। পুত্রং বা ভ্রাতরং ভার্য্যামমাত্যমধিকারিণম্ ॥ ৭২ ॥
ধনস্ত্রীরাজ্যলোভো হি সর্ব্বেষামধিকো যতঃ। প্রামাণিকঞ্চানুভূতমাপ্তং সর্ব্বত্র বিশ্বসেৎ ॥ ৭৩ ॥
বিশ্বসিবাত্মবদ্ গূঢ়স্তৎকার্য্যং বিমৃশেৎ স্বয়ং। তদ্বাক্যং তর্কতোঽনর্থং বিপরীতং ন চিন্তয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
চতুঃষষ্টিতমাং শং তন্নাশিতং ক্ষময়েদথ। স্বধর্ম্মনীতি বলবাংস্তেন মৈত্রীং প্রধারয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
দানৈর্মানৈশ্চসৎকারৈঃ সুপূজ্যান্ পূজয়েৎ সদা ॥ ৭৬ ॥
কদাপি নোগ্রদণ্ডঃ স্যাৎ কটুভাষণ তৎপরঃ। ভার্য্যা পুত্রোঽপ্যুদ্বিজন্তে কটুবাক্যাৎ প্রদণ্ডতঃ ॥ ৭৭ ॥
পশবোঽপি বশং যান্তি দানৈশ্চ মৃদুভাষণৈঃ ॥ ৭৮ ॥
ন বিদ্যয়া ন শৌর্য্যেণ ধনেনাভিজনেন চ। ন বলেন প্রমত্তঃ স্যাচ্চাতিমানী কদাচন ॥ ৭৯ ॥
নাপ্তোপদেশং সংবেত্তি বিদ্যামত্তঃ স্বহেতুভিঃ। অনর্থমপ্যভিপ্রেতং মন্যতে পরমার্থবৎ ॥ ৮০ ॥
মহাজনৈর্ধৃতঃ পন্থা যেন সন্ত্যজ্যতে বলাৎ। শৌর্য্যমত্তস্ত সহসা যুদ্ধং কৃত্বা জহাত্যসূন্।
ব্যূহাদি যুদ্ধকৌশল্যং তিরস্কৃত্য চ শস্ত্রবান্ ॥ ৮১ ॥
শ্রীমত্তঃ পুরুষো বেত্তি ন দুষ্কীর্ত্তিমজো যথা। স্বমূত্রগন্ধং মূত্রেণ মুখমাসিঞ্চতে স্বকং ॥ ৮২ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না ; এমন কি—পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা, অমাত্য ও কর্ম্মচারীকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না ॥ ৭২ ॥

সকল মনুষ্যের ধন, স্ত্রী ও রাজ্যে অধিক লোভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য সর্ব্বত্র প্রমাণসঙ্গত, সুপরিচিত ও হিতৈষী লোককে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ৭৩ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আপনার ন্যায় বিশ্বাস করিয়া গোপনে তাহার কার্য্য বিচার করিবে ও তাহার বাক্য তর্কদ্বারা অনর্থ-বিপরীত, এরূপ চিন্তা করিবে না। ৭৪ ॥

যদি স্বধর্ম্ম-নীতিতে বলবান হয়, তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত দ্বারা নাশিত কর্ম্মের চতুঃষষ্ঠি ভাগের এক ভাগকে ক্ষমা করিবে, অর্থাৎ গণনা করিবে না ; তাহাতেও মিত্রতা রক্ষা করিবে। ৭৫।

দান, মান, সৎকার দ্বারা পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে পূজা করিবে ॥ ৭৬ ॥

কখনও উগ্রদণ্ড ও কটুভাষণতৎপর হইবে না, কারণ কটুবাক্য ও দণ্ড হইতে ভার্য্যা-পুত্রও বিরক্ত হয়। ৭৭ ॥ পশুগণও দান ও মৃদুবাক্যে বশীভূত হয় ॥ ৭৮ ॥

বিদ্যা, শৌর্য্য, ধন, বংশ ও বলদ্বারা কখনও প্রমত্ত ও অতিমানী হইবে না ॥ ৭৯ ॥

বিদ্যামত্ত ব্যক্তি নিজ তর্কদ্বারা আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বুঝিতে পারে না। স্বাভিপ্রায় অনর্থ হইলেও পরমার্থ তুল্য জ্ঞান করে ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক মহাজন-ধৃত পথ পরিত্যাগ করে, যেরূপ শৌর্য্যমত্ত ব্যক্তি সহসা ব্যূহাদি যুদ্ধ-কৌশল ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার ন্যায় সে ব্যক্তিও প্রাণত্যাগ করে ॥ ৮১ ॥

ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তি অজের ন্যায় স্বীয় মূত্র-গন্ধরূপ দুষ্কীর্ত্তি জানিতে পারে না ; যেরূপ ছাগ স্বমূত্রদ্বারা নিজের মুখ লেপন করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ব্যক্তি নিজের দুষ্কীর্ত্তি দ্বারা নিজের মুখকে অবনত করে ॥ ৮২ ॥

তথাভিজনমত্তস্তু সর্ব্বানেবাবমন্যতে। শ্রেষ্ঠানাপীতরান্ সম্যগকার্য্যে কুরুতে মতিম্ ॥ ৮৩ ॥
বলমত্তস্তু সহসা যুদ্ধে বিদধতে মনঃ। বলেন বাধতে সর্ব্বান্ পশ্বাদীনপি হুন্তথা ॥ ৮৪ ॥
মানমত্তো মন্যতেহসৌ তৃণবচ্চাখিলং জগৎ। অনর্হোহপি চ সর্ব্বেভ্যস্ত্বত্যগ্র্যাসনমিচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥
মদা এতেহবলিপ্তানাং সতামেতে দমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥
বিদ্যায়াশ্চ ফলং জ্ঞানং বিনয়শ্চ ফলং শ্রিয়ঃ। যজ্ঞদানং বলফলং সদ্রক্ষণমুদাহৃতম্ ॥ ৮৭ ॥
নামিতাঃ শত্রবঃ শৌর্য্যফলঞ্চ করদীকৃতাঃ। শমোদমশ্চার্জবং চাভিজনস্য ফলং ত্বিদম্।
মানস্য তু ফলং চৈতৎ সর্ব্বে স্বসদৃশা ইতি ॥ ৮৮ ॥
সুবিদ্যা মন্ত্রভৈষজ্য-স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। গৃহ্নীয়াৎ সুপ্রযত্নেন মানমুৎসৃজ্য সাধকঃ ॥ ৮৯ ॥
উপেক্ষেতপ্রনষ্টং যৎ প্রাপ্তং যৎ তদুপাহরেৎ। ন বালং ন স্ত্রিয়ং চাতি লালয়েৎ তাড়য়েন্ন চ।
বিদ্যাভ্যাসে গৃহকৃত্যে তাবুভৌ যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯০ ॥
পরদ্রব্যং ক্ষুদ্রমপি নাদত্তং সংহরেদণু। নোচ্চারয়েদঘং কস্য স্ত্রিয়ং নৈব চ দূষয়েৎ ॥ ৯১ ॥
ন ব্রূয়াদনৃতং সাক্ষ্যং কৃতং সাক্ষ্যং ন লোপয়েৎ। প্রাণাত্যয়েহনৃতং ব্রূয়াত্ সুমহত্ কার্য্যসাধনে ॥ ৯২ ॥

বংশমত্ততা সকল লোককে—গুরুলোক ও অন্য লোককে অবমানিত করে ও সম্যক্ প্রকারে অকার্য্যে মতি করিয়া দেয় ॥ ৮৩ ॥

'বলমত্ত ব্যক্তি সহসা যুদ্ধে মনোভিনিবেশ করে ও সর্ব্বদা পশ্বাদিকেও পীড়া দেয় ॥ ৮৪ ॥

মানমত্ত ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে; অযোগ্য হইলেও সকল লোকের নিকটে অত্যুচ্চ স্থান পাইতে ইচ্ছা করে ॥ ৮৫ ॥

গর্ব্বিত ব্যক্তির পক্ষে এই সকল দোষ মদের কারণ, কিন্তু সাধু ব্যক্তির এই সকল দম বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল দোষ সাধু ব্যক্তির বিনয়ের কারণ হইয়া থাকে ॥৮৬

বিদ্যার ফল জ্ঞান ও বিনয়, ধনের ফল যজ্ঞ ও দান, বলের ফল সাধুর রক্ষণাবেক্ষণ, ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

শৌর্য্যের ফল শত্রুপরাজয় ও করদীকরণ, উচ্চ বংশের ফল শম, দম ও ঋজুতা, মানের ফল সকলকে আপনার সমান দেখা ॥ ৮৮ ॥

সাধক (কার্য্যার্থী) ব্যক্তি মান পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক দুষ্কুল হইতেও বিদ্যা, মন্ত্র, ঔষধ ও স্ত্রীরত্ন লাভ করিবে ॥ ৮৯ ॥

যে দ্রব্য নষ্ট হইবে, তাহা উপেক্ষা করিবে; যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে; বালক ও স্ত্রীকে অত্যন্ত আদর করিবে না ও তাড়না করিবে না; উহাদিগের উভয়কে যথাক্রমে বিদ্যাভ্যাসে ও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥ ৯০ ॥

পরদ্রব্য ক্ষুদ্র হইলেও, যদি দত্ত না হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিবে না; কাহারও পাপ কীর্ত্তন করিবে না ও স্ত্রীলোককে দূষিত করিবে না ॥ ৯১ ॥

মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে না, কৃতসাক্ষ্য লোপ করিবে না; অত্যন্ত মহৎ কার্য্য সাধনে প্রাণ গতপ্রায় হইলে (তদ্রক্ষার্থ-প্রয়োজন-স্থলে) মিথ্যা বলিবে ॥ ৯২ ॥

কন্যাদাত্রে তু হ্যধনং দস্যবে সধনং নরং। গুপ্তং জিঘাংসবে নৈব বিজ্ঞাতমপি দর্শয়েৎ ॥ ৯৩ ॥
জায়াপত্যোশ্চ পিত্রোশ্চ ভ্রাত্রোশ্চ স্বামিভৃত্যয়োঃ। ভগিন্যোর্মিত্রয়োর্ভেদং ন কুর্য্যাদ্গুরুশিষ্যয়োঃ ॥ ৯৪ ॥
ন মধ্যাদ্গমনং ভাষাশালিনোঃ স্থিতয়োরপি। সুহৃদং ভ্রাতরং বন্ধুমুপচর্য্যাত্ সদাত্মবত্ ॥ ৯৫ ॥
গৃহাগতং ক্ষুদ্রমপি যথার্হং পূজয়েত্ সদা। তদীয়কুশলপ্রশ্নৈঃ শক্ত্যাদানৈর্জলাদিভিঃ ॥ ৯৬ ॥
সপুত্রস্তু গৃহে কন্যাং সপুত্রাং বাসয়েন্ন হি। সভর্ত্তৃকাঞ্চ ভগিনীমনাথত্বে তু পালয়েত্ ॥ ৯৭ ॥
সর্পোহগ্নির্দুর্জ্জনো রাজা জামাতা ভগিনীসুতঃ। রোগঃ শত্রুর্নাবমন্যোহপ্যল্প ইত্যুপচারতঃ ॥ ৯৮ ॥
ক্রৌর্য্যাত্ তৈক্ষ্ণ্যাদ্ দুঃখভাবাত্ স্বামিত্বাত্ পুত্রিকাভয়াত্। স্বপূর্ব্বজপিণ্ডদত্বাদ্ বৃদ্ধিভীত্যাদুপাচরেত্ ॥ ৯৯ ॥
ঋণশেষং রোগশেষং শত্রুশেষং ন রক্ষয়েত্। যাচকাদ্যৈঃ প্রার্থিতঃ সন্নতীক্ষ্ণং চোত্তরং বদেৎ।
তৎকার্য্যন্তু সমর্থশ্চেৎ কুর্য্যাদ্ বা কারয়ীত চ ॥ ১০০ ॥

জানিয়া শুনিয়া, কন্যাদাতাকে নির্ধনব্যক্তি, দস্যুকে ধনী ও হত্যাকারীকে লুক্কায়িত ব্যক্তি দেখাইবে না ॥ ৯৩ ॥

দম্পতীর, পিতা-মাতার, ভ্রাতার, প্রভু-ভৃত্যের, ভগিনীর, মিত্রের ও গুরু-শিষ্যের মনোভঙ্গ করিবে না। ৯৪ ॥

দুই ব্যক্তি কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন অথবা বসিয়া আছেন, এরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিবে না; সুহৃৎ, ভাই ও বন্ধুর প্রতি সর্ব্বদা আপনার ন্যায় ব্যবহার করিবে ॥৯৫॥

গৃহাগত নীচ ব্যক্তিকেও যথাযোগ্যরূপে সর্ব্বদা পূজা করিবে; তাহার কুশল-প্রশ্ন ও যথাশক্তি জলাদি দানে সেবা করিবে ॥ ৯৬ ॥

পুত্রবান ব্যক্তি গৃহে সপুত্রা কন্যাকে ও স্বামী সহ ভগিনীকে বাস করিতে দিবে না, কারণ উহাতে বিবাদ হইতে পারে; কিন্তু অনাশ্রয় হইলে, উহাদিগকে পালন করিবে। ৯৭ ॥

সর্প, অগ্নি, দুর্জ্জন, রাজা, জামাতা, ভাগিনেয়, রোগ, শত্রু ও বালক, ইহাদিগকে সেবাতে অবমাননা করিবে না ॥ ৯৮ ॥

খল স্বভাব বশতঃ সর্পকে, দাহিকা-শক্তি বশতঃ অগ্নিকে, দুঃখদাতৃত্ব বশতঃ দুর্জ্জনকে স্বামিত্ব বশতঃ রাজাকে, কন্যার ক্লেশ ভয় বশতঃ জামাতাকে, পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদাতৃত্ব বশতঃ ভাগিনেয়কে, বৃদ্ধি বশতঃ রোগকে, ভয় বশতঃ শত্রুকে যত্ন করিবে। ৯৯

ঋণ-শেষ, রোগ-শেষ ও শত্রু-শেষ রাখিবে না; ভিক্ষু আদি প্রার্থনা করিলে, কর্কশ উত্তর দিবে না; সমর্থ হইলে তৎসম্পূরণ করিবে অথবা করাইবে ॥ ১০০ ॥

(ক্রমশঃ।)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

য একোজালবান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ সর্ব্বাল্লোঁকান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্বয়। যঁ একোজালবান্ (পরমাত্মা) ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে ইতি জ্ঞেয়ং) সর্ব্বাণ্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে।) য (জগতাং) উদ্ভবে সম্ভবে চ একএব, এতৎ (এতম্ পরমাত্মানং) যে বিদুঃ,"তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা। য—যে। একঃ—অদ্বিতীয়। জালবান্—জালং [মায়া] তদস্তি অস্য ইতি, মায়াবী ইত্যর্থঃ ; উক্তীঞ্চ গতায়াং "মম মায়া দুরত্যয়া" মায়াবী। ঈশিনীভিঃ—স্বশক্তিভিঃ, নিজের শক্তির দ্বারা। ঈশিত—ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতিভাবঃ, অত্র ঈশিত ইতিপদং ছান্দসং ঈষ্টে ইত্যবগন্তব্যং, নিয়মিত করেন। সর্ব্বাণ্—সকলান্ সকল। লোকান্—ভুবনানি তৎস্থজনানীত্যপ্যভিপ্রায়ঃ—তথাচ কোষঃ—"লোকস্তু ভুবনে জনে" ভুবন—অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ। ঈশিনীভিঃ—পরমশক্তিভিঃ—স্বকীয় পরম শক্তি দ্বারা। ঈশিত—বিভর্ত্তি, নিয়ময়তি চ, ভরণ এবং নিয়মিত করেন। যঃ—যিনি। উদ্ভবে—উৎপত্তিকালে—অর্থাৎ জগতের আদিম অবস্থায়। সম্ভবে চ—পরিপালন বিষয়ে চ স্থিতৌ ইতি তাৎপর্য্যং। এবং জগতের পরিপালন বিষয়ে—অর্থাৎ বিশ্বস্থিতি বিষয়ে। একঃ এব হেতুরিতি শেষঃ, একমাত্র হেতু। এতৎ—এতম্—এতাদৃশ পরমাত্মাকে। যে বিদুঃ—যাঁহারা জানিতে পারেন ; তে অমৃতাঃ ভবন্তি, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ অমর হয়েন।

বঙ্গার্থ। যে অদ্বিতীয় মায়াবী পরম পুরুষ স্বকীয় পরম শক্তিবলে দৃষ্টাদৃষ্ট তাবৎ পদার্থ নিয়মিত করিতেছেন ; যিনি তাঁহার সেই মায়াশবলিত শক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন পরিপালন করিয়া থাকেন ; জগতের উৎপত্তি এবং রক্ষণ বিষয়ে যিনিই একমাত্র হেতু, অর্থাৎ যিনি ব্যতীত বিশ্বের উৎপাদন এবং পরিরক্ষণের আর অন্য কোন কর্ত্তা নাই, এতাদৃশ "দুরত্যয়া" মায়াবিশিষ্ট পরম শক্তিশালী পরমাত্মাকে যাঁহারা অবগত হয়েন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, মর হইয়াও অমর-পদের অধিকারী হয়েন।

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ, য ইমাল্লোঁকানীশিত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

অন্বয়। হি (যস্মাৎ) রুদ্রঃ একঃ, য ইমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ। (সঃ) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, (স চ) বিশ্বাঃ ভুবনানি সংসৃজ্য, (তেষাং ভুবনানাং) গোপাঃ (ভবতি) চ (এবঞ্চ) অন্তকালে সঞ্চুকোপ।

বিষম পদব্যাখ্যা। হি—যেহেতু। রুদ্রঃ—রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি নিপাতনে র, যদ্বা "রুৎ" দুঃখং দ্রাবয়তি অপসারয়তি ইতি রুৎ+দ্রাবি+ডঃ "রুদ্রঃ" যদ্বা—"রুতঃ" শব্দরূপাঃ উপনিষদঃ, তাভিঃ দ্রূয়তে প্রতিপাদ্যতে ইতি "রুদ্রঃ" যদ্বা "রুতঃ" শব্দাত্মিকা বাণী, তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা, তাম্ উপাসকেভ্যঃ রাতি দদাতীতি রুৎ+রা+ড=="রুদ্রঃ"। যদ্বা রুণদ্ধি আবৃণোতি ইতি "রুৎ" অন্ধকারাদিঃ তম্ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি "রুদ্রঃ"। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা রুদ্র। একঃ—অদ্বিতীয়। যঃ ঈমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) যিনি স্বকীয় শক্তিবলে এই লোকসমূহ নিয়মিত করিতেছেন। (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায়—এইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়। ন তস্থুঃ—ন স্বীকুর্ব্বন্তি, স্বীকার করেন না। "দ্বিতীয়ায়" ইত্যত্র ক্রিয়াভিপ্রায়ে চতুর্থী। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ অত্র তস্থুরিতি পদস্য স্বীকারার্থঃ 'সোঢ়ব্যঃ, তথাচ শাব্দিকাঃ—"ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুং প্রসিদ্ধোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ। প্রয়োগতোঽন্যো মন্তব্যা অনেকার্থাহি ধাতবঃ।" সঃ—তিনি। জনান্ প্রত্যঙ্—প্রতিপুরুষং ইত্যর্থঃ। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইতিভাবঃ, প্রতিপুরুষেতেই অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বাঃ—(বিশ্বানি ইতি জ্ঞেয়ং) সমস্ত। ভুবনানি—ভুবন। সংসৃজ্য—উৎপাদ্য—সৃষ্টি করিয়া। গোপাঃ (ভবতি) রক্ষিতা ভবতি—গোপ্তা ভবতীতি যাবৎ, তাহাদের রক্ষক অর্থাৎ গোপ্তা হয়েন। চ—এবং, অন্তকালে—প্রলয়কালে। সঞ্চুকোপ—কোপমাবিশ্য প্রলয়ং আতনোতি—ইতিভাবঃ, কোপাবেশপূর্ব্বক প্রলয় বিধান করেন।

বঙ্গার্থ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই তদীয় পরম শক্তির সাহায্যে এই নিখিল ভুবন নিয়মিত করিতেছেন বলিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্ব-বিধান বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিরচন-কার্য্যে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন দ্বিতীয় কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব নাই। সেই শক্তিমান্ পরম পুরুষ প্রতিনিয়ত প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন ; শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, "তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ" হইয়াছেন। একমাত্র তিনিই এই নিখিল বিশ্বের উৎপাদনপূর্ব্বক ইহার পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং তিনিই আবার যুগান্তকালে কোপাবিষ্ট হইয়া প্রলয় বিধান পুরঃসর তাঁহার স্বরচিত বিশ্বের সংহার

সাধন করেন। অতএব তিনি গুণাতীত হইলেও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিশক্তির কার্য্য তাঁহা হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া তাঁহাতেই উপরত হয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়, এই অবস্থাত্রয়, একমাত্র তাঁহারই মায়াময়ী শক্তির স্তরভেদ মাত্র। তাই পূর্ব্বানুশাসনে, সেই মায়ানির্ম্মুক্ত পরম দেবতাকে "মায়াবী জালবান্" এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবং এই জন্যই তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ একমাত্র তাঁহাকেই জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি রজঃ-শক্তিবলে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া "ব্রহ্মা" এই আখ্যা, সত্ত্ব-শক্তিবলে বিশ্বের বিকাশ ও পালন করিয়া "বিষ্ণু" এই আখ্যা, এবং তমঃশক্তিবলে বিশ্বের ধ্বংস করিয়া "রুদ্র" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন; তিনি কার্য্যতঃ আখ্যাত্রয় সম্পন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় এবং অনন্ত। তিনি ব্যতীত জগতের অন্য স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্ত্তা নাই।

৩

বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

অন্বয়। (সঃ) বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (উত), বিশ্বতোমুখঃ (উত) বিশ্বতোবাহুঃ বিশ্বতস্পাৎ একঃ দেবঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ বাহুভ্যাং (মনুষ্যাদীনিতি শেষঃ) সম্পতত্রৈঃ (পক্ষ্যাদীংশ্চেতি শেষঃ) সংধমতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—বিশ্বতঃ সর্ব্বপ্রাণিগতানি চক্ষুংষি যস্য, সঃ সর্ব্বদ্রষ্টা। উত—চ, এবং। বিশ্বতোমুখঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব্বমুখ—অর্থাৎ তিনিই গ্রহণ করেন, তিনিই উচ্চারণ করেন ইত্যাদি। বিশ্বতোবাহুঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব্বত্র বাহুরূপেণ স বিরাজতে, তিনি সর্ব্বত্র বাহুরূপে বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ জীবের বাহু দ্বারা তিনিই সকল কার্য্য করেন, জীব নিমিত্ত মাত্র। বিশ্বতস্পাৎ—সমাসঃ পূর্ব্ববৎ, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বগামী। একঃ—অদ্বিতীয়। দ্যাবাভূমী—স্বর্গমর্ত্ত্য। জনয়ন্—উৎপাদিত করিয়া। বাহুভ্যাং মনুষ্যাদীন্—বাহু যুগল দ্বারা মনুষ্যদিগকে। পতত্রৈঃ—পক্ষ্যাদীন্—পক্ষ দ্বারা পক্ষীদিগকে। সংধমতি—সংযোজয়তি—সংযুক্ত করেন। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ অত্র ধমতেঃ সংযোজনার্থঃ।

বঙ্গার্থ। সেই মহামহিম বিরাট্ পুরুষের চক্ষু সর্ব্বত্রই প্রণিহিত রহিয়াছে; তিনি সমস্তই দেখিতে পান, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদ, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বগ্রাহক, সর্ব্বধারক এবং সর্ব্বগামী। সেই অদ্বিতীয় পরম দেবতা আকাশ এবং পৃথিবী উৎপাদিত করিয়া, মনুষ্যাদিকে বাহুদ্বারা এবং বিহঙ্গমাদিকে পক্ষদ্বারা সংযুক্ত করিয়াছেন; তিনিই স্বর্গ-মর্ত্ত্যের একমাত্র স্রষ্টা; এ বিশ্বভুবনে তাঁহার অগম্য—অগ্রাহ্য—অদৃশ্য বা অস্পৃশ্য কিছুই নাই। এই অনুশাসনে তাঁহার বিরাট্পুরুষত্ব বর্ণিত হইল। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে" ইত্যাদি।

৪

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়ঃ। দেবানাং প্রভবঃ, উদ্ভবঃ চ, বিশ্বাধিপঃ, মহর্ষিঃ, যো রুদ্রঃ পূর্ব্বং হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস, সঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা। প্রভবঃ—উৎপত্তিহেতুঃ—উৎপত্তির হেতু। উদ্ভবঃ—শক্তির হেতু। বিশ্বাধিপঃ—বিশ্বপতি। মহর্ষি—সর্ব্বজ্ঞ। যো রুদ্র—যে রুদ্রদেব। পূর্ব্বং—সৃষ্টির পূর্ব্বে। হিরণ্যগর্ভং—হিতং রমণীয়ং অত্যুজ্জ্বলং জ্ঞানং গর্ভঃ অন্তঃসারো যস্য—তম্, অত্যুজ্জ্বল-জ্ঞানসম্পন্ন—"হিরণ্যগর্ভ" পুরুষকে। জনয়ামাস—সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সঃ—সেই পরমশক্তিশালী পুরুষ। নঃ—অস্মান্—আমাদিগকে। শুভয়া বুদ্ধ্যা—আত্মার মঙ্গলকরী বুদ্ধিদ্বারা। সংযুনক্তু—সংযুক্ত করুন, আমাদিগকে পরমপদপ্রাপ্তির অনুকূলা শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

বঙ্গার্থ। যাঁহার প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রাপ্তিপূর্ব্বক অমর-রাজ্যের আধিপত্য করিতেছেন, যিনি এই বিশ্বভুবনের একমাত্র অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার অজ্ঞেয় কিছুই নাই, যে সর্ব্বজ্ঞ রুদ্ররূপে সৃষ্টির প্রাক্কালে অত্যুজ্জ্বলজ্ঞানসম্পন্ন "হিরণ্যগর্ভ" পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই পরম দেব অদ্বিতীয় চিরন্তন পুরুষ আমাদিগকে পরমপদপ্রাপ্তির অনুকূলা, আত্মার মঙ্গলকরী শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে আত্মদর্শিনী ধীশক্তি দ্বারা শক্তিমান্ করুন। এই প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে।

৫

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥

অন্বয়। হে রুদ্র! হে গিরিশন্ত! তে যা শিবা অঘোরা অপাপকাশিনী তনূঃ (অস্তি ইতি শেষঃ) তয়া শন্তময়া তনুবা নঃ অভিচাকশীহি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। গিরিশন্ত!—"গিরৌ" স্থিত্বা "শং" সুখং তনোতীতি গিরিশন্তঃ—(সম্বোধনমিদং) যিনি গিরিপরে থাকিয়া সুখ বিস্তার করেন। শিবা মঙ্গলময়ী অথবা অবিদ্যা এবং তৎকার্য্যবিনির্ম্মুক্তা—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দাদ্বয়ব্রহ্মরূপা। অঘোরা অভয়প্রদা, শশিবিম্ববৎ আনন্দ দায়িনী। অপাপকাশিনী—স্মরণ মাত্র পাপনাশিনী—অর্থাৎ পুণ্যাভিব্যক্তিকরী। তনূঃ—শরীর। তয়া সেই। শন্তময়া—সুখতমা—অর্থাৎ নিরতিশয় সুখময়ী। তনুবা—(তণ্ব ইতি জ্ঞেয়ং তণুবেতি ছান্দসং) তনু দ্বারা নঃ অস্মান্, আমাদিগকে। অভিচাকশীহি—অভিপশ্য—দর্শন কর; অর্থাৎ শ্রেয়ঃ দ্বারা নিযুক্ত কর।

বঙ্গার্থ। হে রুদ্র! হে গিরিশন্ত! হে অনন্ত আনন্দময়! তুমি পর্ব্বতশায়ী হইয়া বিশ্বের মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্রতী রহিয়াছ, তাই তোমার নিকট এই নিবেদন যে, তোমার যে মঙ্গলময়ী, অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য হইতে নির্লিপ্তা, অভয়প্রদা, কৌমুদী সদৃশ প্রীতিদায়িনী এবং পুণ্যাভিব্যক্তিকরী—অর্থাৎ স্মরণমাত্রে কলুষহারিণীতনূ আছে, তুমি করুণা করিয়া একবার সেই অনন্ত সুখময়ী তনূদ্বারা আমাদিগকে অবলোকন কর, অর্থাৎ তোমার সেই মহিমাশালিনী তনূর মহামহিমত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সামর্থ্য প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রেয়ঃ দ্বারা নিযুক্ত কর। আমাদিগের শ্রেয়ঃ বিধান কর, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

আমরা পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে রাধা নক্ষত্র পর্য্যন্ত, আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছি, রাসলীলার বোধন করিয়াছি। কিন্তু বলদেব, নন্দগোপ, যশোদা-দেবী এবং রোহিণীদেবীর অভাবে রাসলীলা আরম্ভ হইতে পারে না। অন্য গ্রহের ন্যায় আদিত্য দেবের ক্রূর গতি নাই, (১) সুতরাং নন্দরাজ-ভবনে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উপায় রহিত; (২) অতএব এক্ষণে বলদেব আদিকে নন্দালয় হইতে রাসলীলায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইতেছে। বহু পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই।

ঐ দেখ, একবার রাশিচক্রে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখ, কলাবতী চন্দ্রমার পশ্চাদ্ভাগে

(১) Retrograde motion.

(২) রাশিচক্রে, আদিত্যদেব, মেষ রাশি হইতে ক্রমে পূর্ব্বদিকে, বৃষ আদি দ্বাদশ রাশি এক বৎসরে পরিভ্রমণ করেন। বৃষ রাশিতে নন্দালয়, মিথুন রাশিস্থ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের পশ্চিমে বৃষরাশি অবস্থিত; সুতরাং রাশিচক্র পর্য্যটন না করিলে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ রাশিতে কিরূপে যাইবেন?

বৃষবীথীতে (১) বৃষরাশির মধ্যে যশোদাদেবী (২) এবং রোহিণীদেবী (Aldebaran in Hyades) বিরাজ করিতেছেন। বৃষ রাশিস্থ সূর্য্য ইন্দ্রদেব (৩), দেবরাজ-সখা নন্দরাজ কোথায়? যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং। সুতরাং আমরা আপাততঃ নন্দরাজকে বৃষরাশিতে স্থাপন করিলাম। বিচার পরে হইবে।

যথাস্থানে বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে বলদেবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত নাই। যথাস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ঋষিবাক্যে বলদেবের জন্ম-বিবরণ প্রকাশিত নাই। যথাস্থানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জন্মখণ্ডে সঙ্কর্ষণ দেবের (৪) জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। কিন্তু এক বার এই সঙ্গে বুধ-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ কর (৫) ৪র্থ বসুদেব-পুত্র সঙ্কর্ষণ রোহিণী-গর্ভজাত বলিয়া রৌহিণেয় নাম পাইলেন, কিন্তু দেবকী-নন্দন কিম্বা বসুদেব-নন্দন নাম পাইলেন না। ৩য় বসুদেব (৬) পুত্র বুধ সৌম্য নাম পাইলেন, কিন্তু তারকানন্দন কি তারাসুত নাম পাইলেন না। উভয়ের জন্মবৃত্তান্ত রূপক-মূলক। আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বুধের আবিক্রিয়া-ঘটনায় পাই যে, বুধ রৌহিণেয়। পুরাণে রূপক-ভঙ্গভয়ে ইহার ইতিহাস নাই, যে কি কারণে বুধ রৌহিণেয় নাম পাইলেন।

এক্ষণে দেখা যায় যে, বলদেবের নাম রৌহিণেয়। বুধের নাম রৌহিণেয়। গদাধারী (৭) এক রৌহিণেয় শ্রীকৃষ্ণের চিরসঙ্গী। গদাধারী অপর রৌহিণেয় আদিত্য দেবের চিরসঙ্গী, (৮) আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ হইলে বলদেবকে ন্যায় মতে বুধগ্রহ বলা যায়। ঘরের বলাই দাদা ঘরেই আছেন; অন্যত্র সন্ধানের দরকার কি? "গৃহেচেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"। এক্ষণে আমরা রাসলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) বৃষরাশির পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে স্থিত দুই ধ্রুবক রেখার মধ্যবর্ত্তী গোলকাংশকে বৃষবীথী বলা হইল।

(২) বৃষরাশিস্থ পাটলবর্ণা দেবমাতৃকা কৃত্তিকা ষোড়শ মাতৃকা মধ্যে দেবসেনা বা ষষ্ঠী নামে অভিহিতা এবং "তাং বদন্তি মহাষষ্ঠীং পণ্ডিতাঃ শিশুপালিকাং"। দেবমাতৃকা শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যশোদা নাম পাইয়াছেন জ্যোতিষ্মতী বলিয়া। "যশসি ধবলতা"

(৩) জ্যৈষ্ঠ মূলে ভবেদিন্দ্রঃ ইতি কৌর্ম্মে ১৮ অধ্যায়।

(৪) দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে কংসো রক্ষাং দদৌ ভিয়া।
রোহিণীজঠরে মায়া তম্ আকৃষ্য ররক্ষ চ॥
তস্মাত্ বভূব ভগবান্ নাম্না সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥

(৫) তারকা-গর্ভসম্ভূতঃ স এব চ বুধঃ স্বয়ং। প্রকৃতিখণ্ডে ৬১ অধ্যায়।

(৬) ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চ অনিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাতশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাত্ স্মৃতাঃ॥
গদা বরদখড়্গিণং ইতি গ্রহযাগতত্ত্বে।

(৭) মুষলী মুষলায়ুধাত্।

(৮) বুধগ্রহ সূর্য্যের ৩০ অংশের মধ্যে থাকেন বলিয়া সূর্য্যকিরণে প্রায়শঃ গুপ্ত।

রাস-পূর্ণিমা।

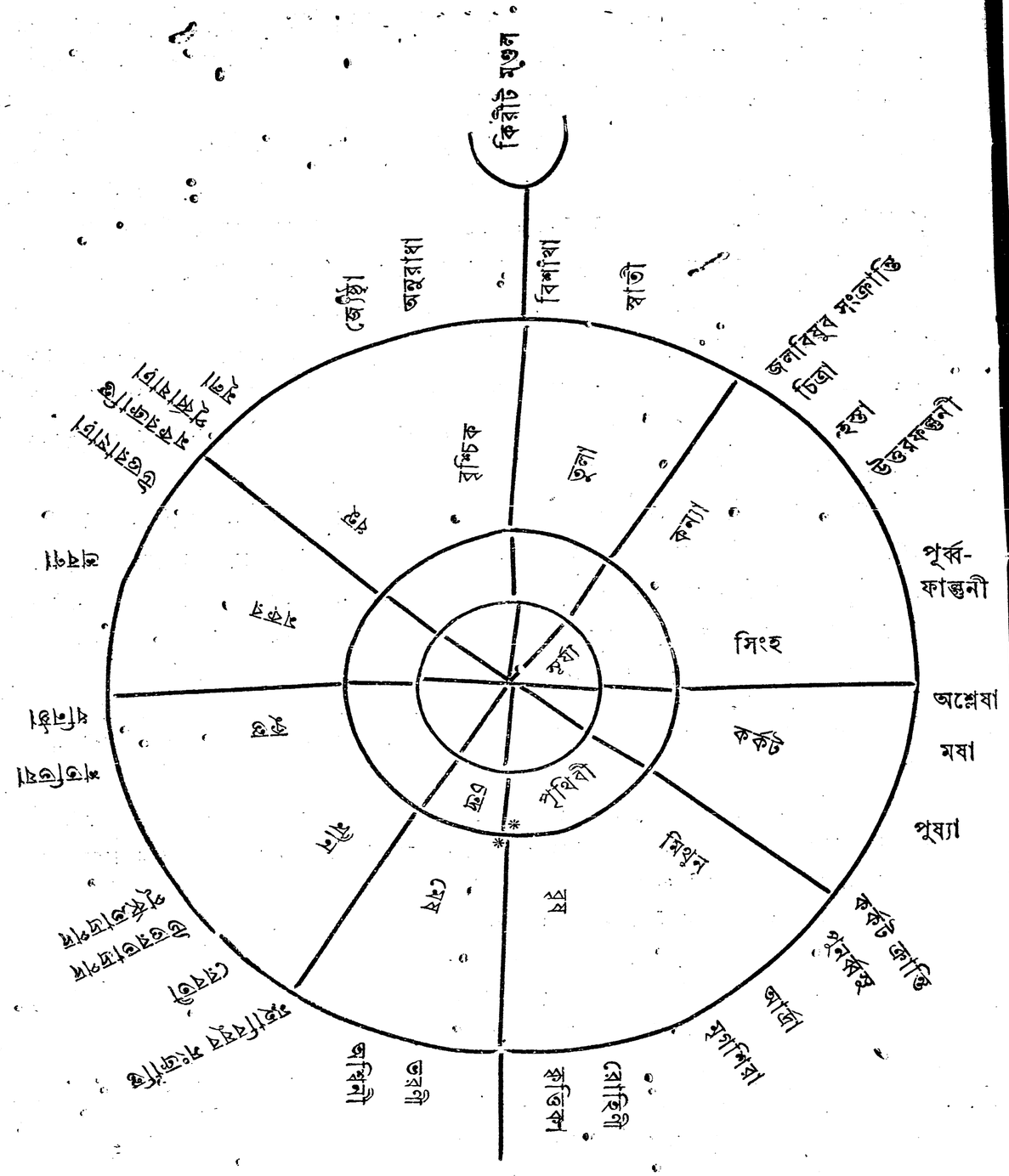

আর একবার রাশি চক্রে দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, দ্বাদশ রাশিস্থিত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র মধ্যে, কেবল পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, স্বাতী, বিশাখার উত্তরস্থ এক তারকা এবং

রাশি	নক্ষত্র	তারা সংখ্যা	আকৃতি	অধিষ্ঠাতৃ দেবতা	
মেষ	অশ্বিনী	৩	ঘোটক-মুখ	অশ্বি	Aries
	ভরণী	৩	ত্রিকোণ	যম	Musca,
বৃষ	কৃত্তিকা	৬	অগ্নিশিখা	দহন	Pleiades
	রোহিণী	৫	শকট	কমলজ	Hyades
মিথুন	মৃগশিরা	৩	বিড়ালপদ	শশি	O
	আর্দ্রা	১	পদ্ম	শূলভূৎ	Betelgeuose
কর্কট	পুনর্ব্বসু	৫	ধনু	অদিতি	Castor etc'
	পুষ্যা	৩	বাণ	জীব	Asellus
	অশ্লেষা	৬	চক্র	ফণি	Hydra
সিংহ	মঘা	৫	লাঙ্গল	পিতৃগণ বা যম	Regulus
	পূঃ ফাল্গুনি	২	খড়্গ	যোনি	Zosma & Subra,
	উঃ ফাল্গুনি	২	খড়্গ	অর্য্যমা	Denebola & another
কন্যা	হস্তা	৫	হস্ত	দিনকৃৎ	Curvus.
	চিত্রা	১	মুক্তা	ত্বষ্টৃ	Spica.
তুলা	স্বাতী	১	কুঙ্কুমবর্ণ	পবন	Arcturus.
	বিশাখা	৪	তোরণ	শক্রাগ্নি	Akrob, Dschubba. and others.
বৃশ্চিক	অনুরাধা	৭	সর্প	মিত্র	Antares etc.
	জ্যেষ্ঠা	৩	শূকর-দন্ত বা কুণ্ডল	শক্র	O
	মূলা	৯	শঙ্খ	নিঋর্তি	Lesath etc.
ধনু	পূঃ আষাঢ়া	৪	শয্যা	তোয়	Kaus
	উঃ আষাঢ়া (ত্যক্তা)	৪	সূর্প	বিশ্ববিরিঞ্চি	O
মকর	শ্রবণা	৩	শর	হরি	Aquila
	ধনিষ্ঠা	৫	মর্দ্দল	বসু	Delphinus
কুম্ভ	শতভিষা	১০০	মণ্ডল	বরুণ	O
	পূঃ ভাদ্রপদ	২	খড়্গ	অজপাদ	Enif & Homan.
মীন	উঃ ভাদ্রপদ	৪	পর্য্যঙ্ক	অহিব্রধ্ন	Square of Pegasus
	রেবতী	৩২	মৎস্য	পূষা	Piscis.
(ত্যক্তা)	অভিজিতা	৩	শৃঙ্গাটক	বিরিঞ্চি	Vega Etc.

শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, এই ছয়টী নক্ষত্র অয়নমণ্ডলের উর্দ্ধে, গোলকের কদম্বের (১)। সন্নিহিততর। কুরুক্ষেত্র পর্ব্বে আমরা প্রথম দুইটীর পরিচয় দিব। দ্বিতীয় দুইটী কৃষ্ণলীলার ললিতা ও শ্রীরাধা, তৃতীয় দুইটীর পরিচয় তৃতীয় অঙ্কে হইবে। ঐ দেখ, শ্রীরাধার কিরীট রাশিচক্রের এক ধনুর (২) শিরোভাগে উচ্চাসনে আসীন। বামে ললিতা সখী। অপর সখীগণ মধ্যে চন্দ্রাবলী (হস্তা) (৩) রাশি চক্রের দক্ষিণে, চিত্রলেখা (চিত্রা নক্ষত্র) রাশি-চক্রের মধ্যে। ললিতা (স্বাতী) ও শ্রীরাধার (বিশাখার) (৪) অবস্থিতির স্থান উপরে বর্ণিত হইয়াছে। রঙ্গদেবী (৫) রাশি চক্রের মধ্যে অবস্থিত। সুদেবী (৬) চম্পকলতা (৭) রাশিচক্রের দক্ষিণে অবস্থিত। তুঙ্গদেবী তুঙ্গ (৮) ও ইন্দুলেখা (৯) রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত। অয়ন-মণ্ডলের অপর ধনুর শিরোভাগে বৃষ রাশিতে, যশোদা দেবী (দেবমাতৃকা কৃত্তিকা) (১০) এবং বলদেব-মাতা রোহিণীদেবীর বামে কলাবতী কৌমুদী চন্দ্রিমার অবস্থিতি-স্থান।

ঐ দেখ, কলাবতী আশ্বিনী পূর্ণিমা অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিয়া রাস-দর্শনোল্লাসে দ্রুতবেগে রাশিচক্রে ধাবমানা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় রাসলীলার মন্ত্রণা হইতেছে। কলাবতী অশ্বিনী হইতে ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা আদি এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিতেছেন, আর ক্রমে জামতার নিকটস্থ হইতেছেন বলিয়া ক্রমে নীল অবগুণ্ঠনে মুখ-কমল আচ্ছাদন করিতেছেন (১১) পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে (১২) বিষ্ণু তারক দর্শনে কলাবতী ৮ কলা আচ্ছাদন করিলেন (১৩)। ক্রমে শ্রীরাধা নক্ষত্রে উপনীত হইয়া জামাতৃ সন্দর্শনে ১৬ কলা আচ্ছাদন করিলেন (১৪) অনুরাধায় উপনীত হইয়া কলাবতী অবগুণ্ঠন বিমোচনের

(১) ধ্রুব ও অভিজিত্ নক্ষত্রের প্রায় মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ধ্রুব হইতে ২৪ অংশ দূরে কদম্ব অবস্থিত। ধ্রুবাত্ জিন লবান্তরে ইতি ভাস্করাচার্য্য।

(২) বৃত্তার্দ্ধ Amphi theatre.

(৩) হস্তার ৫ নক্ষত্র চন্দ্রবত্ শুক্লবর্ণ।

(৪) বিশাখার তিনপদ তুলারাশিতে এবং একপদ বৃশ্চিক রাশিতে এবং উত্তরস্থ তারকা অয়নমণ্ডলের উত্তরে এবং অন্য তিনটী দক্ষিণে, এজন্য দ্বিবচনের ব্যবহার। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। বিশাখার কিরীটে ১০টী নক্ষত্র।

(৫) অনুরাধার দ্বিতীয় তারা নরক লোহিতবর্ণ বলিয়া অনুরাধার রঙ্গদেবী নাম। ন—রক অর্থে ন—সূর্য্য। রকঃ স্ফটিক সূর্য্যয়োঃ। ইত্যমরঃ।

(৬) জ্যেষ্ঠা বক্রাকৃতি বলিয়া সুদেবী নাম Line of beauty.

(৭) মূলা লতাকৃতি।

(৮) তুঙ্গস্থ বলিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র তুঙ্গদেবী নাম পাইয়াছেন।

(৯) সূর্পাকার শুক্লবর্ণ চতুস্তারকাময় উত্তরাষাঢ়া ইন্দুলেখা বটে।

(১০) চতুর্থং মাতৃমণ্ডলং—কাশীখণ্ড।

(১১) কৃষ্ণপক্ষের কলাক্ষয় (১৩) কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী বা গোপাষ্টমী (১২)। পুনর্ব্বসু শব্দে বসুর ৪ অংশ। বসু =৮। সুতরাং ৮×৪=৬। অর্থাত্ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ৬টী তারক। বর্ত্তমান হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্রে ৫টী

উদ্যম করিলে দেখেন, শ্রবণাবস্থিত ত্রিবিক্রম সম্মুখে—স্বশ্রূ দর্শনে মহাপুলকিত। কলাবতী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতভাবে শ্রবণা অতিক্রম করিয়া ধনিষ্ঠাদি এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া মুখ-কমলের নীল অবগুণ্ঠন ক্রমে ক্রমে মোচন করিতে করিতে চলিলেন; (১৫) অবশেষে বৃষ রাশিতে উপনীত হইয়া কৃত্তিকা ও রোহিণীর বামভাগে আসিয়া আশ্বস্তভাবে আনন্দে নীল অবগুণ্ঠন একেবারে বিমোচন করিয়া আদরাসনে তুঙ্গে আসীন হইলেন; অমনি কার্ত্তিকী পূর্ণিমার কৌমুদী পৌর্ণমাসীর উদয় হইয়া জ্যোৎস্নায় জগৎ আলোক-ময় হইল। কৌমুদীর জ্যোৎস্না-অঞ্চলে আবৃতা হইয়া যশোদাদেবী (কৃত্তিকা) প্রচ্ছন্ন-ভাবে নীলমণির রাস-লীলা দেখিতে লাগিলেন। বলদেব-মাতা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখে রাসলীলা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পৌর্ণমাসী কলাবতী শ্বশ্রূজন-সুলভ অকুণ্ঠিতভাব অবলম্বনে সর্ব্বজগৎ সমক্ষে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে, বাসর (দিবস) ঘরে রাসলীলা দর্শন কামনায় আড়ী পাতিয়া এক একবার উঁকি ঝুঁকি দিতেছেন, পুনর্ব্বার জগতের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধার সম্পদে গর্ব্বিত হইয়া, অট্ট অট্ট হাসিতেছেন। উষাকালে কৌমুদী-চন্দ্রমা বক্র নয়নে উভয় পার্শ্বস্থ বৈবাহিকাদ্বয়ের (১) দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিতেছেন দেখ দেখ বেন! আমার রাধা আজ স্বামী-সমাগমে সখীকুল-(তারানিচয়) মধ্যে কোথায় লুকাইল? কখনও বা বাহুলকী চন্দ্রিমা আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্তাপ্রায় হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী বৈবাহিক সচ্চিদানন্দ গোপকে বলিতেছেন, বেই! আজ আমার কি শুভদিন! আ—নন্দপুত্র আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শে আমার রাধা পবিত্রা হইল। নন্দরাজ আহ্লাদে গদগদভাবে বলিতেছেন, শ্রীমতী যেন্! তোমার সুতা রাধাই আদ্যাশক্তি। (২) ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের রশ্মিচূড়া (ঊর্দ্ধমুখ ময়ূখ) তোমার রাধার পদতল মার্জ্জন ও ধৌত করিতেছে।

ঐ দেখ, কৌমুদী চন্দ্রমার ঊর্দ্ধভাগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঔরিক মণ্ডলে (৩) বিরাজমান। আজ প্রজাপতি ব্রহ্মা, পূর্ণচন্দ্রমারূপী হংস-পৃষ্ঠে সানন্দে সমারূঢ়। রাসলীলা দর্শনোল্লাসে তেত্রিশকোটি দেবতা সহ, বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহক, সিদ্ধচারণ, দৈত, দানব, অসুর আদি পরিবৃত হইয়া রাসমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে আসীন। (৪)

গৃহীত। কিন্তু ৪টী তারক সাধারণ রাখিয়া বাকী ২টী তারকের এক একটী লইয়া দুই খানি ধনু দৃষ্ট হয়। বসু অর্থে ধনু? (১৪) অমাবস্যা (১৫) শুক্ল পক্ষে কলা বৃদ্ধি।

(১) যশোদা ও রোহিণী দেবী।

(২) কার্ত্তিকী বত্সর বিশাখা হইতে গণিত হইত এবং শক্রাগ্নি বা বিদ্যুত্-মূর্ত্তি অগ্নির আদি বিকাশ।

(৩) Auriga constillation প্রজাপতি ব্রহ্মার শিরোদেশে প্রজাপতি নক্ষত্র delta auriga হৃত্পদ্মে ব্রহ্মহৃত্ (Starcapella) তারা, দক্ষিণ বুক্ষিতে অগ্নি তারক (Star Nath)। ব্রহ্মহৃত্ তারকের পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশে ত্রিভুজাকৃতি ক্ষুদ্র তারকত্রয় (the kids) কি ত্রিবেদ চিহ্ন? (emblem)

(৪) গোলকে পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দৃশ্য ছিল, এক্ষণে তত সুদৃশ্য নাই।

এই উপলক্ষ্যে শ্রীরাধা ব্রজেশ্বরী রাসেশ্বরী বলিয়া পুরাণে বর্ণিতা হইয়াছেন, এবং মহর্ষি বাল্মীকি বিশাখাকে সূর্য্যবংশের কুল-নক্ষত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বঙ্গ-কবিগণ রায়ী-রাজা রায়ী-কিশোরী নামে শ্রীরাধার নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ শ্রীরাধা নক্ষত্রের রাজমুকুট (corona) (৫) দিয়াছেন। আজ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থানে, শ্রীকৃষ্ণ (সূর্য্যদেব) এবং তাহার দক্ষিণে বলদেব (বুধগ্রহ) অবস্থিতি করিতেছেন, এবং রাশিচক্রে গোপীগণ (তারকা-গণ) শ্রীরাধা ও অষ্টসখীর সমভিব্যাহারে চক্র-নৃত্যে নৃত্য করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। বলদেব রাসোন্মত্ত হইয়া চক্র-নৃত্যে যোগ দিলেন না রাসেশ্বর বাসুদেব চক্র-বূহের গতি পরীক্ষা করিতেছেন। বাহুলী চন্দ্রিমা জ্যোৎস্না-বাহুবিস্তার পূর্ব্বক স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আলিঙ্গন করিয়া স্নেহে আপ্লুত করিতেছেন। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর রৌপ্যময় জ্যোৎস্না-সাগরে ত্রিজগৎ ভাসিয়া চলিল। আনন্দময় সুধাংশু-সাগরে জীব মাত্রেরই হৃদয় নিমগ্ন ও অভিষিক্ত হইল। অনির্ব্বচনীয় বিমল জ্যোৎস্না-জলে বিশ্ব অবগাহন করিল। বাহুলী জ্যোৎস্না ভুজলতা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিমুগ্ধ করিল। এই মোহে বিমুগ্ধ হইয়া মুনি-ঋষি-গণ সর্ব্বভূতময় সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষকে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানকৃতরূপে সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ কহিয়াছেন, এবং সবিতৃমণ্ডল এই প্রাকৃতিক শোভার মূল কারণ (৬) বলিয়া সবিতৃমণ্ডলকেই বিষ্ণুভাবে পূজা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রূপক রচনা করিয়াছেন। অদিতি-নন্দন আদিত্যদেবে এবং দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য কোথায়? ঋষিগণ কি সতর্ক করিয়া দেন নাই যে, অদিতির্দেবকীহ্যভূৎ (হরিবংশে) এবং দেবমাতা (অদিতি) চ দেবকী (ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে) ঋষিগণ কি ইঙ্গিত করেন নাই যে, আদিত্য-দেবই দেবকী-নন্দন?

ততোঽখিল জগৎ-পদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকী পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং আবির্ভূতং মহাত্মনা॥

বিষ্ণুপুরাণে ৫ অংশ ৩য় অধ্যায়।

শ্রুত ভ্রান্ত কেন? বেদাঙ্গভূত জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বলে নাই, যে যশোদার (কৃত্তিকার অভিদেবতা দহন (অগ্নি) এবং রোহিণীর কমলজ (ব্রহ্মা); অগ্নি এবং ব্রহ্মা একই। এই ব্রহ্মার নাভিপদ্মে (রাশিচক্র-কেন্দ্রে) বিষ্ণু বা আদিত্যদেব অবস্থিত। ঐ দেখ, রোহিণীর শিরোভাগে প্রজাপতি-ব্রহ্মা। ঐ ব্রহ্মাই নন্দরাজ।

(৫) শ্রীরাধার শিরোপরে কিরীট মণ্ডল, corona

(৬) সূর্য্যকিরণ চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া জ্যোৎস্না জন্মে।

রাসলীলা-বস্ত্রহরণ।

রাশিচক্র-পরিচয় থাকিলে রাসলীলা হৃদয়ঙ্গম করা যায়; কিন্তু বস্ত্রহরণ-পালা বুঝিতে হইলে গোলক-পরিচয় প্রয়োজন। পৃথিবীস্থ জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ধ্রুববিন্দু রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি—যু—পৎ মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন।

রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থ জ্যোতির্ব্বিদ (?) রাশিচক্রের মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম কদম্ব দিয়াছেন; এবং ঐ কেন্দ্র হইতে দৃশ্যগোলক অয়ন-মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন। মানিয়া লও যে, কদম্ব-প্রবে সূর্য্য রাখিলে, অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগস্থ দৃশ্য গোলকার্দ্ধ অন্ধকারময় হইবে।

এখন বস্ত্রহরণ দেখ। অসীম গোলকের মধ্যে আদিত্যদেব অবস্থিত। আদিত্যদেবের কেন্দ্র (centre) এবং গোলকের কেন্দ্র একই বলিলে দোষ নাই। আদিত্য-মণ্ডল বেষ্টন করিয়া রাশিচক্র অবস্থিত; এই সসূর্য্য-রাশিচক্রের নাম সুদর্শন চক্র। নামটীর সার্থকতা আছে। ঐ দেখ, সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ঐ, কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া সসূর্য্য-রাশিচক্র কুলাল-চক্রবৎ আবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুলাল-চক্রের শক্তিময় মেধিকাষ্ঠ। সূর্য্যমণ্ডল ঐ কুলাল-চক্রের হড্ডকাষ্ঠ (হেঁড়ে) এবং রাশিচক্র কুলাল-চক্রের বেষ্টন-কাষ্ঠ (বেলন কাঠ)। ঐ কুলাল-চক্র রাসলীলার আদর্শ। (৬ ক)

গোপীগণ (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রময়) রাশিচক্রে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যকিরণ-বস্ত্রে আবৃতা হইয়া জগতের চক্ষের উপর থাকিয়া লোকের অদৃশ্যভাবে নৃত্য-গীতে প্রমত্ত। কুলাল-চক্রবৎ সসূর্য্য-রাশিচক্র ঘূরিতেছে। সূর্য্য কিন্তু কেন্দ্র ত্যাগ করিতেছেন না, হড্ডকাষ্ঠবৎ ঘূরিতেছেন মাত্র। গোপীগণ চক্র-নৃত্যে আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কি সুদৃশ্য মনোহর ব্যাপার! বিরাটপুরুষের বিরাট ব্যাপার!

বিরাটপুরুষের নাভিস্থলে সূর্য্য। কিন্তু আদিত্যদেব পর্য্যন্ত কালের বশবর্ত্তী। তৃতীয় দিনে আদিত্যদেবকে শ্রীরাধা-নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া অনুরাধা নক্ষত্রে পদার্পণ করিতে হইবে। কাহার সাধ্য নিয়মভঙ্গ করে? এ দিকে গোপীগণ রাসে উন্মত্তা। অনুরোধ ত শুনিবে না। রাসে ভঙ্গ দিবে না। শ্রীকৃষ্ণ মায়া-জাল বিস্তার করিলেন। বিরাটের নাভিদেশস্থিত সূর্য্য কদম্বে স্থাপিত হইলেন। অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণস্থ গোলকার্দ্ধ নিশাময় হইল। গোপীর কিরণ-বস্ত্র অপহৃত হইল! জগজ্জন, চন্দ্রাবলী, চিত্রলেখা, তুঙ্গদেবী, রঙ্গদেবী, চম্পকলতা, সুদেবী ও ইন্দুলেখা প্রভৃতি তারা-সখীগণকে দেখিতে পাইল। লজ্জায় গোপীগণ নীল সমুদ্রে (৭) নিমজ্জিত হইলেন। কিন্তু পণ্ড প্রয়াস। রূপ ঢাকিল না।

(৬ ক) কুলালচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং পঙ্কজাঙ্কিতং। ইতি উৎকলকলিকা।

(৭) অন্তরীক্ষে ঋক্ ১০।৯৮।৬—১২।

এই রূপকে, সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণ, কদম্ব কদম্ববৃক্ষ, তারাগণ গোপী, সূর্য্যকিরণ বস্ত্র, নীল-অন্তরীক্ষ কালিন্দী-জল। মহর্ষিগণ-রচিত এই সুধাময়-রূপক-বৃক্ষের যে বিষময় ফল ধরিয়াছে, তদ্দৃষ্টে মহর্ষিগণ আত্মগ্লানিতে দগ্ধপ্রায়। রাসলীলা ভঙ্গ হইল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে (অয়নপথে) চলিলেন। সম্মুখে অনুরাধা নক্ষত্র। ভ্রান্ত হিন্দুকুল! যে জ্যোতিষশাস্ত্র তোমাদের শয়নে, স্বপ্নে, আহারে, বিহারে, সম্পদে, বিপদে, উৎসবে, ব্যসনে, শোকে, সুখে, সমাজে, বিজনে, পাপে, পুণ্যে সহায়, আজ তোমরা সেই জ্যোতিষ শাস্ত্র ভুলিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আঙ্গীন রাসলীলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছ! কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় বা রাধা! পৃথিবী হইতে কোটী-যোজনাধিক অন্তরে সূর্য্য; তাহার লক্ষ লক্ষ গুণ যোজন অন্তরে রাশিচক্রের নক্ষত্র শ্রীরাধা আদি অবস্থিত। দুর্দ্দশায় পড়িলে এতই মোহ জন্মে। আদিজাত আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রাশিচক্রই সুদর্শনচক্র। চক্রীর সেই চক্রের কিরণ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, হিন্দুজাতি পুরস্থিত প্রাকৃতিক রাস-লীলা দেখিতে অক্ষম। রূপক রক্ষার অনুরোধে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনে পুরাণকার মহর্ষিগণ কৌতুকচ্ছলে কুক্ষণে দুই একটী দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনে, এবং জ্যোতিষ-মণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণে ভারতময় হিন্দুজাতি বিমুখ হইয়া, মহর্ষি-প্রণীত পুরাণস্থ ঐ সকল দ্ব্যর্থ শব্দের প্রকৃত অর্থগ্রহণে অক্ষম হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণ-পূজিত আদিত্যদেবে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষ প্রকৃতদেব শ্রীহরিকে ভুলিয়া হিন্দুজাতি অন্ধের ন্যায় পথহারা হইয়া, "দোষ-পাড়া" পর্য্যন্ত ধাবমান্ হইতেছেন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত! ষড়ঙ্গ ত্যাগ করিয়া, কোন্ পণ্ডিত বেদের অর্থ করিতে পারেন? গোলকস্থ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ত্যাগ করিয়া, কোন্ সুশিক্ষিত সুধীজন পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারেন? এই ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়া ভারত-মাতার হৃদয়ের কত শত গুণমণি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি স্থাপন করিতে অপারগ হইয়া, নকল কৃষ্ণের পদাশ্রয় লইতেছেন। কেহবা নবদ্বীপে মানব-ঈশ্বর স্থাপনে, ভক্তিবশে লালায়িত হইতেছেন। হিন্দুগণ! একবার আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণের গতি পরীক্ষা কর। বেদোক্ত শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীবিষ্ণু) চরিত্রের নির্ম্মলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। খেই-হারা হইয়া হিন্দুজাতিকে নির্ব্বাক্ নিরুত্তরভাবে অবনত মস্তকে দেশে বিদেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পথে ঘাটে, শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক-রটনা এবং ব্যঙ্গোক্তি আর শুনিতে হইবেক না। এই খেদে আমরা আজ পুরাণের রূপক-জাল ছিন্ন করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; নতুবা এমন মনোরম অপূর্ব্ব মরীচিকা ধ্বংস করিতে কাহার প্রবৃত্তি জন্মিত?

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি দুই।

সর্ব্বসাধারণের সাধারণ-জ্ঞান আমি এক; কিন্তু বাস্তবিক আমি এক নহি, 'আমি' দুই! এক আমি নশ্বর, অনিত্য, দুঃখপূর্ণ, পরিবর্ত্তনশীল ও অন্য আমি নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দময়। নিত্য আমির তত্ত্ববার্ত্তা জানিতে পারিলে, মানব কখনই নিত্যকে ছাড়িয়া অনিত্যের উপাসনা করিবেনা, ইচ্ছা করিয়া অমরত্ব ত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চাহিবেনা। সংসারে কে সুখকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুঃখের প্রার্থনা করে? কেইবা চির-জীবী হইবার বাসনা ত্যাগ করিয়া মরিতে চায়? অদ্য আমরা এই দুই "আমি"র বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমি যে দুই, তাহা চিত্ত স্থির পূর্ব্বক বুঝিলেই স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে, (বাল্যের দেহ যৌবনে থাকেনা, আবার যৌবনের দেহ বার্দ্ধক্যে থাকেনা।) মন-বুদ্ধ্যাদিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলাম, অদ্য আর সেরূপ নাই; শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আর এই দুই বৎসরে অনেক ঠেকিয়াছি—অনেক শিখিয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যে যে দ্রব্য ভালবাসিতাম, যাহার জন্য লালায়িত হইতাম, এখন আর সে দ্রব্য ভাল লাগেনা, নিকটে উপস্থিত হইলেও আর পাশ দিয়া যাই না; সেরূপ মন নাই, সেরূপ বুদ্ধি নাই, এমন কি—দুই বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, অদ্য তাঁহারাও জানিতে পারিতেছেন যে, সে "আমি" আর নাই, আমার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল "আমি"কে সর্ব্বদাই আমরা নানারূপে অনুভব করিয়া থাকি। বালক আমি, যুবা আমি, বৃদ্ধ আমি; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেক বিষয়ে আমি অজ্ঞ ছিলাম, অদ্য আমি জ্ঞানবান হই-য়াছি, এইরূপ অভিমান সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান; ইহা এক, এবং সর্ব্বদাই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই প্রকার অনুভূতিও বর্ত্তমান। শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মন ও বুদ্ধি বদলাইতেছে, কিন্তু "আমি সেই" ইত্যাকার জ্ঞান সর্ব্বদাই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিহিত থাকিয়া নিত্য "আমির" আমিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। আমি বালক ছিলাম, এক্ষণে আমি যুবক; এই বিকারী "আমির" মধ্যে "আমি সেই" এই যে জ্ঞান, ইহা নিত্য "আমির"; দেহের পরি-বর্ত্তন, মন ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ইহার হয়না। জীবদ্দশায় দেখিতে পাই,—স্থির হইয়া চিন্তা করিলে জানিতে পারি, দেহাদির পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান। স্থূল ভৌতিক দেহের পরিবর্ত্তন ও সূক্ষ্মভূতময় ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মানসাদির পরিবর্ত্তন যাহাতে কোনও প্রকার বিকার উপস্থিত করিতে পারিল না, তাহা যে জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর

পরেও ঠিক থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মহাবীর অর্জ্জুন এই নিত্য "আমির" যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

নত্বে বাহুং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২

অর্জ্জুন, যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত সম্মুখস্থ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রণে নিহত হইলে, তাঁহাদের অস্তিত্বের অভাব হইবে, ইহা মনে করিয়া, তাঁহাদিগের অনিত্য "আমির" ধ্বংস বুঝিতে পারিয়া কাতর হওয়ায়, অর্জ্জুনের অনিত্যের প্রতি দৃষ্টিজন্য শোক দেখিয়া, ভগবান, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতির নিত্য অশোচ্য "আমি"র বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি, তুমি এবং এই নরাধিপসমূহ জন্মের পূর্ব্বেও ছিলাম ও মৃত্যুর পরেও থাকিব" (সুতরাং তাঁহাদিগকে অনিত্য ভাবিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়) দেহ-ধর্ম্ম কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি নিত্য "আমির" যেরূপ কোনও পরিবর্ত্তন জন্মাইতে পারেনা, তদ্রূপ জন্ম-মরণাদির দ্বারাও ইহার কোন প্রকার বিকার জন্মে না, ইহা বুঝাইতে যাইয়া ভগবান্ বলিলেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারংযৌবনংজরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" করিয়া অসংখ্য শোক-দুঃখে কাতর হই, অর্জ্জুনেরও দৃষ্টি তাহারই উপর। এই যে প্রাতিভাসিক "আমি"—ইহা অনিত্য। বাজীকরের ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহার সত্তা ভাণ মাত্র। ইহাই আপনাকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি কল্পনা করে। "জীবের এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে কৌমার, কৌমারের পরিবর্ত্তনে যৌবন এবং যৌবনের পরিবর্ত্তনে বার্দ্ধক্য-অবস্থা হয়, মৃত্যুও তদ্রূপ একটা পরিবর্ত্তন-অবস্থা মাত্র; মৃত্যুতেও কেবল এই দেহেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, দেহীর (আত্মার) কিছুই হয় না; অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন না।" এই দুই প্রকার আত্মার বিষয় ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

এই জগতে দুই প্রকার পুরুষ আছে, একটী ক্ষর বা নশ্বর, আর একটী অক্ষর বা অবিনশ্বর। এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ সকল দেখিতেছ, ইহা বিনাশশীল; ইহাতে অভিমান বশতঃ যে প্রাতিভাসিক আমি জাত হয়, তাহাই ক্ষর-পুরুষ, (ক্ষর পুরুষোনাম সর্ব্বাণি ভূতানি বৃক্ষাদি স্থাবরাস্তানি শরীরাণি, অবিবেকী

লোকস্য শরীরেষ্টব পুরুষত্বং প্রসিদ্ধেঃ—শ্রীধরস্বামী), এবং শরীর সকল নষ্ট হইলেও যিনি নির্ব্বিকার বশতঃ স্থির থাকেন, তিনি অক্ষর কূটস্থ জীব। (কূটোরাশিঃ শিলা-রাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা সত্ত্বক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকীভিরিতি—শ্রীধরঃ) পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই কূটস্থ নিত্য জীব, অনিত্য ও ভাণমাত্র-শরীরাভিমানী জীবের প্রেরক; ইহার সত্তাতে ভাসমান হইয়া ঐ ব্যবহারিক জীবাত্মা নানারূপ কর্ম্মফল ভোগ করে এবং এই নিত্য জীব উক্তরূপ অনিত্য ভোগ সকলের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া, তাহার সারসত্ত্বা গ্রহণ করেন। ইহাদিগের অস্তিত্ব ও কার্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয়গ্রাম হইয়া, অভি-নিবিষ্ট মনে আপনার সমস্ত তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। বিকারী আমিত্বের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মনোবৃত্তি সমূহের উৎপত্তি ও লয়ের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে নিত্য জীব রাজার ন্যায় বসিয়া অনিত্য জীবকে ভৃত্যবৎ খাটাইয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ১ম খণ্ড।

দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভন পতনৌ পক্ষৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখ্যৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তি-কারণৌ এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানং অবিশেষং উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া একং বৃক্ষং বৃক্ষমিব উচ্ছেদ সামান্যাৎ শরীরং পরিষস্বজাতে পরিষক্ত-বন্তৌ। তং শরীরং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োর্বৃক্ষং পরিষক্তয়োঃ মধ্যে অন্যঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধির্বৃক্ষ-মাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং ফলং স্বাদু অত্তি—ভক্ষয়তি। অনশ্নন্ অন্যঃ—ইতরঈশ্বরো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (আত্মনঃ সর্ব্বজন্মাদেঃ) সর্ব্বত্র সঙ্গোপাধির্নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসৌ ভোজ্য-ভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্ব-সত্তামাত্রেণ সত্বনশ্নন্ অভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কেবলং দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবদিতি।

সুন্দর পক্ষযুক্ত পরস্পর সখ্যস্বরূপ দুইটী পক্ষী বৃক্ষরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একটী স্থূল ও লিঙ্গদেহাভিমানী নশ্বর জীব, অন্যটী কারণ-শরীরস্থ

জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থার সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্য। প্রথমোক্তটী সমস্ত কর্ম্ম করেন ও ফলভোগ করেন, দ্বিতীয়টী নিরশন থাকিয়া কেবল মাত্র দর্শন করেন, অর্থাৎ স্বয়ং কর্ম্মাদি না করিয়াও রাজবৎ প্রেরয়িতা স্বরূপ হয়েন। এই দুই "আমি"র বিষয়, বেশ মনোযোগ করিয়া দেখিলে, সমস্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রেই দেখিতে পাইবেন। ইহাদের একটী অনিত্য, ঐন্দ্রজালিক ভাণমাত্র, তাহার অস্তিত্ব ছায়া স্বরূপ, আর একটী নিত্য, শাশ্বত। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মূল—১৮।

জ্ঞাতুং ন শক্যং হি কিমস্তি সর্ব্বৈঃ, যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ং।
কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দুরাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি কো বা॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৫২) এ সংসারে কোন্ বিষয় পুরুষগণের অজ্ঞেয়?

গুরুর উত্তর—নারীর মন ও চরিত্র (১)।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে স্ত্রী-স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

"উহারা (রমণীরা) নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব, উহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করা এবং উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। বিধাতা যে সময় সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীদিগের দোষের (২) সৃষ্টি করিয়াছেন। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে"। শ্রীমদ্ভাগবতে নারী-জাতি ঈশ্বরের মায়ার মূর্ত্তি (৩) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব স্ত্রীজাতির মন ও চরিত্র অবগত হওয়া কঠিন ব্যাপার।

(১) "স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"॥
অগ্রাহ্যং হৃদয়ং তথৈব বদনং যদ্দর্পণান্তর্গতং, ভাবঃ পর্ব্বত-সূক্ষ্মমার্গবিষমঃ স্ত্রীণাং ন বিজ্ঞায়তে।
চিত্তং পুষ্কর-পত্র-তোয়-তরলং বিদ্বদ্ভিরাশংসিতং নারীনামবিষাঙ্কুরৈরিব লতা দোষৈঃ সমং বর্দ্ধিতা॥
(নীতিশতক)

(২) স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দোষ—
"অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভিতা। অশৌচং নির্দ্দয়া দর্পঃ স্ত্রীণামষ্টৌ স্বভাবজাঃ"॥
(শুক্রনীতি)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৩) সকলের পক্ষে দুষ্পরিহার্য্য কি?

গুরুর উত্তর—"দুরাশা"। "দুষ্প্রাপ্য-বিষয়-প্রাপ্তির আশা অথবা অসাধ্য-সাধন করিবার আশাই দুরাশা" (১)। দুরাশা-কুহকিনী স্বীয় মোহিনীশক্তি প্রভাবে মনুষ্য-হৃদয়ে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিবেক-বুদ্ধির বিলোপ সাধন করে; সুতরাং দুরাশার দাস হইলে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ শূরশ্রেষ্ঠগণকে সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়াও হতবল লঙ্কেশ্বর ভগবান্ রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পতি-দেবতাগণের শীর্ষস্থানীয়া তদীয় প্রণয়িনী সীতাঠাকুরাণীকে স্ববশে আনয়ন করিবার দুরাশাকে কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের মহারণে আপনার অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ বিষম সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও ভগ্নোরুদণ্ড মুমূর্ষু দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যলাভ করিবেন, এই উৎকট দুরাশার বশেই দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুরাশা সহজে মনুষ্য-হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয় না। তবে যাঁহারা নিয়মিত সাধনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া শান্তভাবে যোগ-মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারাই কেবল এ প্রকার আশা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন। (২)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৪) কোন্ ব্যক্তিকে পশু বলা যায়? গুরুর উত্তর—যে ব্যক্তি বিদ্যা-বিহীন বা মূর্খ।

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং।
বিদ্যাভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যাগুরূণাং গুরুঃ॥
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশ-গমনে বিদ্যা পরং দৈবতং।
বিদ্যা রাজ-সুপূজিতা শুচিধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥
(নীতিশতক)

বিদ্যাই মানবগণের প্রধান সৌন্দর্য্য, বিদ্যা অতি গুপ্ত ধন, বিদ্যা ভোগ-প্রদায়িনী ও যশ-সুখ-বিধায়িনী, বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদেশ-গমনে বিদ্যাই বন্ধু (প্রধান সহায়),

(৩) কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন:—
"বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্। যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রুবিজৃম্ভেণ কেবলম্"॥
ভাগবত। ৩।৩১।৩৮॥

(১) মহাকবি কালিদাস স্বীয় বিনয়গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া রঘুতে বলিয়াছেন:—
"ক্বসূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবি-যশঃ-প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"॥
তিনি বা তৎসদৃশ অন্য কোন মহাকবি ভিন্ন অপরের পক্ষে ইহা প্রকৃতই দুরাশা।

(২) আশা নাম নদী মনোরথ-জলাতৃষ্ণা-তরঙ্গাকুলা, রাগ-গ্রাহবতীবিতর্ক-বিহগা ধর্ম্ম-দ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্ত-সুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গ-চিন্তাতটী, তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥
(বৈরাগ্যশতক)

বিদ্যা পরমদেবতা, বিদ্যা নৃপতিগণের নিকট পরম পূজা প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা বিশুদ্ধ ধন, বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে পশু বলা যায়।

"শাস্ত্রং(১) জ্ঞানপ্রদং কিঞ্চিৎ ন বিজানাতি যো নরঃ।
স মূর্খঃ কথ্যতে ধীরৈর্গায়ত্রীরহিতোঽথবা" ॥

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে জ্ঞান জন্মে; যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও জানে না; অথবা যে ব্যক্তি গায়ত্রীবর্জ্জিত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই মূর্খ বলিয়া থাকেন। মূর্খের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, (মূর্খে দোষা হি কেবলং) সুতরাং মূর্খব্যক্তি পশুর সমান (২)। মানুষকে "মানুষ" হইতে হইলে, বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইবে। হিতোপদেশে বলিয়াছেন, "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" পণ্ডিত ব্যক্তির সহবাস এবং শরীরস্থ মহাশত্রু আলস্যকে পরিত্যাগ করাই বিদ্যালাভের (৩) উৎকৃষ্ট উপায়।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং অর্থবিজ্ঞানমেব চ।
সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পণ্ডা প্রজায়তে ॥
(শুক্রনীতি।)

"আলস্যং যদি ন ভজেজ্জগত্যনর্থং, কো ন স্যাদ্বহুধনকো বহুশ্রুতো বা।
আলস্যাদিয়মবনিঃ সসাগরান্তা সংপূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্দ্ধনৈশ্চ" ॥

পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিলে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান এবং সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। জগতে মনুষ্যগণ যদি সর্ব্বানিষ্টকর আলস্যের সেবা না করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ধনবান্ না হয়? এবং কোন্ ব্যক্তিইবা বহুশাস্ত্রজ্ঞ না হয়? যাহারা আলস্যপরায়ণ, তাহারা বিদ্যা বা ধন কিছুই লাভ করিতে পারে না; সুতরাং আলস্য হইতেই সসাগরা ধরা নর-পশুতে ও নির্ধন লোকে পরিপূর্ণা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
(পূর্ব্বনপাড়া।)

---

(১) "অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্ব শ্চৈব তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ" ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

(২) অহিত-হিত-বিচারশূন্যবুদ্ধেঃ শ্রুতিবিষয়ৈর্বহুভির্বহিষ্কৃতস্য।
উদরভরণমাত্রকেবলেচ্ছোঃ পুরুষপশোশ্চ পশোশ্চ কোবিশেষঃ ॥ (হিতোপদেশ)
যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা হ্যধনাত্মদারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে, মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥ (গরুড়পুরাণ)

(৩) অন্য প্রকার বিদ্যা—"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যত"। (অধ্যাত্ম রামায়ণ)
বিদ্যাহীনঃ—"মূর্খো—দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ"। (ভাগবত)